বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস

বিশ্বকোষ-সঙ্কলয়িতা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু সিদ্ধান্তবারিধি-প্রণীত

শ্রীবিশ্বনাথ বসু কর্তৃক প্রকাশিত

THE

CASTES AND SECTS OF BENGAL

BY

NAGENDRANATH VASU M.R.A.S.
Editor, Visvakosha, Associate Member,
Asiatic Society of Bengal, &c. &c.

(THE HISTORY OF THE BENGAL KAYASTHAS)

Vol. VI.

(কায়স্থ-কাণ্ডের ষষ্ঠাংশ)

দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ-কাণ্ড

প্রথম খণ্ড

১৩৪০

[কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ৩৲ টাকা] [কাগজের মলাট ২৷৽ টাকা]

৯নং বিশ্বকোষ লেন, বিশ্বকোষ প্রেসে এ. সি, সেন কর্ত্তৃক মুদ্রিত

বক্তব্য

কায়স্থকাণ্ডের ষষ্ঠ অংশ বা দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থকাণ্ডের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইল। ২০ বর্ষ পূর্ব্বে রাজন্যকাণ্ড প্রকাশিত হয়। তৎপূর্ব্বে পুরাবিদ্‌, প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌ ও ঐতিহাসিকগণের গবেষণার ফলে যাহা বাহির হইয়াছিল, এবং আমার অনুসন্ধানের ফলে আমি যেরূপ বুঝিয়াছিলাম, তাহাই রাজন্যকাণ্ডে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। বলিতে কি তৎপরে এই সুদীর্ঘ বিংশ বর্ষ মধ্যে নানা শিলালিপি ও প্রাচীন তাম্রশাসন আবিষ্কারের সহিত ঐতিহাসিক জগতে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে পূর্ব্বমত পরিবর্ত্তন করিয়া আমাকেও সমসাময়িক লিপির অনুগামী হইতে হইয়াছে। আলোচ্য কায়স্থকাণ্ডের প্রথম তিন অধ্যায়ে এই নবাবিষ্কারের ফল গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছি। চতুর্থ অধ্যায় হইতে আমি কুলপঞ্জিকার অনুসরণ করিয়াছি। আমার ৪০ বর্ষের চেষ্টায় দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থসমাজের প্রায় সাড়ে তিনশত কুলগ্রন্থ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি। ইহার মধ্যে কোন খানি অতি বৃহৎ, লম্বে ২৪ ইঞ্চ ও প্রস্থে ৮ ইঞ্চ আকারে ৯০০ পত্রের অধিক, আবার নিতান্ত ছোট পুথি লম্বে ১ ফুট, প্রস্থে ৪ ইঞ্চ ও দুই এক পত্রে সম্পূর্ণ। তবে ক্ষুদ্র পুথির সংখ্যা নিতান্ত কম নহে; প্রায় দুইশত হইবে। বসু, ঘোষ ও মিত্র তিনঘর কুলীনের ছয় সমাজের বংশাবলি ও আদান-প্রদানের পরিচয় দিবার জন্য সুবৃহৎ কুলপঞ্জিকা ও কুলকারিকাগুলি এবং চল্লিশ ঘর মৌলিকের বংশাবলি, কুলপরিচয় ও আদান-প্রদানের প্রসঙ্গ লইয়া ছোট ছোট কুলপঞ্জিকা ও কুলকারিকা বা ঢাকুরগুলি লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলীন ও মৌলিকগণের কুলগ্রন্থ আলোচনা করিয়া বুঝিয়াছি যে দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজের উপর রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ কুলজ্ঞগণের অত্যধিক প্রভাব থাকায় তাঁহাদের ইচ্ছায় সুপ্রাচীন কুলবিবরণ অধিকাংশ রূপান্তরিত হইয়াছে। প্রথমতঃ সকল সমাজেই সংক্ষিপ্ত সমাজপরিচয়-মূলক 'জিজ্ঞাসার পুথি' প্রচলিত ছিল, তাহা হইতেই কুলকারিকা বা বিশাল কুলপঞ্জিকা-গুলির সৃষ্টি। আমরা দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজের তিনশত বর্ষের প্রাচীন 'জিজ্ঞাসা' পুথির কথা দ্বিতীয় অধ্যায়ে লিখিয়াছি, এই 'জিজ্ঞাসার পুথি' অনুসারে দত্ত, ঘোষ, বসু, মিত্র, চন্দ্র, সেন, দেও, দাস, সিংহ ও গুহ এই ১০ ঘরই রাঢ়ের আদিবাসী বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। এই জিজ্ঞাসার পুথিতে গৌড়াগত সৌকালিন, ভরদ্বাজ, গৌতম, আলম্যান ও বাৎস্য এই পঞ্চ গোত্রের ব্রাহ্মণের উল্লেখ আছে। বর্ত্তমান রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে সৌকালিন, গৌতম ও আলম্যান গোত্র নাই। সুতরাং 'জিজ্ঞাসা'-বর্ণিত রাঢ়রাজসভায় সমাগত পঞ্চ গোত্রের যে পঞ্চ জন ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের সহিত কনোজাগত পঞ্চ বিপ্রবংশধরগণের কোন সম্বন্ধ নাই।

'জিজ্ঞাসা' হইতে বেশ বুঝিতে পারি ১০ ঘর কায়স্থ রাজসভায় সম্মানিত হইলেও তাঁহারা রাঢ়বাসী ছিলেন এবং রাঢ়ে স্ব স্ব স্থানে চলিয়া আসেন।

"যার শিষ্য যে হইলা সেই গোত্র পায়। সবারে সন্তোষ করি করিলেন বিদায়॥"

জিজ্ঞাসার এই উক্তি হইতে মনে হয় রাজসভাগত দত্তাদি দশজন, রাজপূজিত ব্রাহ্মণগণের বিদ্যাব্রহ্মণ্যে মুগ্ধ হইয়া যিনি যে ব্রাহ্মণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন, তিনি সেই ব্রাহ্মণের গোত্রে পরিচিত হইয়াছিলেন। এ অবস্থায় বলিতে পারা যায় যে কনোজাগত বিপ্রগণ যখন গৌড়রাজসভায় উপস্থিত হন, তৎকালে ঐ দশঘর তাঁহাদের সহিত উপস্থিত হন নাই, সুতরাং তাঁহাদের শিষ্যত্ব বা গোত্র গ্রহণ করেন নাই। কনোজাগত পঞ্চ সাগ্নিকের যে আনুগত্যকথা কুলগ্রন্থে পাওয়া যায়, তাহা আধুনিক কবিকল্পনা। চতুর্থ অধ্যায়ে সেই সকল কুলগ্রন্থকথা সমালোচিত হইয়াছে। বলিতে কি রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-কুলাচার্য্য দেবীবরের সময় হইতেই ঐ সকল অর্ব্বাচীন কিংবদন্তী লিপিবদ্ধ হইতে দেখা যায়। দেবীবর রাঢ়বাসী ও রাঢ়েই তাঁহার প্রভাব অব্যাহত থাকিলেও সুদূর পূর্ব্ববঙ্গের বঙ্গজ কুলাচার্য্যগণও সেই দেবীবরের দোহাই দিয়া ৯৯ ঘর কায়স্থপদ্ধতি ও তন্মধ্যে কতকগুলির গোত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। দাক্ষিণরাঢ়ীয় কুলাচার্য্য ঘটক-চূড়ামণির কারিকাতেও দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলপ্রতিষ্ঠাতা পুরন্দর খানের সহিত দেবীবরের নামও গৃহীত হইয়াছে। ঘটক-চূড়ামণি স্পষ্ট লিখিয়াছেন,—

"সভাই সমান ছিল ছোট বড় নাহি ছিল জ্ঞান। ছোট বড় করি গেল রবির সন্তান॥
দেবীবর হইতে হইল ছোট বড় জ্ঞান। তাহার বৃত্তান্ত কহি শুন সাবধান॥
কায়স্থ-ব্রাহ্মণে করিলা কুলের বন্ধন। কন্যাগত হৈল বিপ্র কুলের গঠন॥ * * *
পুরন্দর খান্ বসু কুলের শ্রেষ্ঠত। সমাজ পর্য্যায় বাঁধিলেন হইয়া বিধাতা॥"

(দক্ষিণ রাঢ়ীয় কারিকা)

বলিতে কি রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের মেলবন্ধনকালে দেবীবর বল্লালী কুলপ্রথা সম্পূর্ণ উল্টাইয়া দিলেও মহারাজ বল্লালসেনের সময় হইতে দেবীবরের সময় পর্য্যন্ত রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণসমাজে বিভিন্ন সময়ে যে সকল বিভিন্ন কুলবিধি, সামাজিক নিয়ম ও যতগুলি সমীকরণ হইয়াছিল, দেবীবরের পরে ও বহু পূর্ব্ব হইতেই কুলাচার্য্যগণ সেই সমস্ত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।[১] সকলেই জানেন যে মহারাজ বল্লালসেন দাক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজেও কৌলীন্যমর্য্যাদা, কুলীন ও মৌলিক মধ্যে স্বতন্ত্র কুলপ্রথা, এবং ব্রাহ্মণসমাজের ন্যায় বংশানুক্রমে আদান প্রদানের কারিকা বা তালিকা রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণসমাজের সেই সকল কারিকা বা তালিকা যথাযথ পাইতেছি, কিন্তু রাঢ়ীয় কায়স্থসমাজের পুরন্দর খানের পূর্ব্ববর্ত্তী সেই সকল অংশনির্ণয়-কারিকাগুলি কোথায় গেল? রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের কুলপঞ্জিকা হইতে জানিতে পারি যে

---

(১) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড ১মাংশ, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণবিবরণ গ্রন্থে সবিস্তার আলোচিত হইয়াছে।

বিভিন্ন গোত্রের বল্লালী কুলীন ও ১ম মেলী কুলীনগণের মধ্যে ৭ম হইতে ১১শ পুরুষ হইতেছে,[২] কিন্তু দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থকুলপঞ্জিকায় দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ-কুলীনগণের মধ্যে বল্লালী কুলীন হইতে পুরন্দরী ১ম একজাই বা মেল পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র ৮ পুরুষ পাইতেছি।[৩] আবার দক্ষিণ-রাঢ়ীয় কায়স্থ-কারিকায় বসুবংশে ৫ম, ঘোষবংশে ৬ষ্ঠ এবং মিত্রবংশে ৯ম পর্য্যায়ে বল্লালী কৌলীন্যের কথা আছে, অথচ পুরন্দর খানের সময়ে উক্ত তিন বংশেরই ১৩শ পর্য্যায় হইয়াছিল বলা হইয়াছে, তাহাই বা কিরূপে সম্ভব? সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থকুলপঞ্জিকায় মহারাজ বল্লালসেনের পরবর্ত্তী ও পুরন্দরের পূর্ব্ববর্ত্তী যে বংশাবলী দেওয়া আছে, তাহা সব ঠিক নহে।

কুলপঞ্জিকাসমূহ হইতে জানিতে পারি মহামতি পুরন্দর খানের যত্নে তাঁহার সভা হইতে দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থসমাজে রীতিমত অংশ ও বংশ লিপিবদ্ধ করিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। বলিতে কি পুরন্দর খানের সময়ে দেবীবরপ্রমুখ রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ কুলাচার্য্যগণই সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন, তাঁহাদের পরামর্শ বা উপদেশ লইয়া 'গৌড়াধিকারী' পুরন্দর দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলবিধি সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি মহারাজ বল্লালের ন্যায় প্রধানতঃ কতকগুলি রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ও কয়েকজন কায়স্থকে কুলাচার্য্যপদে নিয়োগ করিয়া কুলপঞ্জিকা রক্ষার ব্যবস্থা করেন। তাঁহার এই মহাকার্য্যের জন্য তিনি ২য় বল্লাল বা দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজের কুলবিধাতা বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণপ্রভাবের কথা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-কুলাচার্য্য ও তদনুবর্ত্তী কায়স্থ কুলজ্ঞগণ পুরন্দরের সময় হইতে অংশবংশ যথাযথ লিপিবদ্ধ করিয়া আসিলেও দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থসমাজের পূর্ব্বতন কুলকথা ও পূর্ব্ববংশপরিচয় দেবীবরের অনুবর্ত্তী হইয়া উল্টাইয়া ফেলেন, সেই পূর্ব্বতন সমাজের অতীত ক্ষীণ স্মৃতি জিজ্ঞাসার পুঁথিতে কিছু পাইতেছি।

মহারাজ বল্লালসেন কোন্ স্থান হইতে সর্ব্বপ্রথম কৌলীন্যমর্য্যাদা প্রদান করেন, পূর্ব্বে তাহার ঠিক সন্ধান পাওয়া যায় নাই। আমাদের আলোচ্য গ্রন্থের ৮০ পৃষ্ঠা মুদ্রিত হইবার পর ইদিলপুরের কুলাচার্য্য লক্ষ্মীকান্ত শর্ম্মার সংগৃহীত তালপত্রের পুথির নকল হইতে সেই অবশ্য জ্ঞাতব্য কুলস্থানের সন্ধান পাইয়াছি।[৪] সেই কুলস্থানের নাম হইতেছে কঙ্কগ্রাম। এই কঙ্কগ্রামই রাঢ়ে সেনবংশের আদি কুলস্থান। মহারাজ বল্লাল এখানে বসু, ঘোষ, ও মিত্রকে আনাইয়া প্রতিষ্ঠিত করেন।

মহম্মদ-ই-বখ্তিয়ারের নদীয়া-বিজয় ও মহারাজ লক্ষ্মণের পূর্ব্ববঙ্গে প্রস্থানের পর অনেক

(২) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, ১মাংশ, ১৯৭-২০০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৩) দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থকাণ্ড, ১ম খণ্ড ১১৬ হইতে ১২১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৪) শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী মহাশয় উক্ত পুথির নকল দেখিতে দিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

কুলীনও রাঢ় হইতে পূর্ব্ববঙ্গে গমন করেন। এখানে প্রথমে দনৌজামাধবের সভায়, পরে চন্দ্র-দ্বীপপতি দনুজমর্দ্দনের সভায় বঙ্গাগত কুলীন সন্তানগণের সমীকরণ হইয়াছিল। বঙ্গজ কুলাচার্য্য আচার্য্য-চূড়ামণির কারিকায় লিখিত আছে—পূর্ব্বতন ঘটকেরা রাঢ়দেশবাসী সিংহ হইতে নন্দন পর্য্যন্ত ২৭ ঘরের কুল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বল্লালসেন আট সমাজের এই ২৭ ঘরের মধ্য হইতে মুখ্যদিগকে বঙ্গে বাস করাইয়াছিলেন। তৎপরে এই সকল বংশ চন্দ্রদ্বীপে প্রতিষ্ঠিত হন। উক্ত তালপাতার পুথিতে পাই কোণগ্রাম হইতে বসু, বটগ্রাম হইতে ঘোষ এবং বর্দ্ধমান হইতে মিত্র বল্লাল কর্ত্তৃক সমানীত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।[৫] আচার্য্যচূড়ামণির কারিকা ও তালপাতার পুথি আলোচনা করিলে মনে হইবে বল্লাল কর্ত্তৃক কঙ্কগ্রামে বসু, ঘোষ ও মিত্র সম্মানিত হইবার পূর্ব্বে উত্তররাঢ়ে সিংহ, দাস, ঘোষ আদি মুখ্য কুলীন বলিয়া সম্মানিত ছিলেন। বল্লালসেন হইতেই বসু, ঘোষ ও মিত্র এই তিনজন মাত্র মুখ্য কুলীন বলিয়া সম্মানিত হন। এই তিন বংশের সহিত রাঢ়ে গুহবংশ সম্মানিত হইয়াছিলেন কিনা উক্ত তালপত্রের পুথি হইতে বুঝা যায় না। গুহবংশ পরে পূর্ব্ববঙ্গে মুখ্য মধ্যে সম্মানিত হইয়াছিলেন। উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থসমাজে ২৭ ঘর মধ্যে আজও বাৎস্য সিংহ, সৌকালিন ঘোষ ও মৌদ্গল্য দাস এই তিন ঘর কুলীন, এ ছাড়া বিশ্বামিত্র মিত্র, কাশ্যপ দত্ত, মৌদ্গল্য কর, ভরদ্বাজ সিংহ, শাণ্ডিল্য ঘোষ ও কাশ্যপ দাস মৌলিক বলিয়া পরিচিত। এ ছাড়া উত্তররাঢ়ীয় বর্ত্তমান সমাজে অপর পদবীর কায়স্থ গৃহীত হয় নাই।[৬]

ইদিলপুরের তালপাতার পুথি হইতে বসু, ঘোষ ও মিত্র এই তিনজন মাত্র প্রথমে বল্লালী কৌলীন্য পাইয়াছিলেন জানা যায়। এদিকে দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থকারিকাতেও পাইতেছি—

"কৈলা মুখ্য কুলরাজ দক্ষিণ রাঢ়ের মাঝ চন্দনে তুষিল তিন জনে।
সপ্তঘর মৌলিক সিদ্ধি ছিল রাজার মুৎসুদ্দী তিনেতে চিহ্নিত কৈল দানে॥
বল্লালের পূজিত হয়ে ঘোষ বসু মিত্র লয়ে গৌড়দেশে ছিল সর্ব্বজন।
রাজার হইল অপবাদ ডোমকন্যা পরিবাদ গৌড় ছাড়ি করিল গমন॥" (৭৭পৃঃ দ্রষ্টব্য)

উক্ত তালপাতার পুথি ও দক্ষিণরাঢ়ীয় কারিকা এবং ২১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত 'জিজ্ঞাসার' পুথি একত্র আলোচনা করিলে মনে হইবে অতিপূর্ব্বে দক্ষিণ-রাঢ়বাসী ১০ ঘর মাত্র রাজসম্মানিত ছিলেন ও পরস্পরে আদান প্রদান প্রচলিত ছিল। পরে গৌড়াধিপ শূরবংশের উত্তর-রাঢ়ে অধিষ্ঠানকালে ঐ দশঘরই উত্তর রাঢ়ে ছড়াইয়া পড়েন। বল্লালসেনের কঙ্কগ্রাম হইতে কুলবিধি-কালেও তাঁহারা উত্তররাঢ়েই বাস করিতেন। পরে বল্লালসেন গৌড় বা উত্তর রাঢ় পরিত্যাগ করিয়া বিক্রমপুরে আসিয়া অধিষ্ঠিত হইবার পরে বসু, ঘোষ ও মিত্র এই তিন জনের ছয়টী পুত্র দক্ষিণরাঢ়ে ছয় সমাজে এবং বঙ্গে সাতজন বল্লাল কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।[৭]

---

(৫) এই গ্রন্থের ৮২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
(৬) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ বিবরণ, ১ম খণ্ড দ্রষ্টব্য।
(৭) এই গ্রন্থের ৭৭ পৃষ্ঠা এবং রাজন্যকাণ্ড, ৩৩৩পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ মধ্যে কায়স্থপ্রধান ২৭ ঘরের সমাজস্থান এক সময় উত্তররাঢ়ে হইলেও দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকায় তাহা গৃহীত হয় নাই। এইরূপ প্রয়োজনীয় বহু তত্ত্বই দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গে সেনবংশের অধিষ্ঠানে ও পরে চন্দ্রদ্বীপপতি দনুজ-মর্দ্দনদেবের আহ্বানে গৌড় রাঢ় হইতে কুলপতি ও কুলাচার্য্যগণ চন্দ্রদ্বীপে গমন করেন। এই সময়ে তাঁহাদের সহিত আদিপরিচয়মূলক কুলগ্রন্থগুলিও গিয়াছিল। এই সকল কুলগ্রন্থগুলি চন্দ্রদ্বীপ বা ইদিলপুরের কুলাচার্য্য ও স্বর্ণামাত্যগণের গৃহে রীতিমত অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যাইতে পারে। আমরা ঐ স্থানের পুঁথি হইতে ধারাবাহিক কথা লিখিবার জন্য যে অতীতের স্মৃতি বাহির করিয়াছি, তাহা পঞ্চম অধ্যায়ে লিখিয়াছি। ষষ্ঠ অধ্যায়ে পুরন্দর খানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও তাঁহার কুলবিধির বিস্তৃত বিবরণ এবং সপ্তম অধ্যায়ে ১৩শ হইতে ২৫শ পর্য্যায়ের একজাই বা সমীকরণের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে। দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজে সাধারণের বিশ্বাস পুরন্দর খানের ১ম একজাই-সভায় তৎকর্ত্তৃক জ্যেষ্ঠপুত্রগত কুলপ্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। এই প্রথা দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলীন সমাজ ব্যতীত বারেন্দ্র, উত্তররাঢ়ীয় ও বঙ্গজ কুলীন কায়স্থ মধ্যে প্রচলিত নাই। কিন্তু আচার্য্য-চূড়ামণির বঙ্গজ-কায়স্থকারিকায় সংস্কৃত ভাষায় যে বঙ্গজ কুলপ্রথা বর্ণিত হইয়াছে—তন্মধ্যে বল্লালী প্রথার প্রায় সম্যক্ আদর্শ পাইলেও এই শ্লোকটী দৃষ্ট হয়—

"কুলীনাত্তনুজাৎ মুখ্যাৎ জ্যেষ্ঠপুত্রায় যত্নতঃ। দেয়া পর্য্যায়বিধিনা গ্রহণঞ্চেতি লক্ষণম্‌॥"[৮]

অর্থাৎ পর্য্যায়-বিধি অনুসারে কুলীন কর্ত্তৃক জ্যেষ্ঠপুত্রের বিবাহ দিয়া কুলীন-কন্যাগ্রহণের নামই গ্রহণ। অবশ্য এই প্রথা অধুনা বঙ্গজ সমাজে প্রচলিত নাই। কিন্তু আচার্য্য চূড়ামণির কারিকা হইতে স্পষ্ট প্রমাণ পাইতেছি যে কন্যাগত বল্লালী কুলপ্রথার সহিত এক সময় বঙ্গজ কায়স্থ-সমাজেও জ্যেষ্ঠপুত্রগত কুলপ্রথা চলিত ছিল। বঙ্গজ কায়স্থসমাজস্থ প্রধান ২৭ ঘরের পূর্ব্ববাস রাঢ়দেশেই ছিল, তাহা এই গ্রন্থে (৮১-৮২ ও ৯১ পৃষ্ঠায়) বিশদ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এরূপ স্থলে মনে হয় জ্যেষ্ঠপুত্রগত কুল রাঢ়ীয় সমাজের বিশেষত্ব, বল্লাল-সেনের পূর্ব্ব হইতে এ দেশে প্রচলিত ছিল। বল্লালের কন্যাগত কুলপ্রথা রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-সমাজে গৃহীত এবং রাঢ়ীয় কায়স্থসমাজে বল্লালী কুলমর্য্যাদা স্বীকৃত হইলেও দক্ষিণ-রাঢ়ীয় কায়স্থসমাজ পূর্ব্ব কুলপ্রথা এককালে পরিত্যাগ করেন নাই। মনে হয় পুরন্দর খান্ সেই প্রাচীন প্রথাই কিছু পরিবর্ত্তন ও সংশোধন করিয়া চালাইয়া গিয়াছেন। দক্ষিণ-রাঢ়ীয় কায়স্থসমাজ দেশ, কাল ও পাত্রোপযোগী মনে করিয়াই তাহা সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিতে কি পুরন্দরের সময় হইতেই দক্ষিণ-রাঢ়ীয় ও বঙ্গজ কায়স্থসমাজ সম্পূর্ণ পৃথক্ হইয়া পড়ে।

৮ম অধ্যায়ে কেবল বসুবংশীয় সমী কুলীন বা একজাই-সভায় সম্মানিত কুলীন-গণের বংশলতা ও অংশনির্ণয়কারিকা মুদ্রিত হইয়াছে। ইচ্ছা ছিল এই খণ্ডে বসু, ঘোষ ও মিত্র এই তিন বংশের ছয় সমাজের বংশলতা ও অংশনির্ণয়কারিকা সম্পূর্ণ করিব।

(৮) এই গ্রন্থের ৭১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

এ ছাড়া নব্য কুলপ্রথা ও নানাসমাজের গোষ্ঠীপতির পরিচয় সম্বন্ধে আলোচনা করিব। কিন্তু এই খণ্ডের আকার আর বাড়ান উচিত নহে মনে করিয়া ঘোষ ও মিত্রবংশের বংশলতা ও অংশনির্ণয়কারিকা মুদ্রিত করিতে পারিলাম না। দক্ষিণরাঢ়ীয় দ্বিতীয় খণ্ড মুদ্রিত হইতেছে, তাহাতে ঐ সকল জ্ঞাতব্য বিবরণ প্রকাশিত হইবে।

স্বর্গগত অনাথনাথ দেবের সাময়িক একজাই-কাগজ-পত্র হইতে জানা যায় ২৫শ পর্য্যায়ের একজাই-কালেও দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজে ব্রাহ্মণ কুলাচার্য্য ও কায়স্থ ঘটকের সংখ্যা ৪৫ জন ছিল। কিন্তু অধুনা একজনও কুলাচার্য্য বা কুলজ্ঞ ঘটক নাই, আর কেহ কুলপঞ্জিকা রক্ষা করেন না বা বংশপরিচয় লিখিয়া রাখেন না। এ কারণ ৫ম অধ্যায় হইতে ৮ম অধ্যায় পর্য্যন্ত যতদূর পারিয়াছি প্রাচীন কুলপঞ্জিকা ও কুলকারিকাগুলি প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। পুরন্দর খানের সময় বা ১৩শ পর্য্যায় হইতে যে সকল বিভিন্ন কুলাচার্য্য-রচিত সংস্কৃত কারিকা ও বাঙ্গালা কারিকা পাওয়া গিয়াছে এবং এই গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে, তন্মধ্যে সংস্কৃত কারিকাগুলির ঐতিহাসিক মূল্য অনেক বেশী। বাঙ্গালা কাব্য বা সামাজিক সাহিত্যে বাঙ্গালা কারিকাগুলিও বিশেষ স্থান পাইবার যোগ্য। সংস্কৃত কারিকার ঐতিহাসিকতা প্রতিপাদনের জন্য এখানে একটী কারিকা উদ্ধৃত করিতেছি—

> "মুখ্যঃ শ্রীচক্রপাণির্বসুমুকুটমণিশ্ছত্রনাজীরনামা
> গৌড়ানাং সার্ব্বভৌমপ্রতিনিধিরভবৎ সর্ব্বকার্য্যাধিকারী।
> কিং কার্য্যং তস্য শৌর্য্যং সকলগুণযুতে ঘোষবর্য্যে মুরারৌ
> গৃহ্ণুন্নোজ্জ্বলমিত্রং সহজকৃতিবরং মাধবং বাসুদেবং॥"

পুরন্দরখানের অসাধারণ প্রতিপত্তি ও প্রভাবের পরিচয় অনেকে শুনিয়াছেন; তৎপুত্র মন্ত্রি-প্রবর কেশবছত্রীর নামও মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক লীলাগ্রন্থসমূহে উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। কিন্তু কেশবপুত্র ছত্রনাজীর চক্রপাণিবসুর নাম হয়ত অনেকে জানেন না। এই চক্রপাণি সাধারণ লোক ছিলেন না; তিনি গৌড়ের সার্ব্বভৌম নৃপতি বা সুলতানের রাজপ্রতিনিধি (Viceroy) ও সর্ব্বকার্য্যাধিকারী এবং সুলতানের পরই রাজকীয় শাসনবিভাগে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধিকারে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সংস্কৃত কুলকারিকা হইতে সেই অতীত ইতিহাসের উজ্জ্বল স্মৃতি পাইতেছি। পূর্ব্বে স্বর্গীয় ঈশানচন্দ্র ঘটকরাজের মুখে শুনিয়াছি, "তিন শত বর্ষ পূর্ব্বে ঘটকবিশারদ সংস্কৃত ভাষায় সমীকরণকারিকা রচনা করেন, পরে যাঁহারা সংস্কৃত কারিকা রচনা করেন, পরবর্ত্তী পর্য্যায়ের অংশ ধরিয়া সেই কারিকা বাড়াইয়া যান।" আমরা সংস্কৃত কারিকাগুলি যে ভাবে যতদূর পাইয়াছি, অবিকল মুদ্রিত করিলাম, কোন প্রকার সংশোধন বা পরিবর্ত্তন করিতে সাহসী হই নাই। ৪০ বর্ষ অনুসন্ধানের ফলে কুল-পঞ্জিকা এবং সংস্কৃত কারিকা ও বাঙ্গালা কারিকা বা ঢাকুরগুলি যতদূর সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি তাহা এই গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে এবং ভবিষ্য খণ্ডেও মুদ্রিত হইবে। অনুসন্ধানের

ফলে বুঝিয়াছি—শত শত কুলগ্রন্থ কীটদষ্ট হইয়া বা গৃহদাহে নষ্ট হইলেও দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজের মৃত কুলাচার্য্যগণের গৃহে এখনও শত শত কুলগ্রন্থ রহিয়াছে এবং যত্নাভাবে বহু কুলগ্রন্থ দিন দিন নষ্ট হইতেছে। অথচ তাঁহাদের বংশধর বা আত্মীয়স্বজনগণ ঐ সকল গ্রন্থ হস্তান্তর করিতে প্রস্তুত নহেন। ঐ সকল জাতীয় গ্রন্থ ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করা সামাজিকগণের একান্ত কর্ত্তব্য।

যাঁহাদের সাহায্যে দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলগ্রন্থ সংগ্রহে সমর্থ হইয়াছি, তাঁহাদের অধিকাংশই ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন, তন্মধ্যে নড়াইল হাটবাড়িয়ার প্রসিদ্ধ জমিদার স্বর্গগত গোবিন্দচন্দ্র রায়, স্বর্গগত রায় বিনোদবিহারী বসু, পাঁজিয়া-নিবাসী রাজা পার্শ্বনাথের বংশধর স্বর্গগত রমেশচন্দ্র বসু, এবং রাজা রাধাকান্ত দেবের দৌহিত্র আমার গুরুস্থানীয় স্বর্গগত আনন্দকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করিতেছি। তাঁহাদের প্রদত্ত উপকরণ ভিন্ন আমি অনেক বিষয় প্রকাশ করিতে সমর্থ হইতাম না। অনেকেই অবগত আছেন, স্বর্গগত রায় নন্দলাল বসু মহাশয়ের উদ্যোগে 'দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থকারিকা' নামক সুবৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই বিশাল গ্রন্থের কএক সংখ্যা প্রকাশের পর কেহ কেহ বসু মহাশয়কে প্রকাশিত খণ্ডে অনেক ত্রুটি দেখাইয়া দেন। ভবিষ্যতে যাহাতে ত্রুটি না থাকে এই উদ্দেশ্যে বসু মহাশয় তখনকার প্রধান কুলাচার্য্য দীনবন্ধু ঘটক কুলভূষণ, ঈশানচন্দ্র ঘটকরাজশিরোমণি, ও বিজয়কৃষ্ণ ঘটকশেখরের সংগৃহীত কুলপঞ্জিকাগুলি হস্তগত করেন। তদনুসারে কায়স্থকারিকা ছাপাইবার ব্যবস্থা হয়।[১] তাঁহার উপযুক্ত জ্যেষ্ঠ পুত্র ও আমার হিতৈষী বন্ধু রায় বিনোদবিহারী বসু মহাশয় আমার জাতীয় ইতিহাসে ব্যবহারের জন্য সেই সমস্ত কুলগ্রন্থ প্রদান করেন। পরমাত্মীয় রমেশচন্দ্রের নিকট পাঁজিয়ার ঘটকরত্ন নন্দরাম মিত্রের পুথি প্রাপ্ত হই। যাহার উৎসাহে আমি বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস রচনায় অগ্রসর হই, সেই গোবিন্দচন্দ্র রায় মহাশয় তাঁহার পিতৃদেব স্বর্গগত গুরুদাস রায় মহাশয়ের সংগৃহীত কুলগ্রন্থগুলি দিয়া গিয়াছেন। তিনি নিজের পান্‌সীতে উপযুক্ত লোক সঙ্গে দিয়া যশোর জেলাস্থ সমস্ত প্রসিদ্ধ ঘটকের গৃহে আমায় পাঠাইয়া দেন। এই সময় আমি রাধামোহন বাচস্পতি, ঘটক সার্ব্বভৌম, ঘটকরত্ন শম্ভুবিদ্যানিধি, কাশীরাম বসু প্রভৃতির গৃহে তাঁহাদের রচিত ও সংগৃহীত বহু কুলপাঞ্জকা ও কুলকারিকা বা ঢাকুর সংগ্রহ করিতে সমর্থ হই। এ ছাড়া আমি পাঁজিয়ায় গিয়া ঘটকরত্ন নন্দরাম মিত্রের গৃহ হইতে বহু কুলগ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি, তন্মধ্যে তাঁহার গৃহে রক্ষিত 'জিজ্ঞাসার'

(১) স্বর্গগত বসু মহাশয় বহু অর্থব্যয়ে ঐ সমস্ত কুলপঞ্জিকা সংগ্রহ করিলেও ঐ সকল পুথি ও মুদ্রিত কায়স্থকারিকা মিলাইয়া বুঝিয়াছি যে কায়স্থকারিকা মুদ্রণকালে কেবল ঈশানচন্দ্র ঘটক রাজশিরোমণির পুথি ছাপা হইয়াছে। অপর নানা পুথি মিলান হয় নাই, এ কারণ কায়স্থকারিকায় অনেকের বংশ ও অংশ ছাড় হইয়াছে। এই গ্রন্থের ৮ম অধ্যায়ে নানাস্থানের পুথি মিলাইয়া কায়স্থকারিকার ভ্রম ও অভাবগুলি পূরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। এ সম্বন্ধে আমার প্রিয়পুত্র শ্রীমান্ বিশ্বনাথ আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে।

পুথিখানি পাইয়াছি। যশোর-খুলনার সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাসলেখক স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ও কতকগুলি প্রাচীন কুলপঞ্জী পাঠাইয়াছিলেন। গিকৃসিমিল গ্রাম হইতেও অতিপ্রাচীন কতকগুলি কুলকারিকা পাইয়াছি। রাজা রাজকৃষ্ণদেব বাহাদুর, ও সার রাজা রাধাকান্তদেব বাহাদুরের একজাই বিবরণ যাহা রাজা বাহাদুর নিজে ছাপাইয়া তাঁহার একজাই সভায় বিতরণ করেন এবং রাজা রাজকৃষ্ণ বাহাদুর নিজে রচনা করিয়া যে নব্য কুলপ্রদীপ প্রকাশ করেন, তাহা রাজা রাধাকান্তের উপযুক্ত দৌহিত্র স্বর্গগত আনন্দকৃষ্ণ বসু মহাশয় আমাকে দিয়াছিলেন। এ ছাড়া বর্ত্তমান গ্রন্থে অপরাপর যে সকল ব্যক্তির নিকট উপকরণ সংগ্রহে সাহায্য পাইয়াছি, তাঁহাদের সকলের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

এই খণ্ড মুদ্রণকালে আমার স্থায়ী রোগের উপর দুইবার প্রবল জ্বরে ও কঠিন উপসর্গে আমাকে মৃত্যুমুখে ফেলিবার উপক্রম হইয়াছিল। আমি এই গ্রন্থ যে প্রকাশ করিতে পারিব সে আশা ছিল না; বিশেষতঃ আমাকে দারুণ অভাবের মধ্যে দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থকাণ্ড প্রকাশের ভার গ্রহণ করিতে হইয়াছে বারেন্দ্র ও উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থকাণ্ড প্রকাশকালে বারেন্দ্র ও উত্তররাঢ়ীয় সমাজের ধনী দরিদ্র অনেকেই স্ব স্ব সমাজের ইতিহাস মুদ্রণের সমুদয় ব্যয় বহন করিয়াছিলেন, প্রায় সকল শ্রেষ্ঠ বংশই যথাসাধ্য অর্থসাহায্য পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয় আমাদের দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজ হইতে এই গ্রন্থপ্রকাশের ব্যয় বলিয়া এখনও কোনরূপ অর্থসাহায্য পাই নাই। অনেকে আমার শরীরের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া মনে করেন যে এরূপ পীড়িত ব্যক্তি এই দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য কিরূপে সমাধা করিবে? বাস্তবিক আমার গৃহের বাহির হইবার শক্তি নাই। দুই একবার বাড়ীর বাহির হইয়া তাহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম সহ্য করিয়াছি, এমন কি তজ্জন্য হৃদ্‌রোগবৃদ্ধির সহিত আমাকে কিছুকাল অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছে। কিন্তু তথাপি আমি সাহস করিয়া বলিতেছি যে মা আদ্যাশক্তির কৃপায় তাঁহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া আমি শয্যায় বসিয়া নিজ সমাজের ইতিহাস লিখিবার শক্তি পাইতেছি।

বারেন্দ্র ও উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থসমাজের তুলনায় দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থসমাজ চতুর্গুণেরও বেশী বড় হইবে। তাই এই বৃহৎ সমাজের কুলগ্রন্থের সংখ্যা কম নহে। বহু চেষ্টায় বহু অর্থব্যয়ে সেই সকল অমূল্যগ্রন্থ সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থ প্রকাশ করিতে হইলে বহু অর্থের প্রয়োজন। এই ব্যয় বহন করা আমার পক্ষে অসাধ্য। তাই আমার স্বজাতীয় দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজকে নিবেদন করিতেছি যদি তাঁহারা লুপ্তপ্রায় সামাজিক অমূল্য গ্রন্থগুলি রক্ষা করা প্রয়োজন মনে করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সুবিধা ও সাধ্যানুসারে অর্থ সাহায্য করিয়া স্ব স্ব কর্ত্তব্য পালন করিবেন, ইহাই প্রার্থনা।

বিশ্বকোষ-কুটীর ৮নং বিশ্বকোষ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা	নিবেদক শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু ভাদ্র-পূর্ণিমা, ১৩৪০

সূচীপত্র

অষ্টম অধ্যায়

সমীকুলীনগণের বংশলতা ও অংশ বা কুলকার্য্যের বিবরণ ১৭৪—৩০১

বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস

দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থকাণ্ড

প্রথম অধ্যায়

গৌড়ের আদি কায়স্থ-সমাজ

এদেশের অনেকের বিশ্বাস,—গৌড়দেশে যে সকল অভিজাত কায়স্থবংশ বাস করিতেছেন, তাঁহাদের বীজপুরুষগণ পশ্চিমাঞ্চল হইতে এদেশে আসিয়াছেন। আমাদেরও বহুকাল এই বিশ্বাস ছিল। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের পূর্ব্ববাস পশ্চিম প্রদেশই মনে করিতাম। এমন কি 'অঙ্গ' 'বঙ্গ' নাম করিলেই প্রচলিত মনুসংহিতা-বর্ণিত 'পুনঃসংস্কারযোগ্য' স্থান মনে হইত, কিন্তু পুরাতত্ত্ব উদ্ধার এবং নব নব শিলালেখ ও তাম্রশাসন আবিষ্কারের ফলে আমাদের পূর্ব্বের বিশ্বাস ক্রমেই ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে মনে করিতাম, মহারাজ আদিশূরের সময় হইতেই গৌড়ে যাগযজ্ঞ সম্পন্ন করিবার জন্য ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের অভ্যুদয় হইয়াছিল। কিন্তু এখন প্রত্নতত্ত্বের নূতন আলোকে দেখিতেছি, আদিশূরের অভ্যুদয়ের বহু পূর্ব্বে এমন কি খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকে গৌড়দেশের নানা স্থানে বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য বহু বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের কার্য্য লক্ষ্য রাখিবার বা রাজকীয় ব্যাপার তত্ত্বাবধানের জন্য বহু উচ্চপদে কায়স্থ কর্ম্মচারী নিযুক্ত ছিলেন।

বারেন্দ্র কায়স্থকাণ্ডে দেখাইয়াছি—গুপ্তসম্রাট্ কুমারগুপ্ত, বুধগুপ্ত ও ভানুগুপ্তের শাসনাধিকারকালে ৪৪৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ৫৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সেই সেই গুপ্তসম্রাট্গণের অধীনে মিত্র, দত্ত, দাস, নন্দী, পাল ও ভদ্র উপাধিধারী রাজপুরুষগণ কোটিবর্ষ বা উত্তর বারেন্দ্র (বর্ত্তমান দিনাজপুরের অধিকাংশ) শাসন করিতেন।[১] ইহারই অব্যবহিত পরে মহারাজ ধর্ম্মাদিত্যদেব, গোপচন্দ্রদেব ও সমাচারদেবের সময়ে বারকমণ্ডল বা সমুদ্রতরঙ্গ-বিধৌত নিম্ন গৌড়ে দত্ত, মিত্র,

খৃষ্টীয় ৫ম শতকে গৌড়ীয় কায়স্থ

---

(১) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, (বারেন্দ্র কায়স্থ-বিবরণ) কায়স্থকাণ্ডের ২য়াংশ, ২০—২৮, ৩১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ঘোষ, সেন, কুণ্ড, নাগ, পালিত, চন্দ্র, ভোগ ও ভূতি উপাধিধারী কায়স্থ-রাজপুরুষগণ অধিষ্ঠিত ছিলেন।[২] আবার প্রাগ্‌জ্যোতিষপতি ভাস্করবর্ম্ম কর্ত্তৃক কর্ণসুবর্ণ জয়স্কন্ধাবার হইতে প্রদত্ত তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে তাঁহার বৃদ্ধপ্রপিতামহ ভূতিবর্ম্মার সময় হইতে অর্থাৎ খৃষ্টীয় ৫ম শতকে বসু, ঘোষ, দত্ত, সোম, পালিত, পাল, কুণ্ড, ভূতি, দাম প্রভৃতি উপাধিধারী রাজানুগৃহীত বহু ব্যক্তি চন্দ্রপুরী বিষয়ে রাজলব্ধ শাসন-ভূভাগে বাস করিতেছিলেন। সপ্তম শতাব্দীর তাম্রশাসনে ত্রিপুরা জেলাতেও ঐরূপ পদবীযুক্ত ব্রাহ্মণের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৩]

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে প্রায় দেড় হাজার বর্ষ পুর্ব্ব হইতেই ঘোষ, বসু, মিত্র, দত্ত প্রভৃতি পদ্ধতিযুক্ত ব্যক্তিগণ গৌড়দেশে বাস করিতেন।[৪] গৌড়বঙ্গের বাহিরে যুক্তপ্রদেশ, বোম্বাই, মান্দ্রাজ ও রাজপুতানায় নানা শ্রেণীর কায়স্থের বাস আছে এবং কায়স্থের গৌর দ্যোতক বহু শিলালেখ ও তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইলেও উপরোক্ত অধিকাংশ পদ্ধতি গৌড়বঙ্গের কায়স্থসমাজ ব্যতীত আর কোথাও দেখা যায় না। এই সকল পদ্ধতিই গৌড়বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কায়স্থ রাজকর্ম্মচারীর বিশেষত্ব।

উপরিবর্ণিত অধিকাংশ বংশপদ্ধতিই গৌড়বঙ্গের বাহিরে কায়স্থ-সমাজে যখন প্রচলিত ছিল না বা অধুনা প্রচলিত নাই, তখন কি বলিতে পারি না—ঐ সকল পদ্ধতি বাঙ্গালী কায়স্থের নিজস্ব। পরে বাঙ্গালার বাহিরে দূরদেশেও কায়স্থ মধ্যে যে দুই একটী অনুরূপ উপাধির সন্ধান পাওয়া যাইতেছে—সে সকল কি গৌড়বাসী সঙ্গে লইয়া যায় নাই?

ভারতবর্ষের জাতিতত্ত্ব আলোচনা করিলে বেশ বুঝিতে পারি বাঙ্গলায় যত কায়স্থের বাস ভারতের অপর কোন প্রদেশে তাহার অর্দ্ধ সংখ্যকেরও বাস নাই। অপর প্রদেশ অপেক্ষা বাঙ্গালায় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সংখ্যক কায়স্থের বাস হইবার কারণ কি?

আমাদের মনে হয় বহু পূর্ব্বকাল হইতেই গৌড়বঙ্গ ভারতীয় কায়স্থসমাজের প্রধান কেন্দ্র

---

(২) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড বা কায়স্থকাণ্ডের ১মাংশ, ৪১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৩) Epigraphia Indica, vol. xv, pp. 301 ff.

(৪) গুজরাটের নাগর ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে এবং শ্রীমাল ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে ঐ সকল উপাধি লক্ষিত হয়। ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রাচীন শিলালিপি ও তাম্রলেখ হইতে নাগর ব্রাহ্মণদিগের ঐরূপ উপাধির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে (Ind. Ant, 1911, p. 31) সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীর তাম্রলেখ হইতে উড়িষ্যা ও কান্যকুব্জ হইতেও ঐরূপ পদবীযুক্ত ব্রাহ্মণের উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে। (Ep. Ind. vol, xv, pp 1 ff & 179). উৎকল ও সম্বলপুর হইতে কএকটি তাম্রশাসনে ঐরূপ উপাধিযুক্ত কায়স্থ রাজপুরুষের পরিচয় পাওয়া গেলেও তাঁহারা গৌড়াগত কায়স্থ সন্তান বলিয়া পরিচিত। (Ep. Ind. vol. III, p. 835, vol VIII. p. 143, vol. XI; and B. C Mazumdar's Sonpur. p. 115).

ছিল। সাড়ে তিন শত বর্ষেরও কিছু পূর্ব্বে দিল্লীশ্বর অক্‌বরের সভাসদ্ ও ঐতিহাসিক আবুলফজল্ লিখিয়াছেন—গৌড়বঙ্গ উনিশ শত বর্ষের অধিককাল কায়স্থ-শাসিত ছিল। আবুলফজলের কথা এককালে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। এই সেদিন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের বার্ষিক সভায় ঘোষণা করিয়াছেন—খৃষ্টীয় ৫০০ অব্দ হইতেই সমগ্র গৌড়বঙ্গের শাসনভূভাগ কায়স্থজাতির একচেটিয়া ছিল, কায়স্থের অনুমোদন ভিন্ন বিন্দুমাত্র জমি কাহারও দখল করিবার সুবিধা ছিল না। সুতরাং সাড়ে তিন শত বর্ষ পূর্ব্বে আবুলফজল যে কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন—নবাবিষ্কৃত ঐতিহাসিক তত্ত্বানুসন্ধানের ফলে শাস্ত্রী মহাশয় তাহারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। এরূপ সুদীর্ঘকাল কায়স্থশাসন গৌড়বঙ্গ ব্যতীত আর কোথাও শুনা যায় নাই।

গৌড়বঙ্গই সর্ব্বপ্রাচীন কায়স্থকেন্দ্র

অতি পূর্ব্বকাল হইতেই গৌড়বঙ্গে বৈদিক আর্য্য ও আর্য্যেতর জাতির সংমিশ্রণে মিলনস্থানে অনেক সুপ্রাচীন তীর্থের উৎপত্তি হইয়াছিল, নানা প্রাচীন পুরাণে ও মহাভারতে সেই সকল প্রাচীন তীর্থের উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে কৌশিকী, কোকামুখ ও বরাহতীর্থের প্রসঙ্গ খৃষ্টীয় ৫ম শতকের তাম্রলেখ মধ্যেও পাওয়া যাইতেছে। এই সকল তীর্থ বা পুণ্যক্ষেত্রে বাসের আশায় প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতেই এখানে অনেক সুসভ্য জাতির আগমন হইয়াছিল। সেই সকল অধিবাসীর মধ্যে স্ব স্ব ধর্ম্মমত প্রচার করিবার জন্য ২২শ তীর্থঙ্কর নেমিনাথ, ২৩শ তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ ও ২৪শ তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামী এবং ভগবান্ শাক্যবুদ্ধ দেখা দিয়াছিলেন। এই সকল মহাপুরুষগণের মধ্যে অরিষ্টনেমি বা নেমিনাথ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞাতি ছিলেন। বলাবাহুল্য তিনি শ্রীকৃষ্ণের সাত্বতমত-বিরোধী ভিক্ষুধর্ম্ম অঙ্গবঙ্গে প্রচার করিয়াছিলেন। এই অরিষ্টনেমির নামানুসারেই এখানে সেই অতি প্রাচীনকালে 'অরিষ্টপুর' নগর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।[৫] তাহারই ফলে সেই প্রাচীনকালে এখানকার নৃপতি পৌণ্ড্রক বাসুদেব প্রভৃতি স্থানীয় জনসাধারণ শ্রীকৃষ্ণ বা সাত্বতমতের বিরোধী হইয়াছিলেন। তৎপরে খৃষ্টজন্মের ৮০০ বর্ষ পূর্ব্বে পার্শ্বনাথ স্বামী পুণ্ড্র, রাঢ় ও তাম্রলিপ্ত প্রদেশে বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড-বিরোধী চাতুর্যাম ধর্ম্ম প্রচার করেন। বলিতে কি সেই দূর অতীতকালে রাঢ়, বরেন্দ্র ও সাগরচুম্বিত গৌড়মণ্ডল মধ্যেও পার্শ্বনাথের প্রভাবে অনেকে জৈন ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। তাঁহার প্রায় সার্দ্ধ দুই শত বর্ষ পরে ২৪শ তীর্থঙ্কর মহাবীরস্বামী ও জ্ঞানাবতার শাক্যবুদ্ধ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বলাবাহুল্য তাঁহাদের এবং তাঁহাদের শিষ্যানুশিষ্যগণের

আদি কায়স্থসমাজে অবৈদিক ধর্ম্ম প্রভাব

---

(৫) পাণিনির 'অরিষ্টগৌড়পুরে চ।' এই সূত্রানুসারে বেশ জানা যায় যে পাণিনিরও বহু পূর্ব্বে প্রাচ্য ভারতে 'অরিষ্টপুর' ও 'গৌড়পুর' স্থাপিত হইয়াছিল।

প্রভাবে গৌড়বঙ্গের নানাস্থানে বেদবিরোধী জৈন বা বৌদ্ধমতে জনসাধারণে অনুরক্ত হইয়াছিল।

আমাদের মনে হয় ২৩শ তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথস্বামীর সময়ে প্রায় দুই হাজার সাতশত বর্ষ পূর্ব্ব হইতেই এখানে কায়স্থ সংস্রব ঘটিয়াছিল। অতঃপর ক্রমশঃই তাঁহারা প্রভাব বিস্তার করিতেছিলেন এবং অনেকে অবৈদিক যাতুর্যাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। জৈনদিগের কল্প-সূত্র-বিবরণ পাঠে জানা যায় এরূপ কোন কায়স্থের গৃহে শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামী পারণ করিয়াছিলেন। যিনি বেদবিরুদ্ধ অহিংসা ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তিনি কখনই বৈদিক কর্ম্মানুরাগীর গৃহে আহার করিতেন না; বিশেষতঃ যে কায়স্থের ঘরে মহাবীর স্বামী পারণ করিয়াছিলেন, তিনি যে তাঁহার ভক্ত ও মতানুবর্ত্তী ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

অন্যত্র দেখাইয়াছি—মহাবীরস্বামীর মোক্ষলাভের পর তাঁহার শিষ্যপরম্পরা প্রাচ্য ভারতে জৈন ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। তাহার ফলে নন্দ-রাজমন্ত্রী জৈন ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। নন্দরাজমন্ত্রী শকটালের পুত্র জৈনাচার্য্য স্থূলভদ্রের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। জৈন-দিগের শেষ শ্রুতকেবলী সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের গুরু ভদ্রবাহুরও ঐ সময়ে অভ্যুদয়। এই ভদ্রবাহুর শিষ্য কাশ্যপ গোত্রীয় গোদাস হইতে তাম্রলিপ্তিকা, কোটীবর্ষীয়া, পুণ্ড্রবর্দ্ধনীয়া ও দাসী কর্ব্ব-টীয়া এই চারিশাখার উৎপত্তি হইয়াছিল।[৬] ইহাতে মনে হয় সমস্ত গৌড়বঙ্গেই জৈনপ্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য তন্মধ্যে বহু কায়স্থ ছিলেন। বগুড়া জেলার পাহাড়পুর হইতে অষ্টম শতাব্দীর জৈন তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে।

চন্দ্রগুপ্ত অন্তিম কালে ভদ্রবাহুর শিষ্য হইয়া জৈনধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। অনেকে মনে করেন, সম্রাট্ অশোকও প্রথমে জৈনধর্ম্ম গ্রহণ করেন, শেষে তিনি বুদ্ধদেবের মতানুসরণ করিয়া তাঁহার সাম্রাজ্যের নানাস্থানে ধর্ম্মরাজিকা স্থাপন ও অনুশাসন লিপি প্রচার করেন।

আড়াই হাজার বর্ষ পূর্ব্বেও এখানে সম্ভ্রান্ত কায়স্থের বাস ছিল, তাঁহারাই গৌড় কায়স্থ। খৃষ্টজন্মের প্রায় ৫৭৭ বর্ষ পূর্ব্বে জৈনদিগের শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামী সিদ্ধিলাভ করিয়া এরূপ কায়স্থের ঘরে আসিয়া পারণ করেন। মনে হয় তখন বা তৎপূর্ব্বে হইতেই এখানকার কায়স্থগণ অবৈদিক জৈন-মতানুরাগী ছিলেন। নন্দবংশ ও মৌর্য্যবংশের সময়েও জৈন প্রভাবের পরিচয় পাই। মৌর্য্যসম্রাট্ অশোক এক সময়ে জৈনপ্রিয় ও পরিশেষে বৌদ্ধধর্ম্মানুরাগী হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ভিন্ন ব্রাহ্মণসমাজের বিচার অপরে করিতে পারিত না। ব্রাহ্মণকে দণ্ড দিবার অপর কাহারও অধিকার ছিল না। কিন্তু সম্রাট্ অশোক সকল বর্ণকে সমভাবে দেখিবার জন্য ব্যবহারসমতা ও দণ্ডসমতা ঘোষণা করেন। তাঁহার ধর্ম্মলিপি হইতে জানা যায় যে তাঁহার অভিষেকের ২৬ বর্ষে তিনি রাজুক বা কায়স্থগণের উপর সম্পূর্ণ শাসনকর্ত্তৃত্ব

---

(৬) রাজন্যকাণ্ড, ৩৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

অর্পণ করিয়াছিলেন। অশোকের স্তম্ভলিপিতে স্পষ্ট ঘোষিত হইয়াছে, "যেমন কোন ব্যক্তি উপযুক্ত ধাত্রীর হস্তে শিশুকে ন্যস্ত করিয়া শান্তি বোধ করে এবং মনে মনে বলিয়া থাকে, ধাত্রী আমার শিশুটীকে ভাল করিয়াই রাখিবে, আমিও সেইরূপ জানপদগণের মঙ্গল ও সুখের জন্য রাজুককে দিয়া কার্য্য করিতেছি। আমি পুরস্কার ও দণ্ডবিধানে রাজুকগণকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়াছি। তাঁহারা রাজকীয় কার্য্যে সমতা দেখাইবেন, দণ্ডবিধানেও সমতা দেখাইবেন।"[৭]

বলা বাহুল্য সম্রাট্ অশোকের আধিপত্যকালে সৌরাষ্ট্রে এবং প্রাচ্য ভারতে রাজুকগণ বিশেষ ভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা ছিলেন। প্রাচ্যভারতের রাজুকগণেরই আত্মীয় স্বজন ও বংশধরেরাই বাসস্থান অনুসারে গৌড়কায়স্থ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। কেবল শাসনবিভাগে বলিয়া নহে, অশোকের ধর্ম্মাধিকরণেও রাজুকগণ 'ধর্ম্মমহামাত্র' পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অমাত্য পদ পূর্ব্বে কেবল উপযুক্ত ব্রাহ্মণগণই ভোগ করিতেন। নন্দবংশ ও মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের শাসনাধিকারে জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল হইলেও সেই সকল সম্রাট্গণের সময়েও উপযুক্ত ব্রাহ্মণগণই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাধিকারে অধিষ্ঠিত ছিলেন, কিন্তু সম্রাট্ অশোক রাজুক বা কায়স্থগণকে কেবল শাসনকর্তৃত্ব নহে, ধর্ম্মাধিকারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ 'ধর্ম্মমহামাত্র' পদে প্রতিষ্ঠিত করায়[৮] সমগ্র ব্রাহ্মণসমাজের ঘোরতর বিদ্বেষ ও আপত্তির কারণ হইয়াছিল। এই দায়িত্বপূর্ণ মহোচ্চ পদের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য রাজুককে সর্ব্বশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইয়াছিল। এই কারণেই তাঁহারা বংশপরম্পরায় সকল উচ্চ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। এই গৌড় কায়স্থ মধ্যে পরবর্ত্তী কালে বহু ধর্ম্মাচার্য্য ও বহু অসাধারণ পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়া গৌড়বঙ্গ আলোকিত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের বংশধরগণ মধ্যে যাঁহারা গৌড় ত্যাগ করিয়া প্রবল পরাক্রান্ত বিভিন্ন হিন্দু রাজসভায় খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিয়া ছিলেন, তন্মধ্যে কালঞ্জর ও চেদি রাজসভায় খৃষ্টীয় ১০ম ও ১২ শতকে সম্মানিত গৌড় কায়স্থ 'গুরুর প্রতিদ্বন্দ্বী মন্ত্রণাবিষয়ে অগ্রণী ও অসমশাস্ত্রাভিজ্ঞ' বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।[৯]

প্রাচীন কাল হইতে গৌড়বাসী বা গৌড়াগত বিভিন্ন দেশবাসী কায়স্থের যে বিদ্যাবত্তা ও রাজকর্ম্মকুশলতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ ধর্ম্মমহামাত্রগণের বংশপরম্পরালব্ধ প্রকৃতিসিদ্ধ সংস্কারের অতীত স্মৃতির সাক্ষ্য।

গৌড় কায়স্থগণ নানাদেশের রাজসভায় অনেক উচ্চকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন এবং মহাবীর ও অদ্বিতীয় পণ্ডিত বলিয়াও খ্যাতি লাভ করেন।

---

(৭) Epigraphia Indica, Vol. II, p. 252-253, রাজন্যকাণ্ড ১৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৮) Vincent Smith's Asoka, (2nd Ed)

(৯) "গুরুপ্রস্পর্দ্ধিমন্ত্রাগণী কায়স্থোঽসমশাস্ত্রসারস্মৃতিঃ শ্রীমান্ স গৌড়ান্বয়ে।"
Epigraphia Indica, Vol I. p. 36

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি রাজুক ধর্ম্মমহামাত্রগণ ব্রাহ্মণগণের চক্ষুশূল হইয়া পড়েন, তজ্জন্যই ব্রাহ্মণগণ ধর্ম্মমহামাত্র-শাসিত জনপদ ব্রাহ্মণগণের বাসের অযোগ্য বলিয়া ঘোষিত করিয়াছিলেন, তাই পরে শুঙ্গ বা কাণ্বায়ন ব্রাহ্মণপ্রভাব-কালে সঙ্কলিত ভৃগুপ্রোক্ত মনুসংহিতায় পাইতেছি—

"অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্র-মগধেষু চ।
তীর্থযাত্রাং বিনা গচ্ছন্ পুনঃ সংস্কারমর্হতি ॥"

অর্থাৎ 'অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সৌরাষ্ট্র ও মগধে তীর্থযাত্রা ব্যতীত যে ব্রাহ্মণ গমন করিবে, তাহাকে পুনঃ সংস্কার গ্রহণ করিতে হইবে।' বলা বাহুল্য এই স্মৃতিশাসন দ্বারা পাশ্চাত্য ব্রাহ্মণসমাজ প্রাচ্য সমাজকে 'বয়কট' করিয়াছিলেন। তাহার ফলে এখানে কিছুকাল বৈদিক ব্রাহ্মণগণ আসিয়া বাস করা সুবিধাজনক মনে করেন নাই। অপর পক্ষে সম্রাট্ অশোকের দক্ষিণহস্ত ধর্ম্মমহামাত্র পদে অধিষ্ঠিত রাজুকগণের সম্পর্কিত কায়স্থগণ দলে দলে আসিয়া প্রাচ্যভারতে উপনিবেশ ও প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। পরে শকক্ষত্রপগণের সময়েও বহু কায়স্থ আসিয়া মিলিত হন। তাহারই ফলে এখানে কায়স্থজাতির সংখ্যা অধিক হইয়া পড়িয়াছিল।

গৌড়ে কায়স্থের সংখ্যাধিক্যের কারণ

এখন ভারতের নানাস্থানে যে নানা শ্রেণীর কায়স্থের বাস দেখিতেছি তাঁহাদের মধ্যে অনেকের এক সময়ে এই গৌড়দেশেই বাস ছিল, গৌড়ই তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের জন্মভূমি এবং এখান হইতেই তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ দূর পশ্চিমাঞ্চলে ক্ষত্রিয়রাজসভায় আহূত ও সম্মানিত হইয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, সমসাময়িক সুপ্রাচীন শিলালিপি ও তাম্রশাসন হইতে তাহার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। উত্তরপশ্চিম প্রদেশে দ্বাদশ শাখার চিত্রগুপ্তবংশীয় কায়স্থ মধ্যে শ্রীবাস্তব বংশ শ্রেষ্ঠ বলিয়া সম্মানিত। তাঁহারা মনে করেন, তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা কাশ্মীরের শ্রীনগরে রাজত্ব করিতেন, তাহা হইতেই শ্রীবাস্তব নাম হইয়াছে। কাহারও মতে শ্রাবস্তীর অধিবাসী ছিলেন বলিয়া তাঁহাদের বংশধরগণ 'শ্রীবাস্তব' নামে পরিচিত হন।

খৃষ্টীয় ১২শ শতকের কুটিলাক্ষরে উৎকীর্ণ অজয়গড়ের শৈললিপিতে এক শ্রীবাস্তব বংশের বিস্তৃত পরিচয় আছে, তৎপাঠে জানা যায় যে—

'কায়স্থগণের বাস দ্বারা পবিত্র সমৃদ্ধিশালী ছত্রিশটী পুর ছিল, তন্মধ্যে টক্কারিকা নাম্নী পুরীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা, পণ্ডিতগণের সম্মতা ও স্পৃহণীয়া ছিল। সর্ব্বলোকের উপকারক, সৎপাত্র-যুক্ত, দ্বিজগণের আশ্রয় স্বরূপ কল্পান্তকাল পর্য্যন্ত যে বিদ্যমান থাকিবে আশায় স্বয়ং বাস্তই সেই পুরীতে আসিয়া অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। বেদনির্ঘোষ-নিনাদিত সেই টক্কারিকা পুরীতেই বাস্তব্যবংশীয় কায়স্থগণ বাস করিতেন। যে বংশ বিশেষ বিশেষ কীর্ত্তিদ্বারা হংসধবলীকৃত সমস্ত ভুবন দিঙ্মণ্ডল পূর্ণ হইয়া-

শ্রীবাস্তব বংশের আদিস্থান

ছিল, চতুর্দ্দশ বিদ্যা ও সকল কলা জন্ম হইতেই যাঁহাদিগকে অদ্বিতীয় প্রিয়তম রূপে বরণ করিয়াছিল,—সেই কায়স্থ-বংশে ঠক্কুর ধর্ম্মযুক্ত জাজুক জন্মগ্রহণ করেন, যিনি রণদুর্জ্জয় গণ্ড নৃপতি কর্তৃক সর্ব্বাধিকারকরণে অর্থাৎ সর্ব্বপ্রধান বিচারকরূপে নিযুক্ত ছিলেন এবং সেই রাজার নিকট হইতে তাম্রশাসনসহ 'দুগৌড়' নামক গ্রাম লাভ করেন।'[১০]

এখন কথা হইতেছে উক্ত বাস্তব্যবংশীয় বীজপুরুষগণের পূর্ব্বনিবাস টক্কারিকা কোথায়? অল্পদিন হইল, বগুড়া জেলায় সিলিমপুর নামক স্থান হইতে এক অতিপ্রাচীন শিলাফলক পাওয়া গিয়াছে। এই শিলাফলকে বর্ণিত হইয়াছে—

'হিরণ্যগর্ভের শরীর হইতে জাত অঙ্গিরার বংশে প্রসূত এবং ভরদ্বাজের সমান গোত্র চরণে যাঁহাদের শ্রেষ্ঠতা ঘোষিত হইয়াছে, সেই আর্য্যজনাভিপূজিত বংশ দ্বিজগণের বিদিত শ্রাবস্তী-প্রতিবদ্ধ টক্কারী নামক স্থানে বাস করিতেন। বেদস্মৃতি পরিচয়ে উদ্ভিন্ন দ্বিজাতিগণের যজ্ঞীয় ও গৃহ্য কর্ম্মসম্বন্ধীয় ঘৃতাহুতির ধূমে ব্যোমমণ্ডলে শুভ্র কীর্ত্তি প্রচারিত হইয়াছিল, সেই স্থানপ্রসূত অর্থাৎ টক্কারী ও শকটির মধ্যে ব্যবধান স্থান বালগ্রাম, বরেন্দ্রীর প্রধান গ্রাম বলিয়া পুণ্ড্রে বিশ্রুত ছিল।'[১১]

উক্ত শিলাফলকখানি ভরদ্বাজগোত্রজ প্রহাস নামক এক ব্রাহ্মণের কুলপ্রশস্তি। এই

---

(১০) "ষট্‌ত্রিংশতঃ করণকর্ম্মনিবাসপূতা আসন্ পুরঃ পরমসৌখ্যগুণাতিরিক্তাঃ।
তন্মধ্যগা বিবুধলোকমতা বরিষ্ঠা টক্কারিকা সমজনি স্পৃহনীয়কল্পা। ২
সর্ব্বোপকারকরণৈকনিধেঃ স্বকীয়বংশস্য পাত্রসুভগস্য দ্বিজাশ্রয়স্য।
কল্পাবসানসময়স্থিতয়ে পুরীং যাং বাস্তুঃ স্বয়ং সমধিগম্য সমাসসাদ। ৩
তস্যাং শ্রুতের্নিনদসজ্জ্বনিনাদিতায়াং বাস্তব্যবংশভবিনং করণাস্তু আসন্।
আশাঃ সমস্তভুবনানি যদীয়কীর্ত্ত্যা পুণ্যানি হংসধবলানি বিশেষয়ন্ত্যা। ৪
বিদ্যাশ্চতুর্দ্দশকলাঃ সকলাঃ সমীয়ু পদ্মাভিরামমিব বল্লভমায়তাক্ষ্যঃ।
যং গর্ভমবলম্বিতমদ্বিতীয়ং দুঃখং বয়োগজমসংবৃতমুদ্‌বহন্ত্যঃ॥ ৫
তদ্বংশতঃ স উদপাদি নরেশ্বরেণ গণ্ডাহ্বয়েন যুধি দুর্জ্জয়তাং গতেন।
জাজ্জুকসংজ্ঞ ইতি ঠক্কুরধর্ম্মযুক্তঃ সর্ব্বাধিকারকরণেষু সদা নিযুক্তঃ। ৬
আরাধ্য তং নৃপতিমণ্ডলমণ্ডনৈকং দেবং গদাধরমিবাচ্যুতবাসমাড্যম্।
কায়স্থবংশনলিনীগণতাদিনেশো গ্রামং দুগৌড়মপি তাম্রকমাপুলেভে। ৭"

অজয়গড়শৈললিপি (কায়স্থের বর্ণনির্ণয়, ৪র্থ সংস্করণ, ৭২ পৃষ্ঠা।)

(১১) "যেষাং তস্য হিরণ্যগর্ভবপুষঃ স্বাঙ্গপ্রসূতাঙ্গিরো
বংশে জন্মসমানগোত্রবচনোৎকর্ষো ভরদ্বাজতঃ।
তেষামার্য্যজনাভিপূজিতকুলং তক্কারিরিত্যাখ্যয়া
শ্রাবস্তীপ্রতিবদ্ধমস্তি বিদিতং স্থানং পুনর্জ্জন্মনাম্। ২
যস্মিন্ বেদস্মৃতিপরিচয়োদ্ভিন্নবৈতানগার্হ্য
প্রাজ্যাবৃত্তাহুতিষু চরতাং কীর্ত্তিভির্ব্যোম্নি শুভ্রে

শিলাফলকে কোন সন তারিখ নাই। কামরূপনৃপতি জয়পাল দেব তুলাপুরুষরূপ মহাদান উপলক্ষে ৯০০ সুবর্ণ এবং ১০০০ সুবর্ণ আয়যুক্ত ভূমির শাসন দান করিলেও পণ্ডিতপ্রবর প্রহাস তাহা গ্রহণ করেন নাই,[১২] এরূপ প্রসঙ্গ আছে। সুতরাং কামরূপপতি জয়পাল দেবের সময়ে প্রহাস জীবিত ছিলেন এবং সেই সময়ে শিলাফলক উৎকীর্ণ হয়। শ্রীনারায়ণের 'ছন্দোগপরিশিষ্টপ্রকাশ' হইতে জানা যায় যে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ মহারাজ জয়পালের নিকট হইতে মহাদান গ্রহণ করিয়াছিলেন।[১৩] শেষোক্ত জয়পাল গৌড়াধিপ দেবপালের ভ্রাতা ছিলেন। কোন কোন পুরাবিদ্ মনে করেন, সিলিমপুর-শিলাফলক ও 'ছন্দোগপরিশিষ্ট-প্রকাশ' বর্ণিত জয়পাল দুই জন বিভিন্ন ব্যক্তি। কিন্তু মহাদানকারী উভয় জয়পালকে আমরা অভিন্ন ব্যক্তি মনে করি। আমরা অন্যত্র দেখাইয়াছি—দেবপালের ভ্রাতা জয়পাল একজন দিগ্বিজয়ী মহাবীর ছিলেন। তাঁহারই বীরত্বে দেবপাল সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত এমন কি কর্ণাট-লাট পর্য্যন্ত জয় করিয়া সম্রাট্ হইয়াছিলেন। নারায়ণপালের ভাগলপুরলিপিতে জয়পাল সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে,—'উপেন্দ্রের ন্যায় চরিতমাহাত্ম্যে জগৎকে পবিত্র করিয়া ও ধর্ম্মদ্বেষিগণকে যুদ্ধে শাসন করিয়া জয়পাল পূর্ব্বজ দেবপালকে ভুবনরাজ্য-সুখের অধিকারী করিয়াছিলেন। ভ্রাতার নির্দ্দেশক্রমে সেই মহাবীর দিগ্বিজয়ের আশায় চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইলে দূর হইতে তাঁহার নাম শুনিয়া উৎকলাধিপতি ব্যাকুল হইয়া রাজধানী পরিত্যাগ করেন এবং তাঁহার আজ্ঞা শিরে ধারণ করিয়া প্রাগ্‌জ্যোতিষের অধিপতি যুদ্ধসংক্রান্ত বাদানুবাদে ক্ষান্ত হওয়ায় প্রিয়জন পরিবৃত হইয়া চিরসুখী হইয়াছিলেন।"[১৪] এই জয়পাল প্রাগ্‌জ্যোতিষ বা কামরূপ বিজয় করিয়া অধিপতিরূপে তুলাপুরুষ করিয়া থাকিবেন; তাহাতে নিষ্ঠাবান্ বৈদিক প্রহাস নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বৌদ্ধ ভূপতি জয়পালের নিকট মহাদান গ্রহণ করেন নাই। জয়পাল গৌড়াধিপ দেবপালের সময়ে (৮৩৪ হইতে ৮৭৪ খৃঃ অব্দ মধ্যে) বিদ্যমান ছিলেন। সুতরাং সিলিমপুরলিপি এই সময় মধ্যে উৎকীর্ণ হইয়া থাকিবে। বলাবাহুল্য তাহার বহু পূর্ব্ব হইতেই শ্রাবস্তী প্রতিবদ্ধ টক্কারী বেদপাঠী ব্রাহ্মণ এবং নানা শ্রেণীর কায়স্থের কেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত ছিল।

ব্যভ্রাজন্তোপরিপরিসরাদ্ধামধূমা দ্বিজানাং
দুগ্ধাম্ভোধিপ্রসূতবিলসচ্ছেবলালীচয়াভাঃ ॥৩
তৎপ্রসূতশ্চ পুণ্ড্রেষু শকটিব্যবধানবান্।
বরেন্দ্রীমণ্ডনং গ্রামো বালগ্রাম ইতি শ্রুতঃ ॥৪"

(Epigraphia Indica, Vol. XIII, p. 290)

(১২) "যঃ কামরূপনৃপতের্জ্জয়পালদেবনাম্নঃ তুলাপুরুষদাতুরচিন্ত্যধাম্নঃ।
হেম্নাং শতানি নব নির্ভরমর্থ্যমানো নৈবাদদে দশশতোদয়শাসনঞ্চ ॥"

সিলিমপুর-শিলাফলকলিপি (Epigraphia Indica, Vol. XIII, p. 292)

(১৩) রাজন্যকাণ্ড, ১০৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(১৪) রাজন্যকাণ্ড, ১৫৯ পৃষ্ঠায় মূল প্রমাণ দ্রষ্টব্য।

টঙ্কারিকা সম্বন্ধে সুদূর অজয়গড়ের গিরিলিপি এবং বগুড়া জেলার সিলিমপুর হইতে আবিষ্কৃত প্রাচীন শিলাফলকের বর্ণনা একই প্রকার। অজয়গড়ের গিরিলিপির 'শ্রুতেনিনদসজ্ঝনিনাদিতায়াং' অর্থাৎ বেদনির্ঘোষনিনাদিত টঙ্কারিকা এবং সিলিমপুর-শিলাফলকে শ্রাবস্তীপ্রতিবদ্ধ পুণ্ড্রের অন্তর্গত 'বেদস্মৃতিপরিচয়োজ্জ্বিন্নবৈতানগার্হ্য' তর্কারী অভিন্ন স্থান বলিয়াই মনে হয়। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, শ্রীবাস্তব কায়স্থেরা শ্রাবস্তী হইতে নামোৎপত্তি কল্পনা করিয়া থাকেন। সিলিমপুর-শিলালেখেও আমরা শ্রাবস্তীপ্রতিবদ্ধ তর্কারী পাইতেছি। মৎস্যকূর্ম্মাদি মহাপুরাণেও পাই—সূর্য্যবংশীয় যুবনাশ্বপুত্র শ্রাবস্ত (নিজ নামানুসারে) গৌড়দেশে শ্রাবস্তী নামে মহাপুরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।[১৫] তৎপরে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ও পরবর্ত্তী গ্রন্থে আর এক শ্রাবস্তীর উল্লেখ পাওয়া যায়! রামচন্দ্রের তিরোধানের পর অযোধ্যা পরিত্যাগ করিয়া রামচন্দ্রের পুত্র লব আসিয়া এখানে রাজধানী করেন।[১৬] বিষ্ণুপুরাণের বংশাখ্যান স্বীকার করিলে ব্রহ্মা হইতে ১৪শ পুরুষে শ্রাবস্ত, এবং ৬৭ম পুরুষে রামচন্দ্র হইতেছেন।[১৭] এ অবস্থায় গৌড়দেশে শ্রাবস্তের নামানুসারে নির্ম্মিত শ্রাবস্তীই আদিশ্রাবস্তী হইতেছে। সম্ভবতঃ এই আদিশ্রাবস্তীর লোক গিয়া অযোধ্যা অঞ্চলে ২য় শ্রাবস্তী পত্তন করেন এবং রামচন্দ্রের স্বর্গারোহণের পর অযোধ্যা পরিত্যক্ত হইলে এই ২য় শ্রাবস্তীতে রামচন্দ্র-পুত্র লবের রাজধানী হইয়াছিল।

অজয়গড়ের শৈললিপি ও সিলিমপুরের উক্ত শিলাফলক একত্র আলোচনা করিলে মনে হয় যে, গৌড়দেশে কায়স্থনিবাস ৩৬টী পুর ছিল, তন্মধ্যে টঙ্কারী বা তর্কারি একটী। বরেন্দ্র মধ্যেই আদি শ্রাবস্তী ও তাহার নিকটেই টঙ্কারী বিদ্যমান ছিল এবং এখানে বৈদিক-ক্রিয়ানিপুণ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ বাস করিতেন। মৌর্য্যবংশ ও শকপ্রভাবকালেও গৌড়ের ধর্ম্মমহামাত্র-বংশধর কায়স্থগণ অবৈদিক ক্রিয়াপর—বৌদ্ধ বা আর্হত ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন। কাণ্বংশের সময়ও এখানকার শকক্ষত্রপগণ পূর্ব্ব সংস্কার পরিত্যাগ করেন নাই। কাণ্বংশের রাজকীয় প্রভাব আর্য্যাবর্ত্তের অধিকাংশ স্থলে বিস্তৃত হইলেও গৌড়দেশে তাঁহাদের আধিপত্য প্রসারের কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। এমন কি খৃষ্টীয় ৩য় শতকে সাঞ্চিস্তূপ হইতে আবিষ্কৃত শিলালেখে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনবাসীর বৌদ্ধধর্ম্মানুরাগের পরিচয় ঘোষিত হইয়াছে। গুপ্তবংশের অভ্যুদয়কালেও

(১৫) "শ্রাবস্তশ্চ মহাতেজা বংশকস্তু ততোঽভবৎ।
নির্ম্মিতা যেন শ্রাবস্তী গৌড়দেশে দ্বিজোত্তমাঃ॥" (মৎস্যপু° ১২।৩০)
কূর্ম্ম ও লিঙ্গপুরাণে "নির্ম্মিতা যেন শ্রাবস্তী গৌড়দেশে মহাপুরী।" (কূর্ম্মপু ২০ অঃ)

(১৬) রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড, ১০৮ অঃ।

(১৭) বিষ্ণুপুরাণ, ৪র্থাংশ ১ম হইতে ৪র্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। রামায়ণে ব্রহ্মা হইতে অধস্তন ১৪শ পুরুষে যুবনাশ্ব, এবং ৪০শ পুরুষে রাম (আদিকাণ্ড ৭২ সর্গ), পদ্মপুরাণে পাতালখণ্ডে ব্রহ্মা হইতে ১৩শ পুরুষে শ্রাবস্ত, এবং ২৯ পুরুষে রাম, মৎস্যপুরাণে ইক্ষ্বাকুর ৮ম পুরুষে শ্রাবস্ত এবং ৪৭ পুরুষে রাম হইতেছেন। (মৎস্যপু° ১২ অঃ)

এখানে রুত্রপ কায়স্থ প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল, সে কথা অন্যত্র লিখিয়াছি।[১৮] সুতরাং সে সময় পর্য্যন্ত বৈদিক ব্রাহ্মণসমাজ অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ সংস্কারহীন জনপদ মনে করিয়া 'বয়কট' করিয়াছিলেন। গুপ্তসম্রাট্ সমুদ্রগুপ্তের সময় হইতে সমস্ত গৌড়মণ্ডল বৈদিকমার্গানুরাগী গুপ্তবংশের শাসনাধীন হইয়াছিল। 'রাজবল্লভ' কায়স্থগণ চিরদিন রাজধর্ম্ম অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন। গুপ্তসম্রাট্গণের সময়ে প্রচারিত তাম্রশাসন হইতে জানিতে পারি যে এসময় স্থানীয় রাজপুরুষগণ বৈদিক কর্ম্মে সাহায্যকারী বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছেন। এই সময়ে এখানকার প্রধান প্রধান কায়স্থপল্লীতে বৈদিক প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়, সিলিমপুর শিলা ফলক ও অজয়গড়-শৈললিপিতে তাহারই আভাস পাইতেছি।

এখন কথা হইতেছে—অজয়গড়-শৈললিপি-বর্ণিত বাস্তব্য কায়স্থবংশ কোন্ সময় তথায় গিয়াছিলেন এবং রাজসম্মানিত হইয়াছিলেন? খাজুরাহুর ও লালাজীর শিলালেখ হইতে জানা যায় (খৃষ্টীয় ১০ম শতকে চন্দ্রাত্রেয়রাজ যশোবর্ম্মা গৌড়, কোশল, মিথিলা, চেদি প্রভৃতি নানা স্থান জয় করেন তৎপুত্র ধঙ্গদেবও গৌড় জয় করিয়া অঙ্গ রাঢ় প্রভৃতি দেশের রাজমহিষীগণকে সহচরী করিয়াছিলেন।[১৯] সম্ভবতঃ গৌড়জয় করিয়া ফিরিবার সময় যশো-বর্ম্মা বা তৎপুত্র ধঙ্গদেবের সহিত বাস্তব্যবংশ চন্দ্রাত্রেয়-রাজসভায় আগমন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে জাজূক নামে এক মহাবীরের ও তাঁহার অধস্তন দশপুরুষের কীর্ত্তিগাথা অজয়গড়-শৈলোপরি উৎকীর্ণ রহিয়াছে। জাজূক গণ্ড নৃপতির নিকট তাম্রশাসন দ্বারা যে গ্রাম লাভ করেন, তাঁহার নাম হইয়াছিল 'দুগৌড়' বা দ্বিতীয় গৌড়।[২০] যেরূপ জাজূক ও তাঁহার বংশধর বাস্তব্য কায়স্থগণ পুরুষপরম্পরায় চন্দ্রাত্রেয়-রাজসভায় শ্রেষ্ঠ রাজকীয় পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের ন্যায় গৌড় হইতে কাশ্যপগোত্র এক কায়স্থবংশ পরবর্ত্তী কালে গৌড় দেশের অপরাংশ হইতে গিয়া চন্দ্রাত্রেয়-রাজসভায় প্রতিষ্ঠিত ও যথেষ্ট বীরত্বের পরিচয় দিয়া প্রশংসিত হইয়াছেন।[২১] এই শেষোক্ত বংশও (গৌড়ের) কোশাম্বপুর হইতে গিয়াছিলেন।[২২] কেবল চন্দ্রাত্রেয়-রাজসভা বলিয়া নহে, চেদি-রাজসভাতেও বাস্তব্য কায়স্থবংশ খৃষ্টীয় ১২শ শতক হইতে ১৫শ শতক পর্য্যন্ত উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত এবং 'কাশ্যপীয়াক্ষপাদীয় নয়সিদ্ধান্তবেদী' 'নিঃশেষা-

---

(১৮) রাজন্যকাণ্ড, ৫১ ও ৫৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(১৯) বিশ্বকোষ, ৬ষ্ঠ ভাগ, ১৬২ ও ১৬৩ পৃষ্ঠা; এবং রাজন্যকাণ্ড, ১৪১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(২০) কায়স্থের বর্ণনির্ণয়, ৪র্থ সংস্করণ, ৭২—৮৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(২১) কায়স্থের বর্ণনির্ণয়, ৪র্থ সংস্করণ, ৭৮—৮০ ও ৮৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(২২) খৃষ্টীয় ৫ম শতকে রচিত বিষ্ণুশর্ম্মার হিতোপদেশে—"অস্তি গৌড়বিষয়ে কৌশাম্বী নাম নগরী" এইরূপ লিখিত আছে। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতে বরেন্দ্রের অন্তর্গত কৌশাম্বীর সামন্তরাজের উল্লেখ আছে। এই কৌশাম্বী অধুনা রাজসাহী জেলায় 'কুশুম্বী' নামে পরিচিত। (রাজন্যকাণ্ড, ১৯৭, ২০০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

গমশুদ্ধবোধবিভব' 'সত্তর্কাম্বুধিপারগ' ও 'পণ্ডিতাধীশ্বর' ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছেন।[২৩] দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ ঘটককারিকায় শ্রীবাস্তববংশই 'বসু' নামে পরিচিত।[২৪] খৃষ্টীয় ৫ম শতকে পূর্ব্বোত্তর গৌড়ে যে বসুবংশ বাস করিতেন, সে কথা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি।

শ্রীবাস্তব ও বসুবংশ

বসুবংশের ন্যায় ঘোষবংশও যে উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গে খৃষ্টীয় ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতকে বাস করিতেন, তাহা উক্ত ভাস্করবর্ম্মার তাম্রশাসন এবং ফরিদপুর জেলার ঘাঘ্‌রাহাটী হইতে আবিষ্কৃত ৩ খানি তাম্রশাসনেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বঙ্গজ ও উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থকারিকায় 'সূর্য্যধ্বজ'-কায়স্থ-বংশই 'ঘোষ' উপাধিতে পরিচিত।[২৫] মৈথিল কুলাচার্য্যগণ সূর্য্যধ্বজ কায়স্থের আদিনিবাস অলকাপুরে মঘদেশে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।[২৬] শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণ ভবিষ্যপুরাণে ও তাঁহাদের কুলগ্রন্থে 'মগ' বা 'মঘ' নামে অভিহিত।[২৭] বলা বাহুল্য উক্ত মৈথিল প্রমাণে সূর্য্যধ্বজদিগকেও শাকদ্বীপীয় ও শকপ্রভাবকালে এদেশে আগত বলিয়া মনে হয়। এদেশে আসিয়া তাঁহারা শকক্ষত্রপ শকসেন-বংশের সহিত মিলিত হন।[২৮] ক্ষত্রপবংশের প্রভাবে সূর্য্যঘোষ সুদূর মধ্য প্রদেশে আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হইয়াছিলেন। মহারাজ সূর্য্যঘোষ বৌদ্ধ বলিয়াই পরিচিত ছিলেন।[২৯] শকক্ষত্রপবংশ বহুকাল বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী থাকিলেও শশাঙ্কদেবের সময় হইতে অনেকে শৈবধর্ম্ম আশ্রয় করেন।

সূর্য্যধ্বজ বা ঘোষবংশ

শকসেন দত্তবংশ

কুলগ্রন্থ হইতে জানা যায়, সূর্য্যঘোষ-বংশধর মধ্যপ্রদেশ হইতে অযোধ্যায় এবং তথা হইতে এদেশে আগমন করেন। আগমনকালে তাঁহারা কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, তাহা ঠিক বুঝা যায় না। উত্তররাঢ়ীয় কুলগ্রন্থ-মতে 'বেদোত্তরাষ্টশকাব্দে' অর্থাৎ ৮০৪ শাকে বা ৮৮২ খৃষ্টাব্দে সোমঘোষ রাঢ়দেশে আদিত্যশূরের সভায় আগমন করেন।[৩০] এই সোমঘোষ কতকটা বৈদিক প্রভাবান্বিত ছিলেন বটে, কিন্তু গৌড়ের অন্যত্র বৌদ্ধধর্ম্মানুরাগী সূর্য্যধ্বজ ঘোষবংশের সন্ধান পাওয়া যায়। তিব্বতের তেঙ্গুর নামক মহাকোষ হইতে জানিতে পারি, খৃষ্টীয় ৮ম হইতে ১০ম শতকের মধ্যে জিনবর ঘোষ ভদন্তপদে, সূর্য্যধ্বজ শ্রীভদ্র 'মহাচার্য্য'

(২৩) কায়স্থের বর্ণনির্ণয়, ৬৬—৬৭ পৃঃ।

(২৪) কায়স্থের বর্ণনির্ণয়, ৪র্থ সং, ১৭৪ পৃষ্ঠা।

(২৫) কায়স্থের বর্ণনির্ণয়, ১৭৮ পৃঃ ও রাজন্যকাণ্ড, ১২৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(২৬) মিথিলাদর্পণ, ২য় খণ্ড, কায়স্থের বর্ণনির্ণয়, ১৫৬ পৃষ্ঠা।

(২৭) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, ৪র্থাংশ, শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণ বিবরণ দ্রষ্টব্য।

(২৮) কায়স্থের বর্ণনির্ণয়, ৪র্থ সং, ১৮৩ পৃষ্ঠা, রাজন্যকাণ্ড ৫৭ পৃষ্ঠা।

(২৯) রাজন্যকাণ্ড, ৭৪-৭৫ পৃষ্ঠা ও তৎসংলগ্ন শিলালিপি দ্রষ্টব্য।

(৩০) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, কায়স্থকাণ্ড, ৩য়াংশ (উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থবিবরণ, ৩য়াংশ, ১২ পৃঃ)।

পদে, তৎপুত্র রাহুলঘোষ 'মহামণ্ডলাচার্য্য' পদে এবং 'মহাশাব্দিক' 'উপাধ্যায়' সূর্য্যধ্বজ জেতকর্ণ 'মহাচার্য্য' পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইঁহারা সকলেই বহুতর কালচক্রযান সম্বন্ধীয় বৌদ্ধ গ্রন্থ রচনা করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন।[৩১] তিব্বতের তেঙ্গুর গ্রন্থ হইতে এইরূপ বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী ঘোষ বংশীয় বহু গ্রন্থকারের সন্ধান পাওয়া যায়।

পূর্ব্ববর্ণিত শিলালেখ, তাম্রলেখ, কুলগ্রন্থ ও তিব্বতের তেঙ্গুর হইতে জানা গিয়াছে যে খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতক হইতেই বৈদিক ধর্ম্মানুরাগী ও বৌদ্ধমার্গী উভয় প্রকার ঘোষ-বংশই গৌড়মণ্ডল উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। কেবল উৎকল ও মধ্যপ্রদেশ বলিয়া নহে, রাঢ়বাসী ঘোষবংশ খৃষ্টীয় ১০ম ও ১১শ শতকে কামরূপে গিয়া আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষের তাম্রশাসন হইতে জানা গিয়াছে।[৩২]

বসু ও ঘোষবংশের ন্যায় খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতক হইতেই মিত্রবংশের আভাস পাই।[৩৩] দক্ষিণ-রাঢ়ীয় ঘটককারিকায় মিত্র ও সিংহ বংশ চিত্রগুপ্তের দ্বাদশ সন্তানের মধ্যে গণ্য করণশাখা বা শ্রীকরণ কায়স্থ বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।[৩৪] সিংহপদ্ধতি করণকায়স্থ বাঙ্গলায় প্রধানতঃ বাস করিতেন। তাঁহাদের বাসস্থান সিংহপুর নামে পরিচিত। খৃষ্টজন্মের বহু শতবর্ষ পূর্ব্ব হইতে সিংহপুর রাঢ়দেশের রাজধানী বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহা পালি মহাবংশ হইতে জানা যায়। রাঢ়রাজকুমার বিজয়সিংহ হইতে 'সিংহল' দেশের নামকরণ হইয়াছে। কোন কোন কুলগ্রন্থের মতে আদিশূরের সময় হইতে সিংহপুর কুলস্থান বলিয়া গণ্য হয়। এই স্থান হইতে যে সকল কায়স্থ পশ্চিমাঞ্চলে গিয়া বাস করেন, তাঁহাদের সিংহ উপাধি ও 'সিংহপুরকায়স্থ' বলিয়া পরিচিত হন। গোরখপুর হইতে আবিষ্কৃত জয়াদিত্য দেবের সংবৎ ৯২১ অব্দে (৮৬৪ খৃষ্টাব্দে) উৎকীর্ণ তাম্রশাসনে তাহার পরিচয় পাইতেছি।[৩৫] পূর্ব্বেই লিখিয়াছি ঘোষ ও মিত্র-

শ্রীকরণ মিত্র, সিংহ, নাগ ও দাসবংশ

(৩১) মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদশাস্ত্রি-সম্পাদিত 'হাজার বছরের বৌদ্ধগান ও দোহা', ১৸৴০, ৫৸০, ৩৷৴০ পৃঃ, রাজন্যকাণ্ড, ২৫৪ পৃষ্ঠা এবং কায়স্থের বর্ণনির্ণয়, ৬১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৩২) The Social History of Kamrup, Vol. I. p. 199.

(৩৩) রাজন্যকাণ্ড, ৪১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৩৪) কায়স্থের বর্ণনির্ণয়, ১৭৪ পৃষ্ঠা।

(৩৫) উক্ত তাম্রশাসনে এইরূপ লিপিবদ্ধ হইয়াছে—"কায়স্থ রুদ্রপৌত্রায় কায়স্থ বৈমুকপুত্রায় সিংহপদ্ধতেঃ কায়স্থ কেশবায় শাসনেন প্রসাদীকৃতে। অনুমতং মহামন্ত্রি শ্রীমাহুকেন মহত্তর শ্রীবপ্পক সুতেন দূতকোঽত্র মহাসামন্ত শ্রীগ্রহকুণ্ড। লিখিতঞ্চৈতান্ মহানন্দিপুত্রেণ সিংহপুরকায়স্থ মহাক্ষপটলিক শ্রীবলদ্দুকেনেতি সম্বৎ ৯২১।" (Journal Asiatic Society of Bengal, Vol, LXIX. pt, I)

অর্থাৎ 'কায়স্থ রুদ্রের পৌত্র কায়স্থ বৈমুকের পুত্র সিংহপদ্ধতি কেশবকে (বা কেশবসিংহকে) শাসন দ্বারা প্রসন্ন মনে দান করা হয়। মহামন্ত্রী শ্রীমাহুকের অনুমোদিত। মহত্তর শ্রীবপ্পকপুত্র মহাসামন্ত

বংশ খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতকে বারকমণ্ডলে বা পূর্ব্বোত্তর ও দক্ষিণবঙ্গে বাস করিতেন এবং বহু উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। দক্ষিণরাঢ়ীয় ঘটককারিকাতেও লিখিত আছে—

"ঘোষ সিংহ মিত্র দাস বিবাদ করিয়া।
উত্তর-রাঢ়েতে আইল পৃথক্ হইয়া॥"

উদ্ধৃত বচন হইতে মনে হয়, ঘোষ, সিংহ, মিত্র, ও দাস এই চারি ঘর পূর্ব্বে দক্ষিণরাঢ় বা দক্ষিণ-বঙ্গে বাস করিতেন। কিন্তু উত্তররাঢ়ীয় কুলাচার্য্যগণ তাহা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে এই চারি ঘর পশ্চিমাঞ্চল হইতেই এদেশে আসিয়াছিলেন। এ কথা সত্য হইলেও বারকমণ্ডল বা দক্ষিণবঙ্গে খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতকে ঘোষ মিত্রাদি বাস করিতেন, সমসাময়িক লিপি দ্বারা তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। ইহাতে মনে হয় উক্ত চারি ঘর বহুকাল পূর্ব্বে এদেশ হইতে নানাদেশে ছড়াইয়া পড়েন, আবার তাঁহাদের বংশধরেরা নানাদেশ ঘুরিয়া উত্তররাঢ়ের রাজসভাতে আসিয়া সম্মানিত হইয়াছিলেন। বঙ্গজ কায়স্থকারিকার মতে নাগ, নাথ ও দাস করণ হইতে উদ্ভব। বলা বাহুল্য গৌড়বঙ্গে অতি পূর্ব্বকাল হইতেই এই সকল উপাধিধারী কায়স্থগণের বাস। খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতকে রাঢ়দেশে নাগবংশের আধিপত্যের প্রমাণ পাইয়াছি। (পরবর্ত্তী অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।) তিব্বতের তেঙ্গুর মহাগ্রন্থ অনুসন্ধানে জানিতে পারি যে মিত্র, সিংহ ও দাস বংশে বহুসংখ্যক বৌদ্ধাচার্য্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে বৃদ্ধকায়স্থ টঙ্কদাস, মঞ্জুদাস, চাকাদাস, মহাপণ্ডিত বিনয়শ্রী মিত্র, মহোপাধ্যায় পুণ্যশ্রী মিত্র, মহাযোগী জগৎমিত্র, ও উপাধ্যায় বিদ্যাকর সিংহ বহুসংখ্যক তান্ত্রিক বৌদ্ধগ্রন্থ রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। নাগ ও নাথবংশের মধ্যেও বৌদ্ধাচারের উল্লেখ পাওয়া যায়। বলিতে কি উক্ত শ্রীকরণ বা করণ কায়স্থ শ্রেণীর মধ্যে অধিকাংশ বৌদ্ধ মতাবলম্বী ছিলেন।

উক্ত নাগ ও দাস বংশের এক শাখা সুদূর কামরূপে গিয়া তথায় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, সেই দাস বংশেরই এক শাখা মিথিলায় গিয়া খৃষ্টীয় ১২শ শতক হইতে পুরুষানুক্রমে প্রধান মন্ত্রিপদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।[৩৬] তাহারও পঞ্চ শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে সুদূর পূর্ব্ববঙ্গে ও ত্রিপুরায় নাথবংশকে আধিপত্য করিতে দেখি।

১৮৮ গুপ্তাব্দে (৫০৭ খৃষ্টাব্দে) উৎকীর্ণ ত্রিপুরা জেলায় গুণাইঘর গ্রাম হইতে আবিষ্কৃত

শ্রীগ্রতকুণ্ড এই শাসনে দূতক। মহানন্দিপুত্র সিংহপুর-কায়স্থ মহাক্ষপটলিক শ্রীবলর্দ্ধক কর্ত্তৃক ৯২১ সংবতে লিখিত।' এখানে পাইতেছি—খৃষ্টীয় ৯ম শতকে সিংহপুরের সিংহবংশ সুদূর গোরখপুরে গিয়া বাস করিয়াছিলেন ও কায়স্থ হইলেও ব্রাহ্মণের স্থায় শাসনগ্রাম লাভ করিয়াছিলেন।

(৩৬) The Social History of Kamrup, Vol. I. p. 183—187.

মহারাজাধিরাজ বৈন্যগুপ্তের তাম্রশাসনে সন্ধিবিগ্রহাধিকারী নরদত্ত 'করণকায়স্থ' ৩৭ এবং

---

(৩৭) Indian Historical Quarterly, vol. VI p, 45f. ত্রিপুরা জেলায় গুণাইঘর হইতে আবিষ্কৃত এই সুপ্রাচীন তাম্রশাসনখানির পাঠ প্রদত্ত হইল।

(সম্মুখভাগ)

১ম পং স্বস্তি মহানৌহস্ত্যশ্বজয়স্কন্ধাবারাৎক্রীপুরাত্তগবন্ মহাদেবপাদানুধ্যাতো মহারাজ শ্রীবৈন্যগুপ্তঃ

২য় পং কুশলী স্বপাদোপজীবিনশ্চ কুশলমাশংস্য সমাজ্ঞাপয়তি বিদিতং ভবতামস্ত যথা

৩য় পং ময়া মাতাপিত্রোরাত্মনশ্চ পুণ্যাভিবৃদ্ধয়েস্মৎপাদদাস মহারাজ রুদ্রদত্ত বিজ্ঞাপ্য দানেনৈব মাহাযানিক শাক্যভিক্ষা

৪র্থ পং চার্য্য শান্তিদেবমুদ্দিশ্য গোপ.........স্তাগে কার্য্যমাণ কার্য্যাবলোকিতেশ্বরাশ্রমবিহারে অনেনৈ-

৫ম পং বাচার্য্যেণ প্রতিপাদিত মাহাযানিক বৈবর্ত্তিকভিক্ষুসংঘাণাং পরিগ্রহে ভগবতো বুদ্ধস্য সততং ত্রিষ্কালং

৬ষ্ঠ পং গন্ধপুষ্পদীপধূপাদি প্রবর্ত্তনায় তস্য ভিক্ষুসংঘস্য চ চীবরপিণ্ডপাত-শয়নাসনগ্লানপ্রত্যয়ভৈষজ্যাদি

৭ম পং পরিভোগায় বিহারে (চ) খণ্ডপুট্টপ্রতিসংস্কারকরণায় উত্তরমাণ্ডলিক কাণ্ডেড়দকগ্রামে সর্ব্বতো ভো-

৮ম পং গেনাগ্রহারত্বেনৈকাদশ খিলপাটকা পঞ্চভিঃ খণ্ডৈস্তাম্রপট্টেনাতিসৃষ্টাঃ অপিচ খলু শ্রুতিস্মৃতী-

৯ম পং হাপবিহিতা পুণ্যভূমিদানশ্রুতিনৈহিকামুত্রিক ফলবিশেষে স্মৃতো ভবন্তঃ সমুপগম্য স্বতস্ত পী-

১০ম পং ড়ামপ্যঙ্গীকৃত্য পাত্রেভ্যো ভূমিং.........দ্বিদ্বদ্ভিরস্মাৎ বচনগৌরবাৎ স্বযশোধর্ম্মাবাপ্তয়ে চৈতে

১১ পং পাটকা অস্মিন্ বিহারে শশ্বৎকালমভ্যো......অনুপালনং প্রতি ভগবতা পরাশরাত্মজেন বেদব্যা-

১২ পং সেন ব্যাসেন গীতা শ্লোকা ভবন্তি ষষ্টিং বর্ষসহস্রাণি স্বর্গে মোদতি ভূমিদঃ। আক্ষেপ্তা চানুমন্তা চ তা-

১৩ পং ন্যেব নরকে বসেৎ। স্বদত্তান্ পরদত্তান্ বা যো হরেত বসুন্ধরাম্। স বিষ্ঠায়াং ক্রিমির্ভূত্বা পিতৃভিঃ সহ পচ্যতে॥

১৪ পং পূর্ব্বদত্তাং দ্বিজাতিভ্যো যত্নাৎ রক্ষ যুধিষ্ঠির মহীং মহিমতাং শ্রেষ্ঠ দানাৎ শ্রেয়োনুপালনং। বর্ত্তমানাষ্টাশীত্যু-

১৫ পং ত্তরশতসম্বৎসরে পৌষমাসস্য চতুর্ব্বিংশততমদিবসে দূতকেন মহাপ্রতীহার মহাপীলুপতি পঞ্চাধি-

১৬ পং করণোপরিক পাট্যুপরিক মহাপুরপালোপরিক মহারাজ শ্রীমহাসামন্ত বিজয়সেনেনৈতদ্ একাদশ পাটকদা—

১৭ পং নাম্নাজ্ঞামনুভাবিতাঃ কুমারামাত্য রেবজ্জস্বামীভামহ বৎসভোগিকাঃ॥ লিখিতং সন্ধিবিগ্রহারিকরণকায়-

১৮ পং স্থ নরদত্তেন॥ যত্রৈকক্ষেত্রখণ্ডে নবদ্রোণবাপাদিক সপ্তপাটকপরিমাণে সীমালিঙ্গানি পূর্ব্বেণ গুনৈকা-

১৯ পং গ্রহারগ্রামসীমা বিষ্ণুবর্দ্ধকীক্ষেত্রঞ্চ দক্ষিণেন মিদুবিলালক্ষেত্রং রাজবিহারক্ষেত্রঞ্চ পশ্চিমেন সূরিনাশীরং পূর্ব্বেক

২০ পং ক্ষেত্রং উত্তরেণ দোষীভোগপুষ্করিণী......বণিগ্নাকাদিত্যবন্ধুক্ষেত্রঞ্চ সীমা

২১ পং দ্বিতীয়খণ্ডস্যষ্টাবিংশতি দ্রোণবাপপরিমাণস্য সীমা পূর্ব্বেণ গুণিকাগ্রহারগ্রামসীমা দক্ষিণেন পক্ক

২২ পং বিলালক্ষেত্রং পশ্চিমেন রাজবিহারক্ষেত্রং উত্তরেণ বৈদ্যক্ষেত্রং তৃতীয়খণ্ডস্য ত্রয়োবিংশতিদ্রোণবাপ

২৩ পং পরিমাণস্য সীমা পূর্ব্বেণ.........ক্ষেত্রং দক্ষিণে নখদ্দাবর্চ্চরিক ক্ষেত্রসীমা পশ্চিমেণ

(পশ্চাদ্ভাগ)

১ম পং জোলারিক্ষেত্রং উত্তরেণ নাগীজোড়াকক্ষেত্রং চতুর্থস্য ত্রিংশদ্দ্রোণবাপ পরিমাণ ক্ষেত্রখণ্ডস্য সীমা পূর্ব্বেণ

ত্রিপুরা হইতে আবিষ্কৃত রাজা লোকনাথের তাম্রশাসনে স্বয়ং রাজা লোকনাথ 'করণ' নামে পরিচিত হইয়াছেন।[৩৮] উক্ত গুণাইঘরের তাম্রশাসনে মহারাজ রুদ্রদত্ত মহারাজাধিরাজ বৈন্যগুপ্তের অধীন সামন্তরূপে প্রথিত হইয়াছেন। ভগবান্ বুদ্ধের পূজা, ও মহাযানসম্প্রদায়ভুক্ত বৈবর্ত্তিক ভিক্ষুসঙ্ঘের পরিগৃহীত বিহারের সাহায্যার্থ আচার্য্য শান্তিদেবের উদ্দেশ্যে তাম্রশাসন দ্বারা যেরূপ ভূমিদানের পরিচয় আছে, তাহা হইতে মহারাজ রুদ্রদত্তকে একজন বৌদ্ধ বলিয়াই মনে হইবে। এই তাম্রশাসনের দূতক হইতেছেন 'মহারাজ শ্রীমহাসামন্ত বিজয়সেন' এবং লেখক হইতেছেন 'সন্ধিবিগ্রহাধিকারী করণকায়স্থ নরদত্ত'। এস্থলে মহারাজ রুদ্রদত্ত সকলের উর্দ্ধতন রাজপুরুষ বা 'উপরিক' হইতেছেন। মহারাজ রুদ্রদত্তের ন্যায় গুপ্তসম্রাট্ কুমারগুপ্তের অধীনে ১২৪ ও ১২৯ গুপ্তাব্দে চিরাতদত্ত, সম্রাট্ বুধগুপ্তের সময়ে ১৬৩ গুপ্তাব্দে ব্রহ্মদত্ত এবং তৎপরে জয়দত্ত পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির উপরিক ছিলেন।[৩৯]

করণকায়স্থ দত্ত ও নাথবংশ

গুপ্তসম্রাট্‌গণের অধীনে দত্তবংশ যেরূপ বারেন্দ্র ও পূর্ব্ববঙ্গে 'মহারাজ' উপাধিভূষিত হইয়া উপরিক ও মহামাণ্ডলিক ছিলেন, ধর্ম্মাদিত্য, গোপচন্দ্র ও সমাচারদেবের অধিরাজরূপে আধিপত্যকালে খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতকে বারকমণ্ডলে বা সমুদ্রকূলবর্ত্তী সমগ্র দক্ষিণবঙ্গে মহারাজ স্থাণুদত্ত, নাগদেব ও জয়দত্ত সেইরূপ উপরিক ছিলেন।[৪০] কেবল গৌড়বঙ্গ বলিয়া নহে, বঙ্গীয় দত্তবংশের প্রভাব খৃষ্টীয় ১০ম ও ১১শ শতকে ত্রিকলিঙ্গ ও মধ্যপ্রদেশে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। প্রবল পরাক্রান্ত সোমবংশীয় ত্রিকলিঙ্গ-রাজগণের অধীনে বাঙ্গালী দত্ত, ঘোষ ও নাগবংশ পুরুষানুক্রমে মহাসন্ধিবিগ্রহিক, মহাক্ষপটলিক প্রভৃতি রাজকীয় উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন।[৪১]

২য় পং বুদ্ধাকক্ষেত্রসীমা দক্ষিণেন কালাকক্ষেত্রং পশ্চিমেন সূর্য্যক্ষেত্রসীমা উত্তরেণ মহীপালক্ষেত্রং পঞ্চমস্য
৩য় পং পাদোনপাটকদ্বয় পরিমাণ ক্ষেত্রখণ্ডস্য সীমা পূর্ব্বেণ খণ্ডশিড়্‌গ্‌গ্‌রিকক্ষেত্রং দক্ষিণেন মণিভদ্র-
৪র্থ পং ক্ষেত্রং পশ্চিমেন যজ্ঞরাতক্ষেত্র সীমা উত্তরেণ নাদড়কগ্রামসীমেতি বিহারতলভূমেরপি সীমালিঙ্গানি
৫ম পং পূর্ব্বেণ চুড়ামণি নগরশ্রীনৌযোগয়োর্ম্মধ্যে জোলা দক্ষিণেন গণেশ্বর বিলালপুষ্করিণ্যা নৌখাতঃ
৬ষ্ঠ পং পশ্চিমেন প্রদ্যুম্নেশ্বরদেবকুলক্ষেত্রপ্রান্তঃ উত্তরেণ প্রড়ামারনৌযোগখাতঃ এতদ্‌বিহারপ্রাবেশ্য শূন্যপ্রতিকর
৭ম পং হজ্জিকখিলভূমেরপি সীমালিঙ্গানি পূর্ব্বেণ প্রদ্যুম্নেশ্বরদেবকুল ক্ষেত্রসীমা দক্ষিণেন শাক্যভিক্ষ্বাচার্য্যজিত
৮ম পং সেনবৈহারিকক্ষেত্রাবসানঃ পশ্চিমেন হচাটগঙ্গ উত্তরেণ দণ্ডপুষ্করিণী চেতি সং ১৮৮ পৌষ্য দি ২৪

(৩৮) Epigraphia Indica, vol. XV, p, 306.

(৩৯) কায়স্থকাণ্ড, ২য়াংশ (বারেন্দ্র কায়স্থকাণ্ড) ২০—৩৫ পৃষ্ঠায় দামোদরপুরের তাম্রশাসন প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য। ঐ সময়ে দত্তবংশের উক্ত প্রকার রাজকীয় অধিকার কেবল প্রাচ্যভারত বলিয়া নহে, উত্তর ও পশ্চিম ভারতেও দেখা যায়। (রাজন্যকাণ্ড, ৩৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

(৪০) ফরিদপুরের ঘাঘ্‌রাহাটী গ্রাম হইতে আবিষ্কৃত তাম্রশাসনের বিবরণ—রাজন্যকাণ্ড,৪২-৪৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৪১) রাজন্যকাণ্ড, ২১৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

করণশ্রেণির নাথবংশের মধ্যে কেবল বৌদ্ধ প্রভাব নহে, বৈদিক প্রভাবও লক্ষিত হয়। ত্রিপুরা হইতে আবিষ্কৃত লোকনাথের তাম্রশাসন হইতে জানা যায়, যে সময়ে বারকমণ্ডলে দেববংশ স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন, সেই সময়ে লোকনাথের পিতামহ অধিরাজরূপে পূর্ব্ববঙ্গে ত্রিপুরা অঞ্চলে আধিপত্য করিতেছিলেন। মহাসমরে তিনি রাজ্য হারাইলে তৎপুত্র শ্রীনাথ অধিমহারাজের সামন্তরূপে রণক্ষেত্রে অশেষ বীরত্ব দেখাইয়া অধিরাজের নিকট শ্রীপা লাভ করিয়াছিলেন। তৎপুত্র ভবনাথ একজন ঋষিতুল্য ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সংসার বৈরাগ্যহেতু নিজ ভ্রাতুষ্পুত্রকে রাজ্য দান করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন। সেই ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত গোত্রদেবীর বিবাহ হয়। গোত্রদেবীর মাতার নাম অষ্টায়িকা। তাঁহার পিতামহ অর্থাৎ গোত্রদেবীর প্রপিতামহ স্থাবর ও মাতামহ বীর উভয়েই 'দ্বিজসত্তম' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। এদিকে গোত্রদেবীর পিতা কেশব 'বলগণপ্রাপ্তাধিকার', সাধু, সৎলোকের নিকট পারশব ও দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপশালী সচিব বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। রাজা লোকনাথ নিজপুত্র লক্ষ্মীনাথের অনুরোধে প্রদোষশর্ম্মাকে এক বৃহৎ জঙ্গল অর্পণ করেন। সেই জঙ্গল কাটা হইলে তন্মধ্যে শতাধিক বেদবিৎ ও সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। প্রদোষশর্ম্মা একটী বৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে অনন্তনারায়ণের মূর্ত্তি স্থাপন করেন।

উক্ত তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে অনুলোম বিবাহ প্রচলিত ছিল। রাজা লোকনাথের পিতা করণকায়স্থ হইয়া দ্বিজসত্তম অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বীরের পৌত্রীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। সে সময়ে ধর্ম্মের কোনরূপ গোঁড়ামী ছিল না। লোকনাথ শৈব হইলেও প্রদোষশর্ম্মা বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি আবার শতাধিক চাতুর্ব্বিদ্য বা চতুর্বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। পাদটীকায় এই তাম্রশাসনের প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত হইল।[৪২]

---

(৪২) "শম্ভোঃ পদাব্জরেণুপ্রকরকৃতশিরঃপূতদিব্যাভিষেকঃ প্রাপ্তা চন্দ্রা............মুনি ভরদ্বাজ সদ্বংশজাতঃ।
শ্রীমান্ প্রখ্যাতকীর্ত্তিঃ প্রভবদধিমহারাজশব্দাধিকারঃ সংসারাচ্ছিত্তিহেতোঃপ্রশমিতদুরিতো......নাথোঽবনীশঃ।
সূনুস্তস্য মহাত্মনো গুণনিধেঃ প্রখ্যাতবীর্য্যো মহান্ সামন্তো যুধিলব্ধপৌরুষধনো ধর্ম্ম্যক্রিয়ৈকাশ্রয়ঃ।
শ্রীনাথো ভগবানিব প্রতিহতব্যাপৎস্বশক্ত্যাস্পদে বীরোঽভূৎ অবনীতলপ্রকটিত প্রাপ্তব্যযাবৎক্রিয়ঃ॥
তস্যাত্মজোঽপি গুণবান্ ভবনাথনামা সংসারসাগরজলোত্তরণৈকচিত্তঃ।
ভ্রাতুঃ সুতে গুণবতী প্রতিপাদ্য রাজ্যং শ্রীমানভূৎ ঋষিসমো বি......ঙঃ॥
তেনোদপাদি কুলসন্ততয়ে সদৃশ্যাং বিভ্রৎ পতিব্রতগুণাভরণোজ্জ্বলায়াং।
গোত্রশ্রিয়ামিব মহৌজসি গোত্রদেব্যাং অষ্টায়িকাবিহিতজন্মনি পুত্রবর্য্যঃ॥
যস্যা স্থাবরসংজ্ঞকো দ্বিজবরপ্রার্য্যোজনন্যাঃ পিতু দ্বিজসত্তমঃ মহামান্যঃ প্রমাতামহঃ।
প্রখ্যাতো নৃপগোচরো বলগণপ্রাপ্তাধিকারকৃতা সাধুঃ পারশবঃ সতামভিমতো মাতামহঃ কেশবঃ॥
দৌহিত্রস্তু কেশবস্য গুণবান্ সত্যৈকবন্ধুর্নদা দোর্দ্দণ্ডজ্বলিতোত্তমসি সচিব প্রজ্ঞাজয়ৎসাধনঃ।
নির্ব্যাজোর্জ্জিতসত্যসারতুরগঃ শ্রীলোকনাথো নৃপো যস্মিন্ ছত্রপরমেশ্বরস্য বহুশো জাতং ক্ষয়ং সৈনিকং॥
ইত্যাপ্তো মন্ত্রানুবিনিশ্চিতকৃত্যবস্তুঃ শ্রীজীবধারণ নৃপস্তু......পেত্য।
যস্মৈ দদৌ স্ববিষয়াৎ সহসা ধনেন শ্রীপট্টকাপ্ত-করণায় বিহায় যুদ্ধং॥"

Epigraphia Indica, vol xv. p. 306-7

উক্ত তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধারকারী তাম্রশাসনের নিবদ্ধ ৪৪ অঙ্ককে হর্ষাব্দ বলিয়া মনে করেন। কিন্তু রাজা লোকনাথের বয়ঃক্রম, তাঁহার পুত্র কুমার লক্ষ্মীনাথের অনুরোধ ও তাঁহার দূতকত্ব হইতে মনে হয়, ঐ অঙ্ক হর্ষাব্দ না হইয়া রাজা লোকনাথের রাজ্যাঙ্ক।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, বহু পূর্ব্বকাল হইতে এই গৌড়দেশে যাঁহাদের বাস, তাঁহারাই গৌড়কায়স্থ। উত্তররাঢ়ীয়-কুলপঞ্জিকা অনুসারে বাৎস্য সিংহ, সৌকালীন ঘোষ, মৌদ্গল্য দাস, বিশ্বামিত্র মিত্র ও কাশ্যপদত্ত এই ৫ ঘর ব্যতীত অপর সকলেই গৌড় কায়স্থ। দক্ষিণ-রাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকানুসারে গৌতম বসু, সৌকালীন ঘোষ, বিশ্বামিত্র মিত্র, কাশ্যপ গুহ ও ভরদ্বাজ দত্ত এই পাঁচ ঘর ব্যতীত অপর সকলেই গৌড় কায়স্থ এবং বঙ্গজ-কুলপঞ্জিকার মতে গৌতম বসু, সৌকালীন ঘোষ, কাশ্যপ গুহ, বিশ্বামিত্র মিত্র এবং মৌদ্গল্য দত্ত এই পাঁচ ঘর এবং নাগ, নাথ ও দাস ব্যতীত অপর প্রাচীন ঘরের সন্তানগণ গেৌড় কায়স্থ। কিন্তু পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে,—বসু, ঘোষ, গুহ, মিত্র, দত্ত, সিংহ ও দাসবংশ রাজা আদিশূর জয়ন্ত বা রাজা আদিত্যশূরের বহুপূর্ব্বে এমন কি খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতকে এদেশে বাস করিতেন। সুতরাং ঐ সকল পদ্ধতির কায়স্থকেও গৌড়কায়স্থ বলিয়া ধরিতে পারি। পরে তাঁহাদেরই বংশধর কেহ কেহ পশ্চিম ভারতে কএক পুরুষ বাস করিয়া আবার এদেশে উপনিবেশী হইয়াছিলেন।

গৌড় কায়স্থ-বংশ

ইদিলপুর হইতে সংগৃহীত একখানি প্রাচীন কুলজীতে লিখিত আছে—

"চিত্রগুপ্ত বিচিত্র আর চিত্রসেন ভাই। যমের অনুজ বলি কীর্ত্তিকথা গাই॥
চিত্র হইতে হইল যে চারি কুমার। গৌড় মাথুর সকসেন ভট্টনাগর॥
গৌড়ের গমন হইল পশ্চিম ভুবন। মাথুর রহিল গিয়া কলিঙ্গ সদন॥
সকসেন কনৌজে ছিলা কতকাল। বিপ্রমুনি সেবা করি পাইলেক কাল॥
ভট্টনাগর হইলা কনৌজের রাজা। মহাগুণ মহাশীল সর্ব্বগুণতেজা॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপর হইল অপার। কত হইল কত গৈল কি কহিব তার॥"

উদ্ধৃত শ্লোক হইতে মনে হয়—চিত্রসন্তান গৌড় শাখা এদেশ ছাড়িয়া বহু পূর্ব্বকালেই কেহ কেহ পশ্চিম প্রদেশে, মাথুর শাখা স্বস্থান মথুরা ছাড়িয়া কলিঙ্গ বা উৎকলে, শকসেন ও ভট্টনাগর শাখা ঐরূপ কনৌজে বাস করিয়াছিলেন। সুতরাং উক্ত কুলজীর বচন হইতে মনে হয় নানা শাখার কায়স্থই একস্থানে স্থিরভাবে ছিলেন না। স্বস্থান হইতে বহু স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন। তন্মধ্যে গৌড় বা উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গে অতি প্রাচীনকাল হইতেই প্রধান শাখার বাস এবং সকল স্থান অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক ছিল, সে কথা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। রাঢ় বা পশ্চিমবঙ্গেও অতি পূর্ব্বকাল হইতে শ্রেষ্ঠ কায়স্থগণের বাস হইয়াছিল, পরবর্ত্তী অধ্যায়ে তাহার বিশদ পরিচয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

যাঁহারা গৌড়দেশই আপনাদের আদিবাস মনে করিতেন, অতি পূর্ব্বকাল হইতেই তাঁহাদের সন্তানগণ ভিন্নদেশে গৌড় কায়স্থ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। দ্বাদশ প্রকার চিত্রগুপ্ত-কায়স্থ শাখার মধ্যে গৌড় শাখা একটী। গৌড়শাখার কায়স্থবংশ গৌড় হইতে গিয়া নানাদেশের সভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, এবং অদ্বিতীয় পণ্ডিত ও মহাবীর বলিয়া খ্যাতি

লাভ করেন, সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। গৌড়কায়স্থবংশে যে সকল মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহাদের বিদ্যাবত্তায় গৌড়মণ্ডল আলোকিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ধরবংশে মহোপাধ্যায় গয়াধর, রক্ষিত বংশে মহাচার্য্য তথাগত রক্ষিত, শীলবংশে মহাপণ্ডিত দানশীল, চন্দ্রবংশে দিবাকর চন্দ্র ও বিভূতি চন্দ্র প্রভৃতি বৌদ্ধাচার্য্যগণ সংস্কৃত ভাষায় বহুতর বৌদ্ধ তান্ত্রিক গ্রন্থ রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন, তিব্বতের তেঙ্গুর মহাকোষে তাঁহাদের রচিত সেই সকল গ্রন্থের অনুবাদ রক্ষিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

রাঢ়ের আদি কায়স্থ-সমাজ

রাঢ় গৌড়দেশেরই এক প্রধান অংশ।[১] পালি মহাবংশ পাঠে জানা যায় শাক্য বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্ব্বে 'লাল' (রাঢ়) দেশে সিংহপুরে সিংহবাহু নামে এক পরাক্রান্ত নৃপতি রাজত্ব করিতেন। তিনি নিজ পুত্র বিজয়সিংহকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসনের আদেশ করেন। বিজয়সিংহ সদলবলে সমুদ্রপোতে ৫৪৩ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে সিংহলে আসিয়া এখানকার অধীশ্বর হইয়াছিলেন এবং রাঢ়ীয় সভ্যতা প্রচারের সহিত এখানে জাতিভেদপ্রথা প্রবর্ত্তন করেন। এই জাতিভেদপ্রথা হইতে মনে হয় যে বিজয়সিংহের জন্মভূমি রাঢ়দেশে বুদ্ধদেবের অভ্যুদয়-কালে চাতুর্বর্ণ সমাজ বিদ্যমান ছিল। এ সময় সিংহপুরই রাঢ়ের রাজধানী বলিয়া গণ্য ছিল। কিন্তু পরে দেখা যায় রাঢ়দেশে কর্ণসুবর্ণই প্রাচীনতর রাজধানী বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতকে মহারাজ জয়নাগের তাম্রশাসনে এবং ৭ম শতকে মহারাজ ভাস্করবর্ম্মার তাম্রশাসনে ও চীন-পরিব্রাজক য়ুঅন্ চুয়ঙ্গের ভ্রমণবৃত্তান্তে কর্ণসুবর্ণের সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। যে সময়ে বারকমণ্ডলে (পূর্ব্ব বারেন্দ্র ও পূর্ব্ববঙ্গে) মহারাজাধিরাজ ধর্ম্মাদিত্যদেব, গোপচন্দ্রদেব ও মহারাজাধিরাজ সমাচারদেব আধিপত্য করিতেছিলেন, তাহারই কিছু পূর্ব্বে পশ্চিমবঙ্গে বা রাঢ়দেশে মহারাজাধিরাজ পরমভট্টারক মহাভাগবত জয়নাগ আধিপত্য করিতেছিলেন। তিনি কর্ণসুবর্ণে অবস্থানকালে কাশ্যপগোত্র ছান্দোগ ভট্ট ব্রহ্মবীরস্বামীকে তাম্রশাসনদ্বারা 'বপ্পঘোষবাটক' নামক গ্রাম দান করিয়াছিলেন। সেই দানপত্রের শাসনপাঠে জানা যায় যে মহারাজাধিরাজ জয়নাগের অধীনে সামন্ত নারায়ণ ভদ্র ঔদম্বরিক শাসন করিতেছিলেন, তাঁহার

মহারাজ জয়নাগ

(১) খৃষ্টীয় ১০ম শতকে রচিত প্রবোধচন্দ্রোদয়নাটকে লিখিত আছে—
"গৌড়রাষ্ট্রমনুত্তমং নিরুপমা তত্রাপি রাঢ়াপুরী।"

ব্যবহারি-মহাপ্রতীহার ছিলেন সূর্য্যসেন। সামন্তরাজের আজ্ঞাক্রমেই মহাপ্রতীহার সূর্য্যসেন ব্রহ্মবীরস্বামীকে উক্ত গ্রাম বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। পাদটীকায় সেই সুপ্রাচীন তাম্রপট্টের পাঠ প্রদত্ত হইল।[২]

উক্ত তাম্রপট্ট হইতে স্পষ্ট জানা যাইতেছে—যে ভট্ট ব্রহ্মবীরস্বামী ব্যতীত ভট্ট উন্মীলন স্বামী, ভরণি স্বামী, ও কুক্কুটগ্রামী ব্রাহ্মণগণেরও তাম্রপট্টনির্দ্দিষ্ট পৃথক্ পৃথক্ শাসনভূমি ছিল। সুতরাং পরম ভাগবত নাগবংশের আধিপত্যকালে প্রায় চৌদ্দশত বর্ষ পূর্ব্বে রাঢ়দেশে অনেক ব্রাহ্মণশাসন ছিল, তাহার সমসাময়িক প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। মহারাজাধিরাজ জয়নাগের সময় নারায়ণ ভদ্র ঔদম্বরিক দেশের (বর্দ্ধমান ভুক্তির) সামন্তরাজ এবং ব্যবহারী সূর্য্যসেন মহাপ্রতীহার (Chief Commissioner) ছিলেন। অল্পদিন হইল উক্ত মহারাজাধিরাজ জয়নাগের তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই অধিরাজের নাম ব্যতীত আর কোন পরিচয় এখনও বাহির হয় নাই।

আমরা ব্রহ্মাণ্ডাদি মহাপুরাণ-পাঠে জানিতে পারি—গুপ্তবংশের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে মথুরাতে নাগবংশ আধিপত্য করিতেন।[৩] গুপ্তসম্রাট্ সমুদ্রগুপ্তের শিলালেখ হইতে

---

(২) (মহারাজ জয়নাগের তাম্রশাসন)

১ম পংক্তি ওঁ স্বস্তি কর্ণস্থবর্ণবিহিতস্থ মহারাজাধিরাজ পরমভাগবত
২য় ,, শ্রীজয়নাগদেবস্থাভ্যুদয়-সাম্বৎসরে তৎপাদানুধ্যাত
৩য় ,, নারায়ণভদ্রস্তৌদম্বরিক [বিষয়] সম্ভোগকালে তদ্ব্যবহারি-মহাপ্রতিহার সূর্য্য-
৪র্থ ,, সেনে ব্যবহরতি। তদস্তাজ্ঞা শ্রীসামন্তপাদৈঃ প্রদত্তা কাশ্যপ সগোত্রায় ছা-
৫ ,, ন্দোগ-সব্রহ্মচারিণে ভট্ট-ব্রহ্মবীরস্বামিনে ময়া মাতাপিত্রোরাত্মন-
৬ ,, শ্চ পুণ্যাভিবৃদ্ধয়ে বপ্পঘোষবাটক গ্রামাক্ষয়ণী ধর্ম্মণা প্রদত্তা বিষ-
৭ ,, য় মুদ্রালঙ্কৃত তাম্রশাসনং সীমাবাটপরিচ্ছিন্নং। দাস্যথেতি। অত্র সীম-
৮ ,, লিঙ্গানি যত্র পশ্চিমস্যান্দিশি কুৎকুটগ্রামিণ ব্রাহ্মণানাং সৎক তাম্রপট্ট
৯ ,, সীমা উত্তরস্যাং গঙ্গিণিকা পূর্ব্বস্যামিয়মেব গঙ্গিনিকা ততো নিসৃতো
১০ ,, অমলপৌতিকগ্রাম পশ্চিম সীমানুগত সযপথানকঃ তেনৈব সী-
১১ ,, ম্না সম্পরিচ্ছিন্না যাবদ্ভট্টোন্মীলনস্বামিতাম্রপট্ট ইতি তস্মাচ্চ দক্ষিণদিগ্‌ভাগা-
১২ ,, দ্ভরস্তেনৈব সীম্না উত্তরান্ দিশমনুবলমানস্তাবদাগতো যাবদ্ভরণিস্বামি
১৩ ,, তাম্রপট্টসীমেতি। ততোপি প্রগুণেন ভট্টোন্মীলনস্বামিতাম্রপট্টসীম্নিবথট-
১৪ ,, লিকাদেব যাতস্প্রবিশ্য তাবদ্গতো যাবৎ স এব কুৎকুটগ্রামিণ ব্রাহ্মণসীমেতি।
১৫ ,, (অস্পষ্ট)

Vide Epigraphia Indica, vol. XVIII. Vappaghoshavataka Grant of Jayanaga by L. D, Burnett, p, 60 ff,

(৩) "মথুরাঞ্চ পুরীং রম্যাং নাগা ভোক্ষ্যন্তি সপ্ত বৈ।
অনুগঙ্গং প্রয়াগঞ্চ সাকেতং মাগধস্তথা।
এতান্ জনপদান্ সর্ব্বান্ ভোক্ষ্যন্তে গুপ্তবংশজাঃ॥" (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, অনুষঙ্গপাদ)

জানা যায় (খৃষ্টীয় ৪র্থ শতকের শেষ ভাগে) তিনি গণপতিনাগকে পরাজয় করেন। ঐ সময় নাগবংশ নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়েন। তন্মধ্যে গৌড়ে আসিয়া কেহ কেহ সামন্তরূপে কেহ বা নাগরিক মহত্তররূপে বাস করিতে থাকেন। বারেন্দ্র বা পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তিতে গুপ্তাধিকার বিস্তৃত হইলেও রাঢ়দেশে তাঁহাদের আধিপত্যের স্পষ্ট নিদর্শন এখনও বাহির হয় নাই। গুপ্ত-প্রভাব হ্রাসকালে সম্ভবতঃ রাঢ়ের নাগবংশ ধীরে ধীরে মস্তকোত্তলন করিয়া সমগ্র রাঢ়ের একচ্ছত্রী নৃপতি বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন এবং কর্ণসুবর্ণেই (খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতকে) তাঁহাদের রাজধানী হইয়াছিল। মহারাজ জয়নাগের বংশধরগণের নাম এখনও পাওয়া যায় নাই। তবে মহারাজ শশাঙ্কদেব যে খৃষ্টীয় ৭ম শতকে কর্ণসুবর্ণে অধিষ্ঠিত হইয়া সুদূর গঞ্জাম প্রদেশ পর্য্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে।[৪]

মুসলমান-বিজয়ের পর সেনবংশের একধারা যেমন হিমালয় প্রদেশে গিয়া তথায় ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয়ের সহিত সুখেত, মন্দী প্রভৃতি স্থানে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, সেইরূপ নাগবংশের একধারা গুপ্তবংশের হস্তে রাজ্য হারাইয়া হিমালয় প্রদেশে কাশ্মীরে গিয়া অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। এখানে কাশ্মীরপতির সহায়তায় নানা রাজকর্ম্ম করিয়া অবশেষে কাশ্মীরে আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন।[৫] অপর এক ধারা রাঢ়ে আসিয়া রাজত্ব করেন, তাহা মহারাজাধিরাজ জয়নাগপ্রসঙ্গে পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। রাজা শশাঙ্কদেবের প্রভাবে রাজ্য হারাইয়া উক্ত নাগবংশধরগণ কলিঙ্গে ছড়াইয়া পড়েন, মেদিনীপুর জেলায় রাইবনিয়াগড়ে ও ময়ূরভঞ্জের দক্ষিণাংশে খিচিঙ্গ নামক স্থানে সেই নাগবংশের কীর্ত্তি বিদ্যমান।[৬] কলিঙ্গে তাঁহারা গুহ বা বিরাটবংশ বলিয়া পরে পরিচিত হন।[৭]

প্রাচীন কুলগ্রন্থে নাগবংশের মধ্যে নাগ,সেন ও গুহ প্রভৃতি উপাধি দৃষ্ট হয়।[৮] দামোদরপুরের তাম্রশাসন, ঘাঘরাহাটীর তাম্রশাসন ও জয়নাগের তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে কোটিবর্ষ বা উত্তরবঙ্গের বারকমণ্ডলে বা পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বারেন্দ্রে এবং রাঢ়দেশে ঔড়ুম্বর বা বর্দ্ধমান বিভাগে সেনবংশ বিদ্যমান ছিলেন। মহারাজাধিরাজ জয়নাগের তাম্রশাসনে জয়নাগের অধীনে সূর্য্যসেন ঔড়ুম্বরের ব্যবহারি-মহাপ্রতিহার বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। এই সেনবংশকে বাসুকী-কুলগাথা বর্ণিত নাগবংশেরই এক শাখা মনে করি। অধিরাজ নাগবংশের সহিত সেনবংশ আধিপত্য হারাইলেও বাসুকীকুলগাথা ও কাশীদাসের আদিঢাকুর মতে সেনবংশ ও নাগবংশ গৌড়াধিপ আদিশূরের সভায় সম্মানিত হইয়াছিলেন।[৮] এই সেনবংশ

---

(৪) রাজন্যকাণ্ড, ৬২-৬৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৫) রাজন্যকাণ্ড, ৮০—৯০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৬) Archæological Survey Reports of Mayurbhanja Vol I.

(৭) রাজন্যকাণ্ড, ৩১৪—৩১৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৮) রাজন্যকাণ্ড, ২৪০—৪১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বাসুকীগোত্র এবং নাগবংশ সৌপায়নগোত্র ছিলেন। খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতকে মহাপ্রতীহার সূর্য্যসেন হইতে রাঢ়ে সেনবংশের প্রতিষ্ঠা। উত্তররাঢ়ীয় প্রাচীন কুলপঞ্জিকা হইতেও পাইতেছি—

"শূর সেন দেব নাগ কুণ্ড বিষ্ণু পাল।[১] নন্দী আদি করি দেখা আটে যূথ মান॥
শূর সেন দেব নাগ কুণ্ড বিষ্ণু মূল। পঞ্চকুল নিরাবিল ভঙ্গ যূথকুল॥"

উদ্ধৃত কুলপঞ্জিকা অনুসারে শূর, সেন, দেব, নাগ, কুণ্ড ও বিষ্ণু এই ছয় ঘরই মূল রাঢ়ীয় কায়স্থ, পাল ও নন্দী ইঁহাদের মধ্যে গিয়াছিলেন। রাঢ়ীয়সমাজের আদিপরিচয়মূলক 'জিজ্ঞাসা' নামক সংক্ষিপ্ত কুলপরিচয়গ্রন্থে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

"চিত্রগুপ্ত গেল স্বর্গে বিচিত্র পাতালে। চিত্রসেন পৃথিবীতে আদিবাস রাঢ়ে॥
তাহার ঘরেতে পুত্র কতজন হএ। কি কার নাম কোথা বাস কহ মহাশএ॥
তাহান কার ঘরে পুত্র কতজন হইল। কোন্ গুণে কাহার স্থানে পদ্ধতি পাইল॥

এহার উত্তর।

মোর এক নিবেদন সুন মহাশএ। বিনয়পূর্ব্বকে কিছু কহিতে ইচ্ছা হএ॥
চিত্রসেন পৃথিবীতে জখন আসিল। আনিআ পদ্মিনী কন্যা ব্রহ্মা সমর্পিল॥
তাহান ঘরেতে পুত্র তিনজন হয়। চিত্রপাল কীর্ত্তিচন্দ্র বিচিত্র উদয়॥
চিত্রপাল তথা রৈল, কীর্ত্তিচন্দ্র কটকে গেল, বিচিত্র উদয় রাঢ়ে কই।
সুন সুন সভাজন, আমি করি নিবেদন, প্রতিউত্তর দিলাম আমি এই॥
বিচিত্র উদয় রাঢ়ে, কয় পুত্র তাহান ঘরে, নিবাস করিল গিয়া কে।
আদিবাস বংশাবলী, সুনেছি সকলে মিলি, হএ নএ আজ্ঞা কর মোকে॥

এহার উত্তর।

মোর এক নিবেদন সোন মহাশএ। রাঢ়েতে আছিলেন যখন বিচিত্র উদএ॥
পদ্মিনীব দুই কন্যা বিবাহ করিল। দুই ঘরে দশ পুত্র তাহান জন্মিল॥
তাহাক দেখিয়া ব্রহ্মা সন্তোষ হইআ। রাখিল সভার নাম পদ্ধতি করিআ॥
সর্ব্বজ্যেষ্ঠ নারায়ণ দত্ত মহাশএ। মহানাদ ঘোষ বসু মিত্র মৃত্যুঞ্জয়॥
এই চাইর পুত্র হইল পদ্মিনীর ঘরে। আর ছয় পুত্র হইল সম্ভবার উদরে॥
চন্দ্র সেন বড় জন দেও মহাশএ। হরিপুরে দাস সিংহ মহাতেজোময়এ॥
তাঁহার অনুজ নাহি আর কেহ। সকলের কনিষ্ঠ হইল চন্দ্রভান গুহ॥
সোন সবে একমনে বচন মধুর। যে কালেতে যজ্ঞ কৈল রাজা আদিশূর॥

(১) "পান" পাঠান্তর পাওয়া যায়।

পঞ্চবিপ্র আনাইল যজ্ঞের কারণ। সৌকালিন ভরদ্বাজ গৌতম ব্রাহ্মণ ॥
আলিম্যান বাৎস্য আদি এই পঞ্চজন। তাহাদের সঙ্গে আইল কায়স্থ দশজন ॥
যজ্ঞশেষে জিজ্ঞাসিল রাজা আদিশূর। কে কাহার ভক্ত হও কে কাহার ঠাকুর ॥
নারায়ণ দত্ত কহেন সোন রাজাজী। দত্ত কারো শিষ্য নয় সঙ্গে আসিয়াছি ॥
ঘোষ বসু মিত্রে বোলেন সোন মহাশএ। ব্রাহ্মণের ভক্ত হয়ে আসিয়াছি নিশ্চএ ॥
গুহে বোলেন মহারাজা করি নিবেদন। এক পিতার ঘরে পুত্র হইলাম দশজন ॥
কি কারণে বিধি মোরে করিলেন সৃজন। জ্ঞাতিজনে উপহাস করে সর্ব্বক্ষণ ॥
আমার উপায় কিবা কহ মহারাজ! কার সঙ্গে গিয়া আমি করিব সমাজ ॥

এহার উত্তর।

সোন সবে একমনে বচন মধুর। ছোট বড় ভেদ কৈলেন রাজা আদিশূর ॥
যার শিষ্য যে হইলা সেই গোত্র পায়। সবারে সন্তোষ করি করিলেন বিদায় ॥
বিদায় পাইয়া সবে রাঢ়েতে চলিল। দশজনা দশ গ্রামে বসতি করিল ॥
আকনাতে গেল ঘোষ মাহিনাতে বসু। বরিসা রহিল মিত্র দুঃখ রহে কিছু ॥
বালীতে রহিল দত্ত প্রতাপ প্রচুর। ব্রহ্মগ্রামে গেলা সেন দেও চিত্রপুর ॥
সিংহপুরে রয় সিংহ হরিপুরে দাস। পানিহাটী গত চন্দ্র গুহ বঙ্গবাস ॥
কীর্ত্তিচন্দ্র কটকেতে যখন উত্তরিল। মাহিন্দ্র ঘোষের কন্যা বিবাহ করিল ॥
তাহার ঘরেতে পুত্র হইল দুইজন। উদয় কুই দুইরাম রাখিল তখন ॥
স্বস্থানে রহিল উদয় কুই বিষ্ণুপুর গেলা। নারায়ণ মিত্রের কন্যা পরিণয় করিল ॥
তাহার ঘরেতে পুত্র হইল তিন পর। রাম মধু বীরচন্দ্র তিন সহোদর ॥
স্বস্থানে রহিল রাম মধু বীরভূমি। বঙ্গদেশে বীরচন্দ্র আসিলেক আপনি ॥
চন্দ্রদ্বীপ আসিয়া হইল নৃপতি। রমৎপুর গ্রামে গিয়া রহিল সন্ততি ॥
সাগরের তীরে গিয়া করেন পরিণয়। তাহার ঘরেতে পুত্র কতজন হয় ॥”

এই পুঁথিখানির লিপি ও অবস্থা দেখিলে তিনশত বর্ষের কম বলিয়া মনে হইবে না। বলা বাহুল্য বঙ্গের সকল শুদ্ধ জাতির মধ্যে রীতিমত কুলপঞ্জিকা লিখিত হইবার পূর্ব্ব হইতেই সংক্ষিপ্ত কুলপরিচয়মূলক এইরূপ 'জিজ্ঞাসা' গ্রন্থ প্রচলিত ছিল। বলিতে কি আলোচ্য "জিজ্ঞাসার" পুথি হইতে যেরূপ আদিপরিচয় পাই, অপর কুলগ্রন্থে এরূপ দেখি নাই। এই 'জিজ্ঞাসা' গ্রন্থের মতে—কায়স্থ-বীজপুরুষ বিচিত্র দুই বিবাহ করেন, তন্মধ্যে একের নাম পদ্মিনী ও অপরের নাম সম্ভবা। পদ্মিনীর গর্ভে দত্ত, ঘোষ, বসু ও মিত্র এই চারি ঘর এবং সম্ভবার গর্ভে চন্দ্র, সেন, দেও (দেব), দাস, সিংহ ও গুহ এই ছয় ঘরের উৎপত্তি। এই দশ ঘর সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে, তাঁহারা আদিশূরের সময় রাঢ়দেশে বাস করিতেন। এই আদিশূরের সভায় সৌকালিন, ভরদ্বাজ, গৌতম, আলিম্যান ও বাৎস্য এই পঞ্চ গোত্র ব্রাহ্মণ

আগমন করেন। বলা বাহুল্য রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের বীজপুরুষের মধ্যে শাণ্ডিল্য, কাশ্যপ, বাৎস্য, ভরদ্বাজ ও সাবর্ণ মাত্র এই পঞ্চ গোত্র দৃষ্ট হয়। এই পঞ্চ গোত্রের মধ্যে সৌকালিন, আলিম্যান ও গৌতম এই তিন গোত্র নাই। সুতরাং 'জিজ্ঞাসার' পুথিতে যে আদিশূরের নাম পাইতেছি, তিনি রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণবীজী-আনয়নকারী হইতে পারেন না। রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-বীজীগণের আগমনের বহুপূর্ব্বে রাঢ়দেশের কর্ণসুবর্ণ হইতে প্রদত্ত মহারাজ ভাস্করবর্ম্মার প্রকাণ্ড তাম্রশাসনের যে অংশ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে আলম্যান ও গোতম গোত্রের সন্ধান পাই, সোকালিন নাই, কিন্তু তাম্রশাসনের সমস্ত অংশ এখনও বাহির হয় নাই।[১০] অপ্রাপ্ত অংশে 'সৌকালীন' গোত্রের নাম থাকিতে পারে। অথবা পরে এই গোত্র আসিয়া মিলিত হইয়া থাকিবেন। উক্ত সুপ্রাচীন তাম্রশাসন হইতে পাওয়া যায়—চন্দ্রপুরী বিষয়ে এক প্রকাণ্ড অগ্রহার বা ব্রাহ্মণশাশন ছিল। সেখানে বসু, ঘোষ, মিত্র, কুণ্ড, পালিত, ও নাগ পদ্ধতিযুক্ত স্বামিপাদগণ বাস করিতেন।

কামরূপপতি মহারাজ ভাস্করবর্ম্মা যে সময়ে বিজয়ী নৃপতিরূপে রাঢ়দেশে কর্ণসুবর্ণের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, সেই সময় উপরোক্ত চন্দ্রপুরী বিষয় হইতে বহু গোত্রের স্বামিপাদগণ কর্ণসুবর্ণে উপস্থিত হইয়া মহারাজ ভাস্করবর্ম্মার নিকট প্রার্থনা করেন যে মহারাজের বৃদ্ধ-প্রপিতামহ মহাভূতিবর্ম্মা তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণকে তাম্রশাসন দ্বারা যে সকল ভূমি দান করিয়াছিলেন, তাম্রশাসন নষ্ট হওয়ায় রাজপুরুষগণ সেই সকল ভূমির কর ধার্য্য করিতেছেন, একারণ উক্ত শাসনের ভূমিগৃহীতা স্বামিপাদগণের বংশধর ও উত্তরাধিকারিগণ তাঁহাদের দখলী নিষ্কর জমি বজায় রাখিবার জন্য আবেদন করিতেছেন। তদনুসারে মহারাজ ভাস্করবর্ম্মা শাসনগৃহীতা স্বামিপাদগণের বংশধর ও উত্তরাধিকারিগণকে পুনরায় উক্ত তাম্রশাসন দ্বারা তাঁহার বৃদ্ধপ্রপিতামহ-প্রদত্ত তাম্রশাসনের ভূমিদান স্বীকার করিয়া এই নূতন তাম্রশাসন লিখিয়া দেন।

বলা বাহুল্য এই তাম্রশাসন হইতেও আমরা জানিতে পারি যে মহারাজ ভাস্করবর্ম্মা বেদমার্গরত ব্রাহ্মণভক্ত নৃপতি ছিলেন এবং তাঁহার সভায় অনেক কায়স্থ কর্ম্মচারী ছিলেন।[১১]

এরূপ স্থলে পূর্ব্ব বর্ণিত 'জিজ্ঞাসা' হইতে যে আদিশূরের নাম পাইতেছি তাঁহাকে আমরা মহারাজ ভাস্করবর্ম্মা মনে করিতে পারি। কেবল ভাস্করবর্ম্মা বলিয়া নহে তাঁহার বংশধর ভৌমরাজগণ সমগ্র রাঢ় ও উৎকল শাসন করিয়াছিলেন এবং 'গৌড়-উড্র-কলিঙ্গ-কোশল-পতি' বলিয়া পরিচিত ছিলেন। মহারাজ ভাস্করবর্ম্মাই রাঢ়দেশে ভৌমবংশের আদি হইতেছেন, এ অবস্থায় ভৌমরাজগণের

১ম আদিশূর

(১০) Epigraphia Indica, vol, XIX.

(১১) ভাস্করবর্ম্মার নিধনপুর তাম্রশাসনে এইরূপ কর্ম্মচারীর উল্লেখ আছে—"ন্যায়করণিক জনার্দ্দনস্বামী ব্যবহারিদত্ত কায়স্থ ঢুণ্ঢ্‌নাথ কায়স্থ প্রভৃতিয়ঃ শাসয়িতা লেখয়িতা চ বসু বর্ম্ম ভাণ্ডাগারাধিকৃত মহাসামন্ত দিবাকর প্রভঃ উৎখেটয়িতা দত্ত কারপুত্রো সেক্যকার কালিয়া।" *Epigraphia Indica, vol XII, p. 68.*

মধ্যে তিনি 'আদি' ও দিগ্বিজয়ী শূরবীর ছিলেন বলিয়া পরবর্ত্তীকালে 'আদিশূর' রূপে পরিচিত হওয়া বিচিত্র নহে। উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব্ব বঙ্গে তাঁহার সময়ে ও তাঁহার পূর্ব্বেও যে বহু পদ্ধতির কায়স্থের বাস ছিল, তাহার কথা পূর্ব্ব অধ্যায়ে লিখিয়াছি। 'জিজ্ঞাসা' গ্রন্থ হইতে জানা যায়, গুরুর গোত্রানুসারে শিষ্যের গোত্র হইয়াছিল। স্বামিপাদগণের পদ্ধতি হইতেও মনে হয় কেবল গোত্র নহে, অনেকে পদ্ধতিও গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ সকল পদ্ধতির ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব না থাকায় বসুঘোষাদি পদ্ধতিযুক্ত স্বামিপাদগণের বংশধরগণও পরে কায়স্থসমাজে মিশিয়া গিয়া থাকিবেন। রাঢ়দেশে বহু পদ্ধতির কায়স্থের বাস থাকিলেও 'জিজ্ঞাসা' গ্রন্থে কেবল প্রধান দশ ঘরের নাম কথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে চন্দ্র ও সেন বংশকে 'বড় জন', দেবকে 'মহাশয়' এবং সিংহকে 'মহাতেজোময়' বলা হইয়াছে। এ ছাড়া ঘোষের আকনা, বসুর মাহিনা, মিত্রের বরিসা, দত্তের বালি, সেনের ব্রহ্মগ্রাম, দেবের চিত্রপুর, সিংহের সিংহপুর, দাসের হরিপুর ও চন্দ্রের কুলস্থান পাণিহাটী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। চন্দ্রবংশ পাণিহাটী হইতে পূর্ব্ববঙ্গে গিয়া চন্দ্রদ্বীপের রাজা হইয়াছিলেন। গুহবংশও বঙ্গবাসী হন।

পূর্ব্ববঙ্গে চন্দ্রবংশ বহুকাল রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, ময়নমতীর গান, গোপীচাঁদের গান, তিব্বতীয় পণ্ডিত তারনাথের বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস এবং রামপাল হইতে আবিষ্কৃত মহারাজ শ্রীচন্দ্রদেবের তাম্রশাসন হইতে তাহার বিবরণী পাওয়া যায়।

রাঢ় ও বঙ্গে চন্দ্রবংশ

তারনাথ ১৯ জন চন্দ্র-নৃপতির উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু কে কোন্ সময় রাজত্ব করেন, তাহা ঠিক জানিবার উপায় নাই। এই বংশীয় শেষ নৃপতি ললিতচন্দ্র সম্বন্ধে তারনাথ লিখিয়াছেন, তাঁহা হইতেই চন্দ্ররাজবংশের অবসান হয়, কিছুদিন অরাজকতা চলিতে থাকে! রাজবংশীয়দিগের মধ্যে যাঁহাকেই নির্ব্বাচন করা হয়, তিনিই চন্দ্রবংশের এক রাণীর কৌশলে রাত্রিকালে নিহত হইতেন। অবশেষে রাণীর করাল কবল হইতে পরিত্রাণ পাইয়া গোপাল প্রজাসাধারণ কর্ত্তৃক রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন।[১২] সুতরাং ১ম পাল-নৃপতি গোপালের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে পূর্ব্ববঙ্গে চন্দ্রবংশের আধিপত্য স্বীকার করিতে হয়। খৃষ্টীয় ৮ম শতকে গোপালের অভ্যুদয়। যদি প্রকৃত প্রস্তাবে তৎপূর্ব্বে ১৯ জন চন্দ্রনৃপতির রাজত্ব করিয়া থাকেন, তাহা হইলে রাঢ় হইতে এক শাখা তৎপূর্ব্বে গিয়া পূর্ব্ববঙ্গে অন্ততঃ খৃষ্টীয় ৭ম শতকে আধিপত্য করিয়া থাকিবেন। তারনাথের মতে রাজা বালচন্দ্র এক সিংহ নৃপতির হস্তে পরাজিত হইয়া বঙ্গরাজ্য হারাইয়া ত্রিহুতে পলাইয়া গিয়া প্রথমে সামন্তরূপে পরে কামরূপে গিয়া বাস করেন। আমরা কিন্তু ঐ সময়ে পূর্ব্ববঙ্গের পূর্ব্বপ্রান্তে আরাকানের মোরঙ্গে বালচন্দ্র নামে এক রাজা ও তদ্বংশধর লইয়া ১৯ জন চন্দ্ররাজের এইরূপ তালিকা পাইতেছি—

---

(১২) Wassiliff's Buddhismus, 207.

	নাম	রাজ্যকাল		নাম	রাজ্যকাল
১।	বালচন্দ্র	?	১০।	নীতিচন্দ্র	?
২।	দেবচন্দ্র	২২ বর্ষ	১১।	মহাবীর নরেশ্বর	১২
৩।	যজ্ঞচন্দ্র	৭	১২।	?	১২
৪।	··· (ভূমিচন্দ্রপুত্র)	?	১৩।	?	১২
৫।	··· (কীর্ত্তিচন্দ্রপুত্র)	২৪	১৪।	ধর্ম্মশূর	৩
৬।	··· (নীতিচন্দ্রপুত্র)	৫৫	১৫।	?	৮
৭।	দীপচন্দ্র	?	১৬।	শ্রীধর্ম্মবিজয়	?
৮।	প্রীতিচন্দ্র	২২	১৭।	নরেন্দ্রবিজয় (ধর্ম্মবিজয়পুত্র)	২
৯।	··· চন্দ্র	?	১৮।	নরেন্দ্রচন্দ্র	৮
			১৯।	আনন্দচন্দ্র	

অল্পদিন, হইল পণ্ডিত হীরানন্দ শাস্ত্রী আরাকানের চন্দ্রবংশীয় রাজগণের শিলালিপি আলোচনা করিয়া একটী অজ্ঞাতপূর্ব্ব ইতিহাস উদ্ধার করিয়াছেন। তিনি মোরঙ্গের সিংথৌঙ্গ মন্দিরের চত্বরে স্তম্ভগাত্রে পরবর্ত্তী গুপ্তসম্রাট্‌গণের সময়ের অক্ষরে খোদিত কতকগুলি শিলালিপিতে উপরোক্ত নামগুলি পাইয়াছেন। তন্মধ্যে অন্তিম নরপতি আনন্দচন্দ্র তাঁহার শিলালিপিতে "ধর্ম্মরাজানুজবংশ" ও তাম্রপট্টনপতি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। তাঁহার এক সামন্ত-নৃপতি নিজ কন্যারত্নকে রাজা আনন্দচন্দ্রের করে দান ও তদুপলক্ষে শ্রীপট্টন নামক নগরী যৌতুক করেন। কাহারও কাহারও মতে আনন্দচন্দ্র ১১০০ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। মোরঙ্গের স্তম্ভলিপিতে লিখিত আছে—

'আনন্দচন্দ্র দানে কর্ণ সত্যে যুধিষ্ঠির, রূপে কাম ও দীপ্তিতে সূর্য্যসদৃশ ছিলেন, তিনি বহু বিহার প্রতিষ্ঠা করিয়া যেমন নিজের বৌদ্ধ ধর্ম্মানুরাগের পরিচয় দিয়াছেন, সেইরূপ ৫০টী ব্রাহ্মণ স্থাপন করিয়াও যশস্বী হইয়াছিলেন।' [১৩]

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের কুলগ্রন্থে লিখিত আছে—'রাজা বল্লালসেন গৌড়দেশে ১০০, মগধে ৫০, ভোটে ৬০, মোরঙ্গে ৬০, উৎকলে ২২, এবং রসাঙ্গে ২২ মোট ৩১৪ ঘর ব্রাহ্মণ স্থাপন করিয়াছিলেন।' [১৪]

বারেন্দ্র-কুলপঞ্জী পাঠে মনে হয়, তাঁহার অধিকার মধ্যে যেখানে যেখানে বৌদ্ধপ্রভাব

(১৩) Annual Report of the Archæological Survey of India for 1925-26, p. 146-148,

(১৪) "গৌড়ে শতং নৃপতিনা পঞ্চাশন্মগধে তথা।
ভোটে ষষ্টি সমাখ্যাতাঃ মোরঙ্গে চ তথাবিধঃ।
উৎকলে দ্বাবিংশতিশ্চ রসাঙ্গে চ তথাবিধঃ।
এবং স্থিতির্ব্রাহ্মণানাং সর্ব্বদেশনিবাসিনাম্॥"

(বারেন্দ্র-কুলপঞ্জী)

ছিল, বৌদ্ধপ্রভাব খর্ব্ব করিবার জন্য রাজা বল্লালসেন ধর্ম্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে সেই সেই স্থানে ব্রাহ্মণ পাঠাইয়াছিলেন। কুলগ্রন্থে মৌরঙ্গ ও রসাঙ্গ ভিন্ন জনপদ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু উক্ত শিলালেখ হইতে মৌরঙ্গ ও রসাঙ্গ দুইটাই আরাকান মধ্যে পড়িয়াছে। পূর্ব্বে মৌরঙ্গ বৃহৎ ও রসাঙ্গ ক্ষুদ্র ছিল। পরে মৌরঙ্গ রসাঙ্গের সামিল হইয়া পড়ে। মৌরঙ্গই সম্ভবতঃ রাজা আনন্দচন্দ্রের সময় তাম্রপত্তন নামে প্রসিদ্ধ ছিল এবং তিনি বিবাহে যৌতুক স্বরূপ যে 'শ্রীপত্তন' লাভ করেন, তাহাই সম্ভবতঃ পরে 'শ্রীহট্ট' নামে পরিচিত হইয়াছে।

রাজা আনন্দচন্দ্রকে যদি রাজা বল্লালসেনের সমসাময়িক ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে তিনি গোঁড়া বৌদ্ধ হইয়াও যে তাঁহার শিলালেখে ব্রাহ্মণ স্থাপনের কথা পাইতেছি, তাহা রাজা বল্লালসেন প্রেরিত ব্রাহ্মণপ্রভাবের ফল হইতে পারে।

আনন্দচন্দ্রকে ধরিয়া ১৯ জন চন্দ্ররাজের নাম পাইতেছি, তিন পুরুষে গড়-পড়তা এক শতাব্দ ধরিলে এই বংশের ১ম রাজা বালচন্দ্রকে আমরা খৃষ্টীয় ৭ম শতকে পাই। বৌদ্ধ ধর্ম্মের তিব্বতীয় ঐতিহাসিক তারনাথ চন্দ্রবংশীয় এক বালচন্দ্রের উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি বঙ্গরাজ্য ছাড়িয়া ত্রিহুতে পলাইয়া যাইবার কথা লিখিয়াছেন। বালচন্দ্র স্বরাজ্য ছাড়িয়া গেলেও তৎপুত্র বিমলচন্দ্র পৈতৃক বঙ্গরাজ্য উদ্ধার করিয়া কামরূপ পর্য্যন্ত অধিকার করেন। তাঁহার পৌত্র ললিতচন্দ্র হইতেই রাজ্যাবসান এবং প্রজা সাধারণ কর্ত্তৃক গোপালের সিংহাসন-প্রাপ্তির কথা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে।

পণ্ডিত হীরাচাঁদ মৌরঙ্গে খৃষ্টীয় ৭ম শতকের অক্ষরে চন্দ্রবংশের লিপি উদ্ধার করিয়াছেন। আনন্দচন্দ্রের লিপিতে এখানকার ১৯ জন নৃপতির ১ম বালচন্দ্রকে আমরা খৃষ্টীয় ৭ম শতকে পাইতেছি। এদিকে তারনাথের বালচন্দ্রও ঐ সময় পড়িতেছেন। তারনাথের বঙ্গাধিপ বালচন্দ্র ত্রিহুতের পরিবর্ত্তে যদি মৌরঙ্গে গিয়া থাকেন, তাহা হইলে বঙ্গের চন্দ্রবংশ এবং মৌরঙ্গের চন্দ্রবংশ একই বংশসম্ভূত হইয়া পড়ে। রাঢ়ীয় কুলপরিচায়ক সুপ্রাচীন 'জিজ্ঞাসা'র পুথিতে রাঢ় হইতে বঙ্গাগত যে বীরচন্দ্রের নাম পাইতেছি, তিনিই কি রাজা বালচন্দ্র বলিয়া পূর্ব্ববঙ্গে পরিচিত হইয়াছিলেন? মৌরঙ্গের চন্দ্রবংশ 'ধর্ম্মরাজানুজবংশ' বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য গরুড়পুরাণে চিত্রগুপ্ত ও বিচিত্র কায়স্থের আদিপুরুষ ও 'ধর্ম্মরাজানুজ' বলিয়াই পরিচিত।[১৫] এই অধ্যায়ের প্রারম্ভে 'জিজ্ঞাসা' নামক প্রাচীন

---

(১৫) "বায়ুঃ সর্ব্বগতঃ সৃষ্টঃ সর্ব্বলোকে বিবুদ্ধিমান্।
ধর্ম্মরাজস্ততঃ সৃষ্টিশ্চিত্রগুপ্তেন সংযুতঃ॥
সৃষ্টৈবমাদিকঃ সর্ব্বং তপস্তেপেতু পদ্মজঃ॥"

(গরুড়পুরাণ ৮০৬ পৃষ্ঠা—১৩১৪ সালে বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত)

"প্রযাতি চিত্রনগরং বিচিত্রো নাম পার্থিবঃ।
যমস্যৈবানুজঃ সৌম্য যত্র রাজ্যং প্রশাস্তিহ॥"

(গরুড়পুরাণ, উক্ত সংস্করণ, ৬২২ পৃষ্ঠা)

কুলপরিচয় গ্রন্থ হইতে দেখাইয়াছি যে চিত্র বা বিচিত্র হইতে দশঘর রাঢ়ীয় কায়স্থের উৎপত্তি, তন্মধ্যে চন্দ্রবংশ 'বড় জন' বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। এখন আমরা বুঝিতেছি, বহু পূর্ব্বকালে রাঢ়ের চন্দ্রবংশ কেবল পূর্ব্ববঙ্গ বলিয়া নহে, পূর্ব্ববঙ্গের পূর্ব্বপ্রান্তে সুদূর আরাকানে বহু শত বর্ষ প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, এবং পূর্ব্ববঙ্গের চন্দ্রবংশের পরই খৃষ্টীয় ৮ম শতকে ১ম গোপালের সহিত বৌদ্ধ পালবংশের অভ্যুদয়। যদি তারনাথের বর্ণনায় কিছু মাত্র সত্য থাকে, তাহা হইলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে পালবংশের অভ্যুদয়ের বহু পূর্ব্বে খৃষ্টীয় ৪র্থ বা ৫ম শতক হইতেই পূর্ব্ববঙ্গে চন্দ্রবংশের আবির্ভাব। খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতকে বারকমণ্ডলে চন্দ্রবংশ যে বিদ্যমান ছিলেন, তাহা ঘাঘরাহাটীর তাম্রশাসন প্রসঙ্গে বলিয়াছি। 'জিজ্ঞাসার' কথা সত্য হইলে বলিতে হয় তৎপূর্ব্বেও রাঢ়দেশে চন্দ্রপদ্ধতির কায়স্থের বাস ছিল এবং পাণিহাটী তাঁহাদের সমাজস্থান বলিয়া গণ্য হইত।

'চন্দ্র' বংশের ন্যায় 'নাগবংশ'ও এই রাঢ়দেশে বাস করিতেন, এমন কি খৃষ্টীয় ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতকে তাঁহারা রাঢ়দেশে আধিপত্য করিতেন তাহাও সমসাময়িক তাম্রশাসন হইতে সন্ধান বাহির হইয়াছে। পূর্ব্বেই মহারাজ জয়নাগপ্রসঙ্গে তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

মহারাজাধিরাজ জয়নাগের তাম্রশাসনে আমরা ভদ্রবংশের উল্লেখ পাইতেছি। খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতকে কর্ণসুবর্ণপতি মহারাজাধিরাজ জয়নাগের অধীনে নারায়ণভদ্র তাঁহার সামন্ত-নৃপতিরূপে ঔদম্বরিক বিষয় শাসন করিতেন, সে কথা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। পরবর্ত্তী শশাঙ্কদেবের সময়ও এই ভদ্রবংশ সম্ভবতঃ অধিকারচ্যুত হন নাই। শশাঙ্কদেবের পরও আমরা ভদ্রবংশের সন্ধান পাই। যে সময়ে কর্ণসুবর্ণে মহারাজাধিরাজ ভাস্করবর্ম্মা বিজয়ী নৃপতিরূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন, সে সময়েও আমরা মহারাজ জ্যেষ্ঠভদ্রের উল্লেখ পাইতেছি। ভাস্করবর্ম্মার বৃদ্ধপ্রপিতামহ ভূতিবর্ম্মা চন্দ্রপুরি বিষয়ে ময়ূরশাম্মল অগ্রহারে বহু ব্রাহ্মণকে যে শাসন দ্বারা নিষ্কর ভূমি দান করিয়াছিলেন, মূল তাম্রপট্টখানি নষ্ট হওয়ায় সেই সকল জমির উপর কর ধার্য্য হইতে থাকে। উক্ত অগ্রহারের ব্রাহ্মণবংশধরগণ কর্ণসুবর্ণে আসিয়া মহারাজ জ্যেষ্ঠভদ্রকে সেই বিষয় জ্ঞাপন করেন। মহারাজ জ্যেষ্ঠভদ্রের অনুরোধে মহারাজাধিরাজ ভাস্করবর্ম্মা অভিনব তাম্রপট্ট প্রদান করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত নারায়ণভদ্র 'সামন্ত' বলিয়া পরিচিত হইলেও তাঁহার কোন রাজোপাধির উল্লেখ নাই, কিন্তু জ্যেষ্ঠভদ্রের 'মহারাজ' উপাধি হইতে মনে হয়, তাঁহার প্রভাব ও প্রতিপত্তি অনেক বেশী ছিল; বলিতে কি শশাঙ্কদেব যেমন প্রধানতঃ 'মহাসামন্ত' বলিয়া পরিচিত ছিলেন, মহারাজ জ্যেষ্ঠভদ্রও সেইরূপ মহাসামন্ত ছিলেন। কর্ণসুবর্ণ রাজধানীর অনতিদূরবর্ত্তী ভদ্রপুরে সম্ভবতঃ এই ভদ্রবংশের রাজধানী ছিল। গৌড়ের ১ম পালনৃপতি গোপাল এই ভদ্রবংশের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ভদ্রবংশ প্রথমে পরম ভাগবত থাকিলেও বৌদ্ধ পালরাজ-সংস্রবে পরে বৌদ্ধ ধর্ম্মানুরাগী হইয়াছিলেন।

রাঢ়ে ভদ্রবংশ

ভদ্রবংশের শাসনকেন্দ্র ভদ্রপুরে প্রাচীন হিন্দুকীর্ত্তির মধ্যে বৌদ্ধপ্রভাবের নিদর্শন সুপ্রাচীন অবলোকিতেশ্বর ও আর্য্যতারা মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন, তাহা স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি।

'জিজ্ঞাসা'-বর্ণিত শ্রেষ্ঠ দশঘর ব্যতীত রাঢ়দেশে বহু পূর্ব্বকাল হইতে বহু পদ্ধতি বা পদবী ও বহু গোত্র কায়স্থের বাস ছিল। দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ-কায়স্থকারিকায় এদেশের কায়স্থসমাজে ৯৯টী পদ্ধতি বা পদবী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—

রাঢ় ও বঙ্গের কায়স্থপদ্ধতি

ইহার মধ্যে 'বসু, ঘোষ, গুহ, মিত্র, দত্ত, নাগ, নাথ, দাস, দেব, সেন, পালিত ও সিংহ এই দ্বাদশটী সিদ্ধ বলিয়া কুলগ্রন্থে প্রসিদ্ধ।'[১৬] এতদ্ভিন্ন ৮৭ ঘর মূল গৌড় কায়স্থ। এই ৮৭ ঘরের নাম—'কর, ভদ্র, ধর, নন্দী, পাল, অঙ্কুর, দাম, হোড়, স্মর (স্বর), ধরণী, বাণ, আইচ, সোম, পৈ, শূর, গোলক, ভঞ্জ, বিন্দু, গ্রহ, বল, লোধ, শর্ম্মা, বর্ম্মা, ভূমিক, হুই, রুদ্র, চন্দ্র, রক্ষিত, রাজ, আদিত্য, বিষ্ণু, গুপ্ত, খিল, পীল, চাক্রি, ওম্ (হোম), বন্ধু, শাক্রি, সুমন্ত্র, গণ্ড, রাহা, হেস, রাণা, রাহুত, দাহক, দানা, গণ, অপ, মান, ক্ষাম, অপক্ষেম, ঘর, নাই, তোষ, বেদক, ইন্দ্র, অর্ণব, চাশ, শক্তি, ভূত, ব্রহ্ম, ভুজঙ্গ, বর্দ্ধন, হেম, রঙ্গ, গুক্রি, কীর্ত্তি, যশ, কুণ্ড, শীল, ধনু, গুণ, দাড়ি, মন, ভূতি, চাকি, নন্দন, শ্যাল (শাল), আঢ্য, পুক্রি, তেজ, নাদ, ভট্টি, ভট, হাতি, ঢোল, ও দূতক এই ৮৭ ঘর এবং পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধ ১২ ঘর লইয়া ৯৯ পদ্ধতি হইতেছে। পুরোহিতের গোত্রপ্রবর অনুসারে প্রত্যেক পদ্ধতির গোত্রপ্রবর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।'[১৭]

---

(১৬) "বসু-ঘোষ-গুহ-মিত্র-দত্ত-নাগশ্চ নাথকঃ। দাস-দেবস্তথা সেন-পালিত-সিংহ এব চ।
এতে দ্বাদশ নামানি প্রসিদ্ধাঃ সিদ্ধ-সংজ্ঞকাঃ॥" (বঙ্গজ-কুলপঞ্জিকা)

(১৭) "কর-ভদ্র-ধর-নন্দী পালশ্চাঙ্কুরদামকঃ। হোড়-স্বর-ধরণী চ বাণশ্চাইচ-সোমকঃ॥
পৈ-শূর-গোলকশ্চৈব ভঞ্জবিন্দুগ্রহস্তথা। বলশ্চ লোধকশ্চৈব শর্ম্মা বর্ম্মা চ ভূমিকঃ।
হুইশ্চ রুদ্রকশ্চৈব চন্দ্র-রক্ষিত-রাজকঃ। আদিত্য-বিষ্ণু-গুপ্তশ্চ খিলশ্চ পীলকস্তথা॥
চাক্রিওমশ্চ বন্ধুশ্চ শাক্রিশ্চ সুমন্তস্তথা। গণ্ডকো রাহক-হেস-রাণা-রাহুত-দাহকাঃ।
দানাগণাপমানাশ্চ ক্ষামাপক্ষেমঘরকাঃ। নাই-তোষ-বেদকশ্চন্দ্র অর্ণবশ্চাশ-শক্তিকাঃ।
ভূতব্রহ্মভুজঙ্গশ্চ বর্দ্ধনো হেমরঙ্গকৌ। গুক্রি-কীর্ত্তি-যশঃ কুণ্ডঃ শীলশ্চ ধনুগুণকঃ।
দাড়িমনো ভূতিশ্চৈব চাকিশ্চ নন্দনস্তথা। শ্যালশ্চাঢ্যশ্চ পুক্রিশ্চ তেজকো নাদকস্তথা।
ভট্টিঃভটশ্চ হাতিশ্চ ঢোলশ্চ দূতকস্তথা। এতে পদ্ধতিকারাশ্চ সপ্তাশীতি প্রকীর্ত্তিতাঃ॥৮৭॥
এতে সপ্তাশীপদ্ধতিঃ সিদ্ধাঃ দ্বাদশসংজ্ঞকাঃ। সর্ব্বৈব নবাধিকনবতি পদ্ধতিঃ।৯৯॥
এতেষাং পুরোহিতগোত্রপ্রবরা গোত্রপ্রবরাঃ।" (দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকা)

উক্ত ৯৯টী পদবীর মধ্যে আবার কোন কোন পদবীর একাধিক গোত্র দেখা যায়। দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ-কুলপঞ্জিকায় এ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—[১৮]

বংশোপাধি বা পদ্ধতি	গোত্র
বসু	গৌতম
ঘোষ	সৌকালিন, শাণ্ডিল্য, বাৎস্য
গুহ	কাশ্যপ, কল্কিব,
মিত্র	বিশ্বামিত্র
দত্ত	মৌদ্গল্য, শাণ্ডিল্য, ভরদ্বাজ, কাশ্যপ, বশিষ্ঠ, অগ্নিবেশ্য, কৃষ্ণাত্রেয়, কল্কিষ
নাগ	সৌপায়ন
নাথ	পরাশর
দাস	কাশ্যপ, মৌদ্গল্য, গৌতম, অত্রি, কৃষ্ণাত্রেয়
সেন	আলম্যান, বাসুকী, শাণ্ডিল্য

(১৮) "বসু গৌতমগোত্রোঽভূদেক এব প্রশস্যতে। ঘোষে গোত্রত্রয়ং সৌকালিন-শাণ্ডিল্য-বাৎস্যকাঃ।
গুহবংশে তু দ্বৌ গোত্রৌ খ্যাতৌ কাশ্যপ-কল্কিসৌ। বিশ্বামিত্রশ্চৈক গোত্র মিত্রবংশে প্রকীর্ত্তিতাঃ।
দত্তো মৌদ্গল্য-শাণ্ডিল্যো ভরদ্বাজশ্চ কাশ্যপঃ বশিষ্ঠশ্চাগ্নিবেশ্যশ্চ কৃষ্ণাত্রেয়শ্চ কল্কিষঃ॥
নাগঃ সৌপায়নশ্চৈকঃ নাথস্যৈক পরাশরঃ। দাসস্তু কাশ্যপস্ত্রেয়ো মৌদ্গল্য গৌতমস্তথা॥
অত্রি-কৃষ্ণাত্রেয়শ্চৈব পঞ্চগোত্র প্রকীর্ত্তিতাঃ। সেনে গোত্রত্রয়ং প্রোক্ত আলম্যানশ্চ বাসুকী।
শাণ্ডিল্যশ্চ তথা প্রোক্তং খ্যাতং তৎকুলকর্ম্মণি। আলম্যানো গৌতমশ্চ কাশ্যপশ্চ করে ত্রয়ং।
মৌদ্গল্যশ্চৈব শাণ্ডিল্যো দামগোত্রদ্বয়স্তথা। পালিতেষু ভরদ্বাজগোত্রমেকং প্রশস্যতে।
চন্দ্রবংশেষু রোহিতো ভরদ্বাজশ্চ কাশ্যপঃ। ভরদ্বাজশ্চ শাণ্ডিল্য আলম্যানশ্চ কাশ্যপঃ।
পালবংশেষু বিখ্যাতমিতি গোত্র-চতুষ্টয়ং। রাহা কাশ্যপ-শাণ্ডিল্য-ভরদ্বাজ-প্রকীর্ত্তিতাঃ।
মৌদ্গল্যশ্চ তথা প্রোক্তং গোত্রমেতৎ চতুষ্টয়ং। ভদ্রে শাণ্ডিল্যমৌদ্গল্যো গৌতমো বাৎস্য এব চ।
এতচ্চতুষ্টয়ং গোত্রং খ্যাতং তৎকুলকর্ম্মণি। আলম্যান-কাশ্যপশ্চ শাণ্ডিল্যশ্চ তথাপরঃ।
গোত্রত্রয়মিতি প্রোক্তং নন্দিবংশে প্রতিষ্ঠিতং। আলম্যানো গৌতমশ্চ ঘৃতকৌশিক এবচ।
মৌদ্গল্যঃ কাশ্যপো বাৎস্য শাণ্ডিল্যশ্চ পরাশরঃ। ভরদ্বাজো বশিষ্ঠশ্চ দশ দেবে প্রকীর্ত্তিতাঃ।
কুণ্ডে গৌতম-শাণ্ডিল্যৌ গোত্রৌ সোমকুলে ত্রয়ং। শাণ্ডিল্যো রোহিতশ্চৈব মৌদ্গল্যশ্চ তথাপর।
মৌদ্গল্য রক্ষিতে চৈকং গোত্রমক্কুরকে দ্বয়ং। ভরদ্বাজো গৌতমশ্চ সিংহে গোত্রত্রয়ং ভবেৎ।
শাণ্ডিল্যো বাৎস্যকশ্চৈব ঘৃতকৌশিক এব চ। বিষ্ণুবংশে ভরদ্বাজো বৈয়াঘ্রপদ্য গৌতমঃ।
গোত্রত্রয়ং তথা চাঢ্যে শাণ্ডিল্যমেকমেব হি। নন্দনে কাশ্যপশ্চেতি কায়স্থা সপ্তবিংশতি।
গোত্রং পদ্ধতি নির্দ্দিষ্টাঃ কথিতা পূর্ব্বসূরিভিঃ। শাণ্ডিল্যশ্চাগ্নিবেশ্যশ্চ ভরদ্বাজ শীলে ত্রয়ং।
শূরবংশে তথা চৈকং বাৎস্যগোত্রস্তু কেবলং। ভঞ্জে চৈকং জামদগ্ন্য নাই-বংশে দ্বয়স্তথা।
শাণ্ডিল্যশ্চ ভরদ্বাজঃ প্রোক্তং প্রাগ্ পণ্ডিতৈরিতি।" (দক্ষিণরাঢ়ীয়-কুলপঞ্জিকা)

বংশোপাধি	গোত্র
কর	আলম্যান, গৌতম, কাশ্যপ
দাম	মৌদ্গল্য, শাণ্ডিল্য
পালিত	ভরদ্বাজ
চন্দ্র	রোহিত, ভরদ্বাজ, কাশ্যপ
পাল	ভরদ্বাজ, শাণ্ডিল্য, আলম্যান, কাশ্যপ
রাহা	কাশ্যপ, শাণ্ডিল্য, ভরদ্বাজ, মৌদ্গল্য
ভদ্র	শাণ্ডিল্য, মৌদ্গল্য, গৌতম, বাৎস্য
নন্দী	আলম্যান, কাশ্যপ, শাণ্ডিল্য
দেব	আলম্যান, গৌতম, ঘৃতকৌশিক, মৌদ্গল্য, কাশ্যপ, বাৎস্য, শাণ্ডিল্য, পরাশর, ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ
কুণ্ড	গৌতম, শাণ্ডিল্য
সোম	শাণ্ডিল্য, রোহিত, মৌদ্গল্য
রক্ষিত	মৌদ্গল্য
অঙ্কুর	ভরদ্বাজ, গৌতম
সিংহ	শাণ্ডিল্য, বাৎস্য, ঘৃতকৌশিক
বিষ্ণু	ভরদ্বাজ, বৈয়াঘ্রপদ্য, গৌতম
আঢ্য	শাণ্ডিল্য
নন্দন	কাশ্যপ
শাল	শাণ্ডিল্য, অগ্নিবেশ্য, ভরদ্বাজ
শূর	বাৎস্য
ভঞ্জ	জামদগ্ন্য
নাই	শাণ্ডিল্য, ভরদ্বাজ

অপর একখানি প্রাচীন কুলপঞ্জীতে বিভিন্ন পদ্ধতির সহিত আরও কএকটা গোত্র নামের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে—

পদ্ধতি	গোত্র
কুণ্ড	কাশ্যপ, মৌদ্গল্য, ভরদ্বাজ
লাহা	মৌদ্গল্য, ভরদ্বাজ
কেতু	শাণ্ডিল্য, গৌতম
অঙ্কুর	কাশ্যপ

পদ্ধতি	গোত্র
আইচ	শাণ্ডিল্য
ধর	জামদগ্ন্য
দত্ত	বৈয়াঘ্রপদ্য, আলম্যান
চন্দ	কাশ্যপ, ভরদ্বাজ, কৃষ্ণাত্রেয়, বৈয়াঘ্রপদ্য, শাণ্ডিল্য, ভরদ্বাজ,
সিংহ	ভরদ্বাজ, আলম্যান, কাশ্যপ

জিজ্ঞাসার পুথি এবং দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ কুলপঞ্জীর প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি— যে গুরুপুরোহিতের গোত্রপ্রবর অনুসারে বিভিন্ন পদ্ধতির কায়স্থের গোত্রপ্রবর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। এরূপস্থলে বলিতে হইবে কায়স্থসমাজে যে সকল গোত্র পাইতেছি, ঐ সকল গোত্রের ব্রাহ্মণও এক সময়ে বিদ্যমান ছিল।

উপরে রাঢ়ীয় ও বঙ্গজকায়স্থগণের যে সকল পদ্ধতির উল্লেখ করিয়াছি, ঐ সকল পদ্ধতি বা পদবীধারী ব্রাহ্মণগণ যে এক সময়ে বিদ্যমান ছিলেন, কর্ণসুবর্ণ জয়স্কন্ধাবার হইতে প্রদত্ত মহারাজ ভাস্করবর্ম্মার সুবৃহৎ তাম্রশাসনে তাঁহাদের মধ্যে অনেকগুলির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। নিম্নে সেই সকল ব্রাহ্মণের পদ্ধতি বা পদবীর সহিত প্রত্যেকের গোত্র ও বেদশাখা অকারাদিক্রমে উদ্ধৃত হইল—

পদবী	গোত্র	বেদশাখা	পদবী	গোত্র	বেদশাখা
আঢ্য	বার্হস্পত্য	বাহ্বৃচ্য	দাস	কৌশিক	বাহ্বৃচ্য
কীর্ত্তি	গৌতম	বাজসনেয়ী	দেব	১ যাস্ক	ঐ
কুণ্ড	শৌনক	ঐ	„	২ গৌতম	বাজসনেয়ী
কুল	বার্হস্পত্য	বাহ্বৃচ্য	„	৩ ভারদ্বাজ	ঐ
ঘোষ	১ কাশ্যপ	বাজসনেয়ী	ধর	কাশ্যপ	বাহ্বৃচ্য
„	২ কাত্যায়ন	ছান্দোগ	নন্দ	বার্হস্পত্য	ঐ
„	৩ ভরদ্বাজ	বাহ্বৃচ্য	নন্দি	পারাশর্য্য	ঐ
দত্ত	১ ভরদ্বাজ	ছান্দোগ	নাগ	১ বরাহ	ঐ
„	২ বাৎস	চারক্য	„	২ কৃষ্ণাত্রেয়	বাজসনেয়ী
„	৩ ভরদ্বাজ	বাজসনেয়ী	„	৩ সাবর্ণি	ঐ
„	৪ কাশ্যপ	তৈত্তিরীয়	পাল	১ যাস্ক	বাজসনেয়ী
„	৫ বাশিষ্ঠ	বাহ্বৃচ্য	„	২ কৌশিক	বাহ্বৃচ্য
„	৬ কৌণ্ডিন্য	ঐ	পালিত	ভরদ্বাজ	বাজসনেয়ী
দাম	১ কাশ্যপ	বাজসনেয়ী	ভট্ট	গৌতম	বাহ্বৃচ্য
„	২ বাৎস্য	বাহ্বৃচ্য	ভট্টি	১ শৌনক	ঐ

পদবী	গোত্র	বেদশাখা	পদবী	গোত্র	বেদশাখা
ভট্টি	২ যাস্ক	বাহ্বৃচ্য	বসু	২ কাত্যায়ন	বাহ্বৃচ্য
”	৩ পৌরাণ	ঐ	বৃদ্ধি	বার্হস্পত্য	ঐ
ভূতি	১ কৌৎস	বাজসনেয়ী	শর্ম্মা	পারাশর্য্য	ঐ
”	২ আঙ্গিরস	ঐ	সেন	১ কৌণ্ডিন্য	বাজসনেয়ী
”	৩ কৃষ্ণাত্রেয়	ঐ	”	২ গার্গ্য	চারক্য
”	৪ অগ্নিবেশ্য	ঐ	সোম	১ গৌতম	ছান্দোগ
”	৫ ভার্গব	বাহ্বৃচ্য	”	২ কাত্যায়ন	চারক্য
মিত্র	গৌতম	ঐ	”	৩ কৌটিল্য	বাজসনেয়ী
রাত বা ত্রাত	গার্গ্য	বাজসনেয়ী	”	৪ মৌদ্গল্য	ঐ
বসু	১ প্রাচেতস	ঐ			

উপরোক্ত ২৭ পদ্ধতির মধ্যে বিভিন্ন গোত্র ও বেদশাখা ধরিলে ৪৯ ঘর হইতেছে।[১৯] ভাস্করবর্ম্মার উক্ত তাম্রশাসনখানির এখনও সম্পূর্ণ অংশ পাওয়া যায় নাই, অপ্রকাশিত অংশে আরও বিভিন্ন পদ্ধতি ও বিভিন্ন গোত্র থাকা সম্ভবপর। এতদ্ভিন্ন ত্রিপুরা হইতে আবিষ্কৃত মহারাজ লোকনাথের তাম্রশাসনেও আমরা দাস, দত্ত, নন্দি,সোম, চন্দ্র, দেব, ঘোষ, শর্ম্ম, বিন্দু, খড়্গ, ভূতি, রুদ্র, ধৃতি, দত্তশর্ম্মা, মিত্র, গণ, তোষ, গণ্ড, ভদ্র, কর, নন্দ, গৌণ, ইন্দ্র, কেশ, গুপ্ত, ভট, শূরি, ওম্, বিষ্ণু ও বসু পদ্ধতির ব্রাহ্মণের সন্ধান পাইতেছি।[২০] এতদ্ভিন্ন ভৌমবংশীয় *রাজ-পত্নী পরম ভট্টারিকা মহারাজ্ঞী দণ্ডীমহাদেবীর তাম্রশাসনে বিশ্বামিত্র গোত্রীয় ঘোষ-*বংশের উল্লেখ পাইয়াছি।[২১] বলিতে কি উক্ত তাম্রশাসন হইতে বুঝিতেছি যে গৌড়ে বা পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের নিকট, রাঢ়ে কর্ণসুবর্ণে এবং পূর্ব্ববঙ্গে ঐ সকল পদবী বা পদ্ধতিযুক্ত ব্রাহ্মণের বাস ছিল। এখন ঐ সকল পদ্ধতিযুক্ত অধিকাংশ ব্রাহ্মণের কোন খবর নাই। তাঁহারা কোথায় গেলেন? যেমন উদয়পুরের রাণাবংশের বীজ-পুরুষ বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ হইলেও সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন, সেইরূপ উপরোক্ত কায়স্থোপাধিক ব্রাহ্মণগণ কালে সূর্য্যপুত্র ধর্ম্মরাজের অনুজ চিত্রগুপ্ত বা বিচিত্র বংশীয় কায়স্থ-গণের সহিত মিশিয়া গিয়া থাকিবেন। এই ব্রাহ্মণ মিশ্রণ হেতু কুলগ্রন্থে কায়স্থের 'ব্রহ্মকায়স্থ' আখ্যা এবং পুরাণে চিত্রগুপ্ত কর্তৃক ধর্ম্মশর্ম্মার কন্যার পাণিগ্রহণকথা কীর্ত্তিত হওয়া অসম্ভব নহে। মহারাজ ভাস্করবর্ম্মার ও লোকনাথের তাম্রশাসনে যখন এতগুলি পদ্ধতি ও এতগুলি গোত্র বাহির হইতেছে, না জানি তৎকালে আরও কত বিভিন্ন পদবীর ও গোত্রের ব্রাহ্মণ বিদ্যমান ছিলেন।

---

(১৯) Epigraphia Indica, Vol XII, pp. 65-75 vol XIX pp, 245 দ্রষ্টব্য।

(২০) Epigraphia Indica, Vol. XV, pp. 309-313.

(২১) Epigraphia Indica, vol. VI, pp, 133 ff.

ঐ সকল পদবী ও গোত্রবিশিষ্ট গুরুপুরোহিতের পদবী ও গোত্রপ্রবর অনুসারে কায়স্থ-বীজপুরুষগণের গোত্রপ্রবর হওয়া অসম্ভব নহে। বলিতে কি ঐ সকল কায়স্থপদবীবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ পরবর্ত্তীকালে রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণসমাজ কর্ত্তৃক ঘৃণিত ও লাঞ্ছিত হইয়া কেহ বা কায়স্থসমাজে কেহ বা ভিন্ন জাতির সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে অন্যত্র বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি।[২২]

পূর্ব্বে কায়স্থ-কুলপঞ্জী হইতে যে ৯৯ ঘর এবং তন্মধ্যবর্ত্তী ৩৫ ঘরের যে গোত্রপরিচয় উদ্ধৃত হইল, তাহা আলোচনা করিলে মনে হইবে যে এক এক ঘরের মধ্যেও আবার বহু গোত্র ছিল; যেমন দেববংশের দশটী গোত্র অর্থাৎ এক দেববংশের মধ্যে আবার ১০ ঘর পাওয়া যাইতেছে। এই দশ ঘর পরস্পর সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বা পৃথক্। সুতরাং ৯৯টী পদ্ধতি এবং ৩৫টী গোত্রপরিচয় হইতে উক্ত কুলগ্রন্থানুসারে ১৭৪ ঘর হইতেছে। কুলপঞ্জী-বর্ণিত মাত্র ৩৫ ঘরের গোত্র ধরিয়া যখন ১৭৪ ঘর হইতেছে, তখন অবশিষ্ট ৬৪ ঘরের প্রত্যেকের অতিরিক্ত গোত্র ধরিলে সংখ্যায় আড়াই শত ঘরের অধিক হইবে সন্দেহ নাই। সুতরাং গৌড়বঙ্গের কায়স্থসমাজ কত বিশাল ও জনবহুল ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। রাজা বল্লালসেনের কুলবিধির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই বিরাট কায়স্থসমাজের মধ্যে সগোত্র বাদ দিয়া পরস্পর বিবাহসম্বন্ধ হইত—তাঁহাদের মধ্যে ধর্ম্মসম্বন্ধে অধিকাংশ বৌদ্ধ মতাবলম্বী হইলেও[২৩] শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর প্রভৃতি ধর্ম্মাবলম্বী কায়স্থের অভাব ছিল না এবং বিভিন্ন ধর্ম্মমতাবলম্বী হইলেও পরস্পর বিবাহসম্বন্ধ স্থাপনে কোন বাধা ছিল না। গৌড়বঙ্গের বিপুল ভূমিভাগ তাঁহাদেরই একমাত্র করায়ত্ত ছিল। খৃষ্টীয় ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতকের তাম্রশাসনে প্রকাশ যে বৈদিক যাগযজ্ঞ সুনির্ব্বাহ করিবার জন্য ব্রাহ্মণকেও কায়স্থের নিকট ভূমি ক্রয় করিতে হইয়াছে।[২৪] ইহা হইতেই সেই সুপ্রাচীন-কালেও গৌড়ীয় কায়স্থের কিরূপ ভূম্যধিকার ও প্রতিপত্তি ছিল, তাহার কথঞ্চিৎ আভাস মিলিতেছে। আলোচ্য দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ কায়স্থসমাজের ইতিহাসে সেই বিশাল কায়স্থ-সমাজ ও তাঁহাদের বংশধরগণের অতীত কথা লিখিতে অগ্রসর হইতেছি।

(২২) The Social History of Kamarupa, Vol III, Ch, II. দ্রষ্টব্য।

(২৩) পূর্ব্বেই লিখিয়াছি—ঘোষ, মিত্র, সিংহ, দত্ত, ধর, শীল, রক্ষিত, চন্দ্র, নাথ, দাস, দেব প্রভৃতি কায়স্থ বংশে বহু বৌদ্ধাচার্য্য ও অদ্বিতীয় পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়া গৌড়বঙ্গ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে লিখিয়াছেন—'চাঙ্গুদাসের কারিকাগুলি এখনও উড়িষ্যায় পড়া হয়। কারিকার টীকাকার একজন বৈষ্ণব। তিনি বলিয়াছেন, চাঙ্গুদাস বুদ্ধদেবকে নমস্কার করেন কেন? তিনি বলেন গ্রন্থকারেরা প্রায় ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিয়া বই লেখেন। ব্রাহ্মণেরা নিজ ইষ্টদেবতা বিষ্ণুকে স্মরণ করিয়া বই লেখেন, কায়স্থেরা নিজ ইষ্টদেব বুদ্ধকে স্মরণ করিয়া বই লেখেন। বৈশ্যেরা স্মরণ করে সূর্য্যদেবকে, শূদ্রেরা শিব বা অপর দেবতাকে স্মরণ করে।" (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩৬ সাল, ৭ পৃষ্ঠা)।

(২৪) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, বারেন্দ্র কায়স্থকাণ্ড, ২৩—২৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এদেশে প্রধানতঃ যে সকল কুলজ্ঞ বা কুলাচার্য্য কায়স্থ-কুলপঞ্জিকা রচনায় অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। এইরূপ কুলগ্রন্থকারগণের মধ্যে কায়স্থের সংখ্যা বেশী নহে। শূরবংশ ও সেনবংশের আধিপত্যকালে সমস্ত রাঢ়ে অপরাপর বিভিন্ন শ্রেণির ব্রাহ্মণ বাস করিলেও রাঢ়ীয় শ্রেণির ব্রাহ্মণেরাই অনেকটা প্রধান ছিলেন। সমস্ত রাঢ়দেশের মধ্যে ইঁহাদের অপ্রতিহত প্রভাব ছিল। রাঢ়ীয় হিন্দুসমাজের উপর তাঁহারা সামাজিক কর্ত্তৃত্ব চালাইতেন। বলিতে কি তাঁহাদের রাষ্ট্রীয় ও ধর্ম্মনীতির গুণে বৌদ্ধ মতানুরক্ত কায়স্থসমাজ অনেকেই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইয়াছিলেন। সমসাময়িক শিলালেখ ও তাম্রশাসন হইতে খৃষ্টীয় ৫ম হইতে ৮ম শতক পর্য্যন্ত ভাগবত ও শৈব নৃপতিগণের প্রভাব বিস্তারের সহিত অনেক কায়স্থরাজপুরুষের রাজধর্ম্মানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু বিরাট কায়স্থসমাজে যাঁহারা পূর্ব্বপুরুষাচরিত বৌদ্ধাচারে অনুপ্রাণিত ছিলেন, তাঁহারাই মৌলিক বা খাঁটী গৌড়কায়স্থ বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়

বিভিন্ন ধর্ম্মপ্রভাব ও প্রাচীন কুলস্থান

পূর্ব্বে লিখিয়াছি, এই রাঢ়দেশে নাগ, চন্দ্র ও ভদ্রবংশ আধিপত্য করিতেন এবং অতিশয় পরাক্রান্ত ছিলেন। পূর্ব্বে তাঁহারা মহাভাগবত বা পরম মাহেশ্বর বলিয়া পরিচিত থাকিলেও প্রজাগণ কর্ত্তৃক পরম সৌগত গোপাল গৌড়বঙ্গের অধীশ্বর বলিয়া গৃহীত হইলে পর আত্মীয়তাসূত্রে ভদ্র প্রভৃতি সামন্তবংশ বৌদ্ধধর্ম্মানুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ভদ্রবংশের কেন্দ্র কেবল ভদ্রপুর বলিয়া নহে, রাঢ়ের বহুস্থানে বৌদ্ধপ্রভাবের প্রাচীন স্মৃতিনিদর্শন বিদ্যমান।[১] খৃষ্টীয় ৭ম শতকে চীনপরিব্রাজক যুয়ন্-চুয়ঙ্ পরমশৈব শশাঙ্কদেবের রাজধানীতেও বহু বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম ও বৌদ্ধাচার্য্য লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে কর্ণসুবর্ণে ১০টি সঙ্ঘারামে সম্মতীয় সম্প্রদায়ের প্রায় ২০০০ ভিক্ষু বাস করিতেন। তৎকালে এখানে ২৫টি দেবমন্দির ও নানা ধর্ম্মাবলম্বী বাস করিত।[২] বলিতে কি গৌড়বঙ্গের প্রজাসাধারণ

(১) বীরভূম বিবরণ, ১ম খণ্ড, ভূমিকা ৩ ও ১৩ পৃষ্ঠা; এবং ২য় খণ্ড, ভূমিকা ৫ হইতে ৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(২) Watters, Vol, II, p. 63, 193.

বৌদ্ধধর্ম্মানুরাগী না হইলে বৌদ্ধ গোপালকে কখনই আপনাদের অধীশ্বরপদে বরণ করিত না।

কেবল নাগ, চন্দ্র বা ভদ্রবংশ বলিয়া নহে, ঘোষ, মিত্র, গুহ, সিংহ, দাস ও দেববংশের মধ্যেও বৌদ্ধধর্ম্মানুরাগের পরিচয় পাইয়াছি। গৌড়ের পালবংশ ও রাঢ়ের সামন্তরাজবংশ বলিয়া নহে; মহারাজাধিরাজ ভাস্করবর্ম্মা, যিনি ব্রাহ্মণভক্ত গোড়া হিন্দু বলিয়া পরিচিত ছিলেন, তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে এক ধারা 'প্রাগ্‌জ্যোতিষপতি' এবং অপর ধারা 'গৌড়-উড্র-কলিঙ্গ-কোশলপতি' বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। উভয় ধারাই প্রাচীন শিলালেখ ও তাম্রশাসনে ভগদত্তবংশীয় ও 'ভৌমান্বয়' বলিয়া গৃহীত হইয়াছেন। নেপালাধিপ লিচ্ছবিবংশীয় ২য় জয়দেবের শিলালিপিপাঠে জানা যায় যে তিনি ভগদত্ত বংশীয় 'গৌড়োড্র-কলিঙ্গ-কোশলপতি' হর্ষদেবের কন্যা রাজ্যমতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। মগধরাজ আদিত্যসেনের দৌহিত্রী মৌখরিরাজ ভোগবর্ম্মার কন্যা বৎসদেবীর গর্ভে উক্ত জয়দেবের জন্ম। বলা বাহুল্য মহারাজ ভাস্করবর্ম্মার অব্যবহিত পরেই আদিত্যসেন, মগধে মহারাজাধিরাজ পরমভট্টারক উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার দৌহিত্রী বৎসদেবীকে তাঁহার সমসাময়িক ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে এবং তাঁহার গর্ভজাত ২য় জয়দেব আদিত্যসেনের অল্পকাল পরেই রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহার শিলালিপি হইতে ৭৫৯ খৃষ্টাব্দ পাওয়া গিয়াছে। তৎপূর্ব্বে ভাস্করবর্ম্মার স্বংশীয় হর্ষদেব বিদ্যমান ছিলেন। কামরূপের সামাজিক ইতিহাসে শালস্তম্ভবংশীয় শ্রীহরিষকে ও ২য় জয়দেবের শ্বশুর শ্রীহর্ষদেবকে অভিন্ন মনে করিয়াছিলাম;—কিন্ত এখন আনুসঙ্গিক প্রমাণ হইতে বুঝিতেছি যে শ্রীহরিষ ও শ্রীহর্ষদেব একব্যক্তি হইতে পারেন না। কামরূপপতি শ্রীহরিষ প্রায় ৭৫৫ হইতে ৭৮০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিলেন, এ সময় গৌড়মণ্ডল আদিশূর নামে পরিচিত জয়ন্তরাজের শাসনাধীন ছিল। কুলগ্রন্থ ও কনোজের ইতিহাস আলোচনা দ্বারা দেখিয়াছি দিগ্বিজয়ী যশোবর্ম্মদেব গৌড় মগধপতি ২য় জীবিতগুপ্তকে প্রায় ৭২৯ খৃঃ অব্দে নিহত করেন। গুপ্তবংশের সেই প্রভাবলোপের সময় জয়ন্ত গৌড় অধিকার করিয়া বসেন। পরে জয়ন্ত কাশ্মীরপতি জয়াদিত্যের সাহায্যে পঞ্চগৌড়ের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। এ অবস্থায় ঐ সময়ে শ্রীহরিষের গৌড়াধিপ বলিয়া পরিচিত হওয়া অসম্ভব। গৌড়ড্র-কলিঙ্গ-কোশলাধিপ শ্রীহর্ষ সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তি হইতেছেন।

সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর তাঁহার বাল্যসহচর মাধবগুপ্ত মগধে এবং মহারাজ ভাস্করবর্ম্মা প্রাগ্‌জ্যোতিষের সহিত সমগ্র গৌড়, উড্র, কলিঙ্গ ও দক্ষিণকোশলে আধিপত্য করিয়াছিলেন। মহারাজ ভাস্করবর্ম্মার মৃত্যুর পর মাধবগুপ্তের পুত্র আদিত্যসেন অশ্বমেধযজ্ঞ করিয়া পরম-ভট্টারক মহারাজাধিরাজ উপাধিগ্রহণ ও প্রাচ্যভারতের অধীশ্বর হইবার চেষ্টা করেন। মগধের পশ্চিমদিকে তাঁহার আধিপত্য বিস্তারে কতকটা সুবিধা হইলেও পূর্ব্বদিকে গৌড় ও কলিঙ্গে তিনি কিছু সুবিধা করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। এই সময় গৌড় ও

উৎকলের উপর মহারাজ ভাস্করবর্ম্মার বংশধর জয়তুঙ্গবর্ম্মা আধিপত্য করিতেছিলেন। রাজা লোকনাথের ২৪৪ গুপ্তাব্দাঙ্কিত তাম্রশাসন হইতে আভাস পাওয়া যায় জীবধারণ নামে এক রাজা তাঁহার অধিকার গ্রাস করিতে আসিয়াছিলেন, রাজা জয়তুঙ্গবর্ম্মার সহিত মহাসমরে অশেষ বীরত্ব দেখাইয়া তৎকর্তৃক পট্টক লাভ করিয়া লোকনাথ রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াছিলেন। গুপ্তবংশের 'ধারণ' গোত্র ছিল। আদিত্যসেনের পৌত্রের নাম জীবিতগুপ্ত। কেহ কেহ জীবধারণ ও জীবিতগুপ্তকে অভিন্ন মনে করেন। তাহা সম্ভবপর নহে। ২৪৪ গুপ্তাব্দে বা ৬৬৩ খৃষ্টাব্দের বা তাহার অনতিপূর্ব্বে আদিত্যসেন অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন এবং তদুপলক্ষে পূর্ব্ববঙ্গে জীবধারণ নামে তাঁহার কোন আত্মীয়কে পাঠাইয়া দেন। জীবধারণ প্রথমে লোকনাথের রাজ্য অধিকার করেন। পরে মহারাজ জয়তুঙ্গবর্ম্মা সসৈন্যে আসিয়া পড়ায় জীবধারণ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং মহারাজ জয়তুঙ্গ রাজা লোকনাথের বীরাচরণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে পট্টক প্রদান করিয়াছিলেন।

বিশাখদত্তের মুদ্রারাক্ষসের অনেক পুথিতে ১মাঙ্কের শেষে চন্দ্রগুপ্তের স্থানে রাজা অবন্তিবর্ম্মার এবং বরাহ অবতারের উল্লেখ পাওয়া যায়। তদ্দৃষ্টে কেহ কেহ এই অবন্তিবর্ম্মাকে নরকবংশীয় ভাস্করবর্ম্মার বংশধর মনে করেন।[৩] আমরা এই অবন্তিবর্ম্মাকে জয়তুঙ্গবর্ম্মার পরবর্ত্তী গৌড়ের ভৌমনৃপতি বলিয়া মনে করি। তৎপরে গৌড়ের সিংহাসনে ২ জয়দেবের শ্বশুর শ্রীহর্ষদেবকে পাই সম্ভবতঃ তিনি কর্ণসুবর্ণ রাজধানীতেই অধিষ্ঠিত ছিলেন। নেপালাধিপ ২য় জয়দেবের লিপিতে তিনি পুরুষানুক্রমে 'সুগতশাসন পক্ষপাতী' বা বৌদ্ধমতাবলম্বী বলিয়া প্রকাশ। এরূপ স্থলে কর্ণসুবর্ণপতি বা গৌড়পতি হর্ষদেবও পরে 'সুগতশাসনপক্ষপাতী' হওয়া কিছু বিচিত্র নহে। যদিও তাঁহার কোন শাসনপত্র এখনও আমাদের হস্তগত হয় নাই, কিন্তু তাঁহার পরবর্ত্তী কলিঙ্গের ভৌমরাজবংশের যে সকল তাম্রশাসন বাহির হইয়াছে, তাহাতে এই বংশ 'ভৌমান্বয়' 'পরম সৌগত' ও 'পরম তথাগত' বা বুদ্ধভক্ত এবং কর'বংশ বলিয়াই পরিচিত হইয়াছেন।[৪] খৃষ্টীয় ৮ম শতকের অক্ষরে উৎকীর্ণ 'ভৌমান্বয়' শুভদেবের তাম্রশাসনে বর্ণাশ্রমপরমোপাসক' ক্ষেমঙ্কর দেব, তৎপুত্র 'পরম-তথাগত' শিবকর দেব এবং তৎপুত্র পরমসৌগত' শুভকর দেবের নাম পাইতেছি।[৫]

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি—ভৌমবংশীয় হর্ষদেব খৃষ্টীয় ৮ম শতকের প্রথম ভাগে 'গৌড়োড্রকলিঙ্গ

(৩) Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1930, pp. 244.

(৪) The Social History of Kamarupa, Vol. III, Chap. 1.

(৫) ফরাসী প্রত্নতাত্ত্বিক সিল্‌ভাঁ লেভী চীনরাজকীয় কাগজপত্র হইতে দেখাইয়াছেন চীনসম্রাট ৭৯৫ খৃঃ অব্দে শুভকরদেবের নিকট দূত পাঠাইয়াছিলেন। (Ep. Ind. Vol. XV. p. 363)

কোশলপতি' বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তিনি কাশ্মীরপতি ললিতাদিত্যের আহ্বানে কাশ্মীরে গমন করেন এবং কাশ্মীররাজের বিশ্বাসঘাতকতায় ত্রিগামীর হস্তে পরিহাসকেশবের মন্দিরে প্রায় ৭৩১ খৃষ্টাব্দে নিহত হন। গৌড়পতির বিনাশসংবাদে কএকজন রাজভক্ত গৌড়বীর প্রতিশোধ লইবার জন্য কাশ্মীরে গমন করেন। তাঁহারা পরিহাসকেশব ভ্রমে রামস্বামী মন্দিরধ্বংসে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু কাশ্মীর-সৈন্য আসিয়া তাঁহাদের গতিরোধ করিল। প্রভুভক্তির অসাধারণ নিদর্শন রাখিয়া একে একে গৌড়বীরগণ সকলেই প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। তাঁহাদের বীরত্ব সম্বন্ধে কবি ও ঐতিহাসিক কহ্লণ পণ্ডিত লিখিয়াছেন, "আজও সেই রাম-স্বামীর মন্দির শূন্য, কিন্তু সেই গৌড়বীরগণের যশে ব্রহ্মাণ্ড পরিপূর্ণ।"[৬] খৃষ্টীয় ৮ম শতকে জয়ন্ত নামা আদিশূরের অভ্যুদয়। বাচস্পতিমিশ্রের রাঢ়ীয় কুলপঞ্জীমতে আদিশূর 'কর্ণস্বর্ণ' বা কর্ণসুবর্ণ জয় করিয়াছিলেন এই সময় হর্ষদেবের বংশধর রাজ্য হারাইয়া সম্ভবতঃ উৎকলে বা কলিঙ্গে গমন করেন। গৌড়রাজ্য হারাইলেও ভৌমবংশ বহুকাল কলিঙ্গে আধিপত্য করিয়াছিলেন।[৭]

যাহা হউক খৃষ্টীয় ৮ম শতকে আদিশূর জয়ন্তের অভ্যুদয়কালে সমগ্র গৌড়বঙ্গ বৌদ্ধাক্রান্ত হইয়াছিল, তাহারই আভাস পাওয়া যাইতেছে। যদিও গৌড়েশ্বর জয়ন্ত পঞ্চগৌড়ের অধীশ্বর হইয়া কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনাইয়া এদেশে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের বংশ হইতে রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণসমাজ গঠিত হইয়াছে।[৮] কিন্তু মহারাজ জয়ন্ত যে উদ্দেশ্যে সাগ্নিক ব্রাহ্মণের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই উদ্দেশ্য প্রকৃত প্রস্তাবে সুসিদ্ধ হইয়াছে কি না সন্দেহ।

১ম আদিশূর বা রাঢ়ের ১ম ভৌমরাজ ভাস্করবর্ম্মার[৯] সময়ে যে সকল বৈদিকভক্ত কায়স্থ

(৬) "অদ্যাপি দৃশ্যতে শূন্যং রামস্বামিপুরাস্পদম্।
ব্রহ্মাণ্ডং গৌড়বীরাণাং সনাথং যশসা পুনঃ॥" (রাজতরঙ্গিণী ৪।৩৩৩।)

(৭) প্রথমে এই বংশ 'পরম সৌগত' বলিয়া পরিচিত থাকিলেও অন্ততঃ ১০ পুরুষ পরে এই বংশের মহারাজাধিরাজ-পরমেশ্বরী দণ্ডী মহাদেবী আপনাকে 'পরম শৈব' বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। (Vide Epigraphia Indica, vol. VI. pp. 133 ff.) এই দণ্ডী মহাদেবীর তাম্রশাসনে 'গুহেশ্বরপাটক', এবং শাসনগৃহীতা অপ্রতীত ঘোষের পৌত্র ও বাসুঘোষের পুত্র বিশ্বামিত্র গোত্র ধবলের নাম পাইতেছি।

(৮) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড ১মাংশে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণবিবরণ এবং ২য়াংশে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বিবরণ দ্রষ্টব্য।

(৯) শ্রীহট্ট বৈদিকগণের কুলপরিচয় হইতে জানা যায় ত্রিপুরাধিপ আদিধর্ম্মপা ৫১ ত্রিপুরাব্দে বা ৬৪১ খৃষ্টাব্দে পঞ্চ গোত্র ব্রাহ্মণকে তাম্রশাসন দ্বারা ভূমিদান করিয়াছিলেন। এই স্থানই পরে পঞ্চখণ্ড নামে পরিচিত হয়। (ব্রাহ্মণকাণ্ড ৩য়াংশ, পাশ্চাত্য বৈদিক বিবরণ, ১৮৬ পৃঃ)। বলাবাহুল্য এই পঞ্চখণ্ড হইতেই ভাস্করবর্ম্মার উক্ত তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। কুলপরিচয়ে যে সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ঐ সময়ে ভাস্করবর্ম্মার

সমবেত হইয়াছিলেন, বৈদিকধর্ম্মানুরাগী ২য় আদিশূর বা জয়ন্তের সভায় তাঁহাদের বংশধরগণের আগমন অসম্ভব নহে। ১ম আদিশূরের সভায় যে সকল কায়স্থ উপস্থিত ছিলেন, সেই দশজনের মধ্যে আমরা নারায়ণ দত্ত, মহানাদ ঘোষ, মৃত্যুঞ্জয় মিত্র ও চন্দ্রভান গুহ এই চারি জনের মাত্র নাম পাইতেছি। বসু প্রভৃতির নাম পাইতেছি না।

দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ কুলগ্রন্থে দশরথ বসু, মকরন্দ ঘোষ, কালিদাস মিত্র, পুরুষোত্তম দত্ত, ও দশরথ গুহ এই পঞ্চ কায়স্থকে উক্ত ২য় আদিশূর বা জয়ন্তের সভায় পঞ্চসাগ্নিক বিপ্রের সহিত সমাগত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, তাহারও কোন ঐতিহাসিক মূল্য নাই। রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-সমাজের ইতিহাস পাঠ করিলে সকলেই উক্ত পঞ্চ কায়স্থকে উক্ত ২য় আদিশূরের সময় সমাগত বলিয়া স্বীকার করিবেন না। কান্যকুব্জাগত ক্ষিতীশ, মেধাতিথি, বীতরাগ, সুধানিধি ও সৌভরি এই পঞ্চ সাগ্নিকের অন্ততঃ দুইশত বর্ষ পরে দশরথ বসু প্রভৃতি পঞ্চ কায়স্থের অভ্যুদয় হইয়াছিল, তাহা উভয় বর্ণের বংশলতা আলোচনা করিলে সকলের সন্দেহ দূর হইবে। এখানে একটী প্রমাণ দিলেই যথেষ্ট হইবে, ১ম আদিশূরের সভাগত দশজনের মধ্যে বসুবংশে যে ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, তাহার নাম না থাকিলেও আচার্য্যচূড়ামণির বঙ্গজ-কায়স্থকারিকা হইতে পাইতেছি—১ম অনন্তানন্দ বসু, তৎপুত্র বিজয়ী, তৎপুত্র মহার্ণব, তৎপুত্র গুণাকর, তৎপুত্র নয়ন, তৎপুত্র যশোধন, তৎপুত্র গৌতম, তৎসুত রাবণ অপর নাম বীরনাথ, তৎপুত্র দশরথ।[১০] সুতরাং দশরথ বসুর ৮ পুরুষ পূর্ব্বে অনন্তানন্দ বসু হইতেছেন। সাগ্নিক ব্রাহ্মণবংশ ও এই অনন্তানন্দ বসুর বংশলতা একত্র আলোচনা করিলে অনন্তানন্দকে আমরা ২য় আদিশূরের পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজসভায় সমাগত মনে করিতে পারি।[১১]

যদিও সাগ্নিক ব্রাহ্মণগণ এবং তাঁহাদের মতানুবর্ত্তী কায়স্থ রাজপুরুষগণ আদিশূরের সভায় সমাদৃত ও ধনসম্পদে উন্নত হইতেছিলেন, কিন্তু প্রজা সাধারণের তাহা অনুমোদিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না।

অন্যত্র দেখাইয়াছি,—খৃষ্টীয় ৮ম শতকে আদিশূর জয়ন্তের অভ্যুদয়ে সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তে ও দক্ষিণভারতের উত্তরপশ্চিমাংশ পর্য্যন্ত তাঁহার আধিপত্য বিস্তারের সহিত যেমন এ দেশের বহু কায়স্থ রাজপুরুষ আদিশূরের অধিকৃত দূরবর্ত্তী জনপদে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়া-

সহায়তায় প্রাচ্যভারত পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে। অধিকারভুক্ত হইয়াছে এবং ঠিক ঐ বর্ষেই সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধন চীনসম্রাটের নিকট ব্রাহ্মণ পাঠাইয়াছিলেন। (বিশ্বকোষ, ২১শ ভাগ, ৫৩২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।) এ অবস্থায় মনে হয় ভাস্করবর্ম্মাই ভবিষ্যতে শ্রীহট্টের পঞ্চখণ্ডে 'আদিধর্ম্মপা' এবং রাঢ়দেশে পরবর্ত্তী কালে 'আদিশূর' নামে পরিচিত হইয়া থাকিবেন।

(১০) রাজন্যকাণ্ডে ৩১৬ পৃষ্ঠায় মূল শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

(১১) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, কায়স্থকাণ্ড, ২য়াংশে, বারেন্দ্র কায়স্থ-বিবরণ, ৪১ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

ছিলেন, গুর্জ্জরপতি বৎসরাজের গৌড় আক্রমণকালে তাঁহার সহিত পশ্চিমভারতের বহু অভিজাত-বংশধর গৌড়বাসী হইয়াছিলেন। বলাবাহুল্য গুর্জ্জরপতি বৎসরাজের হস্তে জয়ন্তের পরাজয় এবং বৎসের প্রত্যাবর্ত্তনের পর সমগ্র গৌড়মণ্ডলে মাৎস্য-ন্যায়ের অবতারণা হইয়াছিল। প্রত্যেক সমাজেই দুই দশ জন একত্র হইয়া বলসঞ্চয় করিয়া দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করিতেছিল, 'জোর যার মল্লুক তার' এই কথাই সিদ্ধ হইয়াছিল। এই মহাদুর্দ্দিনে প্রজাসাধারণ বঙ্গপতি গোপালকে আপনাদের অধিনায়করূপে গৌড়ের সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়াছিল। এ সময়ে গৌড়বঙ্গের প্রজাসাধারণ অধিকাংশই বৌদ্ধধর্ম্মানুরাগী ছিলেন, তাই প্রজাসাধারণ কর্ত্তৃক বৌদ্ধভূপতি গোপালই নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। এদিকে রাষ্ট্রকূটপতি গোবিন্দের হস্তে বৎসরাজ পরাজিত ও রাজ্য হারাইয়াছিলেন। এই সময় রাষ্ট্রকূটপতি কেবল পশ্চিমভারত বলিয়া নহে, গৌড় মগধ হইতে কলিঙ্গ পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়াছিলেন। পালনৃপতি ১ম গোপালের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। সীমান্তরক্ষা করিবার জন্য গোপাল পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে না থাকিয়া পাটলিপুত্র রাজধানীতে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। গোপালের সৌজন্যে ও বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া রাষ্ট্রকূটনায়ক পরবল গোপালপুত্র ধর্ম্মপালের সহিত আপন কন্যা রণ্ণাদেবীর বিবাহ দিয়াছিলেন। রাষ্ট্রকূট বা রাঠোর ও পালবংশের সম্বন্ধ সূত্রে পূর্ব্ব ও পশ্চিম ভারতে মিলন হইয়াছিল। তাহার ফলে গুর্জ্জর, লাট, কর্ণাট, রাষ্ট্রকূট, ভোজ, মৎস্য, কুরু, পঞ্চাল প্রভৃতি বহু অভিজাত-বংশ আসিয়া পুণ্যতোয়া জাহ্নবীতীরে উপনিবেশ করিয়াছিলেন। রাষ্ট্রকূট-জামাতা মহাবীর ধর্ম্মপাল সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত, এমন কি পশ্চিম ভারতের সমুদ্রপ্রান্তে গোকর্ণ পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন। এমন কি তাঁহার তাম্রশাসনে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির মধ্যে লাট ব্রাহ্মণকে ভূমিদানের কথা পাইতেছি। তাহা হইতে বুঝিতেছি—যে এ সময় এ দেশে কিরূপ পশ্চিম ও পূর্ব্ব ভারতের সমন্বয় সাধিত হইয়াছিল। এই সময় বৌদ্ধপ্রিয় উপযুক্ত ব্রাহ্মণ কায়স্থ আসিয়া সম্মিলিত হইয়াছিলেন।

খৃষ্টীয় ৯ম শতকে বৌদ্ধ পালবংশের অভ্যুদয়ের সহিত ভাগবত ও শৈব কায়স্থগণ অনেকেই পুনরায় বৌদ্ধ ধর্ম্মে অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ৯ম শতকে যে সকল কায়স্থাচার্য্য ভোটদেশে গিয়া তিব্বতীয় ভাষায় বুদ্ধের ধর্ম্মমত ও তৎসংশ্লিষ্ট গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে আমরা ঘোষ, মিত্র, গুহ, সিংহ, দাস, দেব, চন্দ্র, কীর্ত্তি, পাল, ভদ্র প্রভৃতি পদ্ধতিযুক্ত বহু বৌদ্ধাচার্য্যের সন্ধান পাইয়াছি। তন্মধ্যে তিব্বতের কঙ্গুর ও তেঙ্গুর গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে নিম্নলিখিত কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ খৃষ্টীয় ৯ম শতকে তিব্বতে গিয়াছিলেন—মঞ্জু ঘোষ, বিমলমিত্র, জিনমিত্র, বোধিমিত্র, মুক্তমিত্র, কল্যাণমিত্র, বুদ্ধগুহ, প্রজ্ঞাগুহ, অমরচন্দ্র, বাণচন্দ্র, বিভূতিচন্দ্র, বিশুদ্ধসিংহ, সর্ব্বজ্ঞদেব, নিষ্কলঙ্ক দেব, জয়দেব, অতুল্য দাস, বুদ্ধপাল, ধর্ম্মপাল, প্রজ্ঞাপাল, ধীরপাল, গয়াধর, শান্তরক্ষিত, কমলশীল, দানশীল, দীনশীল, সুমতি কীর্ত্তি, সূর্য্যকীর্ত্তি, চন্দ্রকীর্ত্তি, সাধুকীর্ত্তি, লক্ষ্মীকর;

মিত্রনন্দী, শ্রীভদ্র প্রভৃতি। ঐ সকল পণ্ডিত তিব্বতীয় ভাষায় বুদ্ধের জীবনী সম্বন্ধীয় শাস্ত্রগ্রন্থ অনুবাদ করিয়া তথায় আচার্য্যপদে অধিষ্ঠিত ও পূজিত হইয়াছিলেন।[১২]

উক্ত বিভিন্ন পদ্ধতির কায়স্থাচার্য্য হইতে মনে হয় যে আজ যাঁহারা কুলীন বা মৌলিক বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষের মধ্যে বৌদ্ধাচার বা বৌদ্ধমত বেশ প্রচলিত ছিল।

খৃষ্টীয় ৮ম শতক হইতে বৌদ্ধ পালরাজগণের আধিপত্যকালে রাজবল্লভ কায়স্থসমাজ অনেকটা তান্ত্রিক বৌদ্ধমতানুবর্ত্তী ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

রাজা আদিত্যশূরের সময় খৃষ্টীয় ৯ম শতকের শেষে রাঢ়দেশে শৈব ও শাক্ত ধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় আরম্ভ হয়।

৭৯৭ শকে বা ৮৭৫ খৃষ্টাব্দে রাষ্ট্রকূটপতি কৃষ্ণ অকাল বর্ষের অভিষেকের পর তিনি গাঙ্গ্য প্রদেশ জয় করেন। কেহ কেহ মনে করেন, তাঁহারই সহিত সোমঘোষ অনাদিবর সিংহ কনোজ হইয়া এদেশে আগমন করেন।

সিংহপুর ও সিংহেশ্বর

উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থকাণ্ডে লিখিয়াছি ৮০৪ শকাব্দে ৮৮২ খৃষ্টাব্দে রাজা আদিত্য-শূরের অভ্যুদয়ে উত্তররাঢ়ে 'সিংহেশ্বর' নামক স্থানে উত্তররাঢ়ের রাজধানী হইয়াছিল এবং উত্তররাঢ়ের 'সিংহপুর' অনাদিবরসিংহকে প্রদত্ত হইয়াছিল। উত্তররাঢ়ীয় কুলাচার্য্য শ্যামদাসের 'ডাক' বা 'ঢাকুর' গ্রন্থে লিখিত আছে

"রাঢ়দেশে মহারাজা আদিত্যশূর নাম।
গঙ্গার সমীপে বাস সিংহেশ্বর ধাম॥
আদর করিয়া আনে ঋষি পঞ্চজন।
সেই সঙ্গে পঞ্চ গোত্র করিল গমন॥"

মনে হয় মহারাজ আদিত্যশূর রাঢ়ের পূর্ব্বতন সিংহবংশকে পরাজয় করিয়া গঙ্গাতটে 'সিংহেশ্বর' নামে নগর পত্তন ও তথায় আপনার রাজধানী করিয়াছিলেন, এবং অনাদিবর সিংহকে সিংহবংশের' কুলস্থান 'সিংহপুর' প্রদান করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব অধ্যায়ে লিখিয়াছি অতি পূর্ব্বকালে খৃষ্টীয় ৭ম শতকে মহারাজ ভাস্করবর্ম্মার আধিপত্যকালে দক্ষিণরাঢ়ে সিংহপুরে সিংহবংশ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। সুতরাং রাঢ়দেশে প্রাচীনকাল হইতে ২টা সিংহপুর বিদ্যমান। একটী উত্তররাঢ়ে ও অপরটী দক্ষিণরাঢ়ে। উত্তররাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকা-অনুসারে আদিত্যশূর অনাদিবরকে সিংহপুর দান করেন। এরূপ স্থলে অনাদিবরের অভ্যুদয়ের পূর্ব্ব হইতে উত্তররাঢ়ে 'সিংহপুর' বিদ্যমান ছিল সন্দেহ নাই। আদিত্যশূর যখন উত্তররাঢ়ে আগমন করেন, তাহার বহু পূর্ব্বে পূর্ব্বতন সিংহবংশের মধ্যে কেহ কেহ নিজ জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া

(১২) মানসী ও মর্ম্মবাণী, ১৩৩৫ সাল, ২৪৭ পৃষ্ঠা।

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে সৌভাগ্যান্বেষণে ধাবিত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে গোরখপুর হইতে আবিষ্কৃত মহারাজ জয়াদিত্যদেবের তাম্রফলকে যে 'সিজ্যপুরীয় কায়স্থের' নাম উৎকীর্ণ আছে, তাঁহাদিগকে আমরা রাঢ়ীয় সিংহবংশধর বলিয়া মনে করি। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের উচ্চারণ অনুসারে 'সিংহ' শব্দ 'সিং' নামে চলিয়া থাকে, 'সিংহ' শব্দের 'সিজ্য' উচ্চারণ রাঢ়-বঙ্গেই প্রচলিত, এ অবস্থায় তাম্রশাসন বর্ণিত 'সিজ্যপুরীয় কায়স্থ' রাঢ়ীয় সিংহবংশ মনে করিতে পারি।

উপরোক্ত দুইটী সিংহপুর মধ্যে কোন্‌টী প্রাচীনতম তাহাই আলোচ্য।

'জিজ্ঞাসা'র পুথি-মতে সিংহবংশের কুলস্থান 'সিংহপুর' দক্ষিণরাঢ়ে পড়িতেছে। পূর্ব্ব অধ্যায়ে লিখিয়াছি ১ম আদিশূর মহারাজ ভাস্করবর্ম্মার সময়ে দক্ষিণরাঢ়ে দত্ত ঘোষাদি দশ ঘরের দশটী কুলস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তন্মধ্যে সিংহপুর একটী। দক্ষিণরাঢ়ের এই সুপ্রাচীন সিংহপুর অধুনা 'সিজ্যুর' বা 'সিঙ্গুর' নামে পরিচিত। এই স্থান বর্ত্তমান হুগলী জেলায় শ্রীরামপুর মহকুমার মধ্যে পড়িয়াছে। এই স্থান যে অতি প্রাচীন এবং ক্ষত্রিয়বংশের মিলনস্থান তাহা এখানকার স্থানীয় প্রবাদ, অবস্থান ও চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী ধ্বংসাবশেষ হইতেই পরিলক্ষিত হয়। এই সিঙ্গুরের নিকট দাসের কুলস্থান হরিপুর ও সেনের কুলস্থান ব্রহ্মপুর বা ব্রহ্মগ্রাম বিদ্যমান। বহু প্রাচীনকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত এখানে নানাশ্রেণীর রাজপুত বা ক্ষত্রিয়জাতির বাস দেখা যায়। অতি পূর্ব্বকালে যে সকল ক্ষত্রিয় বা রাজপুত এখানে আসিয়া বাস করেন, তাঁহারা সমসাময়িক কায়স্থ রাজন্যবর্গের সহিত আত্মীয়তা করিয়া পরে কায়স্থ বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে যাঁহারা আসিয়াছিলেন, আজও তাঁহারা 'ছত্রী' বা 'রাজপুত' পরিচয়ে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন।

সামলবর্ম্মার পুত্র ভোজবর্ম্মার বেলাবো তাম্রশাসনে লিখিত আছে—

"বর্ম্মাণোতিগভীরতামদধতঃ শ্লাঘ্যৌ ভুজৌ বিভ্রতো।
ভেজুঃ সিংহপুরং গুহামিব মৃগেন্দ্রাণাং হরের্বান্ধবাঃ॥"

'বর্ম্মন্ এই গভীর নাম ধারণপূর্ব্বক হরির বান্ধব বা যাদববংশ শ্লাঘ্য ভুজযুগল লইয়া মৃগেন্দ্রগণের গুহা স্থানীয় সিংহপুর আশ্রয় করিয়াছিলেন।'

এক সময় এই সিংহপুর হিমালয় প্রদেশে স্থির করিয়াছিলাম।[১৩] কিন্তু এক্ষণে তদপেক্ষা সুপ্রাচীন রাঢ়ের রাজধানী সিংহপুরই রাজা ভোজবর্ম্মার তাম্রশাসনে বর্ণিত হইয়াছে মনে করিতেছি। পালি মহাবংশে লিখিত আছে এখানকার রাজকুমার ও রাজকন্যা সিংহের

(১৩) রাজন্যকাণ্ড. ২৭৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

গুহায় সিংহ ও সিংহিনী কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়াছিল, পরে সেই রাজপুত্র এখানকার রাজা হইয়া সিংহকর্ত্তৃক পালিত বলিয়া তাঁহার রাজধানী 'সিংহপুর' নামে পরিচিত করিয়াছিলেন। ভোজবর্ম্মার তাম্রশাসনের উক্ত শ্লোকে সেই সিংহের গুহা ও যাদববংশের ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে। এরূপ স্থলে মনে হয় দক্ষিণরাঢ়ের প্রাচীন উপনিবেশ সিংহপুরেই যাদববংশীয় ভোজবর্ম্মার পিতা সামলবর্ম্মার অভ্যুদয়। এই প্রাচীন সিংহপুর হইতেই একদল কায়স্থ গোরখপুর অঞ্চলে গিয়া রাজসম্মান এমন কি ব্রাহ্মণপণ্ডিতের স্থায় উচ্চাসনলাভ করিয়াছিলেন। আর একদল উত্তররাঢ়ে গিয়া স্ব স্ব পূর্ব্বনিবাসের নামানুসারে 'সিংহপুর' স্থাপন করিয়া বাস করিতে থাকেন, পরে অনাদিবর সিংহ ও তৎবংশধরগণের যত্নে এই স্থান 'সিংহপুরগড়' নামে পরিচত হয়।

দক্ষিণরাঢ়ের সিংহপুর কায়স্থ সিংহবংশের আদি কুলস্থান হইলেও এক্ষণে পুনঃ পুনঃ ক্ষত্রিয় উপনিবেশ হেতু প্রাচীন সিংহবংশ স্বস্থানচ্যুত হইয়া নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়েন, দক্ষিণরাঢ়ীয় সিংহবংশ প্রসঙ্গে তাহার বিস্তৃত ইতিহাস লিখিত হইবে।

যাদবরাজ মহাবীর সামলবর্ম্মা এই সিংহপুর হইতে আসিয়া পূর্ব্ববঙ্গে বিক্রমপুরে ৯৯৪ শকে (১০৭২ খৃঃ অব্দে) অধিষ্ঠিত হইয়া নানা যাগযজ্ঞ করিয়াছিলেন।[১৪] বলিতে কি কিছুদিনের জন্য তিনি সমস্ত রাঢ়বঙ্গে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। উক্ত শকে তাঁহার সভায় ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি বহু সজ্জন শুভাগমন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ কায়স্থের সমাগম ও যাগযজ্ঞ লক্ষ্য করিয়া পরবর্ত্তী কুলাচার্য্যগণ ইঁহার প্রকৃত পরিচয় ভুলিয়া ইঁহাকেও আদিশূর ধরিয়া লইয়াছেন।

সারাবলী নামক বঙ্গজ কায়স্থ কুলগ্রন্থে লিখিত আছে গৌড়াধিপের আহ্বানে ৯৯৪ শকে (১০৭২ খৃষ্টাব্দে) বিরাটগুহ এখানে রাজসভায় আগমন করিয়াছিলেন, কিন্তু ইদিলপুরের বঙ্গজ কায়স্থকারিকা মতে বিরাটরাজ না আসিয়া পৌত্র দশরথ গুহকে ব্রাহ্মণগণের সহিত পাঠাইয়াছিলেন। বলাবাহুল্য বিরাটরাজ কোটদেশাধিপ অর্থাৎ উড়িষ্যার গড়জাত প্রদেশের রাজা বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।[১৫]

রাঢ়দেশে বিজয়সেনের অভ্যুদয়ে রাজা সামলবর্ম্মা পূর্ব্ববঙ্গে গিয়া ৯৯৪ শকে আধিপত্য বিস্তার ও তথায় বিক্রমপুরে প্রতিষ্টিত হন। তাঁহার সহিত দশরথগুহ পূর্ব্ববঙ্গে গমন করেন এবং তথায় রাজসম্মানিত ও কায়স্থসমাজে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কুলীন বলিয়া পরিগণিত হন।

(১৪) রাজন্যকাণ্ড, ২৯২-২৯৩ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

(১৫) রাজন্যকাণ্ড, ৩১৪—৩১৬ পৃষ্ঠা ও the Social History of Kamarupa, Vol. III. pp. 52-54 দ্রষ্টব্য।

এ দিকে সেনকুলপ্রদীপ রাজা বিজয়সেনও রাঢ়ের সীমান্তে বিক্রমপুরে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। এখানে সর্ব্বপ্রধান কুলস্থান বিক্রমপুর সম্বন্ধে কিছু আলোচনা প্রয়োজন মনে করিতেছি।

বিক্রমপুর।

গৌড়বঙ্গের সামাজিক ইতিহাসে বিক্রমপুরের নাম অতি প্রসিদ্ধ। কি ব্রাহ্মণ, কি কায়স্থ, কি বৈদ্য বিক্রমপুরের নামে অতীত গৌরবের স্মৃতিতে উল্লসিত হইয়া থাকেন। কিন্তু সেই অতীতের গৌরবস্পর্দ্ধী বিক্রমপুর রাজধানী ঠিক কোথায় ছিল তাহা লইয়া যথেষ্ট মতভেদ আছে। শ্রীচন্দ্রদেবের রামপাল-তাম্রশাসন ও রাজা ভোজবর্ম্ম দেবের বেলাবো-তাম্রশাসন পাঠ করিলে তাঁহাদের তাম্রশাসন বর্ণিত বিক্রমপুর রাজধানী যে পূর্ব্ববঙ্গে বিদ্যমান ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ থাকে না। কিন্তু রাজা বিজয়সেনের বারাকপুর তাম্রশাসন, রাজা বল্লালসেনের সীতাহাটী তাম্রশাসন, এবং রাজা লক্ষ্মণসেনের জয়নগর-মজিলপুর, তাঁহার তপনদীঘির ও ও গোবিন্দপুর প্রভৃতি স্থানের তাম্রশাসন পাঠ করিলে উক্ত সেনরাজগণের বর্ণিত বিক্রমপুর পূর্ব্ববঙ্গে না হইয়া পশ্চিমবঙ্গের কোন স্থানে ছিল বলিয়া মনে হইবে। রাজা বিজয়সেন কখনও পূর্ব্ববঙ্গে গিয়াছিলেন কি না তাহার কোন প্রমাণ নাই। বরং বিজয়সেনের দেওপাড়া লিপি, তৎপুত্র রাজা বল্লালসেনের দানসাগর গ্রন্থ, সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত কাব্য এবং বল্লালসেনের তাম্রশাসন হইতে মনে হয় বরেন্দ্রেই রাজা বিজয়সেনের অভ্যুদয়,—রাঢ়দেশই তাঁহার ও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের পূর্ব্বলীলাস্থান। বারাকপুর-তাম্রশাসন হইতে জানা যায় রাজা বিজয়সেনের পট্টমহিষী শূররাজকন্যা বিলাসদেবী বিক্রমপুরোপকারিকা মধ্যে যে তুলাপুরুষ দান করিয়াছিলেন, সেই মহাদানে হোমকর্ম্মের দক্ষিণাস্বরূপ মহারাজ বিজয়সেন বিক্রমপুর-সমাবাসিত জয়স্কন্ধাবার হইতে উদয়কর শর্ম্মাকে খাড়ি-বিষয়ে ঘাসসম্ভোগ ভট্টকরা গ্রামে পাটক চতুষ্টয় ভূমিদান করিয়াছিলেন। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতে নিদ্রাবলীয় বিজয়রাজ ও দেবগ্রাম-প্রতিবদ্ধ বালবলভীপতি বিক্রমরাজ এই দুইজন রাজার উল্লেখ আছে। উক্ত নিদ্রাবলি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের কুলগ্রন্থে 'নিদ্রালি' নামে পরিচিত। বর্ত্তমান রাজসাহী জেলায় গোদাগাড়ী থানা হইতে ৮ মাইল পূর্ব্বদক্ষিণে এবং বোয়ালিয়া হইতে ৯ মাইল পশ্চিমে বিজয়নগর নামে একটী প্রাচীন গ্রাম আছে। উক্ত গ্রামের নিকটেই নিদ্রাবলি বা নিদ্রালি গ্রাম ছিল। উক্ত বিজয়নগরের কিছুদূরে দেওপাড়া গ্রামে বিজয়সেনের শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেই শিলালিপি অনুসারে মহারাজ বিজয়সেন প্রদ্যুম্নেশ্বরলিঙ্গের জন্য এক বৃহৎ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, তদুপলক্ষে তাঁহার প্রশস্তিস্বরূপ উক্ত শিলালিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল।

উক্ত শিলালিপিতে বিক্রমপুর নামের উল্লেখ নাই। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, যে সময়ে বিজয়সেন দক্ষিণ বরেন্দ্রে বিজয়নগরে নিদ্রাবলিরাজরূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন, সেই সময়ে রাঢ়ের দক্ষিণাংশে দেবগ্রাম-প্রতিবদ্ধ বালবলভী নামক স্থানে বিক্রমরাজ রাজত্ব করিতেছিলেন। বালবলভীর বর্ত্তমান নাম বগড়ী। বিজয়সেন যেরূপ বিজয়রাজ নামে, সেইরূপ বিক্রমসেন বা বিক্রমকেশরী বিক্রমরাজ নামে রামচরিত কাব্যে বর্ণিত হইয়াছেন। রাঢ়দেশে বগড়ী অঞ্চলে আজও বিক্রমসেন বা বিক্রমকেশরীর কীর্ত্তি ও পরাক্রমের কথা লোকমুখে শুনা যায়। বল্লালসেনের সীতাহাটী তাম্রলেখে পাওয়া যায়—

'তাঁহা (হেমন্তসেন) হইতে অখিলপার্থিব-চক্রবর্ত্তী, নির্ব্যাজবিক্রম, তিরস্কৃত-সাহসাঙ্ক, দিক্‌পাল, চক্রপুটভেদনগীতকীর্ত্তি, পৃথ্বীপতি বিজয়সেন আবির্ভূত হইয়াছিলেন।'[১৬] এই উক্তি হইতে আমরা আভাস পাইতেছি, সাহসাঙ্ক বা বিক্রমাদিত্যের বীরত্ব যে বিক্রমের কাছে তিরস্কৃত বা হীন বলিয়া প্রথিত হইয়াছিল, সেই বিক্রমকেও পরাজয় করিয়া এবং চক্রবর্ত্তী দিক্‌পালস্বরূপ পালরাজের চক্রভেদ করিয়া পৃথ্বীপতি বিজয়সেন রাজচক্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন। রামচরিতে "বিক্রম ইতি দেবগ্রামপ্রতিবদ্ধ বসুধাচক্রবাল বালবলভী তুরঙ্গবহুল-গলহস্ত-প্রশস্তহস্ত-বিক্রমো বিক্রমরাজঃ," বিক্রমরাজের এইরূপ পরিচয় হইতে "নির্ব্যাজবিক্রমতিরস্কৃতসাহসাঙ্কঃ" ইত্যাদি সীতাহাটী তাম্রশাসনের সহিত সামঞ্জস্য করিলে এক ব্যক্তির বর্ণনা বলিয়াই মনে হয়। দক্ষিণবরেন্দ্রে দেওপাড়ার নিকট বিজয়নগরের সন্ধান পাইতেছি। রাজা বল্লালসেনের দানসাগরের উপক্রমে লিখিত আছে—"তদনুবিজয়সেনো প্রাদুরাসীদ্বরেন্দ্রে, দিশি বিদিশি ভজন্তে যস্য ধীরধ্বজত্বং" অর্থাৎ হেমন্তসেনের পর বিজয়সেন বরেন্দ্রে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন অর্থাৎ বরেন্দ্রে তাঁহার প্রথম অভ্যুদয় হইয়াছিল। উত্তররাঢ়ে পাইকোড় নামক স্থানে বিজয়সেনের নামাঙ্কিত শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। তাহা হইতে এ অঞ্চলে যে বিজয়সেন কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন তাহার সন্ধান পাই। তৎপরে বিজয়সেনের বারাকপুর-তাম্রশাসন হইতে জানা যায় তাঁহার ৩২ রাজ্যাঙ্কে বিক্রমপুর হইতে তাম্রশাসন বাহির হইয়াছে। ঐ সময়ে তৎপুত্র বল্লালসেন যুবরাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি উক্ত তাম্রশাসন রাঢ়দেশে বারাকপুর হইতে পাওয়া গিয়াছে। উক্ত তাম্রশাসন-নির্দ্দিষ্ট ভূখণ্ড খাড়ীবিষয়ে বা ২৪ পরগণার মধ্যে হইতেছে। বর্ত্তমান নদীয়া জেলার উত্তরাংশে রাণাঘাট মুর্শিদাবাদ রেলওয়ের দেবগ্রাম ষ্টেশন হইতে অর্দ্ধমাইল দূরে প্রাচীন দেবগ্রাম অবস্থিত।

---

(১৬) "তস্মাদভূদখিলপার্থিবচক্রবর্ত্তী' নির্ব্যাজবিক্রমতিরস্কৃতসাহসাঙ্কঃ।
দিক্‌পালচক্রপুটভেদনগীতকীর্ত্তিঃ পৃথ্বীপতির্বিজয়সেনঃ পদপ্রকাশঃ।"
(বল্লালসেনের সীতাহাটী তাম্রলেখ ৭ শ্লোক)

এইস্থান রাঢ়ের বগড়ী ভূভাগের মধ্যে পড়িয়াছে। এই দেবগ্রামের নিকটে ৩ মাইল দক্ষিণে বিক্রমপুরের সীমা। রামচরিতবর্ণিত "দেবগ্রাম প্রতিবদ্ধ-বালবলভী-তরঙ্গ-বহল গলহস্ত-প্রহস্তহস্ত বিক্রম" নামধেয় যে বিক্রমরাজের উল্লেখ আছে, এই বিক্রমপুর তাঁহারই রাজধানী ছিল। উক্ত দেবগ্রামের পূর্ব্বভাগে দম্‌দমা নামক স্থানে একটী উচ্চ স্তূপ বা ঢিপি আছে। স্থানীয় হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি সাবেক অধিবাসী মাত্রেই ঐ ঢিপিকে "বল্লালের ভিটা" বা "বল্লালের বাড়ী" বলিয়া থাকে। পূর্ব্বে এখানে ভীষণ জঙ্গল ছিল। অনেকেই এখানে বাঘশীকার করিতে আসিতেন। অল্পদিন হইল জঙ্গল সাফ হইয়াছে। ইহারই পার্শ্বে সাঁওতার দীঘী। ইহার উপর ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের যত্নে বহরমপুর রোড হইবার পূর্ব্বে বল্লালের ভিটা ও সাঁওতার দীঘী পাশাপাশি ছিল, এইজন্য প্রাচীন লোকেরা ঐ দীঘী বল্লালের অন্তঃপুরস্থ দীঘী বলিয়া মনে করেন। দেবগ্রাম ও বিক্রমপুরের অনেক বনিয়াদী লোকের মুখে এই দীঘীর অপর নাম "বল্লালদীঘী" শুনা গিয়াছে।

দেবগ্রামের রকবা প্রায় সাড়ে চৌদ্দহাজার বিঘা। এই সীমার উত্তরে পাণিঘাটা ও গোবিন্দপুর, দক্ষিণে সাতবেগে, ভাগা, চাঁদপুর ও বমপলাশী। ভাগা দেবগ্রাম হইতে বিক্রমপুরকে পৃথক করিয়াছে। উত্তর সীমার মধ্যে গঙ্গার শাখা পাগ্‌লাই চণ্ডীর দহ। দেবগ্রামের উত্তর পশ্চিম সীমায় একটী প্রাচীন গড়ের ধ্বংশাবশেষ পড়িয়া আছে এই গড়ের এবং গোবিন্দপুরের পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত ছিল। গোবিন্দপুরের উত্তর গঙ্গার প্রাচীন গর্ভে মীরে গ্রাম। এই গ্রামের উত্তরে পলাশীর রণক্ষেত্র। গঙ্গার গর্ভে যেখানে যেখানে অদ্যাপি জল আছে, সেই সেই স্থান দহ অথবা বিল নামে পরিচিত।

বর্ত্তমান দেবগ্রামের মধ্যে পূর্ব্বভাগে দম্‌দমার ঢিপি, বল্লালসেনের ভিটা। এই ভিটা বা স্তূপ পূর্ব্বে বরাবর সাঁওতার দীঘীর পাড় পর্য্যন্ত ছিল। ঐ দীঘী রাজবাড়ীর অন্তঃপুরের মধ্যে ছিল বলিয়া প্রবাদ। ঢিপির পূর্ব্ব দিয়া রাজার জাঙ্গাল বা রাজপথ ছিল। এখান হইতে ৬ মাইল ঘুনী চণ্ডীপুর পর্য্যন্ত উক্ত রাজপথের নিদর্শন আছে। উক্ত দম্‌দমার স্তূপ হইলে ২½ মাইল দূরে এবং বর্ত্তমান বিক্রমপুরের ১½ মাইল উত্তর-পশ্চিমে একটী প্রাচীন হাট আছে, তাহার নাম বিক্রমপুরের হাট। হাটের নিকট অতি প্রাচীন একটী বড় পুষ্করণী আছে। বিক্রমপুর মাঠেই সোণাডাঙ্গা ষ্টেশন। সোণাডাঙ্গা ষ্টেশন হইতে বিক্রমপুর গ্রাম ১½ মাইল। এখানকার পূর্ব্বতন অধিবাসীরা প্রায় সকলেই মুসলমান হইয়া গিয়াছে। এখন যে ৫।৬ ঘর মাত্র ব্রাহ্মণ আছেন তাঁহারা ৫০।৬০ বৎসরের মধ্যে এখানে আসিয়া বাস করিয়াছেন। প্রায় ৬০ বৎসর পূর্ব্বে স্থানীয় জমিদারদিগের সাহায্যে কাটোয়ার ডেপুটী ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র মহাশয় বল্লালের ঢিপি খনন করাইয়াছিলেন। তাহাতে ৫।৬ হাত লম্বা বহু পাথরের চৌকা, মকরমুখ নর্দ্দামা ও বহু শিল্পযুক্ত প্রস্তরখণ্ড ও কয়েকটী প্রাচীন দেবীমূর্ত্তি বাহির হইয়াছিল। মিত্র মহাশয় কয়েকটী সুন্দর দেবীমূর্ত্তি কলিকাতা মিউজিয়মে পাঠাইয়া দেন এবং পাথরগুলি স্থানীয় জমিদারেরা ব্যবহার করেন। গ্রামবাসী

বৃদ্ধগণের বিশ্বাস বল্লালের ভিটার নিকটবর্ত্তী সাঁওতার সমস্ত জমিতে পূর্ব্বে বহু লোকের বাস ছিল। সেখানকার লোকেরা ক্রমে ক্রমে সরিয়া আসিয়া বর্ত্তমান দেবগ্রামের মধ্যে বাস করিতেছে। উক্ত সাঁওতার দক্ষিণসীমা হইতে প্রাচীন বিক্রমপুর ক্রমেই সরিয়া গিয়া বর্ত্তমান বিক্রমপুরে পরিণত হইয়াছে। এ দিকে উত্তর সীমা হইতে দেবগ্রামও ক্রমশঃ সরিয়া আসিয়া বর্ত্তমান গ্রামের অবস্থা হইয়াছে।

পূর্ব্বতন বিক্রমপুরের ধ্বংসাবশেষ হইতে প্রাপ্ত বৌদ্ধ ও হিন্দু দেব দেবীর মূর্ত্তি দেব-গ্রামের মধ্যে আনিয়া রাখা হয়।[১৭] তন্মধ্যে কুলাইচণ্ডী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বৌদ্ধদিগের মঞ্জুশ্রী মূর্ত্তিই অধুনা কুলাইচণ্ডী নামে খ্যাত হইয়াছে। দুইশত বর্ষ পূর্ব্বে কবিশেখর এখানকার 'বিশালাক্ষী' দেবীর কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

সাঁওতা হইতে দুইটী প্রাচীন জাঙ্গাল বা রাস্তা বাহির হইয়া একটা পশ্চিমদিক্ দিয়া বরাবর ভাগ্যা, চাঁদপুর, বরগাছী হইয়া বিক্রমপুরের "জিতের মাঠ" দিয়া যথাক্রমে ভবানীপুর, সুখপুকুর, রাজাপুর হইয়া বিল্বগ্রামের দক্ষিণদিকে নবদ্বীপ অভিমুখে গিয়াছে। অপর জাঙ্গাল বা প্রাচীন রাস্তা পূর্ব্বদিক্ দিয়া চাঁদপুর, কালীনগর, মুরী ও সেনপুর হইয়া ঘূর্ণীর দক্ষিণ ও মালুমগাছার পার্শ্ব দিয়া গবীপুর পর্য্যন্ত গিয়া অদৃশ্য হইয়াছে। গবীপুরের প্রাচীন-লোকেরা বলিয়া থাকেন যে, ঐ জাঙ্গাল পূর্ব্বে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, ক্রমে কৃষকগণের কৃপায় সে সমস্তই লুপ্ত হইয়াছে। উক্ত উভয় জাঙ্গালই "রাজার জাঙ্গাল" বা "বল্লালের জাঙ্গাল" নামে স্থানীয় অধিবাসীগণের নিকট পরিচিত। ঐ জাঙ্গালের ধারে ধারে ৩।৪ ক্রোশ অন্তর বড় বড় পুরাতন পুষ্করিণী দেখা যায়, তন্মধ্যে সাঁওতা, ভাগা, বরগাছী, বিক্রমপুর, ভবানীপুর, রাজাপুর; বিল্বগ্রাম ও নবদ্বীপের পুষ্করিণী প্রসিদ্ধ। ভবানীপুর ও নবদ্বীপের পুষ্করিণী আজও "বল্লালের দীঘী" নামেই পরিচিত। আজও কেহ অপর স্থানের মজাপুকুর-গুলিতে বল্লালসেনের নামের অপভ্রংশ 'বল্লামসেনের' কীর্ত্তি বলিয়া মনে করেন।

এই বিক্রমপুর প্রাচীন বিক্রমপুরের অংশমাত্র। এখানকার জমিদারের কাগজ হইতে জানা যায় যে, পার্শ্ববর্ত্তী বরগাছী, কালীনগর, বিক্রমপুর-হাট, বিক্রমপুর-কুঠী প্রভৃতি স্থান বিক্রমপুর মৌজারই সামিল। দেবগ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী ডিঙ্গেলগ্রামের দক্ষিণে যে জোল বা নিম্নভূমি আছে, বিক্রমপুরের উত্তরপূর্ব্ব সীমা ততদূর বিস্তৃত।

বিক্রমপুরের মধ্যে যে "জাঙ্গীর খাল" আছে, সেই খাল দিয়া পূর্ব্বে ভাগীরথীর স্রোত

(১৭) তন্মধ্যে, মঞ্জুশ্রী, মাহেশ্বরী, বাসুদেব প্রভৃতি কয়েকটী প্রস্তরমূর্ত্তি গ্রামবাসীর অনুকম্পায় বর্দ্ধমানের সাহিত্য সম্মিলনে উপস্থিত করিয়াছিলাম।

(বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলন অষ্টম অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ; ট-পরিশিষ্টে দেবগ্রাম ও বিক্রমপুরের প্রাচীন দেবমূর্ত্তি ও ধ্বংসাবশেষের চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে; সেই সকল মূর্ত্তি এক্ষণে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত আছে)।

বহিত। বর্ত্তমান বিক্রমপুরের পশ্চিমে একটী প্রকাণ্ড মাঠ আছে, উহার নাম "জিতের মাঠ"। এখানে "জিতের পুষ্করিণী" নামে একটী সুপ্রাচীন ও বৃহৎ পুষ্করিণী রহিয়াছে। প্রবাদ—উক্ত "জিতের মাঠ" বহুপূর্ব্বে সহর ছিল। পুষ্করিণীর নিকটবর্ত্তী স্থানে মৃত্তিকামধ্যে এখনও লোকাবাসের যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। এখানে অল্প মাটী খুঁড়িলেই বহু পুরাতন লৌহমল এবং ভগ্ন মৃৎপাত্রাদি কুমারের সাজ পাওয়া যায়। এই স্থান দেখিলেই মনে হইবে যে, বিলুপ্ত সহরের পূর্ব্ব দিয়া এক সময়ে ভাগীরথী প্রবাহিত ছিলেন। সম্ভবতঃ এই স্থানের প্রাচীন কীর্ত্তিরাজির সমস্তই ভাগীরথীর তরঙ্গে বিলুপ্ত হইয়াছে।

বিক্রমপুর ও দেবগ্রাম পূর্ব্বে বর্দ্ধমান জেলার কাঁটোয়া মহকুমার মধ্যে ছিল। এই বিক্রমপুরের ৩ ক্রোশ উত্তরে অগ্রদ্বীপ। বর্দ্ধমানের নূতন গেজেটীয়ারে লিখিত আছে, উজানি হইতে রাজা বিক্রমাদিত্য প্রত্যহ অগ্রদ্বীপে গঙ্গাস্নান করিতে আসিতেন। বিক্রমপুর ও দেবগ্রামের প্রাচীন ভূসংস্থান ও ভাগীরথীর গতি হইতে বেশ মনে হইবে, বর্ত্তমান অগ্রদ্বীপের মত এই উভয় স্থান ভাগীরথীর পশ্চিমে অর্থাৎ রাঢ়দেশেই ছিল। প্রবাদ অনুসারে উজানি মঙ্গলকোটে বিক্রমকেশরী বা বিক্রমাদিত্যের রাজধানী ছিল। বিক্রমপুর হইতে মঙ্গলকোট পর্য্যন্ত প্রায় ১২ ক্রোশ ভূভাগ বিক্রম নামক নৃপতির শাসনাধীন থাকা কিছু বিচিত্র নয়। সম্ভবতঃ রাজা বিজয়সেনের নিকট পরাজিত হইয়া বিক্রমরাজ উজানি মঙ্গলকোটে গিয়া বাস করিয়াছিলেন। তাঁহাকে পরাজয় করিয়া রাজা বিজয়সেন এখানে রাজধানী করিয়াছিলেন। বিজয়সেন, বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেন এই ৩ জন নৃপতির সময়ে বিক্রমপুর সেনরাজধানীরূপে গণ্য ছিল। মহম্মদ-ই-বক্তিয়ার খিলিজী নদীয়া জয়ের পর বিক্রমপুরও আক্রমণ করিয়াছিল এবং সেখানকার সমস্ত প্রাচীন কীর্ত্তি নষ্ট করিয়া ফেলে। বাঙ্গলার প্রায় সর্ব্বত্রই পূর্ব্বে যে যে স্থানে হিন্দুরাজগণের রাজধানী ছিল, আজকাল সেই সকল স্থানেই অধিকাংশ মুসলমানের বাস দেখা যায়। বর্ত্তমান বিক্রমপুর গ্রাম বা মৌজায় হিন্দুর বাস বেশী নাই, শতকরা ৯০ জন মুসলমান। মুসলমানেরা এখানকার প্রাচীন হিন্দুকীর্ত্তিও সমস্ত নষ্ট করিয়াছে। প্রাচীন বিশালাক্ষীদেবী এখনও এখানে বিরাজ করিতেছেন। অধুনা এই বিশালাক্ষী দেবীর খ্যাতি ও প্রতিপত্তির কথা অনেকের অপরিজ্ঞাত হইলেও এক সময়ে তাঁহার মাহাত্ম্য যে পূর্ব্ববঙ্গেও প্রচলিত ছিল। পূর্ব্ববঙ্গবাসী পুরাতন কবি কবিশেখর বলরাম চক্রবর্ত্তী "কালিকামঙ্গল" বা বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থে রাঢ়দেশের বিভিন্নস্থানের প্রসিদ্ধ দেবীমূর্ত্তিগুলির প্রসঙ্গে বিক্রমপুরের 'বিশালাক্ষীদেবীর' বন্দনা করিয়াছেন।[১৮] এখন সাধারণে এই বিক্রমপুরের পূর্ব্বপরিচয় বিস্মৃত হইয়া পূর্ব্ববঙ্গের বিক্রমপুরে সেনবংশের সম্বন্ধ কল্পনা করিয়া থাকেন।

(১৮) সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, সন ১৩৩৬ সাল ৫৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পূর্ব্ববঙ্গেও বিক্রমপুর নামে প্রসিদ্ধ নগর বিদ্যমান ছিল। ঈশ্বর বৈদিকের সুপ্রাচীন বৈদিক-কুলপঞ্জীর মতে এই বিক্রমপুর ব্রহ্মপুত্রের কূলে অবস্থিত ছিল।[১১] এই বিক্রমপুরে পরাক্রান্ত বর্ম্মবংশ ও চন্দ্রবংশ অধিষ্ঠিত ছিলেন। বর্ম্মবংশের মধ্যে রাজা হরিবর্ম্মদেবের ৪২ রাজ্যাঙ্কে প্রদত্ত তাম্রশাসনে এবং ভোজবর্ম্মদেবের বেলাব তাম্র-শাসন এবং শ্রীচন্দ্রদেবের রামপাল হইতে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে বিক্রমপুর-সমাবাসিত জয়স্কন্ধা-বারের উল্লেখ আছে। রাঘবেন্দ্র কবিশেখরের "ভবভূমিবার্ত্তা" হইতে জানা যায় কোটালী-পাড়বাসী গৌতমগোত্রের বীজপুরুষ গঙ্গাপতি রাজ্যনাশ ও যবনাগম লক্ষ্য করিয়া জন্মভূমি কান্যকুব্জ পরিত্যাগ করিয়া রাজা হরিবর্ম্মদেবের আশ্রয়ে কোটালীপাড়ে আগমন করিয়া-ছিলেন। সুলতান মামুদ ১০১৯ খৃষ্টাব্দে কনৌজ আক্রমণ করেন। সুতরাং ঐ সময়ে গঙ্গা-গতির বঙ্গাগমন সম্ভব। তৎকালে হরিবর্ম্মদেব বিক্রমপুরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

রাজন্যকাণ্ডে লিখিয়াছি রাজা হরিবর্ম্মদেবের ৭ জন সচিব ছিলেন, তন্মধ্যে ভবদেবভট্ট বাচস্পতি এই দুই জন প্রধান। ভুবনেশ্বরের বাসুদেব-মন্দিরে যে ভবদেবভট্টের প্রশস্তি খোদিত আছে তাহা তাঁহার বন্ধু বাচস্পতির রচিত; বাচস্পতির ন্যায়সূচীনিবন্ধ গ্রন্থে তাহার রচনাকাল "বস্বঙ্কবসুবৎসরে" অর্থাৎ ৮৯৮ শকের বা ৯৭৬ খৃষ্টাব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই গ্রন্থে গ্রন্থকার রাজা হরিবর্ম্মের নামোল্লেখ করেন নাই। সম্ভবতঃ ঐ গ্রন্থ রচনাকালে তিনি বঙ্গাধিপের সচিবত্ব লাভ করেন নাই। হরিবর্ম্মদেহের তাম্রশাসনে তাঁহার দ্বাচত্বারিংশৎ অব্দীয় বা ৪২ রাজ্যাঙ্কের উল্লেখ আছে। এদিকে দিগ্বিজয়ী চোলরাজ রাজেন্দ্র চোলের শিলালিপিতে তৎকর্ত্তৃক বঙ্গাধিপ গোবিন্দচন্দ্রের পরাজয় কথা বর্ণিত আছে। প্রায় ১০২২-২৩ খৃষ্টাব্দে রাজেন্দ্র চোল গোবিন্দচন্দ্রকে আক্রমণ করেন। এ অবস্থায় তাহার কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই হরিবর্ম্মদেবের রাজ্যাবসান স্বীকার করিতেই হইবে। ১০১৯ খৃষ্টাব্দে সুলতান মামুদ কর্ত্তৃক কনৌজ আক্রমণ ও রাজা হরিবর্ম্মদেবের সভায় গঙ্গাপতির আগমনের কথা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। ঐ সময়ে বা অল্প পরে হরিবর্ম্মদেবের রাজ্যাবসান হইয়া থাকিবে। অন্ততঃ ৪২ বর্ষ তাঁহার রাজত্বকাল ধরিয়া লইলে ৯৭৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার রাজ্যারম্ভ মোটামুটি ধরিয়া লইতে পারি। হরিবর্ম্মদেবের পর সম্ভবতঃ রাজা গোবিন্দচন্দ্র বঙ্গাধিপ হইয়াছিলেন। তিনিও রাজা রাজেন্দ্রচোলের হস্তে পরাজিত ও সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিলে চন্দ্রদ্বীপপতি শ্রীচন্দ্র আসিয়া বঙ্গরাজ্যাধিকার করেন এবং বিক্রমপুরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। মহারাজ হরিবর্ম্মদেব নিজ তাম্রশাসনে যেরূপ পরম বৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত

---

(১১) ঈশ্বর বৈদিক বিক্রমপুর প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন "বীরেশ্বর, শঙ্করবসতি, ব্রহ্মপুত্রজলকল্লোলকলম্বিত, বিবিধমনোহরমন্দিরনগরতরুবরাদিভূষিত বিবিধবুধজনসেবিত"—(রাজন্যকাণ্ড, ২০৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

হইয়াছেন, রাজা শ্রীচন্দ্রদেবও সেইরূপ তাঁহার তাম্রশাসনে "পরমসৌগত" বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। হরিবর্ম্মদেব বাৎস্যগোত্র ঋগ্বেদ আশ্বলায়ন শাখাধ্যায়ী কৃষ্ণধর মিশ্রকে উক্ত তাম্রশাসন দ্বারা ভূমিদান করেন। শ্রীচন্দ্রদেব শাণ্ডিল্যগোত্র শান্তিবারিক শ্রীপীতবাস গুপ্ত শর্ম্মাকে তাম্রশাসন দ্বারা বহু ভূমিদান করিয়াছিলেন। হরিবর্ম্মদেবের তাম্রশাসন-গৃহীতা কৃষ্ণধর মিশ্রের বেদ ও শাখার উল্লেখ আছে। শ্রীচন্দ্রদেবের তাম্রশাসন-গৃহীতার বেদ বা শাখার উল্লেখ না থাকায় তাঁহাকে বেদবিরোধী বৌদ্ধ বলিয়া মনে হইতেছে; সুতরাং পূর্ব্ব-বঙ্গে বিক্রমপুরাধিকারে বৌদ্ধ ব্রাহ্মণ প্রভাব ছিল তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে। হরিবর্ম্মদেব নিজে পরম বৈষ্ণব ও শত শত দেবকীর্ত্তি-প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া পরিচিত হইলেও এবং তাঁহার প্রধান মন্ত্রী ভবদেবভট্ট অনন্তবাসুদেব-প্রশস্তিতে 'বৌদ্ধাম্ভোনিধিকুম্ভসম্ভব-মুনিঃ" ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত হইলেও তৎকালে বঙ্গভূমি বৌদ্ধপ্রভাবশূন্য হইতে পারে নাই। এই সময়ে বহুসংখ্যক বৌদ্ধাচার্য্য হরিবর্ম্মদেবের অধিকারে বাস করিতেছিলেন, তিব্বতের তেঙ্গুর গ্রন্থে তাহার উল্লেখ আছে। হরিবর্ম্মের সমসাময়িক বৌদ্ধাচার্য্যগণের হস্তলিখিত বা রচিত বহু গ্রন্থ নেপাল হইতে বাহির হইয়াছে।

রাজা শ্রীচন্দ্রদেব কত দিন রাজত্ব করিয়াছিলেন তাহা সঠিক জানিবার উপায় নাই। সমসাময়িক ঘটনাবলী আলোচনা করিলে মনে হয় চন্দ্রবংশ চন্দ্রদ্বীপে এবং বর্ম্মবংশ বঙ্গে একই সময়ে রাজত্ব করিতেছিলেন। রাজন্যকাণ্ডে লিখিয়াছি, চন্দ্রবংশের প্রভাব খর্ব্ব করিয়া আবার বর্ম্মবংশের অভ্যুদয় হইয়াছিল। হরিবর্ম্মদেবের বৈমাত্রের ভ্রাতা জাতবর্ম্মার পুত্র সামলবর্ম্মা বিক্রমপুর অধিকার করেন। কিন্তু এক্ষণে হরিবর্ম্মদেবের তাম্রশাসনের লিপিপ্রণালী বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতেছে হরিবর্ম্মার তাম্রশাসনে তাঁহার পিতার নাম জ্যোতির্বর্ম্মা এবং ভোজবর্ম্মার তাম্রশাসনে সামলবর্ম্মার পিতার নাম জাতবর্ম্মা উৎকীর্ণ হইয়াছে। এ অবস্থায় হরিবর্ম্মা ও সামলবর্ম্মার কোন সম্বন্ধ সূচিত হইতেছে না। বৈদিক কুলপঞ্জীর মতে ৯৯৪ শকে (১০৭২ খৃষ্টাব্দে) সামলবর্ম্মার অভিষেক। শাকুনসত্রোপলক্ষে ১০০১ শকে (১০৭৯ খৃষ্টাব্দে) তিনি শুনকগোত্রীয় যশোধরমিশ্রকে আনাইয়া ছিলেন।

বহুবার লিখিয়াছি রাঢ়বঙ্গের ইতিহাসে ৯৯৪ শকাঙ্ক স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইবার যোগ্য। এই সময়ে পূর্ব্বোক্ত দেবগ্রাম-প্রতিবদ্ধ বিক্রমপুরে মহারাজ বিজয়সেন গৌড়াধিপরূপে এবং ব্রহ্মপুত্র-জলকল্লোলবলয়িত বিক্রমপুরে মহারাজ সামলবর্ম্মা বঙ্গাধিপরূপে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের অভিষেককালে উভয় বিক্রমপুরেই বহু সজ্জনের শুভাগমন হইয়াছিল। এই সময়ে উত্তর রাঢ় হইতে বহু শ্রেষ্ঠব্রাহ্মণ ও কায়স্থ উভয় রাজসভায় আহূত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে সৌকালীন সোমঘোষবংশীয় মকরন্দ ঘোষ, বিশ্বামিত্র সুদর্শন মিত্রবংশধর কালিদাস মিত্র, মৌদ্গল্য পুরুষোত্তম দত্তবংশধর এবং গৌড় হইতে দশরথ বসু আসিয়া রাজা বিজয়সেনের সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। ঐ সময়ে বিরাট গুহের আগমনের কথা কীর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু সমসাময়িক ঘটনা ও গুহবংশের ইতিহাস আলোচনা করিলে মনে হয় বিরাটগুহ রাজা বিজয়-

সেনের সভায় আগমন করেন নাই। তিনি বরাবর সামলবর্ম্মার সভায় আহূত হইয়াছিলেন। তিনি ও তাঁহার বংশধরগণ পূর্ব্ববঙ্গে সম্মানিত।

কুলপঞ্জিকা হইতে মনে হয় ঘোষ, মিত্র ও দত্ত এই তিনজন উত্তররাঢ় হইতে, দশরথ বসু গৌড় বা বরেন্দ্র হইতে এবং দে, দত্ত, কর, পালিত, সেন, সিংহ, দাস, এই সাতজন মহারাজ বিজয়সেনের সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। উত্তররাঢ় হইতে যে দত্তের কথা লিখিত হইয়াছে তিনি মৌদগল্য এবং অপর যে মৌলিক দত্তের কথা বলা হইয়াছে তিনি ভরদ্বাজগোত্র। ভরদ্বাজগোত্রের ঢাকুরী হইতে জানা যায়, কাঞ্চীপুর হইতে ভরদ্বাজ দত্ত বংশের বীজপুরুষ এদেশে আগমন করেন। দত্তবংশের ঢাকুরীতে এইরূপ লিখিত আছে :—

"বীজী পুরুষোত্তম দত্ত, সদাশিব অনুরক্ত, কাঞ্চীপুর হইতে গৌড়দেশে।
শ্রীবিজয় মহারাজ, অহঙ্কারী সভামাঝ, কুলাভাব হইল নিজ দোষে॥"

গৌড়পতি বিজয়সেন ও বঙ্গপতি সামলবর্ম্মার অভিষেক উপলক্ষে একই সময়ে উভয় স্থানে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের আগমন ঘটিয়াছিল। উভয় রাজার রাজধানীর নাম বিক্রমপুর ছিল এবং একই সময়ে উভয়ের অভিষেক উৎসব হইয়াছিল। একই সময় ও একই রাজধানীর নাম থাকায় বহু পরবর্ত্তীকালে এক রাজার সভার ঘটনা অপরের স্কন্ধে আরোপ কিছু বিচিত্র নহে। প্রাচীন কুলপঞ্জিকা আলোচনা করিলে জানা যায়, উত্তররাঢ়পতি আদিত্যশূরের সময়ে ৮০৪ শকে বা ৮৮২ খৃষ্টাব্দে উত্তররাঢ়ীয় বীজপুরুষগণের সমাগমে উত্তররাঢ়ীয় সমাজের সূত্রপাত। পরে মহারাজ বিজয়সেনের সময়ে ৯৯৪ শকে বা ১০৭২ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজের সূত্রপাত হইয়াছিল। অবশ্য সে সময়ে দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজের সূত্রপাত হইলেও উত্তররাঢ়ীয় ও দক্ষিণরাঢ়ীয় মধ্যে পার্থক্য ঘটে নাই। প্রকৃতপ্রস্তাবে মহারাজ বিজয়সেনের পুত্র বল্লালসেনের কুলপদ্ধতি স্বীকার না করায় বল্লালসেনের নিগ্রহে কয়েকঘর মাত্র একত্র হইয়া বল্লালীসমাজ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ হইয়া পড়েন। বল্লালসেনের রাজধানী বিক্রমপুর দক্ষিণরাঢ়ে অবস্থিত থাকায় বল্লালসেনের মতানুবর্ত্তী বিশাল কায়স্থসমাজ দক্ষিণরাঢ়ীয় আখ্যা লাভ করেন। বলিতে কি, বল্লালসেনের কুলবিধির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কি উত্তররাঢ় কি দক্ষিণরাঢ় সমস্ত রাঢ়বাসী কায়স্থগণ কনোজাগত ব্রাহ্মণসমাজের ন্যায় একমাত্র রাঢ়ীয় বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাঁহাদের আত্মীয় স্বজন যাঁহারা পূর্ব্ববঙ্গে বাস করিতেছিলেন, তাঁহারা বঙ্গজ বলিয়া পরিচিত হন।

চতুর্থ অধ্যায়

অপ্রাচীন কুলগ্রন্থ সমালোচনা।

রাজা বিজয়সেনের সভায় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ সমবেত হইয়াছিলেন। তৎপরে রাজা বিজয়সেন-পুত্র রাজা বল্লালসেনের সভায় তাঁহাদের বংশধরগণের মধ্যে কেহ কেহ কুলমর্য্যাদা পাইয়া বিশেষ ভাবে সম্মানিত হন। পূর্ব্বে যে এদেশে বিরাট ব্রাহ্মণ ও কায়স্থসমাজ ছিল, সেনবংশের অভ্যুদয়ে দাক্ষিণাত্যের বিধিনিয়মাদি প্রচলনের সহিত রাজসম্মানিত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ কয়েকঘর ব্যতীত আর সকলেই সামাজিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে গিয়া সম্মানিত ও অসম্মানিত উভয়দলে সংঘর্ষের সূত্রপাত হইয়াছিল। রাজসম্মানিত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ দলবদ্ধ হইয়া নূতন সমাজগঠনে অগ্রসর হইয়াছিলেন। এই সময় হইতে নবদল প্রাচীন সামাজিক ইতিহাস ও প্রাচীন রীতিনীতি লোপ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। সে সময় রাজসম্মানিত কায়স্থসমাজকে রাজসম্মানিত রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণসমাজ আপনাদের কুক্ষিগত করিবার অভিপ্রায়ে যেরূপ উদ্যোগ করিয়াছিলেন, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণসম্পর্কিত কায়স্থসমাজের আধুনিক কুলপঞ্জিকা হইতেই তাহার আভাস পাওয়া যায়, সেই সকল কৃত্রিম কুলপঞ্জিকা পরবর্ত্তীকালে প্রামাণিক কুলশাস্ত্র বলিয়া অভিহিত হইতে থাকে। এই সকল কুলগ্রন্থে আদি কায়স্থপরিচয় কিরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার কতকগুলি উদ্ধৃত করিতেছি—

১। দেবীবর-রচিত কুলপঞ্জিকায়—

"অম্বষ্ঠকুলসম্ভূত আদিশূরো নৃপেশ্বরঃ। রাঢ়গৌড়বরেন্দ্রাশ্চ বঙ্গদেশস্তথৈব চ।
এতেষাং নৃপতিশ্চৈব সর্ব্বভূমীশ্বরো যথা। অমাত্যৈর্বান্ধবৈশ্চৈব মন্ত্রিভির্দ্বিজবৃন্দকৈঃ।
এতৈঃ সহ মহীপাল একদা স নিজালয়ে। উপবিশ্য দ্বিজান্ প্রেষ্য ধর্ম্মশাস্ত্রপরায়ণঃ।
কেন যজ্ঞেন ভগবান্ প্রীতির্ভবতি নিশ্চিতং। তৎসর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি কথয়…দ্বিজসত্তমাঃ।
ইতি শ্রুত্বা দ্বিজাঃ সর্ব্বে খর্ব্বীকৃতকলেবরং। কথয়ন্তি নৃপাগ্রে তু সর্ব্বে বিকৃতমানসাঃ।
কেন কেন বিধানেন যজ্ঞং বা ক্রিয়তে বুধৈঃ। বয়ং সর্ব্বে ন জানামি বিধানং কীদৃশঃকুতোঃ।
ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্বা চিন্তান্বিত মহীপতিঃ। কিং করোমি ক গচ্ছামি বিললাপ পুনঃ পুনঃ।
ততঃ ক্রোঞ্চাৎ সমানীত দূতেন দ্বিজপঞ্চকান্। বেদশাস্ত্রাবগতান্ সর্ব্বানস্ত্রান্ বিশারদান্।
গোযানারোহিতান্ বিপ্রান্ খড়্গাচর্ম্মাদিভির্যুতান্। পণ্ডিতবেশান্ সমালোক্য বিষাদ জায়তে হৃদি।
অশ্রদ্ধা জায়তে রাজ্ঞি ইতি জ্ঞাত্বা দ্বিজোত্তমাঃ। আশীর্ব্বাদার্থ নির্ম্মাল্যং মল্লকাষ্ঠোপরিস্থিতাঃ।
তদা কাষ্ঠং সজীবঃ স্যাৎ ফলপল্লবসংবৃতঃ। ইতি দৃষ্ট্বা নৃপস্তস্মিন্ কম্পান্বিতকলেবরঃ।

স্তোত্রঞ্চ বহুধাস্তেষু ক্রিয়তে স নৃপোত্তমঃ
উপবিষ্টাঃ দ্বিজাঃ পঞ্চ তথা চ শূদ্রপঞ্চমঃ।
অদ্য মে সফলং জন্ম জীবিতঞ্চ সুজীবিতং।
এবঞ্চ ক্রিয়তে স্তোত্রং প্রচ্ছান্তৎ শূদ্রপঞ্চকে।
তৎ সর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি কথাচ শূদ্রপুঙ্গবাঃ।
কাশ্যপে চৈব গোত্রে চ দক্ষনামা মহামতি ঃ
শাণ্ডিল্যগোত্রসম্ভূতো ভট্টনারায়ণ কৃতী।
ভরদ্বাজেষু বিখ্যাত শ্রীহর্ষ মুনিসত্তমঃ।
সাবর্ণগোত্রনির্দ্দিষ্টো বেদগর্ভমুনিস্ত্বয়ং।
কালিদাস ইতি খ্যাতঃ শূদ্রবংশসমুদ্ভবঃ।
মৌদ্গল্য গো ত্রজো দত্তঃ পুরুষোত্তম সংজ্ঞকঃ
ইতি শ্রুত্বা নৃপস্তত্র মনসি হৃষ্টমাগতঃ।
গ্রামং সুবর্ণং গাঞ্চৈব বস্ত্রাদি বিবিধানি চ।
অত্র দেশে কৃতা বাস সর্ব্বে চ দ্বিজশূদ্রকাঃ।
এতেষাং কীর্ত্তনং যস্ত শ্রূয়তাং ভক্তিমানসঃ।

আসনং পাদ্যমানীয় দত্ত্বা বিনয়পূর্ব্বকং।
রাজস্তে কুশলং সর্ব্বং প্রোবাচেতি বদ স্ম তৎ।
পূতঞ্চ ভবনং জাতং যুষ্মদ্ভির্গমনং যতঃ।
যুষ্মাকং গোত্রমাখ্যা চ কিমর্থে বা দ্বিজৈঃ সহ।
ইতি রাজ্ঞঃ বচঃ শ্রুত্বা কথ্যন্তে নাম গো ত্রকান্।
তস্য দাসো গৌতমস্য গোত্রে দশরথ বসুঃ।
সৌকালিনে চ দাসোঽহং ঘোষ শ্রীমকরন্দকঃ।
দাসস্তস্য বিরাটাখ্যো গুহকঃ কাশ্যপঃ স্মৃতঃ।
অস্য দাসো মিত্রবংশ বিশ্বামিত্রশ্চ গোত্রকঃ।
বাৎস্য গোত্রেসু সম্ভূত ছান্দড়শ্চেতি সংজ্ঞিতঃ॥
এতেষাং রক্ষণার্থায় আগতোসি তবালয়ে॥
বিধানেনৈব নির্বত্য ক্রতুঞ্চ ধর্ম্মসংজ্ঞিতং।
দক্ষিণার্থে দ্বিজাতিভ্যঃ প্রদদুঃ সঃ নৃপোত্তমঃ।
বহবশ্চ প্রজাঃ জাতাঃ নানাদেশনিবাসিনঃ॥
তেষাঞ্চ বংশ বিস্তীর্ণ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ”

ইতি শ্রীদেবীবর কৃতং পঞ্চবিপ্রোপাখ্যানং

২। মাধব বসুর আধুনিক দক্ষিণরাঢ়ীয়-কারিকায় লিখিত আছে,

“গৌড়দেশবাসী, রাজা অভিলাষী, আদিশূর নৃপরায়।
যেন তুল্য ব্রহ্মা সৃষ্টি কৃতি কর্ম্মা আদিশূর মহাশয়॥
কোলাঞ্চর দেশ শুন সবিশেষ হৃদয় হইল খেদ।
সেই দ্বিজ আনি শুন নৃপমণি পুরাণ পড়াবে বেদ॥
কিবা মনে গণি পাত্র কহ শুনি শুনিয়া ভাবয়ে তারা।
যজ্ঞারম্ভ কর শুন নৃপবর তবে দ্বিজ আসি পারা॥
শুনি যুক্তিযুক্ত বচন নিয়ত দূত পাঠাইল রাজ।
করি প্রণিপাত সভে জুড়ি হাত নিবেদন করি কাজ॥
আদিশূর রাজা গৌড়ে মহাতেজা লইবে যজ্ঞের দীক্ষা।
তুমি গেলে সবে তবে যজ্ঞ হবে আছেন এই অপেক্ষা॥
শুনিয়া এতেক শক্তি পরতেক মনেতে বিষাদ হৈলা।
যজ্ঞ আরাধনা যার সর্ব্বজনা অত্যন্ত হরিষ পাইলা॥

আদিশূর রাজা গৌড়ে মহাতেজা বিষাদে কুপিল অতি।
আমা হৈতে রাজা কেবা আঁছে তেজা স্মরণে না শুনি ক্ষিতি॥
মন্ত্রী কহে দৃঢ় শুন ওহে মূঢ়, ভূপের ঈশ্বর তিনি।
আর কে ভূপতি আছে বসুমতী কর্ণেতে নাহিক শুনি॥
পুনঃ ভক্তি ভাবে দ্বিজবর তবে দয়া হৈল যজ্ঞ শুনি।
দ্বিজ নাহি যাবে তবে বিঘ্ন হবে অগ্নিষ্টোম ব্রত জানি॥
দেহ পরিরাজ গৌড় রাজ্য মাঝ যথা গৌড়পাল ধাম।
সাঙ্গ পরিষদ্ দেহ পরিষদ্ রূপে গুণে অনুপাম॥
সোম ঘোষ বংশ, মুখ্য অবতংশ মকরন্দ অরবিন্দ।
শেষে সৃষ্টিধর ঘোষে পরাৎপর কহিব যেন সানন্দ॥
বীরনাথ বসু হৈল দুই শিশু দশরথ সিন্ধুনাথে।
শম্ভু মিত্র নাম, সুত অনুপাম, কালী আদি তিন সুতে॥
ত্রিলোচন মিত্র পরম পবিত্র অরিমিত্র দাশরথী।
অহঙ্কার দত্ত পরম মহত্ব তস্য সুত শুভ ইতি॥
শ্রীপুরুষোত্তম দত্তকুলোত্তম দত্তকুলে দুই জন।
গুহ ত্রিবিক্রমে তিন পুত্রক্রমে শুন সভে সভাজন॥
দশরথ জ্যেষ্ঠ দয়াবন্ত শ্রেষ্ঠ শুচিরথ সর্ব্বশেষে।
রাজ আজ্ঞা পাইয়া ইষ্ট স্মরণ লইয়া চলিলেন গৌড়দেশে॥
ভট্টনারায়ণ সঙ্গে নিরূপণ ঘোষ মকরন্দ সার।
দক্ষ দ্বিজনাথে বসু দশরথে ক্রমে নিবেদিব আর॥
ছান্দড় দ্বিজ সে কালী মিত্র সাথে পশ্চাৎ হইয়া যান।
বেদগর্ভ শর্ম্মা পুণ্যতেজকর্ম্মা পুরুষোত্তমের পরাণ॥
শ্রীহরি দ্বিজেতে গুহ দশরথে গৌড় দেশেতে চলিল।
পঞ্চ দ্বিজনাথ পঞ্চ পাত্র সাথ সবে সাজিতে লাগিল॥
মুখে গোঁপ দাড়ী শিরে জটাবেড়ী করপদে দীর্ঘনখ।
ভগবান্ বস্ত্র তরকোচ অস্ত্র, পৃষ্ঠে কানন গণ্ডলিখ॥
অসি চর্ম্ম পাশ দেখি লাগে ত্রাস, চরণ যুগলে মোজা।
আঙ্গরাখা গায়, শরাসন রায় রবির কিরণ তেজা॥
চলে দ্বিজগণে বৃষ আরোহণে দ্বিতীয়তঃ বৈশ্বানর।
মুখে বেদবাণী, অগ্নি হয় পানি ক্ষিতি কাঁপে সসাগর॥
প্রতাপে প্রচণ্ড দীপ্ত রবি খণ্ড হেলায় জিনিল ক্ষিতি।
চলে দ্বিজগণে বৃষ আরোহণে স্থির হইল বসুমতী॥

আসি এইরূপে গৌড় অধীপে আদিশূর সিংহদ্বারে।
দ্বি আগমন দেখি সর্ব্বজন কহেত রাজার তরে॥
শুন অপরূপ দেখিলাম ভূপ কোলাঞ্চ দ্বিজের ঠাট।
চলে দ্বিজগণে বৃষ আরোহণে ধূলায় পুরিয়া বাট॥
শরাসন বাঁধা চক্ষে লাগে ধাঁধা মোজা যে যুগল পায়।
অসি চর্ম্ম সাথে পাগ আছে মাথে দোশালা পাসরি গায়॥
ব্রহ্মচারী প্রায় দেখিলাম রায় আশায় বুঝিতে নারি।
ভগবান বস্ত্র তরকোচ অস্ত্র দাড়ি চুল নখ ভারী॥
কদাচারময় নাহি বুঝি প্রায় দেশাচার নাহি জানি।
দ্বিজ আচরণ শুনিয়া রাজন্ না আইলা পুটপানি॥
দেখি রাজনীত বুঝিলা ইঙ্গিত ফিরিতে হইল সাধ।
অর্ঘ্য ছিল হাতে মল্লকাষ্ঠ মাথে রাখিলেন আশীর্ব্বাদ॥
দেশপানে যাই অতি বেগে ধাই উষ্মায় পূরিত দেহ।
পঞ্চ মহাশূর দেখি ভয়ঙ্কর সভয়ে চমকে কেহ॥
রাজা স্থানে যায় অতি বেগে ধায় কহিল সকল বাণী।
মল্লকাষ্ঠ মাথে অর্ঘ্য থুইয়া তাথে দেশে গেলা দ্বিজমণি॥
মল্লকাষ্ঠ বাণী শুনি নৃপমণি কহে রাজা আদিশূরে।
আশু বাড়াইয়া পদ জড়াইয়া ধর দ্বিজ কত দূরে॥
শতে শতে যত ধায় গতি দ্রুত কুঠার বাঁধিয়া গলে।
রাজা আসি শেষে কহে স্তুতি ভাষে দ্রুত পড়ে পদতলে॥
আমি মূঢ়মতি, না জানি ভকতি, তুমি সে দেবের রাজ।
হর দ্বিজ উষ্ম, আমি হয় ভস্ম, এহেন নহিবে কাজ॥
দ্বিজবর কয় শুন সদাশয় ব্রাহ্মণ কোলাঞ্চদেশী।
আনি দ্বিজগণ কর বিড়ম্বন কি হেতু এমন বাসী।
দেশাচার ধর অবধান কর শুন হে গৌড়ের রায়।
দেখ যে এমন মোরা পঞ্চজন যোদ্ধা দ্বিজ বেশ প্রায়॥
ব্রহ্মচারী জানি পঞ্চ দ্বিজমণি বৃষ আরোহণে স্থির।
শরেতে শাপেতে ভুবন দহিতে পারি এক দ্বিজবীর।
রাজা বলে বাণী মিথ্যা নহে জানি অসাধ্য তোমার নয়।
তব আশীষিয়ে মল্লকাষ্ঠ জীয়ে দেখি মনে লাগে ভয়॥
হেন অপরূপ দেখিলেন ভূপ সঙ্গে শূদ্র পঞ্চজন।
যোদ্ধা বেশ ধজ সাথে করি পুনঃ ফিরে এই মনে লয়॥

আদি বিবরণ ভট্টনারায়ণ কহেছেন অমৃত ভাষ।
দেশে পঞ্চরত্ন করি বহু যত্ন তনয় পাঠায় পাশ॥
সোমঘোষ বংশ মুখ্য অবতংস মকরন্দ ঘোষ নাম।
কুলে রাজরানী সর্ব্বলোকে মানি কোলঞ্চে রহিল ধাম॥
ঘোষ কহে বাণী, শুন নৃপমণি, পুরুষক্রমে হই দাস।
নৃপ বলে ধন্য, ঘোষ বড় পুণ্য হৃদয় জন্মে যে আশ॥
যে হয় প্রধান সর্ব্বত্র সমান তুমি মুখ্য কুলরাজ।
দক্ষ পাণি চাইয়া যুগপাণি হইয়া জিজ্ঞাসিতে বাসি লাজ॥
দ্বিজবর কয় শুন সদাশয় বীরনাথ বসু সুত।
দশরথ নাম কুল অনুপাম সঙ্গেতে সেনা অযুত॥
বসু কহে বাণী শুন নৃপমণি দ্বিজদাসে আছি চিহ্ন।
রাজা বলে বট তুমি নহে খাট কুলে শীলে অগ্রগণ্য॥
ছান্দড়ের প্রতি রাজা করে স্তুতি কি নাম সন্তান কার।
দ্বিজবর কয় শুন সদাশয় শম্ভু মিত্র অবতার॥
মিত্র কালিদাস কুলে শীলে আশ আমার ভকতি যেবা।
মিত্র কহে বাণী শুন নৃপমণি পুরুষক্রমে করি সেবা॥
রাজা বলে মিত্র পরম পবিত্র বচন মধুর ভাব।
দেখি ভব জন দ্বিজ পদে শুন মনেতে করিয়া লাভ॥
বেদগর্ভের তরে রাজা আদিশূরে দত্তের জিজ্ঞাসে কুল।
দ্বিজবর কয় শুন সদাশয় অহঙ্কার দত্তমূল॥
শ্রীপুরুষোত্তম দত্তকুলোত্তম কোলঞ্চনগরবাসী।
পুরুষোত্তম দত্তে কাছে মুহূর্ত্তে দ্বিজেরে সংহতি আসি।
আমরা কুলীন জানে সর্ব্বজন কোলাঞ্চ নগরে ধাম।
শুনি আদিশূর বলে কটুত্তর দত্ত তোরে বিধি বাম॥
রাজা বলে দত্ত ছাড়হ মহত্ব কহত কুৎসিত কথা।
ইন্দ্র সুরপতি দ্বিজপদে নতি দত্ত সে না জানে মূল্য॥
ঘোষ বসু মিত্র পরম পবিত্র নহিবে ইহার তুল্য।
এত শুনি দত্ত দূরে গেল মহত্ত্ব পাইল পরম লাজ।
কুলহীন হৈল সঙ্গে মাত্র রৈল হইয়া মৌলিকরাজ॥
শ্রীহরি দ্বিজরে কহে নৃপবরে ইহার শুনিব কথা।
গুহ ত্রিবিক্রমে সুত অনুক্রমে শুনি হাসিল সর্ব্বথা॥
গুহ দশরথে সেবে অনুব্রতে সভা হাসে মনে মনে।

পন্ত শুনি সবে হাসে কলরবে গুহ শুনি মনে মনে ॥
এই সঙ্গে বাস নাহি মোর আশ বঙ্গেতে চলিয়া যাব।
এথা থাকা ভাল নাহি কোন কাল পরম লজ্জা যে পাব ॥
ঘোষ বসু মিত্র পরম পবিত্র কুলীন হইলা তবে।
গুহ গেল বঙ্গে দত্ত রৈল সঙ্গে শ্রেষ্ঠ যে মৌলিক ভাবে ॥
ব্রহ্ম সংস্থাপন করিলা রাজন্, দিঘী বাটী ভূমিবর্ত্তী।
নিত্য নৌতুন মানে দ্বিজের সম্মানে মহারাজ চক্রবর্ত্তী ॥
করি যজ্ঞ কাজ সাঙ্গ মহারাজ পূজা করি দ্বিজগণে।
মল্লিকা মালতী পুরে অবস্থিতি নিত্য যে নৌতুন মানে ॥
ঘোষ বসু মিত্র পরম পবিত্র দত্ত যে রহিলা সাথে।
পশ্চাতে ছয় ঘর আনি নৃপবর সমাজ পূরিলা তাথে ॥
দেবেতে হরিরাম পালিতে শ্রীরাম আর গিরিধর কর।
সেনেতে চরণ দাসেতে শরণ সিংহেতে মুরারি ধর ॥
কায়স্থের দশ সমাজের যশঃ কহিতে সে অনুপাম।
আসি গৌড় মাঝে করিয়া সমাজে ছাড়িয়া কোলাঞ্চ ধাম ॥
কুলীনের ঘর তিন অতঃপর আদান প্রদান লবে।
মৌলিকের কাজ শুন মহারাজ আঙ্গরস দান দিবে ॥
কবিতার ছন্দ যদি থাকে মন্দ সুজনে করিবে দোষ।
সারদার পদ আমার সম্পদ কহে মাধব বসু তোষ ॥"

৩। ঘটক-চূড়ামণি কায়স্থ কারিকায় লিখিত আছে—

"আদিশূর করিলেন কামেষ্টি আরম্ভণ নিমন্ত্রিয়া আনিলেন ঋষি পঞ্চজন ॥
সভাতে বসিল তবে মুনি পঞ্চজন। পাত্র মিত্র সভাসদ্ সহিত রাজন্ ॥
পঞ্চজন কায়স্থ আছে নৃপতি সদন। সসম্ভ্রমে নরপতি দিলা আলিঙ্গন ॥
জিজ্ঞাসিল নরপতি মুনিদের স্থানে। এত শুনি কহে তবে পঞ্চ তপোধনে ॥
এই পঞ্চ জন হয় কায়স্থ কুমার। জিজ্ঞাসহ ইহাদিগে কি কহে উত্তর ॥
দশরথ মকরন্দ কালিদাস কয়। শিষ্য অনুগত মোরা শুন মহাশয় ॥
দক্ষ দ্বিজ আদি করি মুনি পঞ্চজন। ইহাদের দাস হৈনু শুন সর্ব্বজন ॥
পুরুষোত্তম দত্ত কহে করপুটে। তোমা দরশনে আইলাম মুনি সঙ্গে বটে ॥
দত্ত কহে ভৃত্য নহি শুন মহীপাল। এক গ্রামে বসতি আছয়ে বহুকাল ॥
কায়স্থ কুলেতে জন্ম শুন নরপতি। রাঢ় দেশ দেখিবারে আইলাম সংহতি ॥
এত শুনি কহে মুনি হয়ে অগ্নিবৎ। আমাদের সঙ্গে আসি অহঙ্কার এত ॥
দাস বলি পরিচয় কেন নাহি দিলে। এখনি তাহার ফল পাইবে অচিরে ॥

গুহকে জিজ্ঞাসিলে কহে হর্ষশিষ্য আমি।　তায় তুষ্ট নৃপ কহে ভাল বট তুমি
ঘোষ বসু মিত্র রাঢ়ে বঙ্গে কুলীন গুহ　এই তিন কুলীন হইল নিশ্চয় জানিহ॥
ঘোষ বসু মিত্র গুহ কুলের অধিকারী।　অভিমানে বালীর দত্ত যায় গড়াগড়ি॥
কাতর দেখিয়া দত্তে কহেন রাজন।　সন্মৌলিক হইলে তুমি শুন পুরুষোত্তম॥
এত বলি আশীর্ব্বাদ দিল পঞ্চ জনে।　মুনি সনে রহিলেন ধর্ম্মের রক্ষণে॥

আর যত কায়স্থ আইলেন পরে।　পত্র দিয়া মুনিগণ আনিল সভারে॥
পশ্চিম হইতে আইলা গৌড়দেশ পরে　সপ্তগ্রামে মিলিল মৌলিক আসি যত॥
আর যত কায়স্থ আইল তবে তত॥"

(দ্বিজ ঘটকচূড়ামণির কারিকা)

৪। ঘটককেশরীর দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থকুলকারিকায় পাইতেছি—

"শুনি আপনার পরিচয় দেন তাঁরে।　কালিদাস মকরন্দ দশরথ পরে॥
জাতিতে কায়স্থ হই মুনিদের দাস।　দ্বিজ সঙ্গে আসিয়াছি তীর্থ অভিলাষ॥
দশরথ গুহ আর পুরুষোত্তম দত্ত।　কহিতে লাগিল দোঁহে আপনার তত্ত্ব॥
প্রাতিবাসী তুই দ্বিজ সঙ্গে আগমন।　মনের মানস যাই তীর্থ দরশন॥
এ দোঁহার বাক্যে রাজা চিত্তে অসন্তোষ　আমার রাজ্যেতে পূজ্য বসু মিত্র ঘোষ॥
রাজা বলে বুঝিলাম তোমাদের মতি।　পুনর্ব্বার বল দেখি আপন পদ্ধতি॥
দর্প করি দশরথ কহে পুনর্ব্বার।　আমার পদ্ধতি গুহ রাজার কুমার॥
শুনিয়া হাসিল রাজা গর্ব্বিত বচন।　লজ্জা পেয়ে গুহ কৈল বঙ্গেতে গমন॥
দত্ত সুত তত্ত্ব বুঝি সুমতি হইল।　বিনতি প্রণতি করি দ্বিজে না ছাড়িল॥
ঘোষ বসু মিত্র দত্ত এই চারি জন।　দ্বিজাজ্ঞায় সপ্তগ্রামে রহিল তখন॥
তার পর ছয় জন মৌলিক আনাইল।　সম্মান করিয়া স্থান সভাকারে দিল॥
ইহাদের পরিজন পরে আনাইল।　বৃত্তি দিয়া নিজ দেশে সভারে থুইল॥"

রামানন্দের বঙ্গজকুলকারিকায় পাইতেছি—

"ভট্টনারায়ণো দক্ষ ছান্দড় শ্রীহরিস্তথা।　বেদগর্ভ-সমাখ্যাতো পঞ্চৈতে বঙ্গবাহিনী॥
এই পঞ্চ মুনি সঙ্গে দশরথ বসু রঙ্গে চলিতে লাগিল শূরমণি॥
চলে মকরন্দ ঘোষ নিশাপতি পরিতোষ দশরথ গুহ অনুসার।
মিত্রবংশে কালিদাস ধর্ম্মেতে সদাই আশ পঞ্চমেতে এই তত্ত্ব সার॥
আর পুরুষোত্তম দত্ত কহিলেন এই তত্ত্ব চলিলেন এই পঞ্চজন।
তিল তুলসী কুশীকোশা সত্য ধর্ম্ম পরিতোষা দণ্ড কমণ্ডলু লইয়া হাতে।
বৃষভবাহনে বিপ্র চলিলেন দ্বিগুণ ক্ষিপ্র দশজন চলে এক সাথে॥
হই সুরধনী পার করি গঙ্গা পরিহার বড়গঙ্গা জগতে বাখানী।

বঙ্গদেশেতে আসি রাজস্থানেতে বসি বলদ ছেদিলা মহামুনি ॥
চর আসি বলিল বাণী শুন রাজা নৃপমণি গোবধ হইল তব পুরে ॥
শুনিয়া এ সব বাণী ক্রোধ হইল পঞ্চমুনি এথা হইতে চলিল তখন।
দণ্ড কমণ্ডলু ধরি মন্ত্র উচ্চারণ করি বলদ জিয়াইলা ততক্ষণ ॥

× × × ×

জোড় হস্তে নৃপতি নানাবিধ স্তব স্তুতি নিবেদন করি ও পাএ।
চলিল হরিষ মনে বসাইলা সিংহাসনে নৃপতি ধরিলা দুই পাএ ॥
পঞ্চ কায়স্থ আনে বসাইলা সিংহাসনে তবে দত্ত দেয় পরিচয়।
শুন পরিচয় বঙ্গে আসিয়াছি মুনি সঙ্গে আমি কাহার নফর নয় ॥
গুহ দিলা পরিচয় শুন রাজা মহাশয় আমি হই রাজার তনয়।
ঘোষ বসু মিত্র বলে শুন রাজা যজ্ঞস্থলে আমাগারো তিনের পরিচয় ॥
অবধান কর রায় দিব মোরা পরিচয় আমরা হই পঞ্চ মুনির দাস।
দত্ত বলে শুন তত্ত্ব আমি নহি কাহার ভৃত্য আমি হই এক গ্রামে বাস ॥
শুনি রাজা কহেন কথা গুহ দত্তের এক কথা হেথা কুল নহিবে দোঁহার।
দত্ত চলিলা অভিমানে নৃপতি শুনিলা কাণে ডাকিয়া আনিল পুনর্ব্বার।
এথা কুল না পাইবা কুলীন সমান হবা উপস্থিত হইলা দক্ষিণরাঢ় ॥”

৬। শব্দকল্পদ্রুমোক্ত দক্ষিণরাঢ়ীয় ঘটককারিকা ও চন্দ্রদ্বীপপতি প্রেমনারায়ণের সভায় রচিত গৌড়বংশাবলী বা বঙ্গজকায়স্থকারিকায় লিখিত আছে—

“সুকৃতালিকৃতাম্বর এব কৃতী ক্ষিতিদেবপদাম্বুজচারুরতিঃ।
মকরন্দ ইতি প্রতিভাতি যতির্দ্বিজবন্দ্যকুলোদ্ভবভট্টগতিঃ ॥১
(স চ ঘোষকুলাম্বুজ-ভানুরয়ং প্রথিতেন্দুযশঃ সুরলোকবশঃ।
সততঃ সুমুখী সুমতিশ্চ সুধীঃ শরদিন্দুপয়োম্বুধিকুন্দযশাঃ ॥২)
(স সৌকালীনগোত্রজঃ শৈব এব তদ্গোত্রে দেবতা কালিকা দেবপূজ্যা।
শ্রীভট্টস্য শিষ্যো মহাতান্ত্রিকাগ্র্যাঃ সূর্য্যধ্বজধর ইহাপি শূরাগ্রগণ্যাঃ ॥৩)
বসুধাধিপচক্রবর্ত্তিনো বসুতুল্যাঃ বসুবংশসম্ভবাঃ।
বসুধাবিদিতাঃ গুণার্ণবৈর্নিয়তং তে জয়িনো ভবন্তু নঃ ॥৪
দশরথো বিদিতো জগতীতলে দশরথপ্রথিতঃ প্রথমঃ কুলে।
দশদিশাং জয়িনাং যশসা জয়ী বিজয়তে বিভবৈঃ কুলসাগরে ॥৫
(সচ চৈত্রকুলাম্বুজসূর্য্যসমো গৌতমগোত্রতঃ শ্রী।
দক্ষশিষ্যো মহাত্মা সুধীরো ধার্ম্মিকমতির্নির্ম্মলাস্যঃ ॥৬)
যশস্বিনাং যশোধরঃ সদাহি সর্ব্বস দরঃ প্রমত্ত সত্ত্বমত্তহঃ শরৎসুধাংশুবদ্যশঃ ॥৭
প্রতাপতাপনোগুপদ্বিষালিযোধিদালিকো বিভাতি মিত্রবংশসিন্ধু কালিকাদাসচন্দ্রকঃ ৮

দ্বিজালি-পালনার্থকোঽপ্যসৌ চ হর্ষসেবকঃ। কুলাম্বুজপ্রকাশকো যথান্ধকারদীপকঃ ॥৯
(মহাতান্ত্রিকো বীরবর্য্যাগ্রগণ্যাভিমানী ॥) অয়ং গুহকুলোদ্ভবো দশরথবংশাভিধানো মহান্ ॥১০
কুলাম্বুজমধুব্রতো বিবিধপুণ্যপুঞ্জান্বিতঃ। বিরাটপুরুষসমঃ বিরাটাভিধানো গরীয়ান্ ॥ ১১
সুতাপসো মহাবাহুঃ কাশ্যপগোত্রসম্ভবঃ। শ্রীহর্ষশিষ্যো মতিমান্ কালিকায়াশ্চ ভক্তঃ ॥ ১২)
নিশম্য ভট্টেন গুহপ্রভাষিতং সকলসৈন্যেরতিহাস্যতামভূৎ। স বঙ্গগমনোদ্যতো বিবিধমানভঙ্গে যতঃ॥১৩
অয়ঞ্চ পুরুষোত্তমঃ কুলভৃদগ্রগণ্যঃ কৃতী। সুদত্তকুলসম্ভবো নিখিলশাস্ত্রবিদ্যোত্তমঃ ॥
(মহাকৃতির্মহামানী কুলভৃদগ্রগণ্যকঃ। স আগতো বঙ্গদেশে সর্ব্বেষাং রক্ষণায় চ ॥
স চ শৈকসেনাধরো শৈববরঃ রথিনাঞ্চ রথী স মৌদ্গল্যগোত্রঃ।
শস্ত্রজ্ঞঃ শাস্ত্রজ্ঞো ভাস্বরশ্চ বলী পিণাকপাণিঃ কুলদেবতা চ) ॥”[২০]

৬। দ্বিজ বাচস্পতির বঙ্গজকায়স্থকারিকায় লিখিত আছে—

“মকরন্দো মহাকৃতী ঘোষবংশশিরোমণিঃ।
দশরথো মহাশূরো বসুকুলস্য দীপকঃ ॥
গুহস্য ভূষণো ধীরঃ বিরাটশ্চ মহাবলী।
তথা মিত্রকুলাম্বুজঃ কালিদাসো মহাভুজঃ ॥
পুরুষোত্তমো বীর্য্যবান্ দত্তকুলস্য ভাস্করঃ।
নাগস্য দীপকঃ সুধী দেবদত্তো মহাযশঃ ॥
চন্দ্রভানুর্মহাজ্ঞানী নাথস্য বংশশেখরঃ।
তথা শুদ্ধ চন্দ্রচূড়ো দাসস্য কুলভূষণঃ ॥
অষ্টৌ খ্যাতাস্ত কায়স্থাঃ কান্যকুব্জাৎ সমাগতাঃ।
অম্বষ্ঠস্য কুলমেকং সেনবংশ-প্রসিদ্ধকং ॥
অম্বষ্ঠাৎ গৌড়মাসাদ্য ততো গৌড়ঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
তৎকুলেষু সমুদ্ভূতো জয়ধরো মহাকৃতিঃ ॥
করস্য বংশসম্ভূতো ভূমিঞ্জয়ো মহাযশাঃ।
ভূধরো ভূধরসমঃ দাসস্য কুলভূষণঃ ॥
জয়পালো মহাবাহুঃ পালস্য বংশচন্দ্রকঃ।
পালিত-বংশ-সম্ভূতশ্চক্রী চক্রধরস্তথা ॥
চন্দ্রধ্বজো মহামানী চন্দ্রবংশস্য দীপকঃ।
রিপুঞ্জয়ো মহাপ্রাজ্ঞো রাহাবংশসমুদ্ভবঃ।
বীরভদ্র সুশীলশ্চ ভদ্রকুলাম্বুজস্তথা।
দণ্ডধরো মহাবলী ধরস্য ভূষণঃ স্মৃতঃ ॥

(২০) বন্ধনীর মধ্যগত শ্লোকাংশ শব্দকল্পদ্রুমে নাই, গৌড়বংশাবলীতে আছে।

তেজোধরঃ সুধীরশ্চ নন্দীবংশ-শিরোমণিঃ।
শিখিধ্বজো মহাবাহুর্দেববংশাম্বুজস্তথা ॥
বশিষ্ঠশ্চ কুণ্ডপতিঃ কুণ্ডবংশস্য চন্দ্রকঃ।
তথা ধীরো ভদ্রবাহুঃ সোমবংশসমুদ্ভবঃ ॥
সিংহবংশাম্বুজো বলী বীরবাহু র্মহাকৃতিঃ।
ইন্দুধরো মহাশূরো রক্ষিতকুলভূষণঃ ॥
অঙ্কুরবংশদীপশ্চ হরিবাহুঃ সুধীস্তথা।
বিষ্ণুবংশোদ্দীপকশ্চ লোমপাদো মহাযশাঃ ॥
বিশ্বচেতাঃ মহাজ্ঞানী আঢ্যস্য কুলসম্ভবঃ।
তথা মহীধরঃ প্রাজ্ঞো নন্দন-কুলভূষণঃ ॥
একোনবিংশতিশ্চৈতে কান্যকুব্জাৎ সমাগতাঃ।
স্থাপয়ামাস তান্ সর্ব্বান্ আদিশূরো নৃপেশ্বরঃ ॥
রাজরাট্ সপ্তপুরশ্চ রাজাপুরস্তথৈব চ।
বটগ্রামো মল্লপুরঃ পদ্মদ্বীপশ্চ লোহিতঃ ॥
মল্লকোটির্লক্ষ্মীপুরঃ কেশিনী চ কুমারকঃ।
কীর্ত্তিমতী নন্দীগ্রামো দেবগ্রামস্তথা স্মৃতঃ ॥
বাটাজোড়ঃ স্বর্ণগ্রামো দক্ষপুরশ্চ মাণ্ডবঃ।
মণিকোটি র্ভল্লকোটিঃ শম্ভুকোটিস্তথৈব চ ॥
সিংহপুরো মৎস্যপুরো মেঘনাদস্তথাপি চ।
ভল্লকুলী সিন্ধুরাঢ়ঃ সুরপুরী তথা স্মৃতঃ ॥
সপ্তবিংশতি নামানি গ্রামানি সমৃদ্ধানি চ।
বাসার্থং প্রদদৌ তেভ্যঃ আদিশূরো নৃপোত্তমঃ ॥
এতেষাঞ্চ সুতাঃ পুনর্দেশান্তরং গতাঃ ক্রমাৎ।
কুলং চতুর্বিধং তেষাং বিভক্তং শ্রেণীভেদতঃ ॥
উদগ্ দক্ষিণরাঢ়ৌ চ বঙ্গবারেন্দ্রকৌ তথা।
ইতি চতস্রঃ সংজ্ঞাঃ স্যুস্তত্তদ্দেশনিবাসিনাং ॥
স্থানভেদাচ্চ তে সর্ব্বে আচারান্তরতাং গতাঃ।
যেষু স্থানেষু যদ্ধর্ম্মঃ কুলাচারশ্চ যাদৃশঃ ॥
তত্র তন্নাবমন্যেত ধর্ম্মস্তত্রৈব তাদৃশঃ।
কুলধর্ম্মস্ততস্তেষাং ভিন্নো ভিন্নো ব্যবস্থিতঃ ॥*

উপরে যে সকল কুলগ্রন্থের বচন উদ্ধৃত হইল, তাহার কোন খানিই তেমন প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না। ঐ সমস্তের মধ্যে দেবীবর-রচিত পঞ্চবিপ্রাখ্যান খৃষ্টীয় ১৬শ শতকের

রচনা। পরবর্ত্তী দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ ঘটকগণ তাঁহারই অনুবর্ত্তী হইয়াছেন। দেবীবর রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণকুলাচার্য্য ছিলেন। তাঁহার সময়ে সমগ্র গৌড়দেশে কায়স্থগণের অসাধারণ প্রভাব। তাঁহাদিগকে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণসমাজের অনুগত ও ভক্ত করিবার উদ্দেশ্যে তিনি ঐরূপ অপূর্ব্ব কুলকারিকার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কুলজ্ঞগণ কতকটা তাঁহার অনুকরণ করিলেও সর্ব্বাংশে অনুকরণ করেন নাই, তাই পঞ্চ বিপ্রের সহিত পঞ্চ কায়স্থের শিষ্যত্ব বজায় রাখিতে গিয়া উদ্ধৃত কুলকারিকায় সকলে এক মত নহেন।

দেবীবর ভট্টনারায়ণাদি যে পঞ্চজন ব্রাহ্মণকে আদিশূরের সভায় আগমন করেন লিখিয়াছেন, প্রকৃত প্রস্তাবে সেই পাঁচ জন কান্যকুব্জ হইতে আদিশূরের সভায় শুভাগমন করেন নাই। হরিমিশ্র, এড়ুমিশ্র প্রভৃতি প্রাচীন রাঢ়ীয় বিপ্র-কুল-কারিকা অনুসারে ভট্টনারায়ণাদি পঞ্চবিপ্রের পিতারাই এ দেশে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম—শাণ্ডিল্যগোত্রে ক্ষিতীশ, কাশ্যপগোত্রে বীতরাগ, বাৎস্যগোত্রে সুধানিধি, সাবর্ণগোত্রে সৌভরি ও ভরদ্বাজগোত্রে মেধাতিথি। দেবীবর ও তদনুবর্ত্তী পরবর্ত্তী কুলাচার্য্যগণ রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের সহিত পঞ্চকায়স্থ বীজপুরুষগণকে জড়াইবার জন্য যেরূপে পরিচয় দিয়াছেন তাহা প্রাচীন কুলগ্রন্থ বা ইতিহাস-সম্মত নহে।

উক্ত পঞ্চব্রাহ্মণ ও পঞ্চকায়স্থের পরবর্ত্তী বংশধরগণকে লইয়া গৌড়াধিপ বল্লালসেনের সভায় যে কুলবিধি প্রচলিত হইয়াছিল তাহার বিবরণ পাঠ করিলে সকলে জানিতে পারিবেন, ভট্টনারায়ণাদি পঞ্চবিপ্র ও দশরথ বসু আদি পঞ্চকায়স্থ কেহই সমসাময়িক নহেন।

প্রাচীন কুলপঞ্জিকা আলোচনা করিলে দেখা যায়, ভট্টনারায়ণের অধস্তন ১০ম ও ১১শ পুরুষ এবং মকরন্দ ঘোষের অধস্তন ৫ম পুরুষ, কাশ্যপ দক্ষের অধস্তন ৮ম পুরুষ, দশরথ বসুর অধস্তন ৫ম পুরুষ, সাবর্ণ বেদগর্ভের অধস্তন ১২শ পুরুষ ও কালিদাস মিত্রের অধস্তন ৮ম পুরুষ, বাৎস্য ও ছান্দড়ের ১১শ পুরুষ এবং মৌদগল্য পুরুষোত্তম দত্তের ৬ষ্ঠ পুরুষ, ভরদ্বাজ শ্রীহর্ষের অধস্তন ১২শ পুরুষ ও দশরথ গুহের অধস্তন ৫ম পুরুষ রাজা বল্লালসেনের কুলবিধির সময়ে বিদ্যমান ছিলেন। এরূপ স্থলে পঞ্চব্রাহ্মণ বীজী ও পঞ্চকায়স্থ বীজী যে এক সময়ের লোক নহেন এবং পরস্পরে পূর্ব্বে কোন সম্বন্ধ ছিল না তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে।

হরিমিশ্রের প্রাচীন কারিকায় লিখিত আছে, "পঞ্চ সুশ্রূষকাঃ পূর্ব্বং কায়স্থা ইহ চাগতাঃ" অর্থাৎ ক্ষিতীশাদি পঞ্চবিপ্রের সহিত ৫ জন কায়স্থ-শিষ্য আসিয়াছিলেন। এই পঞ্চকায়স্থের নাম উক্ত প্রাচীন গ্রন্থে নাই, তাঁহাদের পরিচয় দিবার কোন প্রয়োজনও ছিল না। সম্ভবতঃ পরবর্ত্তী কুলাচার্য্যগণ নিজ ইচ্ছামত নাম বসাইয়া লইয়াছেন। মহারাজ আদিশূরের সভায় যে পঞ্চকায়স্থ উপস্থিত ছিলেন, সে কথা বারেন্দ্র ও উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-কুলগ্রন্থেও পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহাদের কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না।

উদ্ধৃত ঘটক-কারিকা সম্বন্ধে মন্তব্য।

উপরে যে ৭ দফা কারিকা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটী আলোচনা করিয়া আমরা বিশেষভাবে এই কয়টী প্রসঙ্গ লক্ষ্য করিতেছি—

দেবীবরের মতে অম্বষ্ঠকুলসম্ভূত রাজা আদিশূর 'ধর্ম্ম' নামক এক ক্রতু বা যজ্ঞ করেন, তদুপলক্ষে তাঁহার সভায় ৫ জন ব্রাহ্মণ ও ৫ জন কায়স্থ আগমন করিয়াছিলেন। মাধবস্বুর কারিকার মতে 'গৌড়পাল' আদিশূর 'অগ্নিষ্টোম' যজ্ঞ করেন, তাহাতে কোলাঞ্চ হইতে যোদ্ধবেশে পঞ্চ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আগমন করেন। বসুর সঙ্গে অযুত সেনা ছিল। ঘটকচূড়ামণির মতে আদিশূর 'কামেষ্টি' যজ্ঞ করেন, এই সময় রাঢ়দেশে পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থ আসিয়াছিলেন। ঘটককেশরীর মতে দ্বিজাজ্ঞায় কায়স্থগণ সপ্তগ্রামে অবস্থান করেন। রামানন্দের কারিকায় ভট্টনারায়ণাদি পঞ্চ ব্রাহ্মণ 'পঞ্চৈতে বঙ্গবাহিনী' বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। বঙ্গাধিপের সভায় যে পঞ্চ কায়স্থ উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে রামানন্দ লিখিয়াছেন—"পঞ্চ কায়স্থ আনে বসাইলা সিংহাসনে তবে দত্ত দেয় পরিচয়।" গৌড়-বংশাবলীতে ঘোষ ভট্টগতি, মহাতান্ত্রিক ও সূর্য্যধ্বজধর, বসু চৈত্যকুলাম্বুজ, দশদিক্‌জয়ী, গুহ বীরাগ্রণী ও অগ্নিকুলোদ্ভব, দত্ত সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ মহামানী ও কুলীনগণের অগ্রগণ্য বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। এদিকে দ্বিজ বাচস্পতির শ্লোকগুলি গৌড়বংশাবলীতেও পাওয়া যায়। দ্বিজ বাচস্পতির মতে বসু হইতে নন্দন পর্য্যন্ত ২৭ জনই কান্যকুব্জ হইতে আসেন, কিন্তু গৌড়বংশাবলী মতে প্রথম আট ঘর কান্যকুব্জ হইতে এবং শেষ উনিশ জন 'প্রত্যক্‌গৌড়াৎ সমাগতাঃ' অর্থাৎ প্রত্যক্ গৌড় বা পশ্চিম গৌড় হইতে আগমন করেন। শেষোক্ত উভয় কারিকা মতে ঐ ২৭ জনকে আদিশূর রাজরাট্ প্রভৃতি ২৭ খানি গ্রাম দিয়া স্থাপন করিয়াছিলেন।

এখন উপরোক্ত কারিকাগুলির প্রমাণে বলিতে পারা যায় যে আদিশূর নামধারী রাজগণের মধ্যে কেহ গৌড়, কেহ রাঢ়, কেহ বা বঙ্গে রাজত্ব করিতেছিলেন, কেহ 'ধর্ম্মকেতু', কেহ 'অগ্নিষ্টোম', কেহ বা 'কামেষ্টি' যজ্ঞ করিয়াছিলেন, সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন যজ্ঞোপলক্ষে ভিন্ন ভিন্ন রাজার সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন ব্রাহ্মণ কায়স্থ আহূত বা উপস্থিত হইয়া ছিলেন। সেই দূর অতীতের ঘটনাগুলি চাপা দিবার জন্য কায়স্থ ব্রাহ্মণকে একসূত্রে গ্রথিত করা হইয়াছে।

পূর্ব্বেই (২৪ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছি, ঘোষ, বসু, মিত্র, দত্ত, দাস, সেন, সিংহ, দেব, চন্দ্র, ও গুহ এই ১০ ঘর রাঢ়ে রাজসভায় উপস্থিত ছিলেন। এই দশ ঘরের মধ্যে সৌকালিন, ভরদ্বাজ, গৌতম, আলিম্যান ও বাৎস্য এই পঞ্চ গোত্রের উল্লেখ পাইতেছি বটে, কিন্তু দশ ঘরের মধ্যে কাহার কোন্ গোত্র তাহা স্পষ্ট উল্লেখ নাই।

পরে তাঁহাদের মধ্যে ঘোষের আকনা, বসুর মাহিনা, মিত্রের বড়িসা, দত্তের বালি,

সেনের ব্রহ্মগ্রাম, দেবের চিত্রপুর, সিংহের সিংহপুর, দাসের হরিপুর ও চন্দ্রের পাণিহাটী বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। চন্দ্রবংশ অল্পদিন পরেই পূর্ব্ববঙ্গে গিয়া আধিপত্য বিস্তার করেন। গুহবংশ তৎকালে ভাস্করবর্ম্মার অধীনে কলিঙ্গে আধিপত্য করিতেছিলেন। রাঢ়ে কর্ণসুবর্ণে ভাস্করবর্ম্মার সভায় যে গুহবংশধর উপস্থিত হইয়াছিলেন, 'জিজ্ঞাসার পুথিতে' তাঁহার সম্বন্ধে লিখিত আছে—

"গুহে বোলেন মহারাজা করি নিবেদন। এক পিতার ঘরে পুত্র হইলাম দশজন॥
কি কারণে বিধি মোঁরে করিলেন সৃজন। জ্ঞাতি শুনে উপহাস করে সর্ব্বক্ষণ॥
আমার উপায় কিবা কহ মহারাজ। কার সঙ্গে গিয়া আমি করিব সমাজ॥"

অপরাপর কুলগ্রন্থে গুহ 'রাজার কুমার' বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন, কিন্তু সেখানে সেরূপ কোন পরিচয় নাই। ইহাতে মনে হয়, এই গুহবংশ জ্ঞাতিবিবাদে বিরক্ত হইয়া রাঢ়ের রাজসভায় আগমন করেন। বঙ্গে দুই প্রকার গুহের বাস দেখা যায়—কাশ্যপ ও কল্বিষ গোত্র। 'জিজ্ঞাসাপুথির' গুহ কোন্ গোত্র ঠিক বুঝা গেল না। তবে জিজ্ঞাসার পুথিতে যে সৌকালিন, ভরদ্বাজ, গৌতম, আলিম্যান ও বাৎস্য এই পঞ্চ গোত্র পাইতেছি উক্ত ১০ ঘরেই এই পঞ্চ গোত্রের মধ্যে হইতে পারেন। সুতরাং উক্ত ১০ ঘরের মধ্যে ঘোষের সৌকালিন, বসুর গৌতম, দত্ত ও দেবের ভরদ্বাজ, দাস ও চন্দ্রের কাশ্যপ, সেনের আলম্যান ও সিংহের বাৎস্য গোত্র ধরিতে পারি। কুলগ্রন্থে ও বর্ত্তমান কায়স্থ সমাজে মিত্রের একমাত্র বিশ্বামিত্র গোত্র প্রচলিত থাকিলেও জিজ্ঞাসা বর্ণিত মৃত্যুঞ্জয় মিত্রের কোন্ গোত্র ঠিক জানা গেল না। উক্ত 'জিজ্ঞাসা' পুথির মতে, সর্ব্বজ্যেষ্ঠ বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইতেছেন নারায়ণ দত্ত, তৎপরে মহানাদ ঘোষ, মৃত্যুঞ্জয় মিত্র প্রভৃতি মোট দশজন। সুতরাং আধুনিক কুলগ্রন্থ সমূহে পঞ্চ ব্রাহ্মণের সহিত জড়াইয়া যে পঞ্চ কায়স্থের নাম করা হইয়াছে, তাহাদের সহিত ১ম আদিশূর মহারাজ ভাস্করবর্ম্মার সভায় প্রতিষ্ঠিত উক্ত ১০ জনের কোন সম্বন্ধের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। তবে অতি পূর্ব্বকালে রাঢ়দেশে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ প্রতিষ্ঠার কথা যাহা ৩য় ও ৪র্থ কুলগ্রন্থের প্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা সেই সুদূর অতীত ঘটনার বিকৃত প্রতিধ্বনি মাত্র।

উদ্ধৃত কুলকারিকার ৫ম প্রস্তাবে দেখা যায়, ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, বেদগর্ভ, শ্রীহরি ও ছান্দড় এই পঞ্চ বিপ্র 'বঙ্গবাহিনী' বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে পঞ্চ বিপ্রের সহিত পঞ্চ কায়স্থের বঙ্গাগমনের এবং বড়গঙ্গা বা পদ্মার প্রসঙ্গ রহিয়াছে। এবং ৭ম প্রস্তাবে মকরন্দ প্রভৃতি ২৭ জন কায়স্থবীজীর আদিশূরের নিকট যে ২৭ খানি গ্রাম লাভের কথা আছে, ঐ সকল গ্রামের অধিকাংশের বর্ত্তমান অবস্থান ঠিক করা যায় নাই। তন্মধ্যে রাজাপুর ও সিংহপুর রাঢ়ে হুগলী জেলায়, নন্দীগ্রাম উত্তরবঙ্গে এবং স্বর্ণগ্রাম বা সোনারগাঁ পূর্ব্ববঙ্গে হইতেছে। ঘটকরাজের বঙ্গজ কুলজীমতে উক্ত ২৭ খানি গ্রাম রাজা বল্লালসেন ২৭ ঘরকে বাসের জন্য দান করিয়াছিলেন।[২১] বলা বাহুল্য দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ কায়স্থ

(২১) রাজন্যকাণ্ড, ৩৩০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বীজীগণ সকলে রাঢ়দেশে অগ্রে বাস করিতেন এবং এখানেই কুলস্থান লাভ করিয়াছিলেন, সেই সকল প্রথম কুলস্থানের কথা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। তবে আদি পরিচয় প্রসঙ্গে রামানন্দ ও দ্বিজবাচস্পতি কেন এরূপ কথা লিখিলেন? রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণকুলপঞ্জিকায় কনোজাগত পঞ্চ সাগ্নিক বিপ্র-বংশধর রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত দেখা যায়। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে 'বঙ্গজ' শ্রেণীর কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু কনোজাগত বিপ্রসন্তান মধ্যে এক সময়ে যে 'বঙ্গজ' শ্রেণী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, কুমায়ন হইতে আবিষ্কৃত সেনরাজবংশধর মাধবসেনের তাম্রশাসন হইতে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। এই তাম্রশাসনে লিখিত আছে—১১৪৫ শকে বা ১২২৩ খৃষ্টাব্দে রাজা মাধবসেন ভট্টনারায়ণ বংশীয় 'বঙ্গজ ব্রাহ্মণ' রুদ্রশর্ম্মাকে উক্ত তাম্রশাসন দ্বারা ভূমিদান করিয়াছিলেন।[২২] ধ্রুবানন্দ মিশ্রের মহাবংশে লক্ষ্মণসেন কর্ত্তৃক ২য় সমীকরণে গৃহীত (ভট্টনারায়ণবংশীয়) ঈশান বন্দ্যের পুত্র হইতেছেন রুদো। সুতরাং সেনবংশের আধিপত্যকালে কনোজাগত সাগ্নিক বিপ্র বংশধর মধ্যে বঙ্গজ কায়স্থের ন্যায় বঙ্গজ ব্রাহ্মণও পৃথক্ শ্রেণী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। যে সময়ে বঙ্গীয় কায়স্থ মধ্যে 'বঙ্গজ' আখ্যা নির্দ্দিষ্ট হয়, সেই সময়ে ব্রাহ্মণ মধ্যেও এইরূপ 'বঙ্গজ' আখ্যা প্রচলিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমান-বিপ্লবে যখন অধিকাংশ কুলীন ব্রাহ্মণ রাঢ়দেশে আসিয়া বাস করেন, রাঢ়ীয় সমাজে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ সম্পর্কে পরে সকলেই রাঢ়ীয় বলিয়াই পরিচিত হইয়া থাকিবেন। রাঢ়ীয় কুলাচার্য্য দেবীবরের অনুবর্ত্তী হইয়া রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ঘটকগণ পরবর্ত্তীকালে এইরূপ পূর্ব্ব পরিচয় গোপন করিয়া ঐতিহাসিক ঘটনা সমস্তই উল্‌টা পাল্‌টা করিয়া ফেলিয়াছেন, তাই ঘটক বাচস্পতি ভট্টনারায়ণ প্রভৃতিকে 'বঙ্গবাহিনী' বলিয়া প্রচার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

বঙ্গজ ব্রাহ্মণ ও বঙ্গজ কায়স্থ

যে দশরথ বসুকে আধুনিক ব্রাহ্মণ কুলগ্রন্থকারগণ দক্ষের অনুচর ও আদিশূরের সভাগত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, আচার্য্যচূড়ামণির সংস্কৃতকারিকায় তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের এইরূপ পরিচয় বিবৃত হইয়াছে—'বসুবংশের প্রসিদ্ধ বীজপুরুষ অনন্তানন্দ, তৎপুত্র বিজয়ী, তৎপুত্র মহার্ণব, তৎপুত্র গুণাকর, তৎপুত্র জয়ধন, তৎপুত্র যশোধন তৎপুত্র গৌতম, তৎপুত্র রাবণ। এই রাবণের সহিত সূর্য্যবংশীয়া মোহিনী নাম্নী এক কন্যার বিবাহ হয়। তাঁহাদের পুত্র হইতেছেন দশরথ ও শম্ভু। দশরথের পুত্র পরম। পরমের গুণান্বিত মহাজন দুই পুত্র জন্মে, তাঁহাদের উভয়ের নাম লক্ষ্মণ ও পূষণ।[২৩] এ দিকে উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থকারিকায় পাওয়া যায়, মকরন্দ

---

(২২) রাজন্যকাণ্ড, ৩৫৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(২৩) "বসুপূর্ব্বে সমাখ্যাত অনন্তানন্দ-সংজ্ঞকঃ। তৎপুত্রো বিজয়ী নাম তস্য পুত্রো মহার্ণবঃ॥
গুণাকরস্তৎপুত্রস্তৎপুত্রো জয়ধনস্তথা। যশোধনো মহাবীর্য্যঃ গৌতমস্তস্য বৈ সুতঃ॥
তৎসুতো রাবণঃ।
সূর্য্যবংশে সমুৎপন্না মোহিনীনাম কন্যকা। রাবণেন পরিণীতা সূর্য্যসোমগুণৌ সমৌ॥
সুতৌ শম্ভুদশরথৌ পরমো দশরথাত্মজঃ। লক্ষ্মণ-পূষণৌ সুতৌ গুণান্বিত-মহাজনৌ॥"
(আচার্য্য-চূড়ামণির কারিকা)

ঘোষের পিতামহ সোমঘোষ, কালিদাস মিত্রের পিতামহ সুদর্শন মিত্র ও মৌদগল্য পুরুষোত্তম উত্তররাঢ়ে রাজা আদিত্যশূরের রাজধানীতে ৮০৩ শকাব্দে উপস্থিত ছিলেন। এরূপ স্থলে ভট্টনারায়ণাদি পঞ্চবিপ্রের দাসরূপে যে পঞ্চকায়স্থ বীজপুরুষের নাম করা হইয়াছে, তাহা কবিকল্পনা ও মিথ্যারচনা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

নাগ, নাথ ও দাস এই তিন ঘরকে আধুনিক কুলগ্রন্থকারগণ আদিশূরের সভায় সমাগত বলিয়া বর্ণনা করিলেও আদিশূরের বহুপূর্ব হইতেই উক্ত একল পরিবার কায়স্থের এ দেশে বাস ছিল তাহা বিশেষ করিয়া দেখাইয়াছি। খৃষ্টীয় পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম এবং অষ্টম শতকেও আমরা ঘোষ, বসু, মিত্র, দত্ত, সিংহ, নাগ, নাথ, দাস ইত্যাদি পদ্ধতিযুক্ত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের সন্ধান পাইয়াছি।

দ্বিজ ঘটকচূড়ামণির দক্ষিণরাঢ়ীয় ঘটককারিকায় লিখিত আছে,—

"ঘোষ সিংহ মিত্র দাস বিবাদ করিয়া উত্তররাঢ়েতে আইল পৃথক্ হইয়া॥
ঘোষ মিত্র সিংহ দাস দত্ত। শ্রীকরণ কয় বড় হইল শক্ত॥
উত্তরে করিয়া বাস তাহারা সকলে। দাসত্ব স্বীকার আগে কভু নাহি কৈলে॥
দক্ষিণে আসিল পরে ভাই একাদশ। বনে লক্ষপতি খ্যাতি অতি পুণ্যযশ॥
দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থেরা গুণেতে অতুল। দাসত্ব স্বীকার কৈল জানি গুরুমূল॥"

ঘটকচূড়ামণির উদ্ধৃত কারিকা পাঠ করিলে মনে হইবে উত্তররাঢ়ীয় সমাজের প্রধান চারি ঘর পূর্ব্বকালে পৃথক্ ভাবে বাস করিতেন[২৪] এবং দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজের প্রধান একাদশ ঘর পরে দক্ষিণরাঢ়ে বাস করেন, এবং লক্ষপতি বলিয়া পরিচিত হন। উত্তররাঢ়ীয় সমাজ দাসত্ব স্বীকার করেন নাই। দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলীনগণই বল্লাল কোলাঞ্চের মোহে বিনয় প্রদর্শনার্থ ব্রাহ্মণ-গুরুর দাসত্ব স্বীকার করেন। দক্ষিণরাঢ় হইতে এ পর্য্যন্ত যে সকল সুপ্রাচীন শিলালিপি ও তাম্রশাসন বাহির হইয়াছে, তাহাতে কোথাও বসু, ঘোষ, ও মিত্র-বংশের কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই। বারেন্দ্র কায়স্থকাণ্ডে দেখাইয়াছি, উক্ত পদ্ধতিযুক্ত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের উত্তরাংশে চন্দ্রপুরী বিষয়ে ও কোটিবর্ষে এবং দক্ষিণাংশে বারকমণ্ডলে নব্যাবকাশিকায় অর্থাৎ সমুদ্রতীরবর্ত্তী বন্দরে বাস করিতেছিলেন। উক্ত উভয় স্থান হইতেই তাঁহাদের মধ্যে ঘোষবংশ কলিঙ্গে ও মধ্য প্রদেশে, বসুবংশ চোলরাজসভায়, ও মিত্রবংশ মথুরা অঞ্চলে গিয়া বাস করেন। মহারাজ যশোবর্ম্মার সময়ে তাঁহাদের বংশধরগণ কেহ কেহ আসিয়া কান্যকুব্জ অধিকারের অন্তর্গত কোলাঞ্চে গিয়া বাস করিয়াছিলেন। কলিঙ্গের নানাস্থান, মধ্য-প্রদেশ এবং মথুরা প্রভৃতি স্থান হইতে আবিষ্কৃত নানা শিলালিপি ও তাম্রশাসনে সেই অতীত ঘটনার ক্ষীণস্মৃতি লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থকাণ্ডে দেখাইয়াছি বাৎস্য গোত্র সিংহ-বংশ, সৌকালিন গোত্র ঘোষবংশ, বিশ্বামিত্র গোত্র মিত্রবংশ, মৌদগল্য গোত্র দত্ত (পরে দাস)

(২৪) কায়স্থের বর্ণ নির্ণয়, ৪র্থ সংস্করণ, ১৭৪ পৃষ্ঠা।

ও কাশ্যপ গোত্র দত্তবংশ আদিত্যশূরের রাজধানীতে প্রথমে আসিয়াছিলেন। কিছু কাল তাঁহারা রাজধানীতেই অবস্থান করিয়াছিলেন। এখান হইতেই প্রথমতঃ তাঁহারা রাজদত্ত শাসনভূভাগ ভোগ করিতেন। এক পুরুষ পরেই ভ্রাতৃগণ মধ্যে পরস্পর গৃহবিবাদে কয়েক জন উত্তররাঢ়ে থাকেন ও কয়েকজন দক্ষিণরাঢ়ে চলিয়া যান। এ সময়ে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের দায়াদগণ এদেশে বাস করিতেছিলেন, একথা বলা নিষ্প্রয়োজন। এখানে কেহ কেহ বলিতে পারেন, যখন একই পদ্ধতির মধ্যে একাধিক গোত্র প্রচলিত ছিল, তখন উপনিবেশী কায়স্থ ও এদেশবাসী কায়স্থকে কিরূপে এক বংশ বলিয়া স্বীকার করা যায়। সত্য বটে সিংহ,ঘোষ, দত্ত, ও দাস বংশের মধ্যে একাধিক গোত্র প্রচলিত আছে,কিন্তু কায়স্থ বসু-বংশে এক গৌতম গোত্র ও মিত্র-বংশে এক বিশ্বামিত্র গোত্র ভিন্ন অপর কোন গোত্রের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। সুতরাং উপনিবেশী বসুবংশ ও মিত্র-বংশ এবং অতি প্রাচীন কাল হইতে গৌড়বাসী বসু ও মিত্রবংশ এক গোত্র,সুতরাং একবংশ হওয়াই সম্ভব। দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ-কারিকার মতে শ্রীবাস্তব শাখা হইতে বসু বংশের উদ্ভব। শ্রাবস্তীই বাস্তব্য বা শ্রীবাস্তব কায়স্থের আদিবাসস্থান। এই শ্রাবস্তী বরেন্দ্র বা পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের অন্তর্গত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।[২৫] সুতরাং বসুবংশের আদিকুলস্থান পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের মধ্যে হইতেছে। এই স্থান হইতেই চেদি, কালঞ্জর, এমন কি সুদূর কাশ্মীর পর্য্যন্ত নানাস্থানে গিয়া এই বসুবংশ বাস্তব্য বা শ্রীবাস্তব আখ্যায় পরিচিত হইয়াছেন।

উত্তররাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র-কায়স্থপ্রধান মধ্যে গুহবংশের উল্লেখ নাই। পূর্ব্বে যে সকল শিলালিপি বা তাম্রশাসনের উল্লেখ করিয়াছি, তন্মধ্যেও গুহবংশের উল্লেখ নাই। এ অবস্থায় গুহবংশকে আমরা গৌড়কায়স্থ বলিতে প্রস্তুত নাই। গুহবংশের বীজপুরুষ আপনাকে "রাজার কুমার" বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি গুহবংশ প্রবলপ্রতাপে কলিঙ্গে আধিপত্য করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের প্রাচীন রাজধানী 'গুহদেবপাটক' বা গুহেশ্বরপাটক' নামে সুপ্রাচীন তাম্রশাসনে পরিচিত হইয়াছে। খৃষ্টীয় ৮ম শতকে উৎকীর্ণ ভৌমবংশীয় রাজা শুভকরদেবের তাম্রশাসনে এই 'গুহদেবপাটকের' প্রথম উল্লেখ পাই। ভৌমবংশ খৃষ্টীয় ৮ম হইতে ১১শ শতক পর্য্যন্ত এখানে আধিপত্য করিয়াছিলেন।[২৬] তাঁহাদের প্রভাবে গুহবংশ স্বস্থানচ্যুত হইয়া গড়জাত প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন।[২৭] বলাবাহুল্য গুহবংশের অধিকৃত গড়জাতপ্রদেশই আমাদের কুলগ্রন্থে ও আইন-ই-অকবরীতে' কোটদেশ' বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।[২৮] এই কোটদেশ হইতেই

(২৫) এই পুস্তকের ৯ পৃষ্ঠা এবং Indian Antiquary, Vol. LX, (1930), p. 14-18 দ্রষ্টব্য।

(২৬) রাজন্যকাণ্ড, ৩১৩ হইতে ৩৩৬ পৃষ্ঠায় গুহরাজবংশের পরিচয় দ্রষ্টব্য।

(২৭) The Social History of Kamarupa, Vol. III Chap I. p. 50.

(২৮) এই গ্রন্থের ৪২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

দশরথ গুহ ৯৯৪শকে রাজা সামলবর্ম্মার সভায় আহূত হইয়াছিলেন।[২৯] বলা বাহুল্য দশরথ গুহকে শ্রীহর্ষের সহিত আদিশূরের সভায় সমাগত বলিয়া উদ্ধৃত যে সকল কুলগ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা কবি-কল্পনা এবং প্রাচীন ইতিহাস গোপন করিবার চেষ্টা ভিন্ন আর কিছু নহে। কনোজাগত পঞ্চ সাগ্নিক বিপ্রের সহিত অপ্রাচীন কুলগ্রন্থবর্ণিত পঞ্চকায়স্থের গুরুশিষ্য-সম্বন্ধ ছিল না, পঞ্চ সাগ্নিক বিপ্রের বহুকাল পরে উক্ত পঞ্চকায়স্থ বীজপুরুষগণের অভ্যুদয় হইয়াছিল, তাহা উভয়পক্ষের বংশলতা আলোচনা করিলেই প্রমাণিত হইবে।

রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-কুলগ্রন্থকারগণ স্ব স্ব উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য সামলবর্ম্মাকেও আদিশূর বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকিবেন। দক্ষিণরাঢ়ে বর্ম্মবংশের আধিপত্য স্থায়ী হয় নাই। সেনবংশ ধীরে ধীরে মস্তকোত্তোলন করিতেছিলেন। শূররাজ-বংশের জামাতা রাজা বিজয়সেনের হস্তে পরাজিত হইয়া সামলবর্ম্মা পূর্ব্ববঙ্গে অধিষ্ঠিত হইলে পূর্ব্বোক্ত কাশ্যপ গোত্রজ গুহ ও মৌদ্গল্য গোত্রজ দত্তবংশ তাঁহার সভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ঘোষ, বসু ও মিত্র এই তিন ঘর রাজা বিজয়সেনের নিকট সম্মান লাভ করেন। এতদ্ব্যতীত দক্ষিণরাঢ়ীয় ভরদ্বাজ গোত্রীয় দত্ত বংশের বীজপুরুষ দাক্ষিণাত্য হইতে বিজয়সেনের সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহা ৫০ পৃষ্ঠায় দেখাইয়াছি।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি দশরথ গুহ রাজা সামল বর্ম্মার সভায় আহূত ও সম্মানিত হইয়াছিলেন। রাজা বল্লালসেনের কুলবিধির সময় রাঢ়দেশে গুহবংশের মহানদে, কুমারহট্ট ও বড়য়াঁ এই তিনটী সমাজ স্থান নির্দ্দিষ্ট হইলেও এই তিন সমাজের গুহ মৌলিক বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। সম্প্রতি মহানাদের পুরাতত্ত্ব উদ্ধার কল্পে ভারতীয় প্রাচ্য পুরাতত্ত্ব বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত দীক্ষিত এখানে আসিয়া এই স্থান রাজা বিরাটগুহের পুত্রগণের শাসনাধীন ছিল, তাহার সন্ধান পাইয়াছেন।

---

(২৯) ৯৯৪ শকের বিস্তৃত বিবরণ রাজন্যকাণ্ড ২৬৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পঞ্চম অধ্যায়

বল্লালী কুলপ্রথা

বাঙ্গলার সর্ব্বসাধারণের নিকট রাজা বল্লালসেনের নাম প্রসিদ্ধ। কুলপ্রথা প্রবর্ত্তনই এই প্রসিদ্ধির কারণ; বাঙ্গলার সকলেই রাজা বল্লালসেনকে কুল-বিধাতা বলিয়া মনে করেন কিন্তু তাঁহার কুলব্যবস্থা বাঙ্গালার সকল জাতি এবং সকল সমাজ গ্রহণ করেন নাই। বঙ্গের শ্রেষ্ঠ জাতিসমূহের মধ্যে বৈদিক ও শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ-সমাজ, বারেন্দ্র কায়স্থ-সমাজ, উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজ ও বৈদ্য-সমাজ বল্লালী কুলবিধি গ্রহণ করেন নাই। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-সমাজ ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-সমাজ, দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজ ও বঙ্গজ কায়স্থ-সমাজ মাত্র এই চারি সমাজ, বল্লালী কুলব্যবস্থা স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু উক্ত চারি সমাজে বল্লালী কুলপ্রথা একই সময়ে প্রচলিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। এমন কি উক্ত চারি সমাজের কুলপ্রথা আলোচন করিলে একরূপ ব্যবস্থা বলিয়াও মনে হইবে না। কোন্ সমাজে সর্ব্বপ্রথম বল্লালী কুলবিধি প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা বলা কঠিন। বল্লালসেনের পিতা রাজা বিজয়সেনের দক্ষিণ বারেন্দ্রে অভ্যুদয় হইলেও সমগ্র গৌড়মণ্ডলে তাঁহার আধিপত্য বিস্তারের প্রকৃষ্ট প্রমাণ নাই। বিজয়সেনের দেওপাড়া-শিলালিপি হইতে জানা যায় তিনি গৌড়েন্দ্রকে অবনমিত করিয়াছিলেন, এই শিলালিপিতে বা তাঁহার বারাকপুর-তাম্রশাসনে তিনি গৌড়েশ্বর বলিয়া অভিহিত হন নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে বল্লালসেনই পালবংশের প্রভাব ধ্বংস করিয়া সমগ্র গৌড়ের অধীশ্বর হইয়াছিলেন।

বল্লাল পিতৃপুরুষগণের ন্যায় প্রথমে রাঢ়দেশেরই একছত্র অধিপতি ছিলেন। আমার মনে হয় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-সমাজেই বল্লালী কুলবিধি প্রথম প্রচলিত হয়। 'রাঢ়ীয় কুলমঞ্জরী' নামক গ্রন্থে বল্লালী কুলবিধি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—

'রাজা ব্রাহ্মণদিগকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন, নবগুণান্বিত মহৎ যে সকল বিপ্র, তাঁহারা আমার পূজ্য। অতএব, অতিশয় উপকারী ও যুক্তিযুক্ত বাক্য আপনারা শ্রবণ করুন। কুলীনদিগকে আদান প্রদান এবং পরিবর্ত্ত উভয় দ্বারাই পর পরের কুলধর্ম্মের সমতা হইবে। নবধা কুল লক্ষণের অন্তর্গত আবৃত্তিকে পরিবর্ত্ত কহে, এইরূপ পরিবর্ত্ত করিলে তাহাকে বলবান্ কুলীন বলা যায়।'

'কুলধর্ম্মের আবৃত্তিই সমতা হইবে। তথাপি সর্ব্বত্র তিন প্রকার নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায় ইহাই পুরাতন নিয়ম। সকল স্থলে যখন উত্তম, মধ্যম ও অধম এই ত্রিবিধ লোক দেখিতে পাওয়া যায়, তখন আমিও ত্রৈবিধ্য শাস্ত্র আশ্রয় করিয়া যুক্তিপূর্ব্বক আংশিক রূপে করিব। পর্য্যায়ই অংশলক্ষণ। বিধিপূর্ব্বক যাহাদের সহিত সমতা হয়, তাঁহারা

তাহাদের সমান পর্য্যায় বলিয়া পরিগণিত হয়। ইহাদের পুত্রপৌত্রাদির পর্য্যায় দ্বারাও সমানত্ব হইয়া থাকে, আমার শাসন হেতু এবং সকলে যখন স্বীকার করিয়াছেন, এই আবৃত্তি হইতেই সমানতা হইবে। আবৃত্তি সমত্ব হইলে অংশ তিন ভাগে বিভক্ত হইবে—ইহাতে আর্ত্তি, ক্ষেমা ও মধ্যাংশ, উত্তম, মধ্যম ও অধম হইবে। ইহার মধ্যে আর্ত্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এই জন্য ইহাকে শিরোভূষণ, ক্ষেমা পাদভূষণ এবং মধ্যাংশ মধ্যভূষণ বলিয়া কথিত হইয়াছে।'[১]

পিতৃপর্য্যায়ে আর্ত্তি, পুত্রপর্য্যায়ে ক্ষেমা ও সমান পর্য্যায়ে উচিত কুল হইয়া থাকে।[২] বল্লালসেন মৃত্যুকালে প্রিয়পুত্র রাজা লক্ষ্মণসেনের উপর তাঁহার কুলবিধি সংরক্ষণের ভার দিয়া যান। লক্ষ্মণসেনের অংশনির্ণয়সম্বন্ধে রাঢ়ীয় কুলমঞ্জরীতে একটি বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়,—'পিতৃ কর্ত্তৃক আদিষ্ট রাজা লক্ষ্মণ পিতৃপ্রবর্ত্তিত কুলবিধান সম্যকরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া মন্বাদি শ্রুতিনির্দ্দিষ্ট নবলক্ষণাক্রান্ত কুলীনদিগের ভাবার্থ এবং ভাবার্থপ্রতিপত্তির নিমিত্ত, পিতা যাহা প্রকাশ করেন নাই, তিনি তাহাই বিধিবদ্ধ করিলেন। নিয়ম হইল, আদান ও প্রদান দ্বারা পরিবর্ত্ত হইবে। যিনি এইরূপ পরিবর্ত্ত করিবেন তিনিই মুখ্য এবং মান্য হইবেন। কিন্তু কন্যার আদানপ্রদান দ্বারা যদি পরিবর্ত্ত হয়, তাহা হইলে যাহার কন্যা হয় নাই, তাহার পরিবর্ত্ত কি প্রকারে হইবে? রাজা ইহা চিন্তা করিয়া পরিবর্ত্তের ৫ প্রকার গৌণ লক্ষণ করিলেন। আদান এবং প্রদান দ্বারা যেখানে পরিবর্ত্ত হইবে, তাহাই মুখ্য; তাহার অভাবে ৫ প্রকার গৌণ পরিবর্ত্ত হইতে পারিবে। যথা—প্রদান, আদান, কুশত্যাগ, যোগ এবং নব এই ৫ প্রকারে গৌণপরিবর্ত্ত চলিবে। পরস্পরে আদানপ্রদানই মুখ্য পরিবর্ত্ত। এই মুখ্য ও গৌণভেদে ৬ প্রকার পরিবর্ত্ত। এই ছয়টী পরিবর্ত্তবিষয়ে শৌর্য্যবাচক বুঝিতে হইবে। কেহ কেহ ইহাকে অশৌর্য্যবাচক, অথবা ন্যূনাধিকবাচক বলিয়া থাকেন। বংশানুসারে যাহারা এই প্রকার শৌর্য্যবাচক হইয়া থাকেন, তাহাদিগকে অংশ কহে। আরও এই অংশ সকল পরিবর্ত্তের বোধক হইলেও বংশানুসারে অংশ সকল শৌর্য্যাদিবিভক্ত হইয়া থাকে এই অংশ ভাব নামে খ্যাত। ইহা পঞ্চদশ প্রকার। পিতা (বল্লালসেন) যে আর্ত্তি, ক্ষেমা ও মধ্য এই ত্রিবিধ অংশ করিয়াছেন। তাহাও আমার মান্য। ইহা ভিন্ন আরও কএকটী প্রয়োজন। আর্ত্তি তিন, ক্ষেমা তিন ও মধ্যাংশ নয়। মধ্য অতিশয় ব্যাপক, এইজন্য মধ্যাংশ ৯ প্রকার। এই মধ্যাংশের ৯ এবং আর্ত্তি ও ক্ষেমের ৬ সর্ব্বশুদ্ধ পঞ্চদশ প্রকার অংশ।

'পঞ্চদশ অংশের নাম।—আর্ত্তির ভেদ তিন—কেবলার্ত্তি, অত্যার্ত্তি ও পূর্ণার্ত্তি এই তিনটীতে কুলের পুষ্টি হয়। ক্ষেমা তিন প্রকার—ক্ষেমা, অতিক্ষেমা ও সংক্ষেমা, ইহাও পুষ্টিবর্দ্ধক। মধ্যাংশ নয় প্রকার, কিঞ্চিদার্ত্তি, মধ্য, কিঞ্চিন্মধ্য, তুল্য, কিঞ্চিন্ন্যূন, ন্যূন, গূঢ়, পর্ব্ব ও কিঞ্চিৎক্ষেমা।

(১) রাজন্যকাণ্ড ১মাংশ (রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ বিবরণ) ১৪৪ পৃষ্ঠায় মূল প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে

(২) "পিতৃস্থানং ভবেদার্ত্তিঃ পুত্রস্থানন্তু ক্ষেমকং। উচিতং সমানং জ্ঞেয়ং ত্রিবিধং স্থানকারণং।" হরমিশ্র।

'আর্ত্তি প্রভৃতির প্রতিপাদ্য অর্থ পরিত্যাগ করিয়া পিতা যে পারিভাষিক রূঢ়-অর্থ স্বীকার করিয়াছেন, আমি তাহাই বিবৃত করিলাম। লভ্যত্রয়ের অতিরিক্ত যে তাহাকে আর্ত্তি কহে। তাহার প্রত্যংশই ত্রিন্যূনহীন হইলে ক্ষেম্য। সমপর্য্যায়ে মধ্যাংশ হয়, সেই মধ্যাংশই নয় প্রকার। অংশের আকার জানিবার জন্য এই পরিভাষা বলিতেছি। শৌর্য্যাদির যে চতুষ্পাদাধিক হইবে, তাহার নাম লভ্য। সেই লভ্য আবার কিঞ্চিদার্ত্তি নামে খ্যাত এবং তাহার লভ্য আর্ত্তি নামে অভিহিত। লভ্যত্রয়ের অধিক হইলে কেবলার্ত্তি হইবে। তাহার উর্দ্ধ হইলে যে পর্য্যন্ত অত্যার্ত্তি সম্ভব না হয়, পূর্ণার্ত্তি হইবে। আরও আর্ত্তি অত্যার্ত্তি পর্য্যন্ত পূর্ণার্ত্তি নামে অভিহিত হইবে। আর্ত্তির আর্ত্তি হইতে অত্যার্ত্তি ও সহজার্ত্তি হইতে পূর্ণার্ত্তি হয়। পূর্ণার্ত্তির যে প্রত্যংশ তাহাকে সংক্ষেম্য কহে। অত্যার্ত্তির প্রত্যংশের নাম অতিক্ষেম্য। যেখানে শৌর্য্যাদির অন্যূনানাধিকতা তাহাকে তুল্য কহে। তাহাই তুল্য, উচিত এবং সমান ও তদর্থপ্রতিপাদক এবং তাহা হইতে দ্বিপাদহীন হইলে কিঞ্চিন্ন্যূন হয়। তাহার প্রত্যংশ যে অংশ, তাহাকে কিঞ্চিল্লভ্য কহে। তুল্য, উচিত ও সম শব্দ কোন স্থলে পঞ্চাংশবাচক হইয়া থাকে। পঞ্চাংশ যথা—তুল্য, কিঞ্চিন্ন্যূন, কিঞ্চিল্লভ্য, লভ্য ও ন্যূন এই ৫টী। চতুষ্পাদবিহীন হইলে তাহাকে ন্যূন কহে, তাহা হইতে দ্বিপাদ কম অংশকে গৃহ কহে। তাহা হইতে পাদাংশ হীন হইলে পর্ব্ব নামে খ্যাত হয়। লভ্যদ্বয়বিহীন হইলে কিঞ্চিৎক্ষেম্য হইবে। ইত্যাদি প্রকারে মধ্যাংশ নবধা বিভক্ত হইয়াছে। কিঞ্চিৎক্ষেম্য, পর্ব্ব ও গৃহের এক প্রত্যংশ হয়, তাহাই কিঞ্চিদার্ত্তি। তিনেরই এই প্রকার জানিবে। কিঞ্চিৎ ক্ষেম্যের অষ্টপাদাধিক প্রত্যংশ হয়। সপ্তপাদের অধিক প্রত্যংশ হইলে তাহা পর্ব্ব এবং ষট্‌পাদের অধিক হইলে তাহাকে গৃহ বলা যায়। কিঞ্চিদার্ত্তিরই এইরূপ তিন প্রকার হইবে।'[৩]

রাজা বল্লালসেন মৃত্যুকালে প্রিয়পুত্র লক্ষ্মণসেনকে যেরূপ অংশনির্ণয় করিতে বলিয়া যান ও তৎপূর্ব্বে তিনি রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণসমাজে যেরূপ কুলবিধি প্রচার করেন, অপর সমাজের কুলবিধির সহিত ইহার মিল নাই। উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থসমাজ যদিও বল্লালী বিধি গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু তাঁহাদের কুলপ্রথার মধ্যে মহা আর্ত্তি, আর্ত্তি, সুমধ্যম, সংক্ষেম্য, ক্ষেম্য, ইত্যাদি যে ছয় প্রকার ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা বল্লালী প্রথারই অনুকরণ বলিয়া মনে হইতে পারে। সম্ভবতঃ উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থসমাজের কুলজ্ঞেরা তাঁহাদের প্রতিবেশী রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-সমাজের কুলভাব লক্ষ্য করিয়া উত্তর রাঢ়ীয় সমাজেও ভাবনির্ণয় করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এইরূপ ভাবনির্ণয় বল্লালপূজিত বারেন্দ্র ব্রাহ্মণসমাজ ও দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থসমাজে প্রচলিত দেখা যায় না। কিন্তু বঙ্গজ কায়স্থসমাজের প্রাচীন কুলপঞ্জিকাসমূহে উক্ত রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণসমাজের কুলবিধির নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়।

(৩) ব্রাহ্মণকাণ্ড, ১মাংশ (রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণবিবরণ) ১৪৯-১৫০ পৃষ্ঠায় মূল প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে

আচার্য্যচূড়ামণির বঙ্গজ-কায়স্থকারিকায় লিখিত আছে—

"আচারঃ বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্। নিষ্ঠাবৃত্তি স্তপোদানং নবধা কুললক্ষণং ॥
সপর্য্যায়ং সমাসাদ্য দানগ্রহণমুত্তমম্। কন্যাভাবে কুশত্যাগঃ প্রাতিজ্ঞা বা পরস্পরং ॥
তথাচ। কুলীনস্য সুতাং লব্ধা কুলীনায় সুতাং দদৌ। পর্য্যায়ক্রমতশ্চৈব স এব কুলদীপকঃ ॥
তথাচ। আদানঞ্চ প্রদানঞ্চ কুশত্যাগং তথৈব চ। প্রতিজ্ঞা ঘটকাগ্রে চ কুলকর্ম্ম চতুর্বিধঃ ॥
তথাচ। আদানেন প্রদানেন কুলকর্ম্ম চ সাধয়েৎ। কন্যাভাবে কুশত্যাগং প্রতিজ্ঞাং বা পরস্পরং ॥
বিবাহঃ দানগ্রহণৈঃ কুলীনাঃ শ্রেষ্ঠতাং লভেৎ।
সমানং কুলভাবঞ্চ দানাদানস্তথৈব চ। তয়োর্ব্বংশং সমানং হি পর্য্যায়ঞ্চ প্রচক্ষ্যতে ॥
অথ দানাদি লক্ষণমাহ ॥ সচ চতুর্ব্বিধং। মাত্তিঞ্চ উচিতঞ্চৈব গৃহমেব ততঃ পরম্।
কপর্দকন্তু তৎপশ্চাদিতি কক্ষাচতুষ্টয়ম্। এবঞ্চ সমযোগেষু হ্রষিতোপ্যুচিতাদয়ঃ।
এবং ব্যবস্থা পূর্ব্বস্মিন্ যদুক্তঞ্চ পুরা বুধৈঃ ॥ হদানাঞ্চ ব্যবস্থেয়ং ক্রিয়তে চ যথাক্রমাৎ ॥
সমকক্ষো ভবেদার্ত্তিং দ্বিতীয়ং উচিতং ভবেৎ। তৃতীয়ে গৃহদানায় চতুর্থে অথ তৎপণম্।
এবঞ্চ সমকক্ষেষু দোষাদাবিবহক্রমাৎ। যত্নৈনৈব বিজ্ঞানায়াদার্ত্তিস্তু বিভাগান্বিষু ॥ এবং
ন্যূনং পৌত্র সমে কন্যাং উচিতং সমপুত্রকে। সমপুত্রে গৃহং কার্য্যং দোষদুষ্টেহপি কুত্রচিৎ ॥
ততো, ন্যূনাৎ পণং গৃহীত্বা চ কন্যকাং যৎপ্রদীয়তে। গৃহকাৎচ তদজ্ঞেয়ং কর্ম্মএব বিভূষণং ॥
তথাচ। সমে চার্ত্তিং বিজ্ঞানামাদত্যাত্তস্তু পিতুঃ সমে।
তথাচ। পিতামহসুতাং লব্ধা পর্য্যায়িক্যং ভবেদ্ধ্রুবং। পিতামহস্য তদ্ধেতো পর্য্যায়হীনং প্রজায়তে ॥
পিতৃপর্য্যায়তঃ কন্যাং যত্নেন পরিণায়তে। পূজয়িত্বা যথাশক্তিং দত্বা চ প্রচুরং পণং ॥
অত্যর্চ্চনৈব কন্যায়া দানমার্ত্তিং প্রচক্ষতে। অর্চনামাত্রতো দানমুচিতঞ্চ প্রচক্ষতে ॥
ততো ন্যূনকং যৎকিঞ্চিৎ তদগৃহঞ্চ প্রচক্ষতে। তুল্যবরায় পণং পূর্ণং স্ববাট্যাং ক্রিয়তে সতাং।
তস্মিন্ কন্যাং প্রদদ্যাচ্চ সচার্ত্তঞ্চ বিধীয়তে ॥
পিতৃতুল্যবরায়ৈব কন্যাং যদি প্রদীয়তে। সমেন বাবিকং আর্ত্তিঃ ঘটকানাং ব্যবস্থয়া ॥
আর্ত্তি শ্রেষ্ঠকুলে চৈব দানগ্রহণমুত্তমম্। এতেষাং কুলশ্রেষ্ঠানামার্ত্তিদানং সদা ভবেৎ।
কিঞ্চিন্ন্যূনং পণং যস্মৈ অন্যত্র ক্রিয়তে যদি। কন্যাং প্রদীয়তে তস্মৈ উচিতন্তু প্রচক্ষতে ॥
তদ্বথা। তুল্যজনে পণং ন্যূনং স্বগৃহে ক্রিয়তে যদি। গৃহকর্ম্ম চ তদজ্ঞেয়মিত্যুক্তঞ্চ বিচক্ষণৈঃ ॥
কুশকন্যা প্রদাতব্যা যদি কন্যা ন জায়তে ॥
কন্যাং জামাতৃপুত্রায় তথা জামাতৃকন্যকাং। ইত্যেবং চ বিবাহেন ন্যূনং ভবতি নিশ্চিতং ॥
কুলীনাস্তনুজাং মুখ্যাং জ্যেষ্ঠপুত্রায় যত্নতঃ। দেয়া পর্য্যায়বিধিনা গ্রহণস্তেতি লক্ষণং ॥
কেচিন্মতে। ধুস্তুরো ডম্বুরশ্চৈব গঙ্গাস্রোতস্তথৈব চ। কুলীনাস্ত্রিবিধাঃ প্রোক্তাঃ বল্লালেন মহাত্মনা ॥
যথাক্রমেণ সম্বন্ধঃ গঙ্গাস্রোতঃ প্রকীর্ত্তিতং। পূর্ব্বাপেক্ষা পরোৎকর্ষসম্বন্ধো ধুস্তুরাকৃতিঃ ॥
মধ্যেন ন্যূনসম্বন্ধঃ ডম্বুরাকৃতিরুচ্যতে। ইত্যেতৎ ত্রিবিধং জ্ঞেয়ং কায়স্থকুললক্ষণং ॥
তথাচ কেচিৎ কুললক্ষণং।

ভেকাকৃতিকুলঞ্চৈব সর্পাকৃতি ততঃ পরম্। গঙ্গাস্রোতঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ত্রিবিধং কুললক্ষণং॥
কচিদ্দানং কুলে চৈব কচিদ্বা গ্রহণং তথা। ভেকজাতিস্তদেবং স্যাৎ কায়স্থকুলনিশ্চিতং॥
আদৌ শ্রেষ্ঠকুলঞ্চৈব দানগ্রহণমুত্তমম্। মধ্যে মধ্যমদানঞ্চ পরে হীনং ভুজঙ্গবৎ॥
স্বপর্য্যায়ং সমাসাদ্য দানগ্রহণমুত্তমং। পূর্ব্বাপরসমানঞ্চ গঙ্গাস্রোতমুদাহৃতং॥

অথ কুললেখনক্রমঃ॥ অত্র কুলীনস্য সম্বন্ধশ্চতুর্ব্বিধং। সৎ উপচয়ং অপচয়ং অত্যপচয়ঞ্চ॥
কুলীনেন সহ যৎকর্ম্ম সাদতি প্রোচ্যতে বুধৈঃ। মধ্যল্যেন চ সম্বন্ধাদুপচয়স্তু তদ্ভবেৎ।
মহাপাত্রেন সম্বন্ধাৎ কুলীনস্যাপচয়ং ভবেৎ॥
বিখ্যাতাশ্চ মহাপাত্রাঃ কুলীনৈঃ ক্রিয়তে যদি। অত্যপেতি তদ্‌জ্ঞেয়ং সম্বন্ধং কুলদূষণম্॥
যত্রাস্তিং দানং কর্ত্তু গৃহীতুরূপমেব চ। সম্বন্ধাদৌচিত্যদানে উভয়োরুচিতং লিখেৎ॥
গৃহং যত্র দানকর্ত্তুর্গৃহীতুঃ সত্তমেব চ। দাতুর্যত্র গৃহকাড় গৃহীতুঃ সত্তমেবাহ॥
কুলভঙ্গেন সম্বন্ধে কুলীনস্য ভঙ্গং লিখেৎ। কুলভঙ্গস্য সম্বন্ধং মধ্যমেন ক্ষমং বুধঃ॥
বিকুলং নাম বিদ্যায় সন্তানং কুলনাভবঃ। একোপি দানভ্রষ্টশ্চ তৎসম্বন্ধে চ সম্ভবেৎ॥
আত্মবংশাৎ কুলশ্রেষ্ঠ সম্বন্ধস্তদনুরূপতঃ। বিকুলঞ্চ ভবেৎ শুদ্ধযোচিত্যমুভয়স্তথা॥
মধ্যল্য॥ নির্ম্মল কুলকাণ্ডশ্চ দিব্যবংশসমুদ্ভবঃ। সম্বন্ধদানগ্রহণাৎ এতে জ্ঞেয়াঃ প্রকীর্ত্তিতং॥
মহাপাত্র॥ কুলীনস্য মহাপাত্রে দানং বা গ্রহণং যদি। কায়স্থা তদপচয়ঃ বদন্তি ঘটকাঃ ধ্রুবং॥
মহাপাত্রং বিনা চৈবাচলে সম্বন্ধকারিণঃ। কাচিদ্বা দানগ্রহণে কুলীনস্যাত্যপো ভবেৎ॥
বিপর্য্যয়ে কুলং নাস্তি ন কুলং রত্নাপণ্ডয়োঃ। কুলধ্বংসে কুলং নাস্তি ন কুলং করবর্জ্জিতে॥
অন্যচ্চ। যদি পর্য্যায়নিচ্ছেদং বিপ্রবংশো নরো ভবৎ। তদাধোগতিমাপ্নোতি পক্কফলমিব ক্রমাৎ॥
তথাচ। বলাৎকারে কুলং নাস্তি ন কুলং রত্নাপণ্ডয়োঃ। অন্যচ্চ
কচিদ্দানং গ্রহণঞ্চ নাস্তি যস্য কুলে ধ্রুবম্। পিতৃপিতামহশ্চৈব তৎকুলং নিষ্কুলং ভবেৎ॥
ত্রিপুরুষং কর্ম্মন্যূনং ন দানং সমপুত্রকে। দোষযুক্তাঃ তদেব স্যাৎ ন সমং কুলীনৈঃ সহ॥
দেশভ্রষ্টশ্চ কায়স্থো ন কায়স্থৈ সমং চলেৎ। গ্রহণং বা তথা দানং কায়স্থাদপি নির্দ্দিশৎ॥
তথাচ। অন্যাশ্রয় কৃতং দানং গ্রহণং হীনবংশজাৎ। ত্রিপুরুষং কৃতং যেন তস্য কুলং ন বিদ্যতে॥
তৎপরং কুলকর্ম্মাণি কুরুতে প্রতিপুরুষং। তত্রাপি চ কুলং তস্য বদন্তি ধূর্ত্তাকৃতিঃ॥
তথাপি বর্ত্ততে কিঞ্চিৎ ভিন্নরাস্তে কুলক্ষয়ং॥ তথাচ।
দোহিত্রদোষাঃ কুলীনশ্চ দানহীনশ্চ যে জনাঃ। তেষাঞ্চৈব কুলং নাস্তি সোপি মধ্যল্যলক্ষণং॥
তথাচ। কন্যা সত্বে যস্য নাস্তি প্রদানং কুলভূষিতে। কুলং তস্য ক্ষয়ং যাতি কুলহীনে প্রদাপনাৎ॥
সম্বন্ধভ্রষ্টদোষেণ দানঞ্চ গ্রহণং ভবেৎ। তদা হীনস্য বংশস্য সম্বন্ধে কুলনাশনম্॥
তথাচ। স্থানভ্রষ্টাশ্চ যে কায়স্থাঃ ন কুলীনঃ কদাচন। দানং বা গ্রহণং বাপি নষ্টো ভবতি তৎকুলং॥
তথাচ। রাজপুত্রে কৃতং দানং গৃহীতা হারিতা যদি। তস্য কুলং ভবেৎ হীনং তামসা নাশিনা যথা॥
তথাচ। অন্যপূর্ব্বা বয়ঃজ্যেষ্ঠা বাহুনাম্না সগোত্রজা। বন্ধনা চৈব বা কন্যা বিবাহে কুলনাশনম্॥
কুলীনস্য সুতশ্চেৎ স্যাৎ কুলীনং পোষ্যপুত্রকঃ। তৎকুলভাবঃ হানিঃ স্যাৎ কর্ম্মণাপি ন শুধ্যতি॥

কুলজবংশজয়ো লক্ষণমাহ। কুলীনস্য বংশে জাতত্বাৎ কুলজঃ। .
তদা তদিতরবংশে জাতকোপি বংশজত্বৎ। মধ্যাল্যশব্দস্য লক্ষণং ॥
কুলীনকুলরক্ষার্থং বিবাদেষু মীমাংসয়া। এতেষাং গুণমাশ্রিত্য মধ্যাল্যকুলমুত্তমং ॥
অন্যচ্চ। সদ্ভাবসৎকুল্যনাঞ্চ সম্বন্ধে নতু সংক্রিয়াঃ। নহি তস্য প্রপঞ্চোপি সর্ব্বে চ পি গুণম্বৃতাঃ॥
তথাচ। মধ্যাল্যঃ কুল-মধ্যস্থঃ কুলীনঃ মধ্যল্যাশ্রিতঃ। কুলীনঃ মধ্যল্যঃ বিনা ন কুলশ্চ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥
চন্দ্রাস্তে চ যথাকাশঃ বায়ুস্তে সাগরো যথা। শক্ত্যস্তে চ যথা দেবাঃ মধ্যাল্যাস্তে চ কুলীনাঃ ॥
মধ্যাল্য কুলালঙ্কারঃ মধ্যল্যশ্চ কুলোদ্ভবঃ। যথাপি নৃপতি রাজ্যে ছত্রান্তে মুকুটং যথা ॥
ছকাটিয়া স্থিতোদত্তো বৈহুকস্থিতো নাগকঃ। জঙ্গলিয়া স্থিতো দাসঃ প্রচক্রী নাগকস্তথা ॥
কাঁচনায়াং স্থিতো দত্তঃ ভড়িকাঠিস্থ নাগকঃ। কলাতলাস্থ দাসোহপি মধ্যাল্যঃ কুলমুত্তমং ॥
সৎকুলে দীয়তে কন্যা গ্রহণং কুলকণ্টকাৎ। ভবেৎ সুশুদ্ধঃ কায়স্থঃ মহাপাত্র প্রকীর্ত্তিতঃ ॥
তথাচ। কুলীনেষু সুতা দদ্যাৎ আদত্তে বা কুলেন চ। স কায়স্থঃ মহাপাত্র গোষ্ঠীং কুর্য্যাৎ প্রযত্নতঃ।
তথাচ। সৎকুলে দানগ্রহণং কুলভ্রষ্টে নচ ক্বচিৎ। যস্য চায়ং ভবেৎ শুদ্ধং মহাপাত্রং প্রচক্ষতে ॥
তথাচ। সৎপাত্রে দীয়তে দানং গ্রহণে কুলকণ্টকাৎ। কায়স্থা ভুঞ্জতে চায়ং মহাপাত্রামাত স্মৃতং ॥
স চ সিদ্ধঃ সাধ্যশ্চ। তথাচ।

কুলীনো রাঢ়তো বঙ্গে লব্ধবান্ কর্ম্মকৈঃ সহ। সিদ্ধাঃ সর্ব্বজনৈঃ পূজ্যাস্তে মহাপাত্রতাং গতা ॥
নহাটিয়া স্থিতো দেবঃ রাজিয়া স্থিতো মিত্রকঃ। লঙ্কাপুরা স্থিতো ঘোষ বাঘপাড় শ্চ দাস ঃ ॥
আগরকাটি স্থিতো দাসঃ পানতা স্থিতো ঘোষকঃ। এতেচৈব সিদ্ধাঃ খ্যাতং মহাপাত্রাঃ প্রকীর্ত্তিতা ॥
তথাচ। বহিকাঠি স্থিতো ঘোষঃ শাঁখোড়াস্থিতঃ পালকঃ। যুদ্ধশল্লঃ হলদ র স্থিতো. দেবকেনকঃ॥
চাঁদসিয়া স্থিতোদাস ভড়িপাশাস্থ দত্তকঃ। এতে চৈব চ সাধ্যাঃ স্যু মহাপাত্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥
তথাচ। কাশ্যপশ্চাগ্নিবেশ্যশ্চ বটগ্রামী প্রকীর্ত্তিতাঃ। শাণ্ডিল্যশ্চ ভরদ্বাজঃ কৃষ্ণাত্রেয়ঃ ততঃ পরং ॥
বৈয়াঘ্রপদ্যগোত্রশ্চ আলম্যানস্তথা পুনঃ। সপ্ত দত্তা মহাপাত্রাঃ সম্বন্ধানুরূপতঃ সুধাঃ ॥
ইতি মহাপাত্রলক্ষণং।
কর্ম্মধা হ্রাসতামেতি শ্রেষ্ঠতামিতি কর্ম্মণা। কর্ম্মণৈব হি সিদ্ধস্যাৎ অথ কর্ম্ম প্রচক্ষতে ॥
বসু ঘোষ গুহ মিত্র এই চাইর নাম। সাতজনেরে বল্লালসেন পর্য্যায় দিলা দান॥"

উদ্ধৃত বঙ্গজ-কুলকারিকার তাৎপর্য্য—আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, আবৃত্তি (পরিবর্ত্ত), তপ ও দান এই নয় প্রকার কুললক্ষণ। বসু, ঘোষ, গুহ ও মিত্র এই চারিবংশে নবলক্ষণযুক্ত দেখিয়া মাত্র সাত জনকে বল্লালসেন কুলীন স্বীকার করেন ও নিয়ম করেন—পর্য্যায়ক্রমে কুলীনের কন্যা গ্রহণ ও কুলীনকে কন্যাদানই কুলদীপক বলিয়া গণ্য; আদান, প্রদান, কুশত্যাগ ও ঘটকের সম্মুখে প্রতিজ্ঞা এই চারি প্রকার কুলকার্য্য। দান ও গ্রহণের দ্বারা প্রধানতঃ কুলকার্য্য হইবে। কন্যা না থাকিলে কুশত্যাগ ও পরস্পরে প্রতিজ্ঞা। কুলকার্য্যে দানাদি চারি প্রকার—আর্ত্তি, উচিত, গৃহ, এবং কপর্দ্দক বা কড়ি। পিতৃপর্য্যায়ে কন্যাকে যথাশক্তি প্রচুর পণ দিয়া দানের নাম আর্ত্তি। সামান্য পণ দিয়া যেখানে সেখানে বা নিজের বাড়ীতে সমান পর্য্যায় কুলীনের পুত্রকে দানের নাম উচিত। অতিশয় দোষযুক্ত ব্যক্তির কিঞ্চিৎ দোষযুক্ত সমান পর্য্যায়ের পুত্রকে নিজ গৃহে থাকিয়া

কন্যাদানের নাম গৃহ। সমপর্য্যায়ের উভয় পক্ষ অতিশয় দোষযুক্ত ব্যক্তি পূর্ণপণ লইয়া কন্যাদানের নাম গৃহকড়ি। আর্ত্তির জামাই নিজের বাড়ীতে, উচিত মধ্যস্থের বাড়ীতে, গৃহ সম্বন্ধ আপন বাড়ীতে ও কড়ি সম্বন্ধ যেখানে সেখানে হইতে পারে। জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ দিয়া কুলীনকন্যা গ্রহণের নামই গ্রহণ। কেহ কেহ বলেন, মহাত্মা বল্লাল তিন প্রকার কুলীন নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। যথা ধুস্তুর, ডম্বুর ও গঙ্গাস্রোতঃ। যথাক্রমে কুলসম্বন্ধকে গঙ্গাস্রোত, পূর্ব্বাপেক্ষা পরোৎকর্ষ সম্বন্ধকে ধুস্তুর এবং কুলকার্য্যের মধ্যে ন্যূন সম্বন্ধ হইলে তাহাকে ডম্বুরাকৃতি কহে। আবার কাহারও মতে ভেকাকৃতি, সর্পাকৃতি ও গঙ্গাস্রোত এই ত্রিবিধ কুল লক্ষণ। কচিৎ কুলীনে দান ও কুলীনে গ্রহণ হইলে ভেকের মত ভেকাকৃতি বলা হয়। এইরূপ প্রথমে শ্রেষ্ঠ কুলে উত্তম দান গ্রহণ করিয়া মধ্যে মধ্যম দান এবং পরে হীন ভুজঙ্গ মত কার্য্য হইলে তাহাকে সর্পাকৃতি কহে। পূর্ব্বাপর স্বপর্য্যায়ে সমভাবে দান গ্রহণ হইলে তাহাকে গঙ্গাস্রোত কুল কহে।

কুলীনের কুলসম্বন্ধ চারিপ্রকার—সৎ, উপচয়, অপচয়, ও অত্যপচয়। কুলীনের সহিত কুলকার্য্য হইলে সৎ, মধ্যাল্যের সহিত উপচয়, ও মহাপাত্রের সহিত সম্বন্ধ অপচয়। কিন্তু যদি মহাপাত্রের সহিত কুলীনে সম্বন্ধ করে তাহাকে অত্যপচয় কহে।

যে সম্বন্ধে কুলীনের কুলক্ষয় হয়, তাহা অপ, ও মহাপাত্র ব্যতীত অচলের সহিত দান গ্রহণে কুলীন অত্যপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। বিপর্য্যায় বিবাহে কুল থাকেনা। পিতামহ সমপর্য্যায়ে বিপর্য্যায় ঘটে। বলাৎকারে, রণ্ডদোষ বা পিণ্ডদোষে অথবা কুলহীনের সহিত কুলকার্য্যে কুল থাকে না। যদি দুই তিন পুরুষে পর্য্যায় বিচ্ছিন্ন হয়, তাহা হইলেও কুলীনের অধোগতি হইয়া থাকে।

যে দেশভ্রষ্ট কায়স্থ তাহার সহিত সম ব্যবহার করিবেনা, তাহার সহিত দান বা গ্রহণ অপ বলিয়া নিন্দিত। অপাত্রে বা হীনবংশজের সহিত তিন পুরুষ দান ও গ্রহণে কুল থাকে না। ঐরূপ তিন পুরুষ ও দৌহিত্র দোষে কুলীন মহাপাত্র বলিয়া গণ্য হন। দৌহিত্র দোষ ও কেবল দানহীন কুলীন কুল হারাইয়া মধ্যাল্য বলিয়া গণ্য হন। কন্যা থাকিতেও যে কুলীনের কুলীনে দান নাই—তাহার কুল ক্ষয় ও কুলহীন বলিয়া সে গণ্য হইবে। সম্বন্ধ-ভ্রষ্ট দোষে দান গ্রহণ হইলেও এবং হীন কায়স্থের সহিত সম্বন্ধেও কুলনষ্ট হয়। স্বস্থান ত্যাগ করিয়া যে অন্যত্র বাস করিয়াছে, দান গ্রহণ হইলেও তাহার কুল দগ্ধ জানিবে। রাজপুত্রে কন্যাদান বা রাজপুত্রের কন্যা গ্রহণেও কুলে হীন হইয়া থাকে। অন্যপূর্ব্বা, বয়ঃজ্যেষ্ঠা, মাতৃনামা, সমান-গোত্রজা এবং স্বজন-সম্বন্ধযুক্তা কন্যা বিবাহেও কুল নষ্ট হয়। কুলীনের বা মধ্যাল্যের অথবা মহাপাত্রের পুত্র হইয়া যদি কুলীনের পোষ্যপুত্র হয়, সেই পোষ্যপুত্রে কুল নষ্ট হইবে—কুলকার্য্য দ্বারাও তাহার শোধন হইবে না। কুলীনের বংশে জন্মিলে কুলজ এবং কুলহীনের বংশে জন্মিলে তাহাকে বংশজ বলা হয়।

কুলীনের কুলরক্ষার্থ মধ্যস্থ হইয়া বিবাদের মীমাংসা করিতে সমর্থ বলিয়া মধ্যাল্য কুল

উত্তম বলিয়া গণ্য। কুলীনগণ মধ্যল্যের আশ্রিত, কুলীন ও মধ্যল্য উভয় লইয়া কুল। মধ্যল্য ব্যতীত কুলীনের গৌরব নাই। ছকাটিয়ার দত্ত, বৈছুকের নাগ, জঙ্গলিয়ার দাস, প্রচক্রীর নাগ, কাঁচনার দত্ত ও ভড়িকাঠির নাগ, কায়স্থমধ্যে মধ্যল্য। উত্তম কুলীনের সহিত যাহার দান গ্রহণ, কুলভ্রষ্টে কন্যাদান করেনা, সেই শুদ্ধ মহাপাত্র বলিয়া গণ্য। রাঢ় হইতে বঙ্গে আসিয়া কুলীনই কর্ম্মদ্বারা মহাপাত্র বলিয়া পূজ্য হইয়াছেন। নহাটিয়ার দেব, বাক্রিয়ার মিত্র, লঙ্কাসুরার ঘোষ. বাঘপাড়ার দাস, আগরকাটির দাম ও পানিতার ঘোষ ইহারা সিদ্ধ মহাপাত্র বলিয়া গণ্য। বহিকাটির ঘোষ, শাঁগেড়ার পাল, যুদ্ধমল্লের দেব, ইদিলপুরের দেব ও সেন, চাঁদসীর দাস, ভড়িপাশার দত্ত, এই কয় ঘর সাধ্য মহাপাত্র এতদ্ভিন্ন কাশ্যপ, অগ্নিবেশ্য বটগ্রামী, শাণ্ডিল্য, ভরদ্বাজ, কৃষ্ণাত্রেয়, বৈয়াঘ্রপদ্য ও আলম্যান এই সপ্তগোত্র দত্ত মহাপাত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। উপরোক্ত কুলীন, মধ্যল্য ও মহাপাত্র ব্যতীত আর সকল কায়স্থ অচলা বলিয়া পরিচিত হন।[৪]

বঙ্গজ কুলকারিকায় দেবীবরের দোহাই দিয়া লিখিত আছে—

বসুবংশে লক্ষ্মণ ও পূষণ এই দুইজন, ঘোষ বংশে মহাকৃতি চতুর্ভুজ, গুহবংশে দশরথ, মিত্রবংশে তারাপতি, দত্তবংশে নারায়ণ, নাগবংশে দশরথ, নাথবংশে মহানন্দ, দাসবংশে চন্দ্রশেখর, সেনবংশে গঙ্গাধর, করবংশে দামোদর, দাসবংশে উষাপতি, পালিতবংশে জন, চন্দ্রবংশে নারায়ণ, পালবংশে আব, রাহাবংশে কৃষ্ণ, ভদ্রবংশে দিগম্বর, ধরবংশে ব্যাস, নন্দিবংশে প্রভাকর, দেববংশে কেশব, কুণ্ডবংশে অধিপতি, সোমবংশে বংশধর, সিংহ বংশে রত্নাকর, রক্ষিতবংশে নারায়ণ, অঙ্কুরবংশে বেদগর্ভ, বিষ্ণুবংশে দৈত্যারি, আঢ্যবংশে ত্রিলোচন এবং নন্দনবংশে উষাপতি (এই ২৭ বংশ), বল্লাল কর্ত্তৃক বঙ্গজ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন।[৫]

দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থকুলবিধি।

দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজের বল্লালী কুলবিধি কিরূপ ছিল, প্রাচীন কুলকারিকা অভাবে ঠিক বলা কঠিন। পঞ্চানন কুলাচার্য্যের দক্ষিণ-রাঢ়ীয় কারিকায় লিখিত আছে--

(৪) পরে রাজা দনুজমর্দ্দন ও রাজা পরমানন্দের সময়েও বঙ্গজকুলবিধি কিছুকিছু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। বঙ্গজ-কায়স্থ-কাণ্ডে বিস্তৃত ইতিহাস দ্রষ্টব্য।

(৫) "বসুবংশে চ মুখ্যৌ দ্বৌ নাম্না লক্ষ্মণপূষণৌ।
ঘোষেষু চ সমাখ্যাতশ্চতুর্ভুজো মহাকৃতী॥
গুহে দশরথ শ্চৈব মিত্রে তারাপতি স্তথা।
দত্তে নারায়ণশ্চৈব এতে চ বঙ্গজাঃ স্মৃতাঃ॥
নাগে দশরথশ্চৈব মহানন্দশ্চ নাথকঃ।
চন্দ্রশেখর দাসস্তু সেনে গঙ্গাধরস্তথা॥
দামোদরকরঃ খ্যাতো দাস উষাপতিস্তথা।
পালিতে জন সংজ্ঞো স্যাচ্চন্দ্রে নারায়ণাখ্যকঃ॥
পালে আবঃ সমাখ্যাতো রাহাবংশে চ কৃষ্ণকঃ।
ভদ্রে দিগম্বরশ্চৈব ধরে তু ব্যাসসংজ্ঞকঃ॥
প্রভাকরস্তু নন্দীস্যাৎ কেশবো দেববংশজঃ।
অধিপতিরিতি খ্যাতঃ কুণ্ডবংশে প্রকীর্ত্তিতঃ॥
সোমে বংশধরশ্চৈব সিংহে রত্নাকর স্তথা।
নারায়ণঃ সমাখ্যাত রক্ষিতে চ তথা পরে॥
বেদগর্ভাঙ্কুরশ্চৈব দৈত্যারির্বিষ্ণুসংজ্ঞকঃ।
আঢ্যো ত্রিলোচনঃ খ্যাতো নন্দনে চ উষাপতিঃ॥"
বঙ্গজা ইতি নির্দ্দিষ্টাঃ বল্লালেন মহাত্মনা। (দেবীবর ঘটক।)

"বল্লালসেন মহারাজ জন্মিলা পৃথিবী মাঝ
তপস্যা করিয়া শত শত।
বিষ্ণুরে একান্ত সেবি প্রকাশিতে কুলদেবী
বংশের আহ্লাদকারী হিত॥"
গঙ্গা আনি ভগীরথ ইন্দ্রদ্যুম্ন জগন্নাথ
পৃথিবীতে কৈল অবতার।
তেমতি বল্লালভক্তি বিষ্ণু হইতে মহাশক্তি
কুললক্ষ্মী করিয়া প্রচার॥
অতি সুললিত অঙ্গ কিরণে তিমির ভঙ্গ
ক্ষেম্য অন্ধকারে করে হত।
প্রকাশিত পদ্ম যেন প্রসন্ন বদন তেন
যে জনা কুলেতে অনুগত॥
অপবাদ দোষাবিষ্ট এ সকল হয়ে নষ্ট
গঙ্গায় পাতক যেন ক্ষয়।
পরশমনি সমতেজা দেখিয়া বল্লাল রাজা
মহাহৃষ্ট আনন্দ-হৃদয়॥
পরে সেই সনাতনী আপনাকে ধন্য মানি
ঘরে ঘরে কৈল পূজান্বিত।
জাতিভেদ বিচার করি অংশ বংশ শুদ্ধ ধরি
নবগুণে কুলীন স্থাপিত॥
ব্রাহ্মণ কায়স্থ ভাব সেবায়েত দিব্য লাভ
এই দুই জাতির প্রধান।
ঘোষ বসু মিত্র তিন ব্রাহ্মণ সেবায়ে লীন
বল্লাল ভূপতি বিদ্যমান॥

(৬) রাঢ়ীয় কুলমঞ্জরীতেও লিখিত আছে—বল্লাল সেন আরাধনায় দেবীকে তুষ্ট করিয়া কুলবিধি প্রচার করেন

"ততো ভক্তিং প্রকৃত্যাদৌ ভক্তাভীষ্টপ্রদায়িনীম্। উপাসে সলিলাহারৈর্বর্ষমেকং সমাহিতঃ।
যোগিনীষষ্টমাশ্রিত্য ভাগীরথ্যান্তটালয়ে। তপসা তোষিতা দেবী সুখমোক্ষপ্রদায়িনী।
তদীপ্সিতঃ বরং দত্বা তদেবান্তদধে দিবি। প্রত্যাদিষ্টৈনৃপৈস্তুষ্টৈভুবি তত্ত্ব্যপচারতঃ।
কুললক্ষ্মীং পূজয়িত্বা কথিতং কুললক্ষণম্। আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপো দানং নবধা কুললক্ষণম্। এতল্লক্ষণলক্ষণাং ভূসুরাণাং কুলীনতাম্।
কলয়ামি কলৌ কোলে ভবিষ্যত্যমরা ইব।" (রাঢ়ীয় কুলমঞ্জরী)

বিষ্ণু অংশ ব্রাহ্মণ তস্য শিষ্য তিনজন
নব গুণযুক্ত দেখ এই।
আরাধিত মহাবিদ্যা মহাকৃতি মহাসাধ্যা
ভূদেব ভাবনা পরে নাই॥
পরিত্রাণ নির্ম্মল বংশ তাহে কুললক্ষ্মী অংশ
বিপ্রপদে দৃঢ় দেখি মন।
আচার বিনয় আদি নবগুণ দেখি যদি
জানিলে যে পরম কারণ॥
দ্বিজ গুরু অতিথিসেবা সত্যপূজা সত্যতপা
ভক্তিভাবে সেবয়ে যে জন।
ঈশ্বরের আজ্ঞা পালে বেদবাক্য পথে চলে
পায় পূজা পূজনীয় কুলীন॥
কৈল মুখ্য কুলরাজ দক্ষিণ-রাঢ়ের মাঝ
চন্দনে তুষিল তিন জনে।
সপ্ত ঘর মৌলিক সিদ্ধি ছিল রাজার মুৎসুদ্দি
তিনেতে চিহ্নিত কৈলা দানে॥
বল্লালের পূজিত হ'য়ে ঘোষ বসু মিত্র ল'য়ে
গৌড়দেশে ছিল সর্ব্বজন।
রাজার হইল অপবাদ ডোমকন্যা পরিবাদ
গৌড় ছাড়ি করিলা গমন॥
পূর্ব্ব আর পশ্চিম যত বঙ্গজ বারেন্দ্র খ্যাত
উত্তর দেশেতে উত্তর-রাঢ়ী।
দক্ষিণ গঙ্গার কূল দক্ষিণ-রাঢ়ের মূল
জাহ্নবী সমাজে কৈল বাড়ী।
তিন কুলে ছয় ভাই রহিল গিয়া ঠাঁই ঠাঁই
চিহ্নিত সমাজে কুলশ্রেষ্ঠ।
প্রভাকর নিশাপতি আকনা বালীতে স্থিতি
প্রচার করিলা পর্য্যায় ষষ্ঠ॥
ভক্তি মুক্তি সহোদর বাগাণ্ডা মাহিনগর
বাণ পর্য্যায় বসুজা আলয়।
মিত্রবংশে শুন লেখা বড়িশা সমাজ টেকা
তখনেতে পর্য্যা ছিল নয়॥"

ঘটক নন্দরাম মিত্রের দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলকারিকায় বল্লালসেনের কুলবিধি নির্দ্দেশে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে :—

"শুন সবে বলি তবে কুলের যেমন ধর্ম্ম।
প্রকৃত সহজ মুখ্য কুল কমলের জন্ম ॥
হংসসুত মুক্তিবসু ঘোষে নিশাপতি।
মৃত্যুঞ্জয়সুত গুই কুলে মহাকৃতি ॥
এ তিন সৃজিলা মুখ্য নৃপতি বল্লালে।
বাণ রস অঙ্গ পর্য্যায় ছিল সেই কালে ॥
তিনেতে বাড়িল তিন ছয় প্রকৃত গণ্য।
তবে একে একে তিন সমাজ বিভিন্ন ॥
আকৃনা প্রভাকর বালি নিশাপতি নাম।
শুক্তি বসু বাগাণ্ডা মুক্তি মাহিনগর গ্রাম ॥
ধুই মিত্র বড়িশা টেকায় মিত্র গেলা গুই।
তিন কুলে ছয় সমাজ প্রকৃত মুখ্য এই ॥
কোমলের জন্ম কেহ জানে বা না জানে।
কেহ কেহ কথা কয় অসার সন্ধানে ॥
প্রজাপতিসুত বাড়-মুখ্য ঘোষ হংস।
জ্যেষ্ঠ পুত্র কোমল হইল তার অংশ ॥
কনিষ্ঠ মধ্যাংশ জ্যেষ্ঠ কুলে হীনবল।
সে কারণে রাজআজ্ঞা মুখ্য সে কোমল ॥
আদান প্রদান নাই জন্মমুখ্য কুলে।
কোমল-মুখ্য থুইলা নাম নৃপতি বল্লালে ॥
প্রকৃত চিহ্ন সহজ ভিন্ন সমানে প্রভব।
তখনি কোমলের জন্ম পর্য্যায় ছিল নব ॥
সহজের জন্ম হইল দশের পর্য্যায়।
ধুই-সুত মকরন্দ মিত্র মহাশয় ॥
দুই অঙ্গে প্রকৃত যার শোভা আছে কুল।
কুল গর্ব্ব সহজ সমান এক সমতুল ॥
প্রকৃত সহজ জন্মে সহজে সহজ।
কোমলে কোমল বাড়ে অনুজে অনুজ ॥
মুখ্যের ত্রিবিধ হইল শুন তার বোল।
প্রকৃত সহজ অবশেষ সে কোমল ॥
সহজ মুখ্যের কুল যেন নদ নদী।
হ্রাস বৃদ্ধি কোমলে নাই যাবৎ দিনাবধি ॥
কুলের প্রবন্ধ এখন কর অবধান।
কনিষ্ঠ ছভায়া মধ্যাংশ তেওজ বিধান ॥
ইহার অনুজ যত শুন সংখ্যা ইহ।
পঞ্চম অবধি পুত্র মধ্যাংশ দ্বিতীয় ॥
যে যাহাকে কুল করে সেই অংশে তার কুল।
কুলীন সভার বাড়া ভাগ্য সকল মূল ॥
কনিষ্ঠ ছভায়া গণি ছভায়া কনিষ্ঠ।
পিতৃকুলে চিহ্ন নহে গণি মধ্যশ্রেষ্ঠ ॥
বাড়মুখ্য কুলে তৃতীয় পুত্র আদি।
মুখ্য পুত্র শেষ আর পঞ্চম অবধি ॥
এক ঘরে জন্মে নাম আর ঘরে লয়।
মধ্যাংশ দ্বিতীয় হয়ে বর্গে উঠে রয় ॥
আর আর কুল যত শুন তার কথা।
কনিষ্ঠ-দ্বিতীয়-পুত্র আদি করি যথা।
নয় প্রকার কুল এই কহিলাম সার।
বুঝহ কুল যত গেলে অংশের বিচার।
কনিষ্ঠ ছভায়া কুল মুখ্য কনিষ্ঠ হয়।
মধ্যাংশ-দ্বিতীয় কুল স্থিরতর রয় ॥
কনিষ্ঠ-দ্বিতীয় কুল শুন একভাব।
তেওজ হইলে পুত্র তেওজ হয় এই লাভ।
দ্বিতীয় মধ্যাংশ দ্বিতীয় তেওজ কুল।
মাঝখান উন সংখ্যা এই তার মূল।
কনিষ্ঠ-দ্বিতীয়-পুত্র বাড়তেওজ জানি।
তৃতীয় পুত্রের দ্বিতীয় পুত্র ছভায়া যে গণি।
কনিষ্ঠ ছভায়া কুলের দ্বিতীয় তনয়।
মুখ্য কনিষ্ঠ হয় জানিবা নিশ্চয়।
কেহবা হয় বাড়তেওজ ছভায়া অনুজ।
তেওজ দ্বিতীয় পুত্রও জন্ম হয় তেওজ।

মুখ্য পুত্র বাড়ে আর তেওজ তাহার।
বাল্য যুবা বৃদ্ধভাব হয় সবাকার।

অথ নব কুলস্য অংশঃ।

মুখ্য আদি তেওজ দোওজ নবকুল।
অংশবিচার সাঙ্গ হইল সূক্ষ্ম আর স্থূল॥
প্রকৃত সহজে আসি কুলেতে বিচার।
সহজ কোমল আৰ্ত্তি এই ব্যবহার॥
কোমল মুখ্য আৰ্ত্তি হয় আর সর্ব্বকুলে।
সূক্ষ্ম বিবেচনা ইহা নাহি বলি স্থূলে॥
পরে পরে আৰ্ত্তি জেন কুলীন সকলে।
সর্ব্বকুলে কর্ম্ম আছে সর্ব্বত্রতে বলে॥
যোগ ক্রিয়া অংশ প্রতিসার বলবান্।
যোগে কুল থাকে মাত্র করি অনুমান॥
পূর্ব্বমত যোগ ছিল ইদানীন্তু আর।
সযূথ পশ্চাৎ যোগ নূতন বিচার॥
সপর্য্যাতে প্রামাণিকে দিলে দোষ হয়।
সাম্য পশ্চাৎ কুলীনের ঘটকেতে কয়॥
সপর্য্যাতে কুল গ্রহণ কাঠি সংজ্ঞা সার।
বিপর্য্যাতে দান দিলে পৌত্রীতে বিচার॥
বিপর্য্যায়ে কুল হইলে নাহি থাকে কুল।
এ কর্ম্মেতে দোষ অতি নাশ হয় মূল॥

পিতা মাতা আর ভ্রাতা যে কন্যাবিহীনা।
রণ্ডকন্যা নাম তার কুলে অতিক্ষীণা॥
এমত কন্যা গ্রহণেতে কুলীন সদোষ।
থাকে সেই কুল হানি হয়্যা অসন্তোষ॥
পিতা হয়্যা ত্যাজ্য পুত্রে পিণ্ডদান করে।
পিণ্ডদোষে কুল নাশে সেই কুল পরে॥
তাহার সুতাকে কেহ করিলে গ্রহণ।
পিণ্ডদোষে কুলনাশ পুস্তকলিখন॥
স্বজনাদোষ যাতে ঘটে শুন বিবরণ।
পিতৃপক্ষ সপ্তমীতে গ্রহণ করণ॥
মাতৃপক্ষ পঞ্চমী সুতা গ্রহণ বাখানি।
স্বজনায় শাস্ত্র উক্ত দোষ তার জানি॥
কুলীন কুলীনে যদি আশ্রয় করে।
সপর্য্যায় কুলহানি অংশের ভিতরে॥
ক্লৈব্য দোষ কুলীনের দুই মত ঘটে।
দোষাশ্রিত কথা হলে ক্লৈব্য দোষ রটে॥
মধ্যাংশ দ্বিতীয় বাড়ে শুন সভাসদ্।
কনিষ্ঠ মধ্যাংশ তেওজ হয় বিধিমত।
প্রকৃত মুখ্যের কুলে নাহি হ্রাস বৃদ্ধি।
নিদাঘ বরষা শীতে যেন মহোদধি॥"

বিভিন্ন সমাজের কুলকারিকা হইতে উদ্ধৃত কুলব্যবস্থা হইতে মনে হয় বিভিন্ন সমাজের কুলজ্ঞেরা স্ব স্ব সমাজোপযোগী করিয়া বল্লালী কুলবিধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। মুসলমান কর্ত্তৃক নদীয়াবিজয়ের পর রাজা লক্ষ্মণসেনের সহিত অনেক কুলীন-ব্রাহ্মণ ও কুলীন-কায়স্থ পূর্ব্ববঙ্গে গিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্ব হইতেই এখানকার ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সন্তানেরা প্রথমতঃ বঙ্গজ ব্রাহ্মণ ও বঙ্গজকায়স্থ বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। খৃষ্টীয় একাদশ ও ত্রয়োদশ শতকে উৎকীর্ণ তাম্রশাসন ও শিলালিপিতে সুদূর হিমালয়বাসী এবং সুদূর দাক্ষিণাত্যবাসী বঙ্গজ ও দক্ষিণরাঢ়ীয়-ব্রাহ্মণের পরিচয় বাহির হইয়াছে।[৭] ফুলিয়ার কবি কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনী হইতে জানিতে পারি

---

(৭) রাজন্যকাণ্ড ৩৫৭ পৃষ্ঠা। খৃষ্টীয় ১২শ শতকের শিলাফলকে দাক্ষিণাত্যেও গৌড়াগত বৈদ্যকায়স্থ ও পূর্ব্বগ্রামী দক্ষিণ রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের সন্ধান পাইতেছি। Jonrnal of the Andhra Historical Researcl Society, Vol IV P. 152.

তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ বঙ্গে বাস করিতেন ও শ্রেষ্ঠ কুলীন বলিয়া গণ্য ছিলেন। সেখানে রাষ্ট্র-বিপ্লব ঘটিলে বহুকুলীন ব্রাহ্মণ রাঢ়দেশে চলিয়া আসেন। তাঁহারা বঙ্গে বাস কালে বঙ্গজ এবং রাঢ়ে আসিয়া সকলে রাঢ়ীয় বলিয়া পরিচিত হন। রাঢ়ের ব্রাহ্মণসমাজে বঙ্গজ নাম বিলুপ্ত হয়। কিন্তু বঙ্গজ কায়স্থ সমাজে সেরূপ হয় নাই। এখানে পূর্ব্বাপর কায়স্থপ্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। বল্লালের বহুপূর্ব্বে ও তাঁহার সময় হইতে যাঁহারা বঙ্গজ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিলেন এবং পরে যে সকল কায়স্থ রাঢ় হইতে বঙ্গে গিয়া বাস করেন, তাঁহারা সকলেই বঙ্গজ বলিয়া অভিহিত।[৮] পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বঙ্গজ কুলীনসমাজ বল্লালী কুলপ্রথা অনেকটা বজায় রাখিয়াছিলেন, কিন্তু দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থসমাজ ঠিক মানিয়া চলিয়াছিলেন কি না বুঝা যায় না। দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ কুলকারিকায় বল্লালী কুলনিয়ম বলিয়া যাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহার খুব কমই বঙ্গজ সমাজের কুলনিয়মের সহিত মিলিলেও অধিকাংশ কুলভাব বা সংজ্ঞাগুলির মিল নাই। দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজে যে নয়টী ভাব বা নবরঙ্গ কুলপ্রথা প্রচলিত আছে তাহার সমস্ত দক্ষিণ রাঢ়ীয় সমাজে রাজা বল্লাল সেনের সময়ে প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয় না। পূর্ব্ববঙ্গে রাজা লক্ষ্মণ সেন, দনৌজামাধব ও দনুজমর্দ্দনের সভায় কুলীনসমাজ-সংস্কারকল্পে কয়েকবার সমীকরণ ও কুলপ্রথা সংশোধিত হয়।[৮] আমার মনে হয় রাঢ়দেশেও সেইরূপ সমীকরণ ও কুলবিচার হইয়া বিভিন্ন ভাবের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-সমাজের প্রধান কুলগ্রন্থ ধ্রুবানন্দের মহাবংশে রাজা দত্তখানের নাম পাওয়া যায়। উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-কারিকায় তিনি গণেশ দত্ত এবং রায় মুকুট কর্ত্তৃক জগদত্ত নামে পরিচিত। তাঁহার সভায় কুলবিচার ও সমীকরণ হইয়াছিল। আমার মনে হয় তাঁহার সভায় রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় রাঢ়ীয় কায়স্থসমাজেরও সমীকরণ হইয়া থাকিবে। রাজা গণেশদত্ত খান্ উত্তর-রাঢ়ীয় সমাজে মিলিত থাকায় দক্ষিণ রাঢ়ীয় কুলজ্ঞেরা তাঁহার কথা উল্লেখ করা প্রয়োজনীয় মনে করেন নাই। দক্ষিণ-রাঢ়ীয় কায়স্থ-কুলকারিকায় বল্লালসেনের কুলবিধির পরই পুরন্দর খাঁর কুলবিধানের উল্লেখ আছে। রাজা বল্লালসেন খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকে ও পুরন্দর খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকে বিদ্যমান ছিলেন। রাজা বল্লাল ও পুরন্দরের মধ্যে প্রায় সাড়ে তিনশত বৎসরের ব্যবধান। এই দীর্ঘকাল মধ্যে মুসলমান শাসনে হিন্দুসমাজ বিব্রত ছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গে কায়স্থ-প্রভাবের ফলে যেরূপ বঙ্গজ কায়স্থসমাজে বহুবার সমীকরণ ও কুলবিধি সংস্করণের সুবিধা হইয়াছিল, রাঢ়দেশে সেরূপ সুযোগ হয় নাই। বল্লালসেনের সময়ে কন্যাগত কুলপ্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। এই প্রথা বল্লালের পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয়। কেবল রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-সমাজ বলিয়া নহে। বহুপূর্ব্বে রাঢ়ের শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ-সমাজ[৯] ও দাক্ষিণাত্য বৈদিক সমাজেও[১০] কন্যাগত কুলপ্রথা প্রচলিত ছিল। এরূপস্থলে মনে হয় বঙ্গজ কায়স্থ সমাজের ন্যায় দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজেও এক সময় কন্যাগত। কুল ছিল। পুরন্দর খাঁর সময়ে সেই প্রথা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

---

(৮) বঙ্গজ কায়স্থকাণ্ডে বিস্তারিত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

(৯) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ বিবরণ; ১০৪ পৃষ্ঠা।

(১০) ঐ ঐ দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ বিবরণ ২০৩ পৃষ্ঠা।

সেনবংশের পূর্ব্বনিবাস ও রাজা বল্লালসেনের কুলস্থান।

এখন দেখিতে হইবে রাজা বল্লালসেন প্রথমে কোন্ স্থান হইতে কুলবিধি প্রচার করেন? পূর্ব্বে লিখিয়াছি—রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-সমাজে রাজা বল্লালসেন প্রথমে কুলবিধি প্রবর্ত্তন করেন। উক্ত অংশ লিখিত হইবার পর দুইখানি বঙ্গজ-কায়স্থ-কারিকা হইতে নিম্নলিখিত বিশিষ্ট প্রমাণ বাহির হইয়াছে—

১ম, দ্বিজ বাচস্পতির বঙ্গজ কুলজীসারসংগ্রহে এইরূপ পাইয়াছি—

"কায়স্থানাং বাসস্থানং—হরিকোণৌ বটগোনৌ বর্দ্ধমানঃ মধুস্তথা।
কর্ণকঙ্কৌ চ রাঢ়ায়াং কায়স্থানাং স্থানাষ্টকাঃ॥"[১]

২য়, ইদিলপুরের আর একখানি তালপাতার কুলপঞ্জীতে উক্ত আটটি কুলস্থানের এইরূপ বিস্তৃত পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে—

'হরিপুর, গোন, বটগ্রোগ্র,কোণ, বর্দ্ধমান, মধুগ্রাম,কঙ্কগ্রাম ও কর্ণ বা কর্ণসুবর্ণ রাঢ়ের এই আটটী স্থানই রাঢ়ীয় কায়স্থগণের আদি কুলস্থান হইতেছে। তন্মধ্যে হরিপুরে সিংহ, দাস, ঘোষ, পালিত, বিষ্ণু, নাগ, নাথ ও দাম এই আট, গোনে বা গোনগরে আঢ্য, দাস, নন্দী, দেব, সেন, কর, চন্দ্র, ও বিষ্ণু এই আট। বটগ্রামে মিত্র, রক্ষিত, দাম, দত্ত, ঘোষ, অঙ্কুর, বসু ও দেব এই আট। কোণগ্রামে দাম, দেব, দত্ত, কর, চন্দ্র, শীল, ভদ্র ও বসু এই আট। বর্দ্ধমানে কুণ্ড, দেব, দাস, চন্দ্র, ভদ্র, কর, পাল ও সেন এই আট। মধুগ্রামে গুহ, নন্দন, সিংহ, দাম, দত্ত, দাস, দেব ও রুদ্র এই আট। কঙ্কগ্রামে সেনই প্রধান। এখন অন্যত্র বাস করিতেছে। গুহবংশ কি কারণে বলা যায় না বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। কর্ণ বা কর্ণসুবর্ণে সিংহ, দত্ত, কুণ্ড, পাল, দেব, রাহা, ভদ্র ও গুহ এই আট ঘর বাস করিত। উপরোক্ত বিভিন্ন কুলস্থানের মধ্যে কোণ গ্রাম হইতে বসু, বটগ্রাম হইতে ঘোষ ও বর্দ্ধমান হইতে মিত্র বল্লালসেন কর্ত্তৃক কঙ্কগ্রামে সমানীত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। অতঃপর গোত্রানুসারে গ্রামের কথা লিখিতেছি। হরিপুরের সিংহ বাৎস্য, দাস কাশ্যপ, ঘোষ শাণ্ডিল্য, পালিত ভরদ্বাজ, বিষ্ণু শাণ্ডিল্য, নাগ সৌপায়ন ও দাম মৌদ্গল্য হইতেছে। গোনরে আঢ্য শাণ্ডিল্য, দাস মৌদ্গল্য, নন্দ মৌদ্গল্য, সেন আলম্যান, কর মৌদ্গল্য, চন্দ্র কাশ্যপ ও বিষ্ণু বৈয়াঘ্রপদ্য গোত্র হইতেছে। বটগ্রামে মিত্র বিশ্বামিত্র, রক্ষিত মৌদ্গল্য, দাস কাশ্যপ, দত্ত কাশ্যপ, ঘোষ সৌকালিন, শূর অরণ্যঋষি, ধর জামদগ্ন্য ও দেব শাণ্ডিল্য হইতেছে। মঙ্গলকোটে দাম শাণ্ডিল্য, দেব গৌতম, দত্ত শাণ্ডিল্য, কর ভরদ্বাজ, চন্দ্র কাশ্যপ, পালিত ভরদ্বাজ, ভদ্র বাৎস্য ও বসু গৌতম গোত্র হইতেছে। বর্দ্ধমানে দত্ত কাশ্যপ. দেব কাশ্যপ, দাস গৌতম, চন্দ্র কাশ্যপ, ভদ্র শাণ্ডিল্য, কর আলম্যান, পাল আলম্যান ও সোম সৌহিত্য গোত্র

(১) রাজন্যকাণ্ডে ৩১৮ পৃষ্ঠায় এইরূপ বিকৃত পাঠ উদ্ধৃত হইয়াছে—
"অষ্টকোণঃ বটঃ গোণো বর্দ্ধমানঃ মধুস্তথা। কর্ণকক্কোচ রাঢ়ায়াং কায়স্থানাং স্থানাষ্টকাঃ॥"

বঙ্গজ সমাজের দুইখানি প্রাচীন কুলপঞ্জিকা হইতে রাঢ়দেশে কায়স্থদের আটটী কুলস্থানের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। এই আটটীর মধ্যে কঙ্কগ্রাম প্রধান হইতেছে। কারণ, এই কঙ্কগ্রামে রাজা বল্লালসেন কর্ত্তৃক সকলে সমানীত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ইদিলপুরের কুলগ্রন্থ অনুসারে কঙ্কগ্রাম সেনবংশের একটী আদি সমাজ। এখানে তাঁহারা সৌকালিন গোত্ররূপে পরিচিত ছিলেন, অন্যত্র গিয়া বাসুকী গোত্র গ্রহণ করেন। যেখানে অষ্টকুলস্থানের কায়স্থগণ সমানীত হইয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন সেই কঙ্কগ্রাম কোথায়? মুর্শিদাবাদ জেলার শক্তিপুর হইতে আবিষ্কৃত রাজা লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসনে কঙ্কগ্রাম-ভুক্তির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।[৩] উক্ত তাম্রশাসনে লিখিত "মধুগিরিমণ্ডলাবচ্ছিন্ন কুন্তীনগরপ্রতিবদ্ধ কঙ্কগ্রামভুক্ত্যন্তঃপাতি দক্ষিণবীথ্যামক্ররবাড়ায়াং কুমারপুর চতকে" ইত্যাদি প্রমাণ হইতে উত্তররাঢ় কঙ্কগ্রামভুক্তির [illegible] Division বা প্রদেশ বুঝাইত। সেনরাজবংশের বিভিন্ন তাম্রশাসন হইতে গৌড়বঙ্গ পৌণ্ড্রবর্দ্ধন, বর্দ্ধমান, ও কঙ্কগ্রাম এই [illegible] দেখা যায় অর্থাৎ তৎকালে সমগ্র গৌরবঙ্গ এই তিনটী প্রদেশ বা [illegible] বর্দ্ধমান ও [illegible] ডিভিসনের কতকাংশ অর্থাৎ বর্দ্ধমান, হুগলী ও নদীয়া জেলার কতকাংশ পূর্ব্বতন বর্দ্ধমান ভুক্তির অন্তর্গত ছিল। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় লিখিয়াছেন, "কঙ্কগ্রামভুক্তির জন্য স্বাভাবিক দক্ষিণ সীমা অজয় নদ বলিয়াই বোধ হইতেছে। এই অজয় নদ হইতে সেন-রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে বিহারের সীমা পর্য্যন্ত কঙ্কগ্রামভুক্তির সীমা ছিল ইহা সহজেই বুঝা যায়। অর্থাৎ বর্ত্তমানের প্রায় সম্পূর্ণ বীরভূম জেলা এবং মুর্শিদাবাদের ভাগীরথী পশ্চিমস্থ অর্দ্ধাংশ লইয়া কঙ্কগ্রামভুক্তি গঠিত ছিল।"[৪]

চীনপরিব্রাজক যুঅং-চুয়াং খৃঃ ৭ম শতকে গৌড়বঙ্গের মধ্যে এইরূপ বিভিন্ন খণ্ডরাজ্যের উল্লেখ করিয়াছেন।—

ইরিণ বা হিরণ্যপর্ব্বত	৩০০০ লি
চম্পা	৪০০০ লি
কযঙ্গল (কিএ-চিন্-কিলো)	২০০০ লি
পুণ্ড্রবর্দ্ধন	৪০০০ লি
সমতট	৩০০০ লি
তাম্রলিপ্তি	১৪০০ লি

পুরাতত্ত্ববিদ Cunningham সাহেব উক্ত কযঙ্গলের বর্ত্তমান নাম কাঁকজোল নির্দ্দেশ করিয়া লিখিয়াছেন—"I suggest that there may have been a transposition of two

(৩) সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩০৭ সাল ৪র্থ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।
(৪) সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩০৯ সাল ২য় সংখ্যা ৯২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

syllables in the Chinese name and that we should read Kie-kien chu-lo, which is a literal transcript of Kankjol. In his Gazetteer, Hamilton calls the place Cankiole, which is probably a misprint of Cankjole. He notes that the district of Rajmahal was formerly named Akbarnagar from its capital, and in the revenue records Cankjole, as being the chief military division. Hwen Thsang estimates the size of the district at 2000 lis or 333 miles in circuit; but as was a dependency of one of the neighbouring kingdoms it was probably included, as I have already noted, in the area of the dominant state. When independent, the petty state of Kankjol most probably comprised the whole of the hill country to the south and west of Rajmahal, with the plains lying between the hills and the Bhagirathi river as far south as Murshidabad. The circuit of this that would be about 300 miles stated by Hwen Thsang"[৫]

কানিংহাম সাহেব কাঁকজোল রাজ্য রাজমহল হইতে মুর্শিদাবাদ পর্য্যন্ত ধরিয়াছেন। যদিও তাঁহার শব্দনির্ণয় ঠিক হয় নাই অর্থাৎ তিনি কযঙ্গলকে কাঁকজোল করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার বর্ণিত কাঁকজোল ও কঙ্কগ্রামভুক্তির পরিমাণ প্রায় এক বলিয়া মনে হইতেছে। রাজা লক্ষ্মণসেনের শক্তিপুর-তাম্রশাসন-বর্ণিত কঙ্কগ্রামভুক্তির মধ্যে মধুগিরি, কুমারপুর, ঢাকলিকা, বারকোণা ও বল্লিহিতা, এই স্থানগুলি যথাক্রমে মৌগ্রাম, কুমারপুর, ঢাকলে, কোণা, ও বালুটী নামে আজও মুর্শিদাবাদ জেলায় ফতেসিং পরগণায় শক্তিপুর থানার মধ্যে ও নিকটে বিরাজ করিতেছে। মধুগিরি বা কুলগ্রন্থবর্ণিত মধুগ্রাম অধুনা মৌগ্রাম নামে পরিচিত। মৌগ্রামের নিকট ডাকবরাক কাঁগ্রাম নামে যে গ্রাম বিদ্যমান, তাহাই কুলগ্রন্থবর্ণিত প্রাচীন কঙ্কগ্রাম বলিয়া মনে করি। কুলগ্রন্থের কোণ অধুনা কোণা (তাম্রশাসনে বারকোণা), গোন বা গোনগর গোহাটী বা গুণাহাটী এবং হরি অধুনা হরিপুর নামে কাঁগ্রামের কিছুদূরে বিদ্যমান। কঙ্কগ্রাম সেনবংশের আদিসংস্থানস্থান ছিল। কাঁগ্রামের কিছুদূরে সেনপুর তাহার সাক্ষ্যদান করিতেছে। বলিতে কি, উত্তররাঢ়ীয়ের প্রধান সমাজগুলি এই কঙ্কগ্রাম ভুক্তির অন্তর্গত হইয়া পড়িতেছে। কঙ্কগ্রাম বা কাঁগ্রামের পূর্ব্বসমৃদ্ধি এখন আর নাই। মুসলমান-বিপ্লবে সমস্তই নষ্ট হইয়াছে। এখানকার প্রাচীন কীর্ত্তি-নিদর্শনগুলি নিকটবর্ত্তী সালারগ্রামে সম্ভ্রান্ত মুসলমানগণের কিছু কিছু বিদ্যমান। কঙ্কগ্রামের সহিত রাঢ়দেশের প্রাচীন ইতিহাস বিজড়িত তাহা বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না।

রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের কুলপঞ্জিকা হইতে বঙ্গাধিপ গৌড়াধিপ আদিশূর অমুখ পঞ্চসাগ্নিক ব্রাহ্মণকে যে পাঁচখানি গ্রাম শাসন দান করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কঙ্কগ্রাম একটী। তৎপরে পালবংশের অভ্যুদয়-কালে ব্রাহ্মণগণ এইস্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যান এবং সেনবংশের অভ্যুদয়কালে রাজা বল্লালসেনের পরিচালনায় সাতশতেক রাঢ়দেশে

(৫) [illegible] Ancient Geography of India.

গঙ্গাতীরে সম্ভবতঃ এই কঙ্কগ্রামে আসিয়া বাস করেন। তৎপূর্ব্ব হইতেই এই কঙ্কগ্রাম একটী সামন্ত রাজ্যের রাজধানী ছিল বলিয়া চীনপরিব্রাজকের বর্ণনা হইতে মনে হয়। বলাবাহুল্য উত্তররাঢ়ের কঙ্কগ্রাম হইতেই দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ কুলীন কায়স্থগণের পূর্ব্ব পুরুষগণ নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়েন এবং সেই সেই স্থানে তাঁহাদের আগমনের পর একটী স্বতন্ত্র সমাজ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

বঙ্গজ-কুলকারিকায় পাইতেছি, পশ্চিমরাঢ়ে মৎস্যত্যাগী মহাকুল কায়স্থগণ বাস করিতেন, তাঁহাদের মুখ্যগণকে বল্লালসেন বঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।[৬]

বঙ্গজ কুলাচার্য্য আচার্য্য চূড়ামণির মতে,—'পূর্ব্বতন রাঢ়দেশবাসী ঘটকেরা সিংহ হইতে নন্দন পর্য্যন্ত এই ২৭ ঘরকেই শ্রেষ্ঠ মনে করিতেন। ২৭ ঘরের নাম সিংহ, দাস, ঘোষ, বসু, বিষ্ণু, নাগ, নাথ, কর, দাম, পালিত, চন্দ্র, রাহ, ভদ্র, ধর, নন্দী, দেব, কুণ্ড, সোম, আঢ্য, পাল, গুহ, রুদ্র, রক্ষিত, দত্ত, মিত্র, সেন ও নন্দন। বল্লালসেন এই ২৭ ঘর হইতে মুখ্যদিগকে লইয়া বঙ্গে বাস করাইয়া ছিলেন। বঙ্গে সেই শূরগণ প্রথমে চন্দ্রদ্বীপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তৎপরে জয়সার, তৎপরে বিক্রমপুরে ও পরে ইদিলপুরের স্থানে স্থানে নিবাস করিয়াছিলেন।'[৭]

উক্ত ২৭ ঘরের বংশমর্য্যাদানুসারে বঙ্গজ রাজসভায় এইরূপ পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে—'হে রাজেন্দ্র! বল্লালসেন মুখ্য জানিয়াই রাঢ় হইতে বঙ্গে আনিয়া যাঁহাদিগকে স্থাপন করেন, এখানে তাঁহাদের মধ্যে বসু, ঘোষ, গুহ ও মিত্র মধ্যে প্রথম তিনই শ্রেষ্ঠ, চারিঘরের পরে দত্ত, নাগ, নাথ, দাস ও সেন এই পাঁচজন। তৎপরে পালিত, সিংহ, পাল, চন্দ্র, বিষ্ণু, ভদ্র, রাহ, দাম, ধর, নন্দি, দেব, কুণ্ড, সোম, কর, রক্ষিত, অঙ্কুর ও নন্দন। এই ২৭ঘর মধ্যে প্রথম চারিঘর শ্রেষ্ঠ, সেন ছাড়া দত্তাদি ৫ ঘর মধ্যল্য এবং অবশিষ্ট সকলে মহাপাত্র বলিয়া বঙ্গজ

---

(৬) "পুরা তে পশ্চিমে-রাঢ়ে মৎস্যত্যাগী মহাকুলাঃ। ততো বল্লালসেনেন মুখ্যা বঙ্গে নিবাসিতাঃ।"
(আচার্য চূড়ামণি)।

(৭) "রাঢ়ে সিংহাদয়ো শ্রেষ্ঠাঃ নন্দনান্তাঃ কুলানি চ। কথ্যন্তে ঘটকৈঃ পূর্ব্বৈঃ রাঢ়দেশনিবাসিনঃ॥
সিংহো দাসস্তথা ঘোষঃ বসু চ বিষ্ণুরেব চ। নাগো নাথঃ করো দামঃ পালিতশ্চন্দ্রনামক॥
রাহো ভদ্র ধরো নন্দী দেব কুণ্ড সোমকঃ। আঢ্যঃ পালো গুহো রুদ্ররক্ষিতো দত্তমিত্রকৌ॥
সেনকশ্চ নন্দনশ্চ ঘটায়াং সপ্তবিংশতিঃ॥
ততো বল্লালসেনেন মুখ্যাঃ বঙ্গে নিবাসিতাঃ। বঙ্গেষু প্রথম শূরাঃ চন্দ্রদ্বীপে প্রতিষ্ঠিতাঃ॥
ততস্তাঃ জয়সারে চ বিক্রমপুরে ততঃপরম্। ততঃ ইদিলপুরাদৌ স্থানে স্থানে নিবাসিতাঃ॥"
(আচার্য্য-চূড়ামণি)

রাজসভায় পরিচিত হন'।[৮] কুলনিধি-বর্ণন-প্রসঙ্গে লিখিয়াছি—রাজা বল্লালসেন ২৭ জনকেই কুলস্থান দিয়া বঙ্গে বাস করাইয়া ছিলেন, কিন্তু দত্তাদি ২৩ জনের যে কুলস্থানের উল্লেখ আছে, তাহার অধিকাংশই রাঢ়দেশে হইয়াছে। এ অবস্থায় মনে হয়, রাঢ়দেশেই ২৭ঘর প্রথমে সম্মানিত হন। পরে তাঁহারা বঙ্গে যান।

এখন যেমন কোন কোন স্থানে রাজা বা রাজ-প্রতিনিধি দরবার করিয়া সেই সেই স্থানের মান্যগণ্য ব্যক্তিগণকে উপাধি ও খেলাত দিয়া সম্মানিত করিয়া থাকেন, উত্তররাঢ়ের রাজধানী কঙ্কগ্রামে মহারাজ বল্লালসেনও সভা করিয়া সেইরূপ মান্যগণ্য ও উপযুক্ত নবগুণযুক্ত রাঢ়ীয়-গণকে আহ্বান করিয়া কুলমর্য্যাদা দিয়াছিলেন। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যাঁহারা রাজসম্মান লাভ করিয়াছিলেন, অন্যত্র বিশদভাবে তাঁহাদের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, এখানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।[৯] কায়স্থমধ্যে বসু, ঘোষ, গুহ, মিত্র এই চারিঘর ব্যতীত দত্ত, নাগ, নাথ, দাস, সেন, কর, দাম, পালিত, চন্দ্র, পাল, রাহা, ভদ্র, ধর, নন্দী, দেব, কুণ্ড, সোম, সিংহ, রক্ষিত, অঙ্কুর, বিষ্ণু, আঢ্য ও নন্দন এই ২৩ ঘরও যথাক্রমে সম্মানিত হইয়াছিলেন। সুতরাং বল্লালের সভায় মোট ২৭ ঘর কায়স্থ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন।[১০]

---

(৮) "অথ বক্ষ্যামি রাজন্ম বংশাদিগুণনির্ণয়ঃ। সপ্তবিংশতিবংশানি সজ্জনানাং নরাধিপ॥
রাঢ়ে বঙ্গে যো বিখ্যাতঃ স মুখ্য কুলভাগ্ ভবেৎ। রাঢ়ে সিংহাদয়ো জ্ঞেয়াঃ নন্দনান্তাঃ কুলানি চ॥
কথ্যন্তে ঘটকৈঃ পূর্ব্বং রাঢ়দেশনিবাসিনঃ। ততো বল্লালসেনেন মুখ্যং জ্ঞাত্বা চ রাঢ়তঃ॥
বঙ্গে সপ্তীয় তৎপশ্চাৎ ব্যুৎক্রমাৎ কথয়তি স চ। বসু ঘোষো গুহমিত্রৌ প্রথমতঃ গণিতাস্ত্রয়ঃ॥
দত্তনাগৌ চ নাথশ্চ দাসসেনৌ চ পঞ্চমঃ। পালিতঃ সিংহপালৌচ চন্দ্রো বিষ্ণুশ্চ ভদ্রকঃ॥
রাহো দামো ধরো নন্দি দেবকুণ্ডশ্চ সোমকঃ। করো রক্ষিতাঙ্কুরৌ চৈব রুদ্রনন্দনাপ্যকস্তথা॥
কুলানি ক্রমতো রাজন্ কথ্যন্তে কুলবেদিভিঃ। চত্বারো মুখ্যতাং প্রাপ্তো বস্বাদিনাং কুলানি চ॥
দত্তাদিনাঞ্চ পঞ্চানাং মধ্যল্যাঃ সেনবর্জ্জিতাঃ। ততো বংশোনবংশানি মহাপাত্রং প্রকীর্ত্তিতম্॥
এতানি ত্রিবিধান্যাকু সিদ্ধ সাধ্যক্রমেণ চ। সুসিদ্ধং রাঢ়তো জ্ঞেয়ং সিদ্ধশ্চ বঙ্গদেশজঃ॥
সাধ্যং ততঃ পরং জ্ঞেয়ং কর্ম্মরূপেণ পণ্ডিতৈঃ॥" (ইদিলপুরের তালপত্রের পুথির নকল)

(৯) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, ১মাংশে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

(১০) "বসুঃ ঘোষঃ গুহঃ মিত্রঃ দত্তঃ নাগশ্চ নাথকঃ।
দাসঃ সেনঃ করঃ দামঃ পালিতঃ রুদ্রঃ পালকঃ।
রাহা ভদ্রঃ ধরঃ নন্দী দেবঃ কুণ্ডশ্চ সোমকঃ।
সিংহঃ রক্ষিতোঽঙ্কুরশ্চৈব বিষ্ণুঃ আঢ্যশ্চ নন্দনঃ।
এতে সপ্তবিংশতিকাঃ বল্লালেন প্রতিষ্ঠিতাঃ॥" (ঘটকরাজের বঙ্গজ-কুলপঞ্জী)

প্রথমে বসু, ঘোষ, গুহ ও মিত্র এই চারি ঘর বল্লালী কুল প্রাপ্ত হইলেও পরে অবশিষ্ট ২৩ ঘরকেও বল্লাল যথাক্রমে বটগ্রাম, মল্লপুর, পদ্মদ্বীপ, লোহিত, মল্লকোটি, লক্ষ্মীপুর, কেশিনী, কুমার, নন্দীগ্রাম দেবগ্রাম, বাটাজোর, স্বর্ণগ্রাম, দক্ষপুর, মাণ্ডব, মণিকোটী, ভল্লকোটী, শম্ভুকোটী, সিংহপুর, মৎস্যপুর, মেঘনাদ, ভল্লকুলা, সিন্ধুরাঢ় ও শূরপুর এই ২৭ খানি কুলস্থান নির্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন।[১১]

উক্ত বঙ্গজ কুলপঞ্জীঅনুসারে ২৩ ঘরের কুল বা সমাজস্থান এইরূপ হইতেছে—

১ দত্তের বটগ্রাম, ২ নাগের মল্লপুর, ৩ নাথের পদ্মদ্বীপ, ৪ দাসের লোহিত, ৫ সেনের মল্লকোটী, ৬ করের লক্ষ্মীপুর, ৭ দাসের কেশিনী, ৮ পালিতের কুমার, ৯ চন্দ্রের নন্দীগ্রাম, ১০ পালের দেবগ্রাম, ১১ রাহার বাটাজোড়, ১২ ভদ্রের স্বর্ণগ্রাম, ১৩ ধরের দক্ষপুর, ১৪ নন্দীর মাণ্ডব, ১৫ দেবের মণিকোটি, ১৬ কুণ্ডের ভল্লকোটি, ১৭ সোমের শম্ভুকোটি, ১৮ সিংহের সিংহপুর, ১৯ রক্ষিতের মৎস্যপুর, ২০ অঙ্কুরের মেঘনাদ ২১ বিষ্ণুর ভল্লকুলা, আঢ্যের সিন্ধুরাঢ় ও ২৩ নন্দ বা নন্দনের শূরপুর।

হরিমিশ্রও লিখিয়াছেন, বিজয়নন্দন মহারাজ বল্লালসেন প্রথমে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগকেই কুলস্থান দান করিয়াছিলেন। তৎপরে অপর সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রথমে উত্তমদিগকে, তৎপরে মধ্যমদিগকে এবং অবশেষে অভিশাপের ভয়ে অধমদিগকেও যথাবিধি শাসন দান করিয়াছিলেন।[১২]

বিজয়সেন কর্তৃক সম্মানিত দত্তবংশ বল্লালের নিকট কুলীন চারি ঘরের ন্যায় উপযুক্ত সম্মান লাভ করিতে না পারায় প্রথমে বল্লালের বিরুদ্ধাচরণ করেন। তাঁহাদের আচরণে বিরক্ত হইয়া বল্লালসেন তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও প্রাণদণ্ডের আদেশ করেন। প্রাণভয়ে তাঁহারা বল্লালের অধিকারের বাহিরে সুদূর পূর্ব্বোত্তর বঙ্গে পলাইয়া যান। সেই

---

(১১) "বটগ্রামো মল্লপুরঃ পদ্মদ্বীপশ্চ লোহিতঃ।
মল্লকোটিলক্ষ্মীপুরঃ কেশিনী চ কুমারকঃ। কীর্ত্তিমতাঃ নন্দীগ্রামো দেবগ্রামস্তথা স্মৃতঃ
বাটাজোড়ঃ স্বর্ণগ্রামো দক্ষপুরশ্চ মাণ্ডবঃ। মণিকোটিভল্লকোটিঃশম্ভুকোটিস্তথৈব চ।
সিংহপুরো মৎস্যপুরো মেঘনাদস্তথাপি চ। ভল্লকুলা সিন্ধুরাঢ়ঃ শূরপুরো তথা স্মৃতো।
সপ্তবিংশতিনামানি গ্রামাণি সমৃদ্ধানি চ। বাসার্থং প্রদত্তস্তেভ্যঃ বল্লালেন মহাভুজা।"

(১২) "বিপ্রপালো[illegible] বল্লালঃ রাজা বিজয়নন্দনঃ।
ব্রাহ্মণায় কুলস্থানং [illegible]...
উত্তমেভ্যো [illegible] পুরা মধ্যমেভ্যস্ততো নৃপঃ
অধমেভ্যো ভয়াৎ পশ্চাৎ শাসনং বিধিবদ্দদৌ।
তাম্রপাত্রে কুলং লেখ্যং শাসনানি বহূনি চ।
এতেভ্যো দত্ত [illegible] বল্লালসেনকঃ।" (হরিমিশ্র)

দত্তবংশীয় দগের কুলপরিচয় হইতে জানা যায় যে, ১০৬১ শকে বা ১১৩৯ খৃষ্টাব্দে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল।[১৩]

উক্ত কুলপরিচয় হইতে মনে হয় ১১৩৯ খৃষ্টাব্দে বা তাহার কিছু পূর্ব্বে কঙ্কগ্রাম রাজধানী হইতে প্রথম বল্লালী কুলমর্য্যাদা প্রবর্ত্তিত হয়। এই সময়ে প্রথমে ২৭ ঘর মহাকুল বলিয়া সম্মানিত হন। উপরে যে অষ্ট গ্রামের বা আদি কুলস্থানের পরিচয় উদ্ধৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে রাহা, অঙ্কুর ও কুণ্ড এই তিন ঘরের নাম নাই, কিন্তু শূর ও রুদ্র এই দুই ঘরের নাম আছে। ইহাতে মনে হয় পরবর্ত্তী কালে শূর ও রুদ্রের পরিবর্ত্তে অপর নাম গৃহীত হইয়াছে। এছাড়া বসু, ঘোষ, গুহ ও মিত্র এই ৪ ঘর ব্যতীত অপর ২৩ ঘরের যে কুলস্থান ধরা হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই রাঢ়দেশে হইতেছে। কিন্তু মনে হয় ২৭ ঘরের গণনা কঙ্কগ্রামে হয় নাই বিক্রমপুর হইতে প্রচারিত হইয়া থাকিবে। এখানে বসু, ঘোষ, গুহ ও মিত্র এই চারি ঘরই মুখ্য কুলীন বলিয়া সম্মান লাভ করিয়াছিলেন।

দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ সমাজে যে কয়জন রাজা বল্লালসেন কর্ত্তৃক মর্য্যাদা লাভ করিয়াছিলেন নিম্নে তাহাদের বংশলতা লিপিবদ্ধ হইল :—
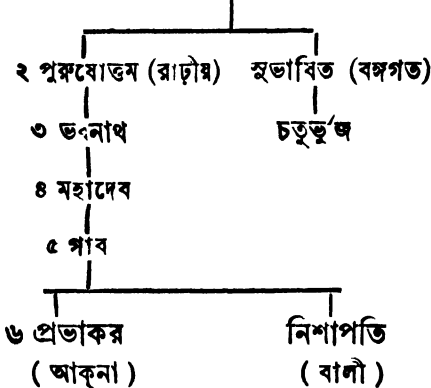
(১৩) "চন্দ্রর্ত্তু শূন্যাবনিসংখ্যশাকে বল্লালভীতঃ খলু দত্তরাজঃ।
শ্রীকণ্ঠনাম্না তরণা দ্বিজেন শ্রীমানন্তত্ত জগাম বঙ্গম্।"
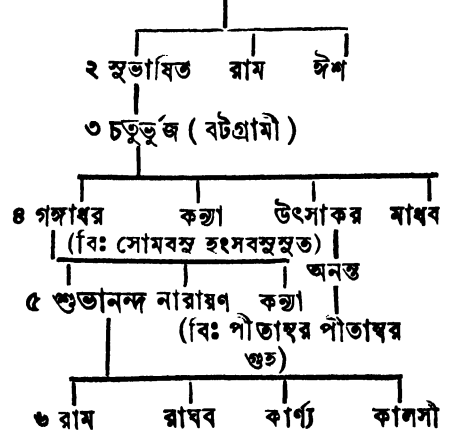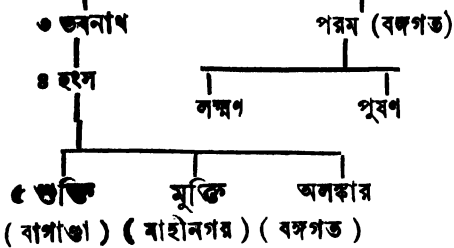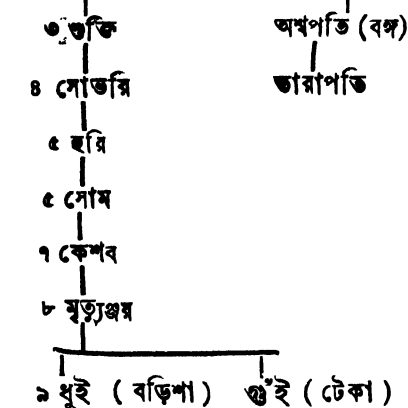
দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলজী-মতে
বঙ্গজ কুলজী-মতে
বসুবংশে বীজী ১ দশরথ বসু
২ কৃষ্ণ
৩ ভবনাথ
পরম (বঙ্গগত)
৪ হংস
লক্ষ্মণ
পূষণ
৫ শুক্তি
মুক্তি
অলঙ্কার
(বাগাণ্ডা) (মাহীনগর) (বঙ্গগত)
১ দশরথ বসু
২ পরম
৩ লক্ষ্মণ
৩ পূষণ
৪ অভয়
৪ দিবাকর
৫ ত্রিলোচন
৫ বাগ্‌ভট
৬ হংস
৬ দণ্ডপাণি হংস বিভাবসু উদয় তমোপহ
৭ সোম ৭ শুক্তি মুক্তি
৭ অহর্পতি
শোভা
৮ শঙ্কর
৮ রাঘব
সঞ্জয়
পুর
বনমালী
মিত্রবংশে বীজী ১ কালিদাস মিত্র
২ শ্রীধর
৩ শুক্তি
অশ্বপতি (বঙ্গ)
৪ সোভরি
তারাপতি
৫ হরি
৫ সোম
৭ কেশব
৮ মৃত্যুঞ্জয়
৯ ধুই (বড়িশা) গুঁই (টেকা)
১ কালিদাস মিত্র
২ অশ্বপতি
৩ তারাপতি
৪ গোট
৫ বাহন
৬ সৌরী
সুরভি
৭ জয়ী
পাই (টেঙ্গরে গত)
৮ শূলপাণি
দণ্ডপাণি
গুহবংশে বীজী ১ বিরাট গুহ
২ নারায়ণ
৩ দশরথ
৪ রাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন গোপা কমল
৫ বিষ্ণুপদ
কন্দর্প
৬ জগজ্জীবন
১ বিরাট গুহ
২ নারায়ণ
৩ আয়ু সূর্য্য দশরথ কড়ারক বৈধৃতি
৪ রাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন উদয়ন ব্রহ্মা
৫ হাড় পীতাম্বর
৬ রুদ্র
৬ শাক্তী থিকর্ত্তন কার্ত্ত
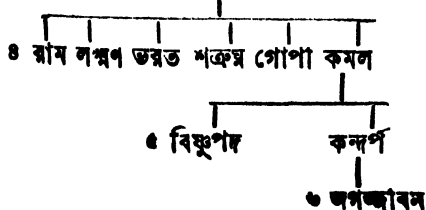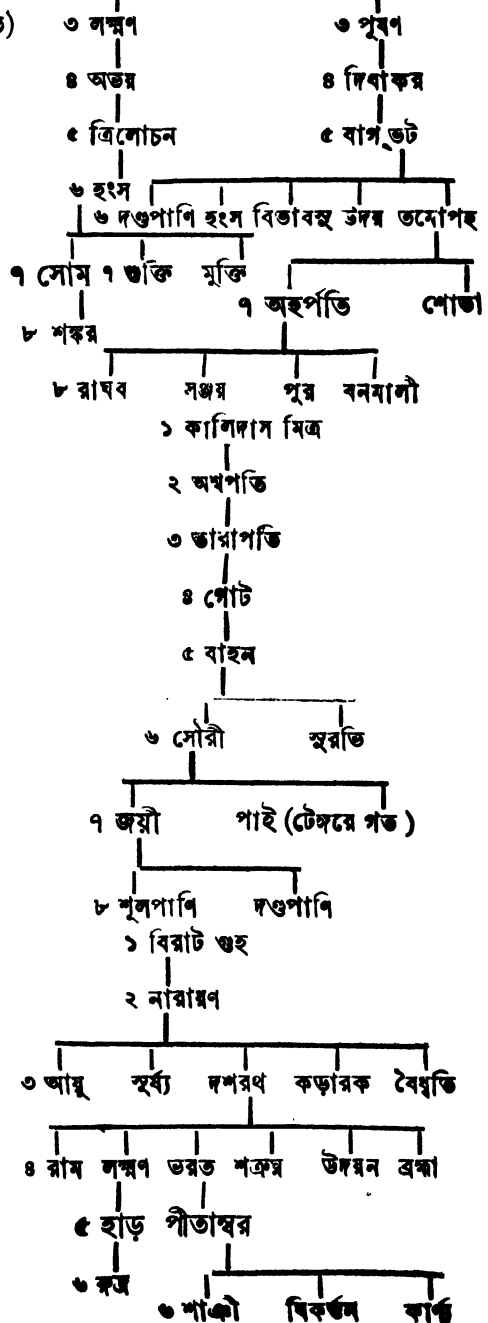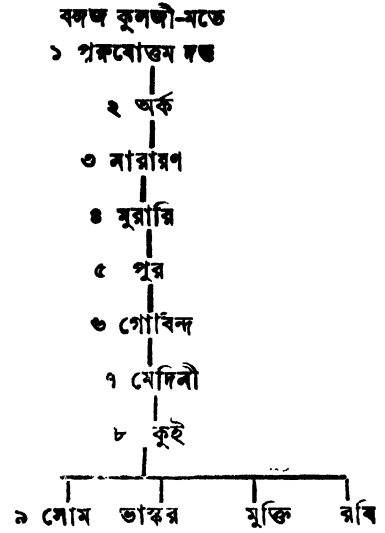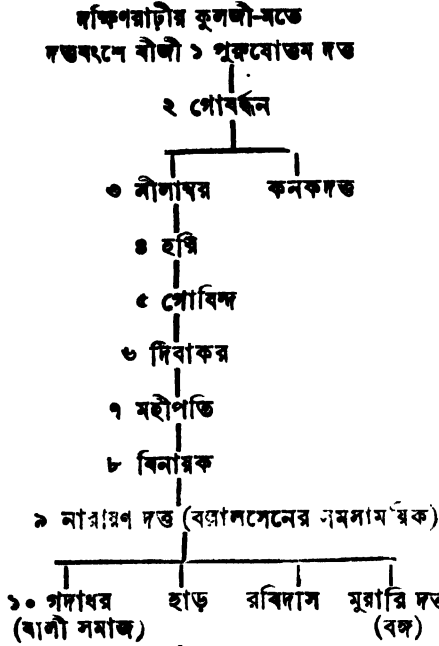
পূর্ব্বে ৭০ পৃষ্ঠায় সোমবসুর বৃদ্ধপিতামহ কঙ্কণকে ও অহর্পতির বৃদ্ধপিতামহ পূষণকে, শুভঘোষের ও অনন্তঘোষের পিতামহ চতুর্ভুজকে, হাড়গুহ ও পীতাম্বর গুহের পিতামহ দশরথকে এবং জয়ী মিত্রের বৃদ্ধপ্রপিতামহ তারাপতিকে বল্লালসেনের সমসাময়িক বলা হইয়াছে তাহা সম্ভবপর নহে। সম্ভবতঃ তাঁহারা রাজা বিজয়সেন কর্ত্তৃক বঙ্গজ বলিয়া চিহ্নিত হইয়াছিলেন। কারণ উদ্ধৃত বংশলতায় আমরা দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকা অনুসারে ঘোষবংশে প্রভাকর ও নিশাপতি এবং বঙ্গজ-কুলপঞ্জিকামতে শুভানন্দ ও অনন্ত, এইরূপ দক্ষিণরাঢ়ীয় মধ্যে বসুবংশে শুক্তি ও মুক্তি এবং বঙ্গজমধ্যে সোম ও অহর্পতি, দক্ষিণরাঢ়ীয় মিত্রবংশে ধুই ও গুঁই, বঙ্গজ মিত্রবংশে জয়ী এবং বঙ্গজ গুহবংশে দশরথ গুহের পৌত্র হাড় ও পীতাম্বর শ্রেষ্ঠ বল্লালী কুলীন বলিয়া ১ম সমীকরণে চিহ্নিত হইয়াছেন। দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলগ্রন্থে দশরথ গুহের পৌত্র (কমলের পুত্র) বিষ্ণুপদ ও কন্দর্প বংশজ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। অথচ এখানে গুহ কুল পান নাই বলিয়াই বঙ্গে চলিয়া যান এরূপ কথা আছে। এদিকে বঙ্গজ কুলকারিকায় উত্তর রাঢ়ে মধুগ্রামে গুহের আদিসমাজ পাইতেছি। দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলগ্রন্থে পুরুষোত্তম দত্তের নবমপুরুষে নারায়ণ দত্ত বল্লালসেনের সমসাময়িক এবং তৎপুত্র গঙ্গাধরের বালী সমাজ ও মুরারি দত্ত বঙ্গগত বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। এদিকে বঙ্গজ-সমাজে পুরুষোত্তম দত্তের অধস্তন তৃতীয় পুরুষে নারায়ণ ও তৎপুত্র মুরারির নাম পাওয়া যায়। এ অবস্থায় ঘোষ, বসু মিত্র ও গুহ বংশের উভয় সমাজের কুলগ্রন্থে যেরূপ মিল পাইতেছি, দত্তবংশ সম্বন্ধে সেরূপ মিল নাই।

ইদিলপুরের প্রাচীন পুথির প্রমাণ হইতে জানা যায় যে রাজা বল্লালসেনের পূর্ব্বে উত্তর রাঢ়ে কায়স্থগণের আদিসমাজস্থান ছিল। নিম্নে সেই আদিসমাজ স্থান এবং রাজা বল্লালসেনের সময়ে ও পরে দক্ষিণরাঢ়ীয় মধ্যে যেরূপ সমাজস্থান নির্দ্দিষ্ট হয় তাহা লিখিতেছি।

ইদিলপুরের উক্ত কারিকানুসারে রাঢ়ে বিভিন্ন ঘরের * গোত্র ও আদি সমাজস্থান এইরূপ :—

৩ গোত্র সিংহ—হরিপুরে বাৎস্য, মধুগ্রামে শাণ্ডিল্য, কঙ্কগ্রামে ভরদ্বাজ।

২ গোত্র দাস—হরিপুরে কাশ্যপ. গোনরে মৌদগল্য, বটগ্রামে কাশ্যপ, বর্দ্ধমানে গৌতম,
মধুগ্রামে আত্রেয়।

৩ গোত্র ঘোষ—হরিপুরে শাণ্ডিল্য, বটগ্রামে সৌকালীন, কর্ণস্বর্ণে বাৎস্য।

১ „ পালিত—হরিপুরে ভরদ্বাজ, মঙ্গলকোটে ভরদ্বাজ।

২ গোত্র বিষ্ণু—হরিপুরে শাণ্ডিল্য, গোনরে বৈয়াঘ্রপদ্য।

১ „ নাগ—হরিপুরে সৌপায়ন।

১ „ নাথ—হরিপুরে পরাশর।

৩ গোত্র দাস—হরিপুরে মৌদগল্য, মঙ্গলকোটে শাণ্ডিল্য, মধুগ্রামে বাৎস্য।

১ „ আঢ্য—গোনরে শাণ্ডিল্য।

১ „ নন্দী—গোনরে মৌদগল্য।

২ গোত্র সেন—গোনরে আলম্যান, কঙ্কগ্রামে সৌকালীন পশ্চাৎ বাসুকী, কর্ণস্বর্ণে আলম্যান।

৩ গোত্র কর—গোনরে মৌদগল্য, মঙ্গলকোটে ভরদ্বাজ, বর্দ্ধমানে আলম্যান।

১ „ চন্দ্র—গোনরে কাশ্যপ, মঙ্গলকোটে কাশ্যপ, বর্দ্ধমানে কাশ্যপ।

১ „ মিত্র—বটগ্রামে বিশ্বামিত্র।

১ „ রক্ষিত—বটগ্রামে মৌদগল্য।

৫ গোত্র দত্ত—বটগ্রামে ও বর্দ্ধমানে কাশ্যপ, মঙ্গলকোটে শাণ্ডিল্য, কঙ্কগ্রামে মৌদগল্য,
মধুগ্রামে সৌকালীন, মধুগ্রামে অগ্নিবেশ্য।

১ „ শূর—বটগ্রামে অরণ্য ঋষি।

১ „ ধর—বটগ্রামে জামদগ্ন্য।

৩ „ দেব—বটগ্রামে শাণ্ডিল্য, মঙ্গলকোটে গৌতম. বর্দ্ধমানে কাশ্যপ, কর্ণস্বর্ণে শাণ্ডিল্য।

২ „ ভদ্র—মঙ্গলকোটে বাৎস্য, [illegible] শাণ্ডিল্য।

১ „ বসু—মঙ্গলকোটে গৌতম

১ „ পাল—বর্দ্ধমানে আলম্যান।

১ „ সোম—বর্দ্ধমানে লৌহিত্য।

১ „ গুহ—মধুগ্রামে কাশ্যপ।

১ „ নন্দন—মধুগ্রামে কাশ্যপ।

১ „ রুদ্র—মধুগ্রামে গৌতম।

---

* উত্তররাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকায় বাৎস্য সিংহ, সৌকালিন ঘোষ, মৌদগল্য দত্ত বা দাস, বিশ্বামিত্র মিত্র, কাশ্যপ দত্ত, শাণ্ডিল্য ঘোষ, কাশ্যপ দাস, মৌদগল্য কর ও ভরদ্বাজ কর এই ৯ ঘর ব্যতীত শূর, সেন. দেব, নাগ, কুণ্ড, বিষ্ণু. পাল ও নন্দী এই ৮ ঘরও স্থানীয় মূল কায়স্থ বলিয়া পরিগণিত ছিল। (উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থকাণ্ড. ১ম খণ্ড ৩৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

কুলপ্রদীপে দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজস্থান সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে :—

"১। অথ ঘোষবংশস্যাষ্ট সমাজনাম।

ঘোষের প্রধান সমাজ আকনা আর বালী।
খনিয়া দীর্ঘাঙ্গ আমড়েশ্বর শাঁখরালী॥
কয়াভিয়া সেয়াখালা অষ্ট সমাজ হয়।
আকনাতে প্রকৃত সহজ অমুদয়॥
প্রকৃত সহজ নাহি আকনায় কেহ।
কয়েকজন মাত্র শুদ্ধ কোমল দেহ॥
কনিষ্ঠাদি অষ্ট কুল প্রকাশ অনেক।
কালীভক্ত তেজোযুক্ত আছয়ে প্রত্যেক॥
আর ছয় সমাজেতে মৌলিকান্ত সব।
কুলাভাব হয় তথা কুলমাত্র রব॥

২। অথ বসুবংশস্যাষ্ট সমাজঃ।

বাগাণ্ডা মাহীনগর সমাজ প্রধান।
প্রকৃতাদি মুখ্যকুলে কর্ম্ম সহমান॥
মাহীনগর বাগাণ্ডাতে সর্ব্বকাল আছে।
বৈষ্ণবের ক্ষয় কোথা বিষ্ণু আগে পাছে॥
চিত্রপুর দীর্ঘঅঙ্গ শালমুলি আর।
মিমারকা পঞ্চমূলী গোহরি গ্রাম সার॥
এ সকল সমাজেতে সর্ব্ব মৌলিকান্ত।
কুলত্যাগী হয়্যা ভাবে আছে অতি শান্ত॥

। অথম মিত্রবংশাষ্ট সমাজঃ।

মিত্রবংশ অষ্ট সমাজ শুন দিয়া মন।
বড়িষা সমাজ হয় প্রধানে গণন॥
প্রকৃত নির্ম্মল সহজ কোমল বিস্তর।
কুলভক্ত সবে সেই কুলেতে তৎপর॥
কনিষ্ঠাদি অষ্টকুল আছয়ে অনেক।
তেজস্বান্ কুলকর্ম্মে সকলে প্রত্যেক॥
পরে টেকা সমাজের শুন বিবরণ।
মধ্যাংশ দ্বিতীয়-পুত্র আছে কয়জন॥
আর আর কুল তথা হয়েছে নির্ব্বংশ।
পরে ছয় সমাজের শুন বলি অংশ॥
দাঁতিয়া চাকল চাঁদড়া অপর বালী।
কুমারহট্ট দাবড়াকুপী কুলে সবার কালী॥
এই ছয় সমাজবাসী মৌলিকান্ত হয়।
মিত্রবংশ তাক মাত্র দিলাম পরিচয়॥

৪। অথ দত্তবংশস্য ত্রিংশৎ সমাজঃ।

দত্তবংশ ত্রিংশৎ সমাজ বিবরণ।
অগ্রে বালী দ্বিতীয় কল্পে নেওদা গণন॥
আমরাহাড়া দীর্ঘ-অঙ্গ কোদালী-গ্রাম আর।
পাঁজনোর বটগ্রাম সপ্তমে বিচার॥
বরাটী গ্রাম ইছাপুর আর জটা গ্রাম।
সিঘাটী নোনা গিহিনী সেনহাটী নাম॥
চাকলৈ গ্রাম আর আটিশোড়া হয়।
বিজ্‌রক মেদে কোথা দারিআটনা লয়॥
বেওড়াগ্রাম হাড়গ্রাম দেওড়াগ্রাম আর।
চুপগুড়া কেওটা কেজা খোপাপুর সার॥
সুগন্ধ্যা কোন্নগর কলিঙ্গা গ্রাম হয়।
খেজুর গ্রাম শেষে লিখি সাঙ্গ পরিচয়॥

৫। অথ গুহবংশস্য সমাজঃ।

গুহবংশে তিন সমাজ লিখি বিচারত।
মহানাদ কুমারহট্ট বড়য়া গ্রাম যত॥

৬। অথ দেববংশস্য চতুর্দ্দশ সমাজঃ।

দেববংশ চতুর্দ্দশ সমাজ বর্ণন।
কর্ণস্বর্ণপুর চিত্রপুরাদি গণন॥
ভাস্কর ভুরালি আর বৈরাটী ইন্দ্রাণী।
চৌরগ্রাম দেবগ্রাম নীলপুর মানি॥
কর্ণপুর চাগ্রাম গৌরহট্ট আর
আঁদুল পরিপা আর চতুর্দ্দশ প্রকার॥

৭। অথ করবংশস্য সমাজঃ।

করবংশ পঞ্চ সমাজ শুন দিয়া মন।
প্রথমেতে পাণিহাটি করিয়া গণন॥
সোমনগর হরিবগ আর ডুমরিয়া।
বন্দিপুর পঞ্চমেতে লিখি বিচারিয়া॥

৮। অথ পালিতবংশস্য সমাজঃ।

প্রধান পালিতবংশ সমাজ উভয়।
কোণা আর বড়র্ষাগ্রাম দিলাম পরিচয়॥

৯। অথ সেনবংশস্য সমাজঃ।

সেনবংশ তিন সমাজ করিয়া বর্ণন।
দীর্ঘঅঙ্গ সাঁকো কোণা হয় সুশোভন॥
বেলুন গ্রাম বর্দ্ধমান মহানাদ আর।
পাঁজনোর আদি অষ্ট করিয়ে বিচার॥

১০। অথ সিংহবংশস্য সমাজঃ।

সিংহবংশে অষ্ট সমাজ করিয়া গণনা।
আন্দুলা আকনা আর চৌলা পাটনা॥

১১। অথ দাসবংশস্য সমাজঃ।

দাস বংশ সপ্ত সমাজ করিয়া বর্ণন।
সাঁখরাই কালীঘাট দ্বিতীয়ে গণন॥
বালীহাটী হরিপাল সাতসাতা আর।
আশাশোড়া মাড়াগাছা সপ্তমে বিচার॥"

দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ কুলপঞ্জিকা আলোচনা করিলে মনে হয় বল্লালসেনের সময়ে পূর্ব্বোক্ত সমাজগুলি প্রসিদ্ধ ছিল। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি বিরাট গুহের বংশ দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের চাবিটী সমাজস্থানের পরিচয় হইতে মনে হয় পূর্ব্বে তাঁহারা রাজসম্মানিত ছিলেন। দশরথ গুহের পুত্র কমলের সন্তানেরা বংশজ, এবং দশরথ গুহের পুত্র লক্ষ্মণ ও ভরতের সন্তানেরা বল্লালী কুলীন বলিয়া সম্মানিত হইয়াছিলেন। উভয় সমাজের কুলগ্রন্থ আলোচনা করিলে মনে হয় কমলের সন্তানেরা বল্লালী কৌলীন্য স্বীকার করেন নাই। লক্ষ্মণ ও ভরতের সন্তানেরা বল্লালী কৌলীন্য গ্রহণ করেন ও দক্ষিণরাঢ়ের মূল সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পূর্ব্ববঙ্গে যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলপ্রদীপে সিদ্ধমৌলিক ও কষ্টমৌলিক সম্বন্ধে লিখিত আছে—

"গৌড়বাসী সে কালীন মৌলিকাষ্ট ঘর।
রাজার আজ্ঞায় তারা মৌলিক প্রখর॥
প্রথমে দেববংশ দত্ত কর পালিত।
সেন সিংহ দাস গুহ বিচারে সঙ্গত॥
রাজাজ্ঞায় তাঁহারাই কুলকর্ম্মে রত।
রাঢ়দেশে তেজস্থান কুলে অনুগত॥
সিদ্ধ-মৌলিক অষ্টঘর রাজার আদেশ।
সমীকরণ রূপে হয় এই ত বিশেষ॥
বাহাত্তর ঘর কষ্ট-মৌলিক প্রমাণ।
বঙ্গদেশবাসী তারা করি অনুমান॥
প্রথমে নাগ পাল আদিত্য আর রাণা।
রাহা রাহুত পরে সাম অপরঞ্চ সানা॥
চন্দ্রবংশ নন্দন বংশ বর্দ্ধন আর কেশ।
ধর বংশ ধরণি রক্ষিত আর যেব॥
নন্দী কুণ্ড আর আইচ পুস্তক লিখন।
ভূত গুপ্ত আর কেতু পরেতে নন্দন॥
হোড় ওম আর সোম লিখি পরে শর্ম্মা।
সাঁই সুঁই আর হুই অবশেষে বর্ম্মা॥
ব্রহ্মবংশ বিষ্ণুবংশ সিং আর দাঁ।
বিষ্ণুবংশ ব্রহ্মবংশ কীর্ত্তি আর চাঁ॥
রঙ্গবংশ তুঙ্গবংশ গুপ্ত আর ভদ্র।
ভঞ্জবংশ পালবংশ যশ আর রুদ্র॥
সরবংশ শূরবংশ মেহাড়া আর গুড়।
আঢ্যবংশ অর্ণববংশ বিন্দু আর নড়॥
গণবংশ লাহাবংশ আর বংশ আঢ্য।
বীরবংশ শীলবংশ পাল আর চাউ॥
তেজোবংশ হেসবংশ পেয়াতি আর আদক।
নাথবংশ বাণবংশ চিত্র আর কায়ক॥
বল্লভ আর রাজ সংজ্ঞা বাহাত্তর শেষে
কুলপ্রদীপ পুস্তকেতে সাঙ্গ সর্ব্বদেশে॥"

রাজা দনুজমর্দ্দনের কুলবিধি।

রাজা বল্লালসেন প্রথমে কঙ্কগ্রাম হইতে, পরে তিনি ও তৎপুত্র রাজা লক্ষ্মণসেন বিক্রমপুর হইতে যে কুলবিধি প্রচার করেন, উপরে তাহার পরিচয় দিয়াছি। তৎপরে বঙ্গজ-কায়স্থ-সমাজে রাজা দনুজমর্দ্দনের কুলবিধির সন্ধান পাই। দ্বিজ বাচস্পতির বঙ্গজকুলজীসারসংগ্রহে লিখিত আছে—

"বল্লালসেন নৃপতি হইল পশ্চাৎ। সামন্তবংশেতে জন্ম ব্রহ্মক্ষত্রজাত॥
দ্বিতীয় ব্রহ্মার ন্যায় করিল নিয়ম। অদ্যাপি আছয়ে সেই নাহি বেশ কম॥
কুলীন মৌলিক কৈল রাজা যথাক্রমে। পশ্চাৎ যেমত হৈল শুন বঙ্গভূমে॥
দনুজমর্দ্দন রাজা চন্দ্রদ্বীপপতি। সেই হইল বঙ্গজকায়স্থ-গোষ্ঠীপতি॥
দেব পদ্ধতিতে হোল মহিমা অপার। সমাজ করিতে রাজা হৈলা চিন্তাপর॥
গৌড় হতে আনিলা কায়স্থ-কুলপতি। কুলাচার্য্য আনাইয়া করাইলা স্থিতি॥
বসুর্ঘোষো গুহো মিত্রো দত্তনাগৌ চ নাথকঃ। দাস সেনঃ করোদামো পালিতশ্চন্দ্রপালকৌ
রাহো ভদ্রধরৌ নন্দী দেবকুণ্ডশ্চ সোমকঃ। রক্ষিতাঙ্কুরসিংহশ্চ বিষ্ণুরাঢ্যশ্চ নন্দনঃ॥
এতে সপ্তবিংশতি কায়স্থাঃ বংশহেতুঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ। এতভিন্নাঃ রাজপুত্রাঃ ন কায়স্থাঃ কদাচন॥"

উদ্ধৃত কুলজীর বচন হইতে মনে হয়, রাজা বল্লালসেন যে ২৭ ঘরকে সম্মানিত করেন এবং বঙ্গজ-সমাজে কুলীন ও মৌলিক বলিয়া স্বীকার করেন, চন্দ্রদ্বীপপতি দনুজমর্দ্দনের সময় প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহাদিগকে লইয়া বঙ্গজ-সমাজ গঠিত হয়। দনুজমর্দ্দন গৌড় হইতে কুলপতি ও শ্রেষ্ঠ কুলাচার্য্যগণকে আনাইয়া এবং ২৭ ঘরকে সম্মানিত করিয়া বঙ্গজ-সমাজের পুষ্টিবিধান করেন। তাই আচার্য্য-চূড়ামণি প্রভৃতি বঙ্গজ কুলাচার্য্যগণ বঙ্গজ-সমাজের আদিস্থান চন্দ্রদ্বীপ স্থির করিয়াছেন। রাজা বল্লালসেনের সময় গঙ্গার পূর্ব্ব কূল বঙ্গ এবং পশ্চিম কূল রাঢ় বলিয়া গণ্য ছিল। সুতরাং এখন গঙ্গার পূর্ব্বে যে সকল রাঢ়ীয় স্থান মনে করিতেছি, এই সময় তাহা বঙ্গ বলিয়া পরিচিত ছিল। সুতরাং বল্লালসেনের সময় এই সকল স্থানবাসী বঙ্গজ বলিয়া গণ্য হইতেন এবং রাঢ়ীয় সমাজের সহিত বরাবর আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। মুসলমান প্রভাবে যখন দেশ বিপদসঙ্কুল ও একস্থান হইতে অন্য স্থানে গমনাগমন বিপজ্জনক ছিল, সেই সময় চন্দ্রদ্বীপে স্বাধীন নৃপতি দনুজমর্দ্দনের অভ্যুদয়। রাজা বল্লালসেন বা তৎপুত্র লক্ষ্মণসেনের কুলবিধি বিশেষভাবে প্রচলিত হইতে না হইতেই মুসলমান-শাসন বিস্তৃত হয়। এ কারণ রাজা বল্লালসেন যাঁহাদিগকে বঙ্গজ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছিলেন রাজা দনুজমর্দ্দনের সভায় তাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে বঙ্গজ বলিয়া চিহ্নিত হন।

রাজা দনুজমর্দ্দনের সভায় বল্লালী কুল-সংস্কারকয়ে যেরূপ কুলের ধারা স্থির হয়, তাহা বৃহস্পতির বঙ্গজ কায়স্থ-কারিকায় এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

"গঙ্গাস্রোত পিপীলিকাপংক্তি।
ডুম্বুরাকার মণ্ডূকগতি॥
গঙ্গাস্রোত যার নাহিক বিরাম।
পিপীলিকা শ্রেণী যার মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম।
ইহাতে থাকয় কুল নাহি কর ভ্রম।
ডুম্বুরের প্রায় কুল মধ্যখানে ক্ষীণ॥
মণ্ডূকের গতিপ্রায় কুলের লক্ষণ।
মধ্যেতে নাহিক কিছু করিলে সন্ধান॥
এই চারি প্রকারে পর্য্যা থাকয়ে কুলীনে।*॥
(কুলীন কুলজ আর বংশজ মৌলিকে।)
কুলের অধিক মর্য্যা করি দিল।
কুলজ কুলীনের পুত্র যে যথায় ছিল॥
সমান মর্য্যাদা সেই হৈল দুইজন।
বংশজ মৌলিক প্রায় করিবে আচরণ॥
মৌলিকের মধ্যে করিলা তিন প্রকার।
মধ্যল্য সিদ্ধ মহাপাত্র লইয়া বিচার॥
মধ্যল্য আর মহাপাত্র করিলা নিয়ম।
আর যত কায়স্থ করিল সাধারণ॥
কুলীনের সঙ্গে যদি সম্বন্ধ করয়।
পণ দিয়া পূজিবে করিবে বিনয়॥
কুলীন ঠাকুর বটে পর্য্যায় বড়॥*॥
সম্বন্ধে শৌর্য্য ১ সমাবেশ ২ নিন্দা ৩ বিবেচনা
যথা শৌর্য্যে ১ সৎ ২ অপচয় ৩ উপ।
সমাবেশে১ ক্ষেম্য২ অনু নিন্দায়১ অপ২ অত্যাপ
লাভের সম্বন্ধে সৎ লিখিবে ঘটক।
অপচয় উপ বলি করিলা দুই থাক॥
ক্ষেম্য সম্বন্ধতে লাভ নাহি অপচয়।
অনু অপচয় অল্প করিলা নিশ্চয়॥
অপ অত্যাপ দুই অধিক হ্রাস।
অত্যাপে কুলপাত রাজার শাসন॥
অত্যাপ সম্বন্ধ কথা শুন দিয়া মন।
এক কর্ম্মে এক কক্ষা হয়ত ন্যূন॥
সমতায় ন্যূন হয় কক্ষাপাত বলি।
সম্বন্ধ বিচার যত কহিলাম সকলি॥
পুনর্ব্বার শৌর্য্য যদি করিবারে পারে।
সমীকরণে তুল্য হয় ঘটক বিচারে॥
চারি বংশে উপ অনু করিব লিখন।
মধ্যল্য মহাপাত্রে ক্ষেম্য করিলা নিয়ম॥
অপ অত্যাপ খ্যাতি সাধারণ বংশে॥*॥
অথ বংশজ।
বিপর্য্যায়ে কুলং নাস্তি ন কুলং রণ্ডপিণ্ডয়োঃ।
বলাৎকারে কুলং নাস্তি ন কুলং করবর্জ্জিতে॥
তথাপি বর্ত্ততে কিঞ্চিৎ ভিজরাস্তে কুলক্ষয়ং॥
পাই কড়া ছিন্না পরিবর্ত্তাপরিবৃত্তি
সম্বন্ধাৎ কুলাভাবঃ।
ত্রিপুরুষ দৌহিত্রদোষে কুলাভাবঃ।
ক্রমে পাঁচ পুরুষে নাহি শৌর্য্যলেশ।
বংশজ হয়েন তিনি মর্য্যাদা বিশেষ॥
ভাদ্রমাস চতুর্থী উদিত দ্বিজরাজে।
তাহার সদৃশ হৈয়া থাকয়ে সমাজে।
অথ বিপর্য্যায়াদি।
পিতামহ সমজনে কিছু নাহি কক্ষ।
পাইয়া সম্বন্ধ ইহা করিবে উপেক্ষ॥
করিলে সম্বন্ধ ইথে বিপর্য্যায় হয়॥
রণ্ড পিণ্ড জনে ভাই কিছু নাহি কাজ।
কোন অংশে লাভ নাহি হাসয়ে সমাজ॥
অধিক কুলের হানি কি কহিব কথা।
কুলমুক্তজনে ত্যাগ কর্ত্তব্য সর্ব্বথা॥
অপুত্রকের কন্যা যদি অল্প পণে পাই।
ত্যায়াগ করিবে তাহা কিছু কার্য্য নাই॥

রণ্ড কুল বলি সেই কুলীনের স্থানে।
কুলহীন হয় সেই সম্বন্ধ করণে॥
জীবৎস্থানে কুশময় পিণ্ডদ গোত্রজ জনে।
কুল নাশ হয় ভাই এইত করণে॥
পিণ্ডদোষ বলি এই করিল নিয়ম।
বলাৎকারে কুল নাহি থাকয় কদাচন॥
কয় বিনে নাহি হয় কুলের ঘটন॥
পাই ব্যবসা করি বংশেতে জন্মিয়া।
কুলমুক্তজন ত্যাগ করিবা গর্জ্জিয়া॥
পরিবর্ত্ত সম্বন্ধে কুলের হানি হয়।
এই ব্যবস্থা করিলা রাজা মহাশয়॥
ক্রমে তিন পুরুষে দৌহিত্রদোষ থাকে॥
ডিঙ্গরের সহিত সম্বন্ধে কুল নাহি রবে॥
শূদ্র ধর বর্জ্জিয়া, কুল কর গর্জ্জিয়া।
সাধারণ জনের সঙ্গেতে কর্ম্ম করি।
থাকয় লজ্জিত হৈয়া কুল পরিহরি॥

অথ মৌলিকাদি।

মৌলিক মহাপাত্রের ভাব করিব বর্ণন।
আচার বিনয় কুল পূজার্থ পৌরষ।
যস্তেতানকৃতশ্রীমান্ স মহাপাত্রতাং গতঃ॥
কুলীনের কন্যা আনে কুলে কন্যা দেয়।
মধ্যল্য ভাব এই করিলাম নির্ণয়॥
সাধ্য মহাপাত্র আর মহাপাত্র নিয়া।
সমান মর্য্যাদা দোহে সমাজে রহিয়া॥ *॥
পিতৃপর্য্যায়তঃ কন্যা যত্নেন পরিণয়েৎ বুধৈঃ।
পূজয়িত্বা যথাশক্তি দত্বা চ উচিতং পণং।
বাপের সমান জনের কন্যা বিবাহ করিবে।
কন্যায় পর্য্যায় যদি বাপের তুল্য হয়।
যত্ন করি তার কন্যা করিব পরিণয়॥

অথ ভাব-বিবেচনা।

কন্যায় পর্য্যায় যদি আপন সমান।
ইহাতে করিব দান করি প্রাণ পণ॥
কুলকন্যা প্রদাতব্যং যদি কন্যা ন জায়তে।
আর্ত্তি উচিত দুই পর্য্যা আপন সমান।
ঘর কড়ী পুত্রতুল্য ঘটক বিধান॥
"পিতুস্তরীয় জামাত্রে অধিকার্ত্তি সমো ভবেৎ।"
বাপের চতুর্থ কন্যার জামাতা যদি পাই।
অত্যার্ত্তি হয় সেই সন্দেহ নাই ভাই॥
বাপের ঘরের তুল্য জামাতা যদি হয়।
তাহাকে দিবেক কন্যা করিয়া বিনয়॥
বাপের ঘর পুত্রের বর ঘটকনির্ণয়॥

অথ গ্রহণ।

কুলীনতনুজা মুখ্যাঃ জ্যেষ্ঠপুত্রায় যত্নতঃ:
দেয়া পর্য্যায়বিধিনা গ্রহণস্তেতি লক্ষণং।
আপন সমান ব্যক্তি কন্যায় যত্ন করি।
পুত্রকে দিবেক বিবাহ অনেক আদরি॥
তিন কার্য্যে কুলশ্রেষ্ঠ নরেন্দ্র সমান।
এক কার্য্যে থাকিলেও কুলীনে গণন॥
নতুবা কুলজ সেই পড়এ বিপাকে॥
ক্রমশঃ পঞ্চম পুরুষে নাহি কুললেশ।
বংশজ হয়েন তেহ মর্য্যাদা বিশেষ॥
মৌলিক হৈতে শ্রেষ্ঠ বংশ অনুসারে।
লজ্জিত হইয়া থাকে কুলীনের দ্বারে॥

অথ পণ।

বেদ রত্ন পণ দিয়া পূজিবে সভায়।
অধিক আর ন্যূন হৈতে পর্য্যা বিধায়॥
আর্ত্তিদানে সুবর্ণ মুদ্রা চারি দিবে।
উচিতে তাহার অর্দ্ধ পণ নিয়োজিবে॥
তাহার অর্দ্ধেক গৃহ দানেতে নির্ণয়।
কর্ম্মের হানিতে পণ হ্রাস তাতে পায়॥
দ্বাদশ মুদ্রা সংক্ষেপ সুবর্ণ প্রমাণ।
কার মতে স্বর্ণ সপ্ত মুদ্রায় বিধান॥
দুই মত রাজা ভেদে করে ব্যবহার।
বৃহস্পতি ঘটকেতে কহিলেক সার॥

অথ চাতুর।

কুল লেখে কেবা দেখে কুল সবে গান।
গুণেতে জন্মিল কুল কুলীন মহান্॥
কুলে জন্মিলে কুল কুলীন ভুবনে।
একে ত' জন্মিলে কুল পুরুষক্রমে চলে॥
আর গুণ যার গুণ তার সঙ্গে যায়।
কুলগুণ মহাগুণ প্রতি পুরুষে পায়॥
পাপক্ষয় বেদে বলে প্রায়শ্চিত্ত করি।
কুলবেদে প্রায়শ্চিত্ত কুল কর্ম্ম করি॥
অসৎ করয় সৎ কুলীনের ধর্ম।
লোহারে করয় স্বর্ণ পরশের কর্ম্ম॥
কুল মাঝে কেহ যেন বিষার্পণ ফণী।
গোষ্ঠীপতি সহায় তার বিষনাশমণি॥
গোষ্ঠীপতি সহায়ে কুলের কথা শুন।
মারুত সহায় যেন বাড়য় আগুন॥
সৌভরির পঞ্চাশ কন্যা মান্ধাতার ঘরে।
কুলীনে তেমত পারে যদি মন করে॥
সগনা সম্বন্ধ করে পিণ্ড ঠেকে যাতে।
ধর্ম্মের বিচার এই কুল নাই তাতে॥
রণ্ড পিণ্ড বিপর্য্যায় আর বলাৎকার।
বাচস্পতি বলে যান কুল নাই তার॥
যাহে কুল ভঙ্গ হয় শুন তার গতি।
অধঃসলিলা যেন বহেন ভাগীরথী॥
হীনেতে তনুজা যায় অথবা ভগিনী।
ভস্ম আচ্ছাদিত থাকে যেমত আগুনি॥
তাহে কুলাচার্য্যকথা কুলের প্রকাশ।
দিবাকর করে যেন পদ্মের বিকাশ॥
সভায় বিরোধ হয় চন্দনের পাকে।
কেবা চায় কেবা পায় কেবা নহে ডাকে॥
সভাসদ্ যত জন যুধিষ্ঠিরের যাগে।
অর্ঘ্যদান মহাদান করে দিবা আগে॥
ভীষ্ম কন কৃষ্ণ পান সহদেব দিবে।
অস্ত্রবান্ যদি পান দুর্য্যোধন পাবে॥
ব্রাহ্মণ সভায় পান গুণবান্ বীর।
ক্ষিতির মধ্যেতে পায় বলবান্ বীর॥
মর্য্যাদায় যদি পায় আমি তায় তাজা।
যাকে জন পাকে খান পূর্ব্বাপর রাজা॥
বনমালী শিশু গালি সহিতে নারিলা।
ক্রোধ ভরে কবাঘাতে শিশু প্রাণ নিলা॥
চন্দন বিরোধ ভাঙ্গে পঞ্চানন এই।
যে যার খাতক থাকে পাছে দেয় সেই॥

কুলবিচার।

আর্ত্তি উচিত গৃহ কড়ি ক্রিয়ায় লক্ষণ।
সমকক্ষে দানে আর্ত্তি কহে বিচক্ষণ॥
সমকুলে সমপুত্রে যদি কন্যা দেয়।
উচিত লক্ষণ সেই কুলাচার্য্য কয়॥
সমপুত্রে যদি কিছু দোষযুক্ত থাকে।
গৃহের লক্ষণ সেই কুলাচার্য্য লেখে॥
হাতে কড়ি নিয়া দান অত্যার্ত্তি যে হয়।
পৌত্রসমে দান দিলে ম্লান ক্রিয়া কয়॥
পতৃ সমানের কন্যা গ্রহণে বিহিত।
কর্ম্মের ভাবেতে হয় সৎ আর উচিত॥
দাতার আর্ত্তিতে উপচয় গৃহীতার।
উচিত দানেতে হয় উচিত দুহার॥
গৃহদানে গৃহ উপ যেই দান করে।
গৃহীতার সৎ হয় কুলের বিচারে॥
দাতার ব্যক্তির উপ কড়ি গৃহকড়ি দানে।
গৃহীতার সৎ হয় বিচার প্রমাণে॥
কন্যাদাতা কুলে করে অত্যার্ত্তি দান।
গৃহীতার উপ ন্যূন কুলের বিধান॥
ন্যূন ক্রিয়া কুলীনেতে করে কন্যাদাতা।
গ্রহণে সভারে সৎ নাহিক অন্যথা॥
কুলভঙ্গ সঙ্গে কর্ম্ম করে কুলীনেতে।
কুলীনের উপ সৎ সেইত ভঙ্গেতে॥

দানে উপ লেখে কুলভঙ্গেতে জানিবে।
গ্রহণেতে উপ কুল বংশ বিচারিবে ॥
সৎক্রিয়া মধ্যল্যে কুলীনে কর্ম্ম করে।
ক্ষেম্য লিখে কুলীনের কুলের বিচারে ॥
মহাপাত্রে অত্যপ অপ অচলেতে।
কুলীনের হানি হয় সেইত কর্ম্মেতে ॥
আত্তিদান হয় সমকক্ষ সমকুলে।
উচিত আদি হয় কেহ দানহীন হৈলে ॥
সমতা করিবে সমীকরণ লেখায়।
পরে লেখা করি পূর্ব্বপুরুষ ক্রিয়ায় ॥
পূর্ব্বপুরুষ লেখা করি স্বয়ং পর্য্যা ধরি।
জ্ঞাতিবংশ ক্রিয়া ধরি লেখা নাহি করি ॥
এই মত লেখা করি লাভালাভ জানে।
পণের নিয়ম মতে আদান প্রদানে ॥

কুলের দোষ।

কুলাকুলদোষ কহি যে বিশেষ
হ্রাস-বৃদ্ধি যাতে হয়।
বিপর্য্যায়দান আর রণ্ড পিণ্ড তাহে কুল হয় ক্ষয় ॥
পিতামহ সনে দান করে পৌত্রাপত্য।
বিপর্য্যায় কুল নাহি থাকে মূল নাশ পায় সত্য ॥
কণ্ঠা নাহি হয় কিম্বা হীনে দান তিন পুরুষ
এই মতে।
কিম্বা অবীরা সুতাবিবাহে—
গৃহীতার রণ্ডদোষ লিখি তাতে ॥
তিন পুরুষেতে পিণ্ড ইতরেতে
দান মাতামহে করে।
পিণ্ডদোষ হয় কুল্যাভাব পায়
কহিছে ঘটক বরে ॥
দান আর গ্রহণহীন কুলবর্জিত তিন পুরুষে।
কুল নাহি রয় ঘটকেতে কয়
নাশ পায় সেই দোষে ॥
তিন পুরুষেতে দৌহিত্র দোষে
কিঞ্চিৎ কুললেশ রয়।
উত্তরেতে গিয়া যদি করে ক্রিয়া
কুল তাতে পায় ক্ষয় ॥
অচল কায়স্থে করে কুলীনেতে
কর্ম্ম ক্রিয়া করে নাহি আর।
সেই হীন দোষে তার কুলনাশে
ঘটকে কহে দিল সার ॥
তিন পুরুষেতে যদি কুলীনেতে
থাকে উচিতাদি দান।
তথাপি কুলেতে কিঞ্চিৎ বর্ত্ততে
নহে কুলভঙ্গ-জ্ঞান ॥
ন্যূনক্রিয়া দানে করয়ে গ্রহণে
উচিতাদি নাহি তাকে।
তিন পুরুষে যে কুলীনের তার কুলাভাব লেখে ॥
বিচ্ছিন্ন পর্য্যায় তিন পুরুষ হয়
কুলভঙ্গ এই দোষে।
বল লোধ বোধে শূর ধর চন্দে
কুল করি কুল নাশে ॥
বাজুঅস্তদোষে চান্দনীবিশেষে
চতুর্গুলাদি করি।
পূর্ব্বকূল আর দেশ লাক্ষাপার
গ্রামানিন্দা যত করি ॥
বসতি সে দেশে করে কুলীনেতে
কুলনাশ তার পায়।
দেশে আসি যদি থাকে সে কুলীন
পুন কুল নাহি তায় ॥
দেশভ্রষ্ট স্থানে বসতি করিয়া
তথাপি অপ লেখে কুলজ্ঞ বিচারে।
রাজপুত্র সহ দান আর গ্রহণ
সম্বন্ধ যে জন করে।
নিশীথে নলিন নাশ পায় যেন
তেমতি তার কুল হরে ॥

শ্রেষ্ঠ পুত্র যদি কুলীনসন্ততি হয় কুলীনের ঘরে।
তথাপি তাহার অর্দ্ধহানি হয় কুলেতে বিচারে॥
তিন পুরুষে পুন দান গ্রহণ লাভ ক্রিয়া থাকে।
পুনর্ব্বার কুল পূর্ণ হয় তার
সভায় ঘটকেতে লেখে॥
তিন পুরুষেতে দৌহিত্রদোষেতে
যেবা হয় দানহীনে।
কুল নাহি রয় মধ্যল্যের প্রায়
কৈম্য লেখে তার সনে॥
মধ্যল্যেতে তিন পুরুষে দানগ্রহণহীন যেই হয়।
তার সহিতে ক্রিয়া কুলীনের অপ ঘটকে লেখয়
রাজার আদেশে ঘটকে প্রকাশে
বিচার করি কুলেতে।
কহে বিশেষিয়া পুনদোষ গুণ বৃহস্পতি ঘটকেতে॥"

উপরে যে রাজা দনুজমর্দ্দনের কুলবিধি উদ্ধৃত হইল, তাহা বল্লালী কুলবিধিরই সংস্কার বলিয়া মনে হয়। আজও বঙ্গজ কুলীন কায়স্থসমাজে এই ব্যবস্থা প্রচলিত রহিয়াছে।

বঙ্গজ ও দক্ষিণরাঢ়ীয় উভয় সমাজের কুলগ্রন্থ আলোচনা করিলে জানা যায়, রাজা দনুজমর্দ্দনের সময় পর্য্যন্ত উভয় সমাজে আদান প্রদান প্রচলিত ছিল। এমন কি, উপযুক্ত বৈদ্যের সহিতও বৈবাহিক সম্বন্ধ হইত, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রকৃত প্রস্তাবে চন্দ্রদ্বীপপতি পরমানন্দ রায়ের সময় হইতেই দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ সমাজ স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে। *

ষষ্ঠ অধ্যায়।

পুরন্দর খাঁ ও দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থসমাজ।

সমগ্র গৌড়বঙ্গে রাজা বল্লালসেনের নাম যেরূপ সর্ব্বজনবিদিত, দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজে পুরন্দর খাঁর নামও সেইরূপ সুপ্রসিদ্ধ। তিনি দক্ষিণরাঢ়ীয় বসুবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ঈশান খাঁ গৌড়ের মুসলমান দরবারে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। পুরন্দরও অল্পবয়সে পিতার নিকট থাকিয়া মুসলমান রাজনীতিতে দক্ষ হইয়াছিলেন। যে সময়ে বসুবংশীয় পরমানন্দ রায় চন্দ্রদ্বীপের অধিপতি হইয়া সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গের একচ্ছত্র আধিপত্য লাভের আয়োজন করিতেছিলেন, যে সময়ে তিনি দূরদেশবাসী বৈদেশিক রাজাদিগের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া চন্দ্রদ্বীপরাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিতেছিলেন, সেই সময়ে হাবসীবংশীয় পাঠান সুলতান গৌড়ের বাদসাহ ছিলেন। তৎপূর্ব্বেই গোপীনাথ বসু সুলতানগণের প্রিয় কার্য্যসাধন করিয়া রাজস্ব বিভাগের শ্রেষ্ঠ মন্ত্রিত্ব লাভ করেন। তিনি পুরন্দর খাঁ উপাধি এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর গোবিন্দ বসু ধনাধ্যক্ষ হইয়া গন্ধর্ব্ব খাঁ উপাধিতে ভূষিত হন। চন্দ্রদ্বীপপতি পরমানন্দ রায়ের অভ্যুদয়ে বঙ্গজ কায়স্থসমাজে সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল।

* বঙ্গজ কায়স্থ কাণ্ডে সেই সময়ের বিস্তৃত ইতিহাস দ্রষ্টব্য।

তাহারই প্রতিধ্বনি দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থসমাজে আসিয়া পড়িয়াছিল সন্দেহ নাই। বুঝিবার সুবিধা হইবে ভাবিয়া নিয়ে পুরন্দর খাঁ ও রাজা পরমানন্দের পূর্ব্ববংশলতা উদ্ধৃত করিতেছি :—
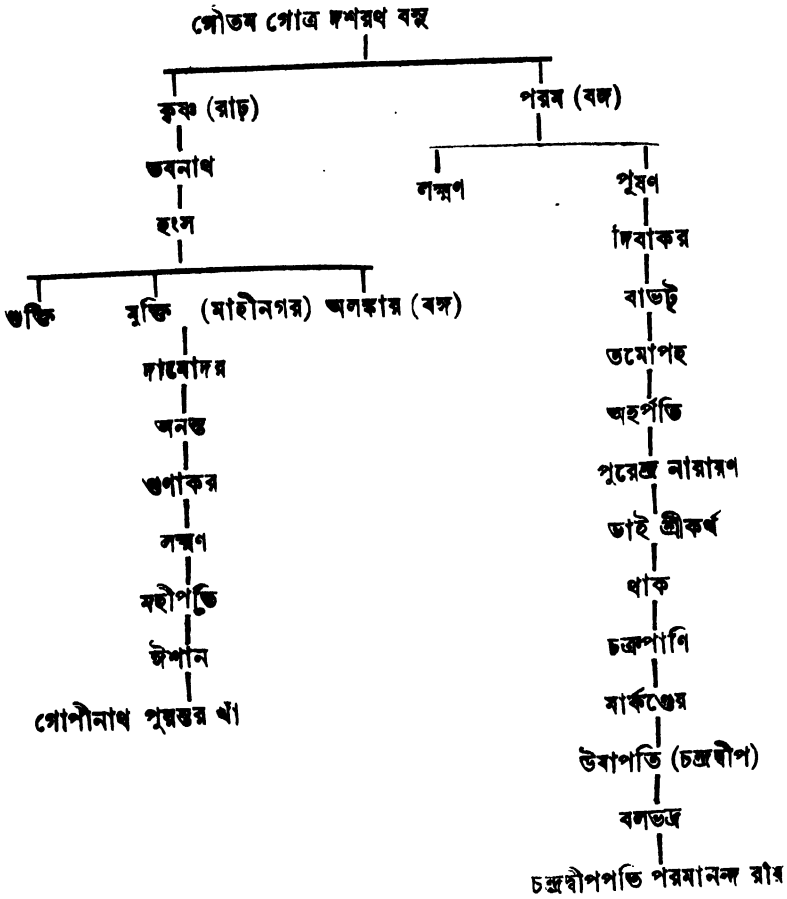
পুরন্দর খাঁর অভ্যুদয়ের স্থান লইয়া মতভেদ দৃষ্ট হয়। কায়স্থ-কারিকায় লিখিত আছে—"বর্ত্তমান হুগলী জেলার অন্তর্গত হরিপাল ও চণ্ডীতলা থানার অধীনস্থ সেয়াখালা গ্রাম পুরন্দরের জন্মভূমি ও আবাসভূমি ছিল। তাহার সন্তানগণের মধ্যে অনেকেই সেয়াখালা গ্রাম ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে বসতি করিয়া আছেন। কিন্তু এখনও সেখানে কেহ কেহ বাস করিতেছেন এবং তথায় তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন আছে।" * কিন্তু প্রাচীন কুলগ্রন্থ এবং যে সমাজে পুরন্দর খাঁর জন্ম সেই মাহীনগর সমাজের ইতিহাস আলোচনা করিলে সেয়াখালার কথা অপ্রকৃত বলিয়াই মনে হইবে। জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত বারুইপুর থানার মধ্যে মল্লিকপুর রেল-ষ্টেসনের অনতিদূরে মাহীনগর গ্রাম অবস্থিত। এই মাহীনগরে পুরন্দর খাঁর

* কায়স্থকারিকা (কায়স্থ কুলরক্ষিণী সভা হইতে ৺রায় নন্দ লাল বসু মহাশয়ের যত্নে প্রকাশিত) ৩৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

প্রতিষ্ঠিত একশত বিঘা একটী পুষ্করিণী আছে, উহা "খাঁ পুকুর" নামে পরিচিত। পুষ্করিণী খননার্থ সহস্র সহস্র খনক যে স্থানে কোদাল রাখিত, আজিও সেই স্থান 'কোদালিয়া' গ্রামে পর্য্যবসিত। মাহীনগরের যে অংশে পুরন্দর খাঁর বাস ছিল তাহাই তাঁহার আত্মীয় কুটুম্বে পরিবৃত পুরন্দরপুর নামে প্রখ্যাত হয়, সেইরূপ তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গোবিন্দ গন্ধর্ব্বখাঁর নামানুসারে মাহীনগরের অদূরে গোবিন্দপুর এবং কনিষ্ঠ সুন্দরবর খাঁ মল্লিকের নামে মল্লিকপুর গ্রাম সৃষ্ট হইয়াছিল। ঐ গ্রামগুলি আজিও বর্ত্তমান থাকিয়া পূর্ব্ব সমৃদ্ধির পরিচয় দিতেছে। গঙ্গাতীরবর্ত্তী মাহীনগরে পুরন্দর খাঁ যে ভ্রাতৃগণসহ বাস করিতেন, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। পুরন্দরখাঁর অভ্যুদয় সম্বন্ধে সাধারণের বিশ্বাস যে সুলতান হোসেন শাহের সময় তিনি গৌড়েশ্বরের রাজস্বমন্ত্রী (Finance-minister) ছিলেন। কিন্তু প্রাচীন কুলগ্রন্থ আলোচনা করিলে জানা যায়, সুলতান হোসেন শাহের পূর্ব্বে তিনি কায়স্থ-সমাজপতি ছিলেন এবং গৌড়ের দরবারে লেখাপড়ায় কর্ত্তা বা সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন। প্রায় তিনশতবর্ষের পূর্ব্বে মালাধর ঘটক 'রায়নার দত্তবংশ' সম্বন্ধে যে কারিকা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে পুরন্দরখাঁর প্রভাব সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

"৮৯২ সনে মুলুক দেখিতে।
বাঙ্গলায় বাদশা আইল দিল্লী হৈতে॥
নবাব আইল সঙ্গে লয়্যা সেনাগণ।
হস্তী ঘোড়া পদাতিক না যায় গণন॥
ধো ধো দামামা বাজে উটের উপর ডঙ্কা।
সময়েতে সুরসেন নাহি করে শঙ্কা॥
সুরসিংহ রুদ্রসিংহ আইল যেন যমদূত।
দলপতি গজপতি ক্ষত্রি রাজপুত॥
সুরসিংহ রুদ্রসিংহ দলের সর্দ্দার।
বাদশা খেয়াতি দুই দিলেক দুহার॥
পূর্ব্ব নাম লুপ্ত হইল কার্য্য অনুক্রমে।
দলপতি গজপতি সর্ব্বলোকে জানে॥
নানাদেশে ফিরি ঘুরি আইলা রায়নাতে।
পুরন্দর খাঁ বসু আইলা বঙ্গদেশ হইতে॥
মর্য্যাদাসাগর তুল্য সভে সবিনয়।
লেখাপড়ার কর্ত্তা হন ঈশানতনয়॥
আর যত কায়স্থ আছএ মুহুরী।
লেখাপড়া করে সবে বসু-আজ্ঞাকারী॥
রায়নায় আসি সভে হইল উপস্থিত।
দিব্যস্থান দেখিয়া তবে মনে পাইলা প্রীত॥
বার দিয়া পুরন্দর বৈঠকে বসিল।
দূর্ব্বাফুল দিয়া ব্রাহ্মণে আশীষ কৈল॥
ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র আসি করে নমস্কার।
মর্য্যাদা দেখিয়া ভাবে সুরসিংহ কোঁয়ার॥
পুরন্দর খাঁ বসু যেন মলয় চন্দন।
যাহার পরশ হৈল কায়স্থের শোভন॥
দুই ভাই দেখিলেন তাহার সম্মান।
দেখিয়া শুনিয়া তাহার উল্লাসিত প্রাণ॥
তাহা শুনি দুই ভাই বাঙ্গালা ভিতরে।
কায়স্থ হইব বলি কহিলা তাঁহারে॥
যত টাকা লাগে আমি দিব এইখানে।
কৃপা করি কায়স্থ করহ সর্ব্বজনে॥
টাকার লোভে কুলীন সায় দিল তারে।
মৌলিক দিলেন সায় পুরন্দর অনুসারে॥
ঘোষ বসু মিত্র আর মৌলিক যত।
ব্রাহ্মণ দিলেন সায় হয়্যা হরষিত॥
সমাজ ভাবিয়া না পান কোন ত্রাস।
ষোল সমাজ মৌলিকের স্থানেতে প্রধান॥
রায়নার দত্ত হৈলে বলে সর্ব্বজন।
আজি হতে হৈলেন জাতি শ্রীকরণ॥
এই মতে হইলেন রায়নার দত্ত।
ঘটক মালাধর করিল বিরচিত॥"

উদ্ধৃত কারিকা হইতে আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে ৮৯২ হিজরী সনে বা ১৪৮৭ খৃষ্টাব্দের গোড়ায় পুরন্দর খাঁ বর্দ্ধমান জেলায় রায়না গ্রামে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বঙ্গদেশ হইতে গিয়াছেন এরূপ পরিচয় আছে। বাস্তবিকই তৎকালে মাহীনগর গঙ্গার পূর্ব্বপারে অর্থাৎ বঙ্গমধ্যে থাকায় বঙ্গদেশ হইতে তাঁহার আগমনকথা লিখিত হইয়াছে। বাঙ্গালার ইতিহাসে ঐ সময়ে কোন দিল্লীশ্বরের বাঙ্গলায় আসিবার কথা পাই নাই। ঐ সময়ে দিল্লীতে বহলোল লোদী বাদশাহ ছিলেন। তিনি জৌনপুর ও বারাণসী পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন এবং বিহার পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন। এই সময়ে গৌড়ের অধিপতি ছিলেন সুলতান ফতেশাহ। বিহার পর্য্যন্ত তাঁহার অধীন ছিল। তিনি বিদ্যা-দয়া-দাক্ষিণ্যাদি নানা সদ্‌গুণে ভূষিত ছিলেন। যে সময়ে বিহারপ্রান্তে দিল্লীশ্বর উপস্থিত হইয়াছিলেন, সম্ভবতঃ বঙ্গেশ্বর ফতেশাহ সেই সময়ে দিল্লীশ্বরের সহিত দেখা করেন। এখানে রায়নার দত্তবংশের পূর্ব্বপুরুষ সুরসিংহ ও রুদ্রসিংহ দুই রাজপুত সর্দ্দার ফতেশাহের সঙ্গে মিলিত হন। সম্ভবতঃ উভয়েই দলপতি ও গজপতি উপাধি লাভের সহিত রায়না জায়গীর প্রাপ্ত হন। গৌড়েশ্বরের সান্ধিবিগ্রহিক পুরন্দর খাঁ উভয়কে জায়গীর বুঝাইয়া দিবার জন্য রায়নায় আসিয়া দরবার করেন। এই দরবারে পুরন্দর খাঁর অসাধারণ ক্ষমতা লক্ষ্য করিয়া ক্ষত্রিয় রাজপুতবংশীয় দুই বীর কায়স্থ-সমাজে মিলিত হইবার জন্য পুরন্দর খাঁর আশ্রয় গ্রহণ করেন। ফতেশাহের পূর্ব্বে যুসফ শাহের আধিপত্য কালে বাঙ্গলায় নিগৃহীত হিন্দুপ্রজাগণ কিছুদিনের জন্য শান্তির মুখ দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাহার ন্যায়পরতা ও দয়া দাক্ষিণ্যের কথা ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহারই সময়ে ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে দেবীবর ঘটক রাঢ়ীয় কুলীন-ব্রাহ্মণ-সমাজের সংস্কারকল্পে মেল প্রচার করেন। মনে হয়, তৎকালে পুরন্দর খাঁ মুসলমান রাজদরবারে থাকিয়াও ব্রাহ্মণ-সমাজের গতি ও সংস্কার বিধি লক্ষ্য করিয়াছিলেন।

গৌড়েশ্বর ফতেশাহের সিংহাসনাধিরোহণকালে এখানে হাবসী ও খোজাগণ পূর্ব্ব হইতেই রাজসরকারে আধিপত্য করিতেছিল। তাহাদের অত্যাচারে নিরীহ প্রজাবর্গের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছিল। পুরন্দর খাঁর মন্ত্রণাগুণে তাহার প্রতিবিধান জন্য ফতেশাহ কয়েকজন সর্দ্দারকে উপযুক্ত শাস্তি দিয়া তাহাদের মর্য্যাদা হ্রাস করিয়া দেন। ইহাতে তাহারা সুলতানের একান্ত শত্রু হইয়া দাঁড়ায়। তাহারা অন্তঃপুররক্ষী পাইকদিগকে উৎকোচে বশ করিয়া ১৪৯১ খৃষ্টাব্দে একদিন গভীর নিশীথে রাজ-অন্তঃপুর মধ্যে সুলতান ফতেশাহকে বধ করেন। ফতেশাহের বিনাশের পর খোজা বারিক শাহাজাদা নাম ধারণ করিয়া সিংহাসনে উপবেশন করেন। তাঁহাকেও বেশী দিন রাজত্ব করিতে হয় নাই। ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে সৈফউদ্দীন্ ফিরোজ শাহ হাবসী রাজা হন। অত্যল্পকাল রাজ্যশাসন করিলেও তিনি জন সাধারণের হিতকর অনেক কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। ইহার পর নাসিরুদ্দীন্ মাহ্মুদ

শাহ সিংহাসন লাভ করেন। তিনি পূর্ব্ববর্ণিত ফতেশাহের পুত্র। ইনি অল্পকাল মধ্যেই সিদ্দিবদর হস্তে গোপনে নিহত হন। সিদ্দিবদর মুজঃফর শাহ নাম গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার ন্যায় উৎপীড়ক ও যথেচ্ছাচারী রাজা দেখা যায় নাই। তাঁহার অত্যাচারে উত্যক্ত হইয়া হিন্দু সামন্ত ও মুসলমান ওমরাহগণ একত্র হইয়া তাঁহার বিনাশের আয়োজন করেন। তাঁহার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন মক্কাবাসী সৈয়দ হোসেন সরিফ। তাঁহাকে মুখপাত্র করিয়া বিপক্ষগণ সুলতানের রাজধানী অবরোধ করেন। ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে সুলতান রণক্ষেত্রে পরাস্ত হন ও প্রাণবিসর্জ্জন করেন। সৈয়দ হোসেন আলাউদ্দীন্ হোসেন শাহ উপাধি গ্রহণ করিয়া গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। সামান্য ক্রীতদাস বা খোজাবংশে তাঁহার জন্ম নয়,—যেমন মক্কার সরিফ রূপ উচ্চ বংশে জন্ম, তিনি তদনুরূপ বরাবর বংশমর্য্যাদা বজায় রাখিয়াছিলেন। তাঁহার সুশাসনে গৌড়বঙ্গে নূতন যুগ আনিয়াছিল। মহাত্মা পুরন্দর খাঁ বরাবর উচ্চপদে থাকিয়া মুসলমান সুলতানগণের অধঃপতন লক্ষ্য করিয়াছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে সুলতান হোসেনের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ কার্য্য করিতেন। এমন কি তিনি এ সময়ে প্রভাব ও প্রতিপত্তিতে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া পড়িয়াছিলেন। গৌড় ও রাঢ়ের নানা স্থানে তাঁহার রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য গড় বা শাসনকেন্দ্র নির্ম্মিত হইয়াছিল। সে সময়ে মাহীনগরের পার্শ্ব দিয়া বেগবতী স্রোতস্বতী গঙ্গা প্রবাহিত হইত। মাহীনগর হইতে গৌড় পর্য্যন্ত পুরন্দর খাঁর নৌবাহিনী সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিত। মাহীনগরে পুরন্দরের হস্তিশালা, অশ্বশালা ও সৈন্য সামন্ত বিরাজ করিত। তাঁহারই পুষ্পোদ্যান আজও 'মালঞ্চ' নামে প্রথিত রহিয়াছে। সুলতান হোসেন শাহের সময় পুরন্দর খুব বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। পুত্রগণের উপর রাজকীয় ভার অর্পণ করিয়া নিজে কতকটা সামাজিক কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ করেন। তাঁহার পাঁচ পুত্রই মুসলমান দরবারে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কেশব খাঁ সুলতান হোসেন শাহের ছত্রনাজির পদে অধিষ্ঠিত থাকায় প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থে কেশবছত্রী নামে প্রখ্যাত হইয়াছেন।

যে সময়ে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব বঙ্গের তৎকালীন রাজধানী গৌড়ের নিকট রামকেলি গ্রামে উপস্থিত হন, সেই সময় বহু সংখ্যক ভক্ত তাঁহার নিকট উপস্থিত ছিলেন। জনতার কল্লোল-কোলাহলে বিরক্ত হইয়া মুসলমান নগরকোতোয়াল গৌড়েশ্বরকে জানাইল যে বহুসংখ্যক লোক অনবরত ভূতের কীর্ত্তন করিতেছে। সুলতান হোসেন শাহের নিকট তৎকালে প্রধান হিন্দুসভাসদ্ ছিলেন—ছত্রনাজির কেশব বসু, সাকরমল্লিক রূপ ও দবীরখাস সনাতন। কেশবছত্রীর কথায় গৌড়েশ্বর শ্রীচৈতন্যদেবের থাকিবার ও সঙ্কীর্ত্তনপ্রচারে যাহাতে কেহ বাধা না দেয় বা অন্যায় আচরণ করিতে না পারে তজ্জন্য রাজাজ্ঞা প্রচার করেন। কেশব খাঁ ব্যতীত তাঁহার অনুজ নীলাম্বর খাঁ, শ্রীনিবাস খাঁ, নরহরি খাঁ ও হরিহর খাঁ—পুরন্দর খাঁর পঞ্চ পুত্রই গৌড়ের দরবারে অমাত্য পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

পুরন্দর খাঁর অভ্যুদয়ের কথা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। ১৪০২ শকে বা ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে রাঢ়ীয়

ব্রাহ্মণসমাজে দেবীবর মেল প্রবর্তন করেন। আমাদের মনে হয় সেই সময়ে পুরন্দর খাঁও দক্ষিণ-রাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজে ১৩শ পর্য্যায়ের কুলীনগণের সমীকরণ বা একজাই করিয়া গোষ্ঠীপতি হইয়াছিলেন। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি গোপীনাথ বসু মুসলমান দরবারে 'মল্লিক পুরন্দর খান' উপাধি লাভ করেন। এ ছাড়া মুসলমান আমলে শ্রেষ্ঠ হিন্দু কর্ম্মচারিগণ যেরূপ 'রাজা' বা 'মহারাজ' উপাধিতে ভূষিত হইতেন, পুরন্দর খানেরও সেইরূপ পৃথক্ উপাধি ছিল। কুলগ্রন্থে তাঁহাকে 'মহারাজ' ও 'গৌড়াধিকারী' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

তাঁহার পূর্ব্বে দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলীন-সমাজে অনেকটা বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল। অনেক কুলীনই বল্লালীবিধি অনুসারে চলিতেন কিনা সন্দেহ। রাষ্ট্রবিপ্লবও তাহার অন্যতম কারণ। দক্ষিণ-রাঢ়ীয় প্রাচীন প্রথা অনুসারে জ্যেষ্ঠ পুত্রই 'প্রকৃত মুখ্য' হইতে পারিতেন, অপর কাহারও সে পদে অধিকার নাই। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই—বাগাণ্ডাসমাজে ৯ম পর্য্যায়ে বনমালী বসুর জ্যেষ্ঠ পুত্র সর্ব্বাশিব নিরুদ্দেশ হওয়ায় বনমালীর ২য় পুত্র প্রভাকর প্রকৃত মুখ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরে সর্ব্বাশিব স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া বিবাহ করেন এবং দান গ্রহণ দ্বারা 'মধ্যাংশ' কুলীন বলিয়া পরিচিত হন। এইরূপ অনেক গোলযোগ ঘটিয়াছিল। এমন কি পুরন্দর খাঁর ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর গোবিন্দ গন্ধর্ব্ব খাঁরও কুলে দোষ পড়িয়াছিল। উভয়ের কুল-পরিচয় সম্বন্ধে ঘটকাচার্য্যের সংস্কৃত কারিকায় বিস্তৃত ভাবে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে,—

"অথ গন্ধর্ব্বখানস্য কুলং।
কাকুস্থঘোষতনয়ে তনয়া সমুদায়
প্রামাণিকীং যদপি তত্র রুচিং নধাতু।
তস্যাগ্রজা গ্রহণতো ন চ তোষমাপৎ
গন্ধর্ব্বখান-বসুজঃ নতু দানহীনঃ॥
শ্রীসর্ব্বঘোষতনয়াং তনয়েন নীত্বা
ভূয়ো বিভাতি সুতরাং স্বপদে প্রতিষ্ঠঃ।
পর্য্যায়শ্চ তনয়া স পরাশরস্য
জগ্রাহ মালাধরজাং খলু মুখ্যবর্য্যঃ॥
দৈত্যারিঘোষং সংপ্রাপ্য চতুর্থগ্রহণেন চ।
গন্ধর্ব্বো বিপ্রভক্তোপি বিপর্য্যায়ে কুলস্থিতঃ॥
তদনুজ ১৩ সংমু পুরন্দরখানস্য কুলং।
আসীৎ শ্রীলপুরন্দরঃ ক্ষিতিতলে ভূদেবসেবারতঃ।
যশ্চক্রে কুলশৃঙ্খলং মুদাযুতাং লোকৈরনিন্দ্যাং মুদা
আদৌ ঘোষযুধিষ্ঠিরং বিতরণাৎ সংপ্রাপ্য শ্রীমস্তকং
তৎপশ্চাৎ শিবঘোষকং কৃতিবরো মুখ্যাঞ্চ
মোহকৃতঃ॥
লব্ধা সোপি রাঘবাৎ সহজতাং শ্রেণীঞ্চ চক্রে ততস্তস্মাদ্দেযাষপরাশরং কুলবরং স্বীশানঘোষ মুদা
দেবেশং ক্রমশঃ প্রদানবিধিনা লেভেচ মালাধরং
সোত্যর্থংসুগুবে সুচারুমহিমাগৌড়াধিকারীমতঃ।
ত্যক্তা কোমলতাং ততঃ সহজতাং জগ্রাহ
ভাগ্যেন বা
চক্রেঽসৌ নবরঙ্গতাং
কৃতবরো মাক্তোহি গোষ্ঠীপতিঃ॥"
(সমীকরণ-কারিকা)

সার্ব্বভৌম ঘটকের ঢাকুরী বা বাঙ্গালা কুলকারিকায় এইরূপ লিখিত আছে—

"১২ স মু ঈশানখানস্য সুত ১৩ গন্ধর্ব্ব খানস্য কুলং।
প্রামাণিকে শ্রীকান্তঘোষে দান দিলে গন্ধর্ব্বখান। তার কন্যা গ্রহণ করি কুলে অপমান।

ক্ষেম্য দোষে দোষী ছিল সর্ব্বানন্দ ঘোষ।
তাঁর কন্যা গ্রহণ করি কুলে পরিতোষ
ভ্রমোদ্ধারে কুল রক্ষে সর্ব্বলোকে কয়।
ভাগ্য ক্রমে মটী পরাশর তাঁর দোজ যায়॥
তৃতীয় গ্রহণ মালাধর কুলে বড় দাপ।
চৌটগ্রহণ দৈত্যারিঘোষ ঘুচায় কুলের তাপ
সার্ব্বভৌম-ঢাকুরী এই শুন দিয়া মন।
সর্ব্বানন্দ ঘোষ তাঁর রক্ষার কারণ॥
তদনুজ পুরন্দরখান অগ্র কুলং।
ঈশানতনয় জাত, বাড়মুখ্য গোপীনাথ,
পুরন্দর যাহার আখ্যান।
করিলে কুলের সৃষ্টি, পূর্ব্বে যে বল্লাল দৃষ্টি,
পর্য্যায়বদ্ধ কুলের বিধান॥
সহজ আপন কাজ, দানাংশে পাইলে লাজ
বিপর্য্যায় ঘোষ গদাধরে।
পুনঃ সত্য যুধিষ্ঠিরে, পিতা পুত্র একঘরে,
যোগে শিব গেলা দেশান্তরে
কোমলে হইল বর্ত্ত, নাই যত সহজার্ত্ত
চিত্তে চিন্তিত পরে এই।
ভ্রমোদ্ধারে কুল রক্ষে, পুনঃ পরাশরে সঙ্গে
হেরম্বতনয় সহজ সেই॥
আদানেতে মালাধর, ঘোষ মুখ্য সহজবর
সহজ বলি কুলে হইল ডাক।
সার্ব্বভৌম বলেন শুন, কুলকর্ত্তা তেঞি জান,
সহজাত্তি এ কারণে থাক॥"

সার্ব্বভৌম ঘটকের ঢাকুরে লিখিত আছে, কোমলে কাজ হইলেও কুলকর্ত্তা বলিয়া তাঁহাদের ভ্রমোদ্ধার হইল ও সহজ বলিয়া পরিচিত হইলেন। এই উপলক্ষে পুরন্দরখান সমগ্র দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলীনসমাজ আহ্বান করেন। সার্ব্বভৌম এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—

"সুতরাং বসুজার কুল কোমলের কাজ।
কুলকর্ত্তা ক্রমে হইল সহজে বিরাজ॥
নররূপে জন্মিলেন আপনি পদ্মাসন।
নতুবা গন্ধর্ব্ব কুল রাখে কোন জন॥
স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে আইলেন পুরন্দর।
সভা করিবার তরে আনাইল কুলবর॥
গঙ্গাতীরে দক্ষিণরাঢ়ী কুলীন সারি সারি।
বিধাতা-নির্ম্মিত যেন অমরা-নগরী॥
কুলেতে ধার্ম্মিক ছিল যুধিষ্ঠির রাজা।
সভা মধ্যে তাঁর তরে করিলেক পূজা॥
মন্ত্রণা কারণ হেতু শিবের আগমন।
পরাশর মুনিবরে করিলে বরণ
সেইখানে পরাশর আইলেন শীঘ্রগতি।
ঈশান আইল তবে তাহার সংহতি॥
দেবরাজ আইলেন সেই সভা দেখিবারে
গন্ধমাল্য হাতে করি মালাধর ফিরে॥
সহজ সুন্দর অতি দেখিতে সুছাঁদ।
মালাধর আইল যেন পূর্ণিমার চাঁদ॥
তাহা দেখি পরাশর কৈল অভ্যর্থন।
পরাশর মালাধর ক্রমে সে জোগান॥
সার্ব্বভৌম-ঢাকুরী এই কর অবধান।
ছেই বন্দে করেন কুল পুরন্দর খান॥
তিন কন্যা প্রামাণিকে দিয়ে যত চিত্র।
মদনঘোষ গদাধর আর কুবের মিত্র॥"

কুলগ্রন্থ আলোচনা করিলে মনে হয়, পূর্ব্বে দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজে যাহা বল্লালী কুলবিধি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই পুরন্দর খানের সময়ই সম্যক্‌ভাবে বিধিবদ্ধ হয়। পূর্ব্বে এখানে বিপর্য্যায়ে আদান প্রদান চলিত, কিন্তু পুরন্দর সপর্য্যায়ে কুলকার্য্য

করার রীতি প্রবর্ত্তন করেন। বল্লালীকুলপ্রথায় কন্যাগত কুল, কিন্তু পুরন্দর তাহা উঠাইয়া দিয়া জ্যেষ্ঠপুত্রগত কুলের ব্যবস্থা করেন।* কুলকার্য্যের প্রসার হইবে ভাবিয়া তাঁহার যত্নে বড়ভ্রাতা বা ছভায়া কুল প্রচলিত হয়। পূর্ব্বে কুলীনেরা মৌলিকগণকে হীনভাবে দেখিতেন এবং সহজে মৌলিকের সহিত আদানপ্রদান করিতে চাহিতেন না। অষ্টঘর সিদ্ধ মৌলিকের সহিত কচিৎ সম্বন্ধ স্থাপিত হইলেও কুলীনেরা সাধ্য মৌলিকগণকে ভাল ভাবে দেখিতেন না। পুরন্দর সাধ্য মৌলিকগণের মধ্যে পাল, নাগ, অর্ণব, সোম, রুদ্র, আদিত্য, আইচ, ভঞ্জ, হোড়, তেজ, ব্রহ্ম, বিষ্ণু, নন্দী, রক্ষিত ও চন্দ্র এই ষোল ঘরের মধ্যে কুলীনের বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনের ব্যবস্থা করেন। তৎকালে উক্ত ১৬ ঘরের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি ছিলেন—নারায়ণ পাল, কলাধর নাগ, রাজ্যধর অর্ণব, বলভদ্র সোম, শিবানন্দ রুদ্র, গোপাল আদিত্য, সদানন্দ আইচ, বুদ্ধিমন্ত রাহা, রাজীব ভঞ্জ, হরি হোড়, বসন্ত তেজ, মুকুন্দরাম ব্রহ্ম, গৌরীকান্ত বিষ্ণু, নন্দা খাঁ নন্দী, রাজেন্দ্র রক্ষিত ও খিসিমা চন্দ্র। এমন কি পুরন্দর খাঁ মৌলিকগণকে কুলীনের আশ্রয় বলিয়া ঘোষণা করেন। এই সময় হইতেই দক্ষিণ-রাঢ়ীয় সমাজে মৌলিকের সম্মান বাড়িয়া যায়। দক্ষিণরাঢ়ীয়-সমাজে কুলীনগণ সম্বন্ধে তিনি যেরূপ বিধিব্যবস্থা করিয়াছিলেন, মৌলিকগণ সম্বন্ধেও সেইরূপ পৃথক্ নিয়ম চালাইয়া গিয়াছেন,—যথাস্থানে তাহা লিপিবদ্ধ হইল।

দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজে মুসলমান রাষ্ট্রবিপ্লবে প্রাচীন অধিকাংশ কুলগ্রন্থই নষ্ট বা বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। এই কারণে পুরন্দরের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের আদানপ্রদানের সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায় না। পুরন্দর খাঁ উপযুক্ত কুলাচার্য্য নিযুক্ত করিয়া অংশ ও বংশ-পরিচয় বিশেষ ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া যান। এজন্য কুলজ্ঞ, কুলীন ও শ্রেষ্ঠ মৌলিক সমাজ কৃতজ্ঞতার সহিত পুরন্দর খাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে ঘোষবংশ হইতেই প্রথম বংশগণনা হইত। পুরন্দর বসুবংশ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন বলিয়া তৎপরে বঙ্গজসমাজের ন্যায় দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজেও বসুবংশ হইতেই প্রথম বংশগণনার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। তাঁহার সভায় বীজপুরুষ হইতে যে বংশধারা কীর্ত্তিত হইয়াছিল, তাঁহার কুলবাধর শেষে সেই বংশলতা উদ্ধৃত হইল।

* এ সম্বন্ধে ঘটক নন্দরাম মিত্রের দক্ষিণরাঢ়ীয়-কারিকায় এইরূপ লিখিত আছে—

"পূব আর পশ্চিম যত, বঙ্গজ বারেন্দ্র খ্যাত, উত্তর দেশেতে উত্তররাঢ়ী।
দক্ষিণে গঙ্গার কূল, দক্ষিণরাঢ়ীর মূল, জাহ্নবী সম্মুখে কৈলা বাড়ী।
তিন কুলে ছয় ভাই, রাখল দিয়া ঠাঁই ঠাঁই চিহ্নিত সমাজ কৈল সৃষ্ট।***
কত কাল এই রূপে বংশবৃদ্ধি সমভাবে, সমানে সমানে করে কুল।
নাহি ছিল ছোট বড়, কুলকার্য্য ছিল দড়, পর্য্যা বন্ধ নাহি ছিল স্থূল।
তের পর্য্যায় পুরন্দর, জন্মিলা ঈশানধর বসুবংশ কুলের বিধাতা।
মহারাজ চক্রবর্ত্তী ভুবন ভরিয়া কীর্ত্তি, আরম্ভিল কুলের ব্যবস্থা।
জ্যেষ্ঠের জ্যেষ্ঠতা ধরি ক্রমাগত লেখা করি ছয় সমাজ ছয় প্রকৃত ভিন্ন।
ইহার অনুজানুজ, কনিষ্ঠ মধ্যাংশ তেওজ, ছভায়া কনিষ্ঠ শুভ চিহ্ন।
দ্বিতীয়পুত্র মুখ্য হয়, পঞ্চম কনিষ্ঠ হয়, ষষ্ঠম সপ্তম মধ্যাংশ।
অষ্টম নবম তেওজ কুল, সেই যে সভার মূল, সেই যে বিচার কুজে অংশ।"

সমবেত কুলজ্ঞ ও কুলীনগণের সম্মতিক্রমে পুরন্দর খাম যেরূপ ব্যবস্থা করেন, ঘটকাচার্য্যের সংস্কৃত কারিকায় তাহা এইরূপ বিবৃত হইয়াছে—

"নবং কুলং ষট্ প্রকৃতস্য ধাম যস্মিন্ স্থিতা স্তে বসু-ঘোষ-মিত্রাঃ।
আকনা-সমাজে বিররাজ ঘোষঃ প্রভাকরো মুখ্যবর-প্রসিদ্ধঃ॥
বালি-সমাজাশ্রিত-ঘোষ-বর্য্যো নিশাপতিঃ শুদ্ধমতিঃ প্রবুদ্ধঃ।
শুক্তিঃ বাগাণ্ডাশ্রিত-সাধুশীলো মুক্তিশ্চ মাহীনগরং জগাম॥
বড়িষা-সমাজং গতো ধুঁই-মিত্রঃ সটেকামগচ্ছৎ ধী গুঁই মিত্রঃ।
সমাজঞ্চ ঘোষাদিকানাঞ্চ কৃত্বা বিরেজে চ রাজা কৃতো মেলিবন্ধঃ॥
আদৌ মুখ্যস্তদনু কনিষ্ঠঃ ষড়্ ভ্রাতাসৌ তদনু গরিষ্ঠঃ।
মধ্যাংশো হ্যয়ং তুর্য্যকনামা কুলজ্ঞৈশ্চতে বহুসম্মানাঃ।
কনিষ্ঠস্য দ্বিতীয়োঽপি পুত্রঃ ষড়্ভ্রাতুরেব চ।
মধ্যাংশস্য দ্বিতীয়শ্চ তথা তুর্য্যশ্চ পুত্রকঃ॥

মুখ্যশ্চ ত্রিবিধ প্রোক্তঃ প্রকৃতঃ সহজোঽপি চ
কোমলশ্চ ততো জ্ঞেয়ো ঘটকানামিদং মতং॥
প্রকৃতস্য সমে শৌর্যং প্রকৃত-সহজস্য চ।
সহজে কোমলস্যাপি মুখ্যানাঞ্চ মহাগুণঃ॥
মুখ্যানাঞ্চ দ্বিতীয়শ্চ তৃতীয়োপি সুতাবুভৌ
লব্ধ্বা মুখ্যতাং প্রাপ্য বিভাতি কুলমণ্ডলে॥
ষড়্ ভ্রাতাচ কনিষ্ঠত্বং বর্দ্ধিত্বা লভতে কুলং।
কনিষ্ঠস্য দ্বিতীয়োপি কিঞ্চিৎ তুর্য্যত্বমেব চ।
ইদানীং মান্যতে তচ্চ কুলজ্ঞৈশ্চ বিধানতঃ॥
শৌর্য্যঞ্চৈব সমাবেশো নিন্দাচক্রমশো ভবেৎ।
কুলজ্ঞানামিদং কর্ম্ম অংশেন পরিকীর্ত্তিতং॥
সমানে চাকৃতীদানাৎ কুলজ্ঞানাং মহাগুণঃ।
অনুজে চ কুলে দানং মজ্জাভাবো নিগদ্যতে॥
উভয়োঃ সমভাবশ্চ কুলজ্ঞৈশ্চ বিশেষতঃ।
অধিকে গ্রহণং শৌর্য্যমনুজে চ কুলভ্রমঃ॥
ছেয়ীতি ভাষা মুখ্যস্য সাম্যে ব্যবহৃতা স্মৃতা।
মজ্জাকৃতৌ জঘন্যাম্নকুলস্য প্রতিসারিণী॥
পুরন্দর-বিধাত্রাপি কৃতাস্থ চ বিচক্ষণা।
ইদানীং শোভতে নাপি যথা চন্দ্রস্য চন্দ্রিকা॥

স্বপক্ষেণ কুলাঃ যাতি নাপক্ষেষু কদাচন
কুলজ্ঞানামিদং কর্ম্ম কুলজ্ঞৈঃ কথিতং পুরা॥

মুখ্যস্য কার্য্যং

ছেয়ীতি ভাষা মুখ্যস্য সাম্যে ব্যবহৃতা ময়া।
তস্য কার্য্যং প্রবক্ষ্যামি কুলজ্ঞৈঃ জায়তে চ সা।
সমানে প্রথমা কন্যা দ্বিতীয়া চ কনিষ্ঠকে॥
ষড়্ ভ্রাতৃকে তৃতীয়া চ মধ্যাংশে চ চতুর্থিকা।
চতুর্থে পঞ্চমী দেয়া গ্রহণং তুল্যজন্মনি।
দ্বিতীয়াং গ্রহণং কার্য্যং কনিষ্ঠে চাতিশোভনং॥
মধ্যাংশে তৃতীয়ং প্রোক্তং চতুর্থে চ চতুর্থকং।
নবরঙ্গমিতি প্রোক্তং মুখ্যানাং হি মহাগুণং॥

কনিষ্ঠস্য কার্য্যং

কনিষ্ঠানাং সমে শৌর্য্যং তৎপুত্রে সহজং স্মৃতং।
মধ্যাংশে চাতিনিন্দা চ চতুর্থে প্রতিসারিণী॥
মুখ্যস্য দ্বিতীয়া ছেয়ী মধ্যাংশে চ দ্বিতীয়কং।
চতুর্থে তৃতীয়ং কার্য্যং কুলজ্ঞৈঃ কথিতং পুরা॥

ছভায়া-কুলস্য কার্য্যং

মধ্যাংশদানেন যশোধরাবুভৌ সমে চ কার্য্যং
কুলজ্ঞৈঃ নিগদ্যতে।

তস্যানুজে সৎপ্রতিসারিণী চ দেয়া বিধানেন
প্রদানমেতৎ।
ছেয়ীতি বা জন্মকনিষ্ঠপশ্চাৎ দ্বয়ঞ্চ কার্য্যং
সুতরাং চতুর্থে॥
কনিষ্ঠে গ্রহণং কার্য্যং তৎপুত্রে চ তথৈব হি।
শ্রেণীং তৃতীয়ানাং প্রাপ্য শোভতে চাতিসুন্দরং॥
চতুর্থে শ্রেণীলাভশ্চ নিন্দাংশে বিহিতঃ সদা।
দ্বিতীয়গ্রহণে নৈব চতুর্থে চ যশোধরঃ॥

তেওজস্য কার্য্যং

তেওজস্য কুলং বক্ষ্যে সমদানেন ভূষিতঃ।
বড়্ ভ্রাতৃগ্রহণে নিন্দা ন করোতি কদাচন।
কনিষ্ঠাদি দ্বিতীয়েঽপি তনয়ে চ তথৈব চ।
অনুজে সারণং দেয়ং তথা মুখ্যে চতুর্থকং।
মুখ্যস্য পঞ্চমী শ্রেণী গ্রহণং শৌর্য্যমুচ্যতে।
মধ্যাংশে চ তথা প্রোক্তমিদং কর্ম্ম বিশেষতঃ।
বড়্ ভ্রাতৃগ্রহণং নিন্দা ন করোতি কদাচন।
কনিষ্ঠে প্রতিসারণং নিন্দাংশে বিহিতঃ স্মৃতঃ।
মধ্যানুজে দ্বিতীয়েন গ্রহণে চ যশোধরঃ।
এতানি তেওজ-কর্ম্মাণি ঘটকৈ গীয়তে মুদা॥

কনিষ্ঠস্য দ্বিতীয়পুত্রস্য কার্য্যং

কনিষ্ঠস্য দ্বিতীয়োপি সমদানাদ্ যশোলভেৎ।
তেওজস্যানুজে দানাচ্চিহ্নিতশ্চ কুলে মহান্॥
তেওজস্যাকৃতী গ্রাহ্যা কনিষ্ঠপ্রতিসারিণী।
তেওজানুজো দ্বিতীয়ং গ্রহণঞ্চ যথাক্রমাৎ॥

ছভায়া-দ্বিতীয়পুত্রস্য কার্য্যং

বড়্ ভ্রাতুর্দ্বিতীয়পুত্রঃ সমদানাদ্যশোধরঃ।
তেওজানুজে দানে মজ্জাভাবো হি কথ্যতে॥
তেওজস্যাকৃতিলাভাদ্‌গুণবান্ ভূরি ভাগ্যতঃ।
বড়্ ভ্রাতুঃ প্রতিসারেণ সমাবেশো নিগদ্যতে॥

মধ্যাংশস্য দ্বিতীয়পুত্রস্য কার্য্যং

মধ্যাংশস্য দ্বিতীয়োপি সাম্যে দানাদ্‌গুণীভবেৎ।
তেওজানুজে দানাচ্চ নিন্দাং নবগুণং লভেৎ॥
তেওজে গ্রহণং কার্য্যং মধ্যাংশপ্রতিসারিণী।
তেওজানুদ্বিতীয়ঞ্চ গ্রহণং শৌর্য্যমুচ্যতে।

তেওজানুজস্য কার্য্যং

তেওজানুজঃ দানেন সাম্যে শৌর্য্যং নিগদ্যতে।
কনিষ্ঠানাং দ্বিতীয়ে চ দানং নিন্দা দ্বিতীয়কং।
মধ্যাংশানাং দ্বিতীয়ে চ গ্রহণং শৌর্য্যমুচ্যতে।
কুলহীনো দ্বিতীয়েন গ্রহণেন যশোধরঃ॥

অথ সিদ্ধ-মৌলিকস্য কার্য্যং

সএব মৌলিকো জ্ঞেয়ো নিজকীর্ত্তিবিবর্দ্ধকঃ।
অত্র বাদ্যরসং দত্বা গৃহ্লাতি প্রতিসারিণীং।
পৌত্রীঞ্চ গ্রহণং কার্য্যং সৎকুলে চাতিশোভনং।
সাম্যেচ গ্রহণং পশ্চাৎ কাঠী শব্দো নিগদ্যতে॥
ইতি সংজ্ঞাঃ সমাপ্তাঃ॥

রত্নাকর ঘটকের দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলকারিকায় পুরন্দরের কুলপ্রথা সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—

বসুবংশে পুরন্দর ঈশান-নন্দন।
আজ্ঞাসূত্রে ভাবাভাব অংশ নিরূপণ॥
তিন গোত্র নয় কুল ছয় সমাজ।
ক্রমেতে কহিব যত কুলীনের কাজ॥
ঘোষ নিশাপতি বালি আকনায় প্রভাকর
মুক্তি বসু বাগাণ্ডায় মুক্তি মাহীনগর॥
গুই মিত্র বড়িশা গুইএর সমাজ টেকা
তিন কুল হয় সমাজ ক্রমে নয় লেখা॥
নৃপাদেশে তিনে হয় তুল্য কুলে ধাম।
পরেতে প্রবন্ধরূপে সবার বিশ্রাম॥
কুল বিবরণের সবে কর অবগতি।
মুখ্য কনিষ্ঠ ছভায়া মধ্যাংশ শুদ্ধমতি॥
তেওজ অবধি দিলাম প্রমাণের জায়।
দ্বিপুত্র জনার তত্ত্ব কহিব উপায়॥
মুখ্যের তনয় মধ্য-দ্বিপুত্র গণন।
কনিষ্ঠ-দ্বিপুত্র আর ছভায়ার নন্দন॥

তেওজ-দ্বিতীয়-পুত্র শেষ কুল জানি।
নয় প্রকার কুল এই রাঢ়েতে বাখানি॥
ত্রিবিধ প্রকারে করি মুখ্য পরিচয়।
প্রকৃত সহজ শেষ কোমল উদয়॥
তিন পুরুষে বাড়ি কনিষ্ঠ ছেই যদি পায়।
নিত্য বাড়ে পুনঃ বৃদ্ধি নিন্দা অতিশয়॥
তবে কুল মধ্যাংশ ত্রিবিধ বলিলাম।
তৃতীয় মধ্যশ্রেষ্ঠ আর বারভায়াতে বিশ্রাম॥
কনিষ্ঠের দ্বিতীয়পুত্র বাড়ি তেওজ হয়।
তৃতীয়ের দ্বিতীয়পুত্র কথায় তেওজ কয়।

অথ মুখ্যস্য কার্য্যং

প্রথমতঃ মুখ্য-কুল কর অবধান।
সমান জনে দান দিয়া অধিক সম্মান॥
কনিষ্ঠ দোছেই কন্যা তেছেই ছভায়া।
চৌছেই মধ্যে পাঁচছেই তেওজ-তনয়া॥
প্রথম গ্রহণ সমকুল শৌর্য্য কাজ।
দ্বিতীয়ে কনিষ্ঠ সুতা উভয়ের মাঝ॥
তৃতীয়ে মধ্যাংশজা চতুর্থে তেওজে।
দানেতে ছভায়া কেন গ্রহণে না ভজে॥
তাহার সিদ্ধান্ত করি শুন কুলধীর।
বস্তুতঃ ছভায়া কুল দানেতে সুস্থির॥
মুখ্য হইতে হয় যেই কুলের প্রকাশ।
তাহাতে করিলে গ্রহণ মনের উল্লাস॥
দানে পাঁচ কুলে চারি নবরঙ্গ প্রতুল।
পুরন্দর কৃত সৃষ্টি মহিমা অতুল॥
জন্মের বৃত্তান্ত এই হৈল সমাপন।
অতঃপর বাড়িকুলে দেহ সবে মন॥
প্রকৃত-দ্বিতীয়-পুত্র সহজ-সন্ততি।
কার্য্যক্রমে বলি তার উচ্চনীচ গতি॥
একসঙ্গে কোমলাশ্রয় করে যেইজন।
হয়ত কোমল তাব না যায় খণ্ডন॥

কোমল মুখ্যের কথা শুন দিয়া মন।
রাজার আজ্ঞাতে কোমল হইল কত জন॥
পূর্ব্বপক্ষ করিবেন বিপক্ষ ঘটক।
কেমনে হইবে পুরন্দর পরিপক॥
সুতরাং বসুজার কুল কোমলের কাজ।
কুলকর্ত্তা ক্রমে হইল সহজে বিরাজ॥
নররূপে জন্মিলা আপনি পদ্মাসন।
নতুবা গন্ধর্ব্বকুল রাখে কোন জন॥
বাড়ের লক্ষণ তবে করিলা নিরূপণ।
জন্মের পশ্চাৎ দুইজন না যায় খণ্ডন॥
মতান্তরে মুখ্য সুতের বৃদ্ধির লক্ষণ।
চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠ কনিষ্ঠ দুই পান॥
মধ্যাংশ পদেতে দুইজনের বিহার।
তিনজন তেওজ কুলেতে ব্যবহার॥

অথ কনিষ্ঠস্য কার্য্যং

সংজ্ঞাসূত্র কুলের করিলা মহীপাল।
আকৃতি প্রথমা কন্যা মহিমা বিশাল॥
মধ্যমা সারিণী পরে জঘন্য তৃতীয়া।
সর্ব্বকুলে এইরূপ লক্ষণ রচিয়া॥
তুল্যজন পশ্চাৎ গমনে নিন্দালাভ।
কুলগত ভাবাভাব অংশ বস্তুলাভ॥
মুখ্যের দ্বিতীয়পুত্র কনিষ্ঠাখ্য হয়।
সুচরিত্র শুন আর অংশের নির্ণয়॥
প্রামাণিক পূর্ব্বকাম্য পরে বলি দানসাম্য
সমূথ মিলনে গুণোদয়।
আকৃতি লক্ষণ মত ক্রমসূত্র সুসঙ্গত
মজ্জাতে কনিষ্ঠ-পুত্র বলি।
দ্বিতীয় গমন ভাব মুখ্য সন্দর্শন লাভ
গৃহীতা জনার কি নিছুনি।
তৃতীয়ে নিন্দিত ফল মধ্যাংশে নিন্দিত বল
সর্ব্বত্র ত্রিবিধ অংশ গাঁথা।
পশ্চাৎ সারিণা দান তেওজের অভিমান
দ্বিপুত্রাদি পুত্রক্রম যথা॥

গ্রহণে মুখ্যের ছেই দ্বিতীয়া আখ্যান যেই
শৌর্য্য জন্ম পশ্চাৎ মিলন।
অপর জনার কাজ ধর্ম্মের অন্তর লাভ
সহজ উদয় সন্দর্শন॥
জন্মে কর্ম্মে তুল্য হয় তবে অংশ সুশোভয়
লক্ষণ প্রমাণ শেষ বংশ।
অনুজে অধিক লজ্জা বর্দ্ধমান কুলসজ্জা
পূর্ব্বাপর বিচারিয়া অংশ॥
মধ্যাংশ দ্বিতীয় কুল অপর কলাংশ মূল
কহিব বর্দ্ধিত কুলভাব।
গ্রহণে মুখ্যের ছেই নতুবা অপাক সেই
কনিষ্ঠেও প্রধান সন্তান॥

অথ ছভায়া

কনিষ্ঠ তনয়কুল ছভায়া আখ্যান।
ক্রমেতে কহিব তাহার আদান প্রদান॥
মধ্যাংশ আকৃতি মজ্জা নহে ফলহীন।
তৃতীয় তনয়ে দান কার্য্যেতে প্রবীণ॥
ত্রিবিধ মধ্যাংশ সংজ্ঞা বুঝি বা নিশ্চলে।
শৌর্য্যাকৃতি মজ্জাকৃতি শেষ দান ফলে॥
দ্বিপুত্রে সারিণী দানে উহার সম্মান।
আদানে মুখ্যের ছেই তৃতীয়া আখ্যান॥
জন্ম কনিষ্ঠের পশ্চাৎ অতিশয় লাভ।
বর্দ্ধকুল পশ্চাৎ কেবল সাম্য ভাব॥
পশ্চাৎ সুপক্ক হয় মধ্যাংশ মিলন।
তেওজ সঙ্গে ভ্রমেতে নাহিক দরশন॥

অথ মধ্যাংশ

মধ্যাংশ প্রধান মুখ্য তৃতীয় তনয়।
সমানে প্রদানে হয় গুণের উদয়॥
মজ্জাদানে চতুর্থ তনুজ দরশন।
দ্বিপুত্রে সারিণী দানে কৌতুকী মিলন॥
বাড়ি তেওজ পাইলে কেবল দানফল।
বর্দ্ধকুলে দানাদান যদি থাকে পুষ্টবল॥

মুখ্যের তৃতীয় দান মহাকুল সজ্জ।
পৌরুষার্থী বিধান নিমিত্ত নবরঙ্গ॥
গ্রহণে তৃতীয়া ছেই মুখ্যের অনুজা।
কনিষ্ঠ আদানে হয় দাতা রসে মজ্জা॥
নির্ম্মল ছভায়া লাভে নাহি মলিনতা।
জন্ম কর্ম্ম জানিয়া কুলের তত্ত্বকথা॥
সম্মুখে কেবল রক্ষা দানে মহাগুণ।
পরিবর্ত্ত বরঞ্চ উভয়ে নহে ন্যূন॥
জনান্তরে সুস্থির মধ্যাংশে থাকে দান।
তবে হয় উভয়ের পরম কল্যাণ॥
মধ্যশ্রেষ্ঠ বারভায়ার বলি তার পরে।
পূর্ব্ব বিধানে দান তুল্য কুল করে॥
ভাবগত বৈলক্ষণ্য অংশের নির্ণয়।
বুঝিয়া কুলজ্ঞ কুলজন সদাশয়॥
গ্রহণে চতুর্থ ছেই ছভায়া পশ্চাৎ।
তৃতীয় তনয় লাভে বিনাশে উৎপাত॥
ছভায়াতে মহাগুণ হয় সদা মান্ত।
তুল্য কুলে কুল করি লোকে নহে ধন্ত।
তেওজ কুলে কন্যা নিয়া দোজ বিরাজ।
উত্থান মাত্রে কন্যা দিয়া তেওজের লাভ॥
বাড়ি মধ্যাংশের এইরূপ আচরণ।
কিঞ্চিৎ বিশেষ মধ্যে অংশ বিবরণ॥
গ্রহণে পরিমা মুখ্য চৌছেই আখ্যান।
কনিষ্ঠ ছভায়া লাভে বড়ই সম্মান॥
দানহীন অথচ জঘন্যে বাড়ী যায়।
পিতৃসরোবরে ডুবে কে ধরিবে তায়॥

অথ তেওজ।

অতুল মহিমা যত মুখ্যের চতুর্থ সুত
প্রধান তেওজ অভিধান।
তার অংশ বিবরণ শুনহে ধীমন্ত জন
শৌর্য্যদান পাইল সম্মান॥

তুল্য মিলে মহাদান গৃহীতার অপমান
পূর্ব্বাপর দানের বাখান।
দ্বিপুত্রে প্রদানে মজ্জা কুল বুঝি হয় লজ্জা
স্বদ্বিতীয়ে সারিণী প্রদান॥
মুখ্যের চতুর্থদান সমাবেশ সমাধান
দান বিনা নহে শোভাকর।
মধ্যাংশ পশ্চাৎছেয়ী আদানে সর্ব্বত্র জয়ী
দানে সুখী কুলছত্রধর॥
মধ্যাংশে সংহতি ফল খ্যাতি অংশ নিরমল
কনিষ্ঠে আদানে অতি লজ্জা।
এবং তুল্য কুলে লাভ বংশগত ভাবাভাব
মধ্যপুত্র তেওজ গেলে সজ্জা॥
বাড়ি-তেওজ তার পরে উক্ত দান কুল করে
গ্রহণে জানিবা সেই ধর্ম্ম।
কর্ম্মে বাড়ে যে যে জন, শুন তার বিবরণ
তেওজে প্রদান মহাধর্ম্ম॥
ছেই কিম্বা মধ্যকুলে আকৃতি প্রকৃতি ফলে
দানহীনে হয় কুতীরাজ।
দানেতে তেওজ থাকে তবে লয় অযত্নেতে
বাড়িতেওজের শুন কাজ॥
মুখ্যসুত পূর্ব্বে দেখি পরেতে গ্রহণে সুখী
কনিষ্ঠ-দ্বিতীয়-পুত্র বাড়ে
তৃতীয় দ্বিতীয় পুত্র তুল্য নাম ধরে মাত্র
কর্ম্মহীনে পূর্ব্বরাগ ছাড়ে।
রচিল রজনীকর শুন হে কুলজ্ঞবর
বিচারিয়া কুল বুঝি সন্ধি।
ছভায়া কুলীন সঙ্গে দেখা নাহি গ্রহণাঙ্গে
বিনা দুহে দুহে নিরানন্দি॥

অথ মধ্যাংশ-দ্বিতীয়-পুত্রস্য কার্য্যং

মুখ্যের পঞ্চম পুত্র অবধি যতেক।
সকলের দানাদান কহিব প্রত্যেক॥
তুল্য কুলে দান দিয়া বাড়ে গুণগ্রাম।
ভাব বুঝি দ্বি-পুত্রের দানেতে বিশ্রাম॥
বংশ অংশ অনুভবে সমাবেশ কর্ম্ম।
তেওজ সুতে মজ্জা বলি জানি পূর্ব্ব ধর্ম্ম॥
স্ব-মৌলিকে সারিণী অযত্নে যত্নবান্।
যেমত দানের গতি তেমতি বাখান॥
তেওজ কুল শৌণ্ড্য পাইলে আকৃতি।
মুখ্য-কন্যা আদানে হয় স্থিরমতি।
পঞ্চমে পঞ্চমে হয় কার্য্য সুপ্রবন্ধ।
বর্দ্ধানুজে ধ্বনি নিন্দা কুলে নাহি নিন্দ॥
কনিষ্ঠ-দ্বি-পুত্র লাভে পায় দিব্য গতি।
পুত্রান্তর দরশনে বংশানুরাগ মতি॥
কনিষ্ঠ দ্বিতীয়-পুত্র ছ-ভায়া-নন্দন।
মধ্যাংশ দ্বিতীয়-পুত্র ভাবে যত জন॥
আকৃতি মজ্জা-দান পূর্ব্ব উক্ত অনুষ্ঠান।
আদানে অধিক লাভ তেওজ মিলন॥
কনিষ্ঠাদি প্রতিসারণ আর সব কর্ম্ম।
নিজোৎপত্তি জানি সবে কর কুলকর্ম্ম॥
অনুজে কারণে কুল কুলভ্রম ডাকে।
ভাব বুঝি অনুরাগ ভ্রমোদ্ধারে রাখে॥
মুখ্য কুলীনের গরছেই সগণের ভাল
সুমেরু সহায় করি স্ব-যুথেতে যান॥
রচিল রজনীকর শুন কুলাচার্য্য।
অংশেতে প্রবিষ্ট হয় হয্যা আত্ত ধৈর্য্য॥

অথ তেওজ-দ্বিতীয়পুত্রস্য কার্য্যং

তেওজ-দ্বিতীয়-পুত্র বলি অতঃপর।
সমানে প্রদান করি হয় কুলবর॥
স্বদ্বিতীয় কুলেতে মজ্জা জন্মান্তরে দান।
দ্বিপুত্রে দ্বিতীয় দানে নাহিক সম্মান॥
তেওজ কুলের প্রতিসারণ সেই সোজা কাজ
কুল জানি দ্বি-পুত্রেতে পরিহরি লাজ।

বর্দ্ধে থাকে কুলে ডাকে শুদ্ধ অংশ হয়
নতুবা স্বদল ভাল গতি ভিন্ন নয় ॥
কুলকর্ম্ম জনে কর কার্য্যেতে ভাজনে।
প্রদানে সন্তোষকর দ্বিতীয় গমনে।
মধ্যাংশ-দ্বিতীয়-পুত্র আদি কুলজনে ॥

অথ দত্তাদিনাং অংশ

বংশজ বালির দত্তে কিঞ্চিৎ বিশেষ।
আদানে সমান ধর্ম্ম শুনহ বিশেষ ॥
গ্রহণে প্রথমাভাব জঘন্যা সারিণী।
অতএব বিশেষ সংজ্ঞা শুন কুলমণি ॥
শেষে বলি মৌলিকের শুন বিবরণ।
সিদ্ধ সাধ্য ভাজা নিয়া বস্তু তিন জন ॥
উত্তম মধ্যম অধম কেহ কেহ বলে।
অংশ প্রাণ কর্ম্ম শুন জানিষা নিশ্চলে ॥
আন্তরস প্রতিসারণ পৌত্রীগ্রহণ।
পাত্রবুঝি মেলকাটি করে আকিঞ্চন ॥
প্রথম বরে করে কেহ দেয় আন্তরস।
পূর্ব্বাপর বিচারিতে অংশ যত যশঃ ॥
একধর্ম্মে ধর্ম্মান্তর অংশ নিন্দাকর।
রচিল রজনীকর ভাব পরিষ্কার ॥

পুরন্দরের নবকুল-প্রথা সম্বন্ধে বাচস্পতির দাক্ষিণরাঢ়ীয় কুলসর্ব্বস্বে লিখিত আছে—

কুলের প্রবন্ধ সবে কর অবধান।
মুখ্য কনিষ্ঠ ছভায়া মধ্যাংশ তেওজ প্রধান ॥
আর যত কুল সংজ্ঞা শুন তার কথা।
কনিষ্ঠের দ্বিতীয়-পুত্র ছভায়া দ্বিতীয়-পুত্র যথা ॥
মধ্যাংশের দ্বিতীয়পুত্র আর তেওজের দ্বিপুত্র জানি
নয় প্রকারে কুল এই রাঢ়েতে বাখানি ॥
মুখ্য ত্রিবিধ প্রকার শুন তার বোল।
প্রকৃত সহজ আর শেষতঃ কোমল ॥
প্রকৃত মুখ্যের কুল নাহি হ্রাস-বৃদ্ধি।
নিদাঘ বর্ষা শীতে যেন মহোদধি ॥
সহজ মুখ্যের কুল যেন নদ নদী।
হ্রাস বৃদ্ধি কোমলের নাঞি যাবদ্দিনাবধি ॥
কনিষ্ঠ ছভায়া কুল মুখ্য কনিষ্ঠ হয়।
মধ্যাংশ প্রকৃত কুল স্থিরতর রয় ॥
কনিষ্ঠের দ্বিতীয়-পুত্র বাড়ি-তেওজ জানি।
তৃতীয় পুত্রের দ্বিতীয়-পুত্র কথা তেওজ মানি ॥
ছভায়ার দ্বিতীয়-পুত্র আর মধ্যাংশ দ্বিতীয়-পুত্র।
হ্রাস কুলে বৃদ্ধি নাই বড়ই বিচিত্র ॥
মুখ্যের কন্যা শুন এই ছেই প্রদানে।
আকৃতি মজ্জা দুই অন্যকুলের কন্যাদানে ॥
প্রতিসারণ জঘন্যাদি যাহার যে বিহিত
যাহাতে হ্রাস যাহাতে বৃদ্ধি যাহাতে মজ্জিত ॥
দানে কুলেতে অনুজ গ্রহণে অধিকের মজ্জা।
ইহাতে মজ্জিত কুল দুহেয় নাহি লজ্জা ॥
সমান জনে আকৃতি দানে কুলের পরাক্রম
যথায় অনুজে গ্রহণ তথাই কুলে ভ্রম ॥
শৌর্য্য সমাবেশ নিন্দা কুলের অংশ কর্ম্ম।
শিশু যুবা জরা বৃদ্ধ দেহ যাদের ধর্ম্ম ॥
প্রকৃত সাম্যে সুন্দরবর খাঁ যত করিণা ডাক।
লক্ষ্মীপতি মিত্র স্পর্শে হইল কোমল মুখ্যের পাক ॥
আছিল দেবরাজ ঘোষ ত্রিবিধ কুল মেলি।
বুড়ামল্লিক করিয়া সর্ব্বশেষে খাইল গালি ॥
প্রকৃত কুলে গণপতি ঘোষ আদি ধাখানি।
শ্রীমান্ বসু পরাশর মিত্র সহজাগ্র গণি ॥

অথ মুখ্যকুলস্ত কার্য্যং

ছোট বড় যত কুল মুখ্য তার রাজা।
কুল ধন লভে তারে সভে করে পূজা ॥
আগ'ছেই তার সমান জনে দো'ছেই কনিষ্ঠ।
তে'ছেই ছভায়া কুল চৌছেই মধ্যশ্রেষ্ঠ ॥
পাঁচ'ছেই তার তেওজ কুলে এই প্রধান অংশ।
কর্ম্ম তার প্রথম গ্রহণ যে হয় সমান জন্ম ॥

কনিষ্ঠ কুলের কন্যা লয়ে দোজ গ্রহণ গুণী।
মধ্যাংশ কুলীনে তৃতীয় গ্রহণ সভাতে বাখানি॥
চৌঠ গ্রহণ চৌঠ পুত্রে সকল গ্রহণ পূরে।
নবরঙ্গে সুগঠিত মুখ্য এত দূরে॥

অথ কনিষ্ঠস্য কার্য্যং

কনিষ্ঠ কুল দো'ছেই মুল দো'জ মধ্যাংশ কুল
তৃতীয় গ্রহণ তেওজ কুলের মজ্জা।
শৌর্য্য গ্রহণ সমান জন্ম কনিষ্ঠ পুত্র সহজ কর্ম্ম
মধ্যাংশ কুল অতিশয় লজ্জা॥
প্রতিসারণ কাজ চতুর্থ যে কুলের লাজ
বিনি মজ্জায় দো'জ গমন নাই।
যেবা ছেই নাহি পায় দোজ গমনে জায়
মুখ্য দর্শন গুণ মাত্র এই॥

ছভায়ার কার্য্য

মধ্যাংশে আকৃতি দিয়া দুহ গুণবান্।
কুলধারণে তার অনুজ প্রতিসারণ দান॥
মুখ্য কুলীনের তেছেই গ্রহণ জন্ম-কনিষ্ঠের পায়
তার সে বুঝি কুলের শোভা তেছেই যার গায়
ঘটকাচার্য্য বলেন শুন আর অদ্ভুত।
ছেই বিহনে নহে ছভায়া কেবল কনিষ্ঠের সুত
কনিষ্ঠ কনিষ্ঠের আর কনিষ্ঠের নাতি।
ছেই বিহনে কিবা গ্রহণ কিবা তার আকৃতি॥
কিবা দোষ তার কিবা প্রতিসারে।
ছাতি ভাঙিলে কি বাটেতে পানি বারে॥

মুখ্যস্য তৃতীয়-পুত্রস্য কার্য্যং

মুখ্যের তৃতীয়-পুত্র মধ্যাংশের আগে লিখি।
চৌঠ পোয়ে মজ্জাদানে তার জন্ম সাক্ষী॥
মধ্যাংশের দোজ পুত্রে প্রতিসারণ দান।
কনিষ্ঠের আকৃতিলাভ দুহে গুণবান্॥
তেওজের কন্যা দোজগ্রহণ আছে পূর্ব্বাপর।
তৃতীয় গ্রহণ তেওজ অনুজে কুলে অকূর্পর॥
তেছেই পাইয়া কুলপরাক্রম সভা চাইয়া সাজি
চোছেই গ্রহণ নিন্দাকুলে সুগাঢ় বুঝি॥
মুখ্যের তৃতীয় পুত্রের এই পাঁচ কাজ।
ঘটকাচার্য্য বলেন তার দান মাত্র লাজ॥

মধ্যাংশস্য কার্য্যং

ছভায়া কুলতনয় জ্যেষ্ঠ আকৃতি কুল মধ্যশ্রেষ্ঠ
আকৃতি তৃতীয় কুলে তার।
আর অদ্ভুত বাপের সূত্র ধারণে দেখি পুত্র
মধ্যাংশ অনুজে প্রতিসার॥
চোছেই গ্রহণ মূল দোজ তেওজ কুল
তৃতীয় গ্রহণ তেওজ অনুজে দুষ্ট।
এই তার পাঁচ কাজ দানমাত্রে পায় লাজ
অদ্ভুত কুল মধ্যাংশ-শ্রেষ্ঠ॥

বাড়ি-তেওজস্য কার্য্যং

বাড়ি-তেওজের ঢাকুরী শুন দিয়া মন।
চৌঠ দান পঞ্চম ছেই জাতি প্রাণধন॥
ছভায়ার দোজ দানে সেই সেই রীত।
কনিষ্ঠকুলের প্রতিসারণ নিন্দাংশে বিহিত॥
সমানজনে মজ্জাভাবে কুলে ঝিকিমিকি।
যথায় অনুজে গ্রহণ তথায় কুলে ঠেকা ঠোক॥
বাড়ি-তেওজ চৌঠ-পো কিছু কর্ম্ম ভিন্ন॥
মজ্জাদানে রাখে গতি জন্মমাত্র ছিন্ন॥
গ্রহণ নিয়া তৃতীয় পো যে হয় মজ্জাভাব।
পূর্ব্ব দৃষ্টে দোজ জারে তার সে কুলে লাভ॥
চেষ্টা করিয়া দোজ লইবেক মজ্জা যেবা যথা।
চৌঠ পোয়ের কুল-ঢাকুরী শুন মর্ম্মকথা॥

কনিষ্ঠ-দ্বিতীয়-পুত্রস্য কার্য্যং

কনিষ্ঠ কুলের দ্বিতীয়-পুত্র দ্বিতীয়-পুত্রের সার।
তেওজ অনুজে দান দিয়া চিহ্নিত অপার॥
সমানজনে কন্যা দিয়া কুলে বড় দাপ।
চৌঠ পুত্রের কন্যা গ্রহণ এইমাত্র শাপ॥

কনিষ্ঠ কুলের কন্যা প্রতিসারণ জানি।
বুঝেন আপন কাজ মনে অনুমানি ॥
বাচস্পতি বলেন শুন কুলে দেখি সাজ।
কনিষ্ঠের দ্বিতীয়-পুত্রের এই পাঁচ কাজ ॥

ছভায়া-দ্বিতীয়-পুত্রস্য কার্য্যং

সমান জনে দিয়া দান কুলে মহাগুণী।
তেওজ অনুজে মজ্জা তাহেতে বাখানি ॥
গ্রহণেতে হরষিত পাইয়া তেওজ ফল।
ছভায়ার প্রতিসারণ সেই তাহার মূল ॥
বাচস্পতির ঢাকুরী শুন দিয়া মন।
ছভায়ার দ্বিতীয়-পুত্রের এই কুল-সমর্পণ ॥

মধ্যাংশ-দ্বিতীয়-পুত্রস্য কার্য্যং

সমান জনে দিয়া দান সবা চাহিয়া সাজি।
তেওজ অনুজে মজ্জায় মজ্জিত কুলে বুঝি ॥
অঙ্গ কুলের প্রতিসারণ এই সহজ কর্ম্ম।
মধ্যাংশ কুলের প্রতিসারণ সেই তাহার ধর্ম্ম।
তেওজের আকৃতি পাইয়া কুলে পরাক্রম।
যথায় অনুজে গ্রহণ তথায় কুলে ভ্রম ॥
বাচস্পতির ঢাকুরী এই শুন দিয়া মন।
এই প্রকার মধ্যাংশ অনুজের কুল সমর্পণ ॥

তেওজ দ্বিতীয়-পুত্রস্য কার্য্যং

সমান জনে দিয়া দান কুলে বড় দাপ।
দ্বিতীয়-পুত্রে দোজ দিয়া অতিশয় তাপ ॥
দ্বিতীয়-পুত্রের মজ্জা পাইয়া কুলে অহঙ্কার।
তেওজ কুলের প্রতিসারণ এইমাত্র সার ॥
বাচস্পতির ঢাকুরী শুন দিয়া মন।
এই প্রকারে তেওজদ্বিতীয়-পুত্রের কুলসমর্পণ ॥

অথ বংশজস্য নিয়মঃ ॥

বংশজের কর্ম্ম শুন আছে লিখি যত।
বংশজে বংশজে দান হয় বিধানত ॥
মধ্যাংশ-দ্বিতীয়-পুত্রে দিতে দোজ দান।
তেওজ দোওজ পুত্রে হয় সুবিধান ॥
তেওজ দোওজ পুত্রে আকৃতি গ্রহণ।
সমানে সমানে কুল অভাবে লিখন ॥
মুখ্যের গরছেই যদি গ্রহণাংশে পান।
বংশজের হয় ইথে অধিক সম্মান ॥
বংশজের কুলকর্ম্ম ত্রিশঙ্কুর স্বর্গ।
কোথা আছে পর্য্যা তার কোথা আছে বর্গ ॥

অথ দত্তাদিনাং কার্য্যং

বংশজ বালির দত্তে কিঞ্চিৎ বিশেষ।
দানেতে সমান ধর্ম্ম কুলে উপদেশ ॥
গ্রহণে প্রথমা ভাব জঘন্যা সারিণী।
অতএব বিশেষ সংজ্ঞা শুন কুলমণি ॥

সিদ্ধ মৌলিকস্য কার্য্যং

সিদ্ধমৌলিকের ঢাকুরী এই শুন দিয়া মন।
আত্মবংস প্রতিসারণ জাতি প্রাণ ধন ॥
আর দুই কাজ আছে শুন পারিপাটী।
পৌত্রীগ্রহণে কুলের শোভা দোজ মেলিকাঠী ॥
তন্মধ্যে মন দিয়া শুন মর্ম্মকথা।
জ্ঞাতি দেখ তার ঘরে না যাইবেক তথা ॥
একথা শুনিয়া যে না করে কুলকাম।
জ্ঞাতিরে দিয়া গুণ আপনি পায় লাজ ॥
সএব মৌলিকঃ শ্রেষ্ঠো নিজকীর্ত্তিবিবর্দ্ধকং।
অত্র চাত্মবংসং দত্বা গৃহ্নাতি প্রতিসারিণীং ॥
পৌত্রীগ্রহণং কার্য্যং সৎকুলে চাতিশোভনং।
সাম্যে চ গ্রহণং পশ্চাৎ তত্র কাঠী চ কথ্যতে ॥
কুলজে চ দ্বিতীয়ে চ কন্যাং দদ্যাদভাবতঃ।
সমানস্য পরে কশ্চিৎ কদাচিন্ন গমিষ্যতি ॥

প্রামাণিকস্য কার্য্যং।

সাম্য দান সমাধান কহিলাম সবিশেষ।
পরে প্রামাণিক তত্ত্বলা উপদেশ ॥
পর্য্যা পূজ্য দান দিয়া কুলীনে মৌলিকে।
প্রামাণিক সিদ্ধকুল পায় সর্ব্বলোকে ॥

বিধিবৎ কুলীনের পর্য্যায় ধারণ।
মৌলিকের পর্য্যায় সহ বিবরণ ॥
দশ বিখ্যাত মৌলিক কৃতিরাজ।
সিদ্ধিমন্ত তাহার মহিমা মহীমাঝ ॥
পরেতে পুরুষ তার কুলেতে মিলন।
তারে বলি সাধ্যকুল কুলজ্ঞে কীর্ত্তন ॥
ইহাতে প্রকৃষ্ট ভাবে প্রামাণিক তত্ত্ব।
নহিলে মহিমা যায় বিবেচনা মত ॥

মৌলিকানামংশং ॥

মৌলিকের ক্রিয়া কর্ম্ম শুন বলি যত।
যশঃকীর্ত্তি বাড়াইতে তিনি হন রত ॥
প্রথমেতে আশ্বরস কন্যাদানে বিধি।
মধ্য আদি নব কুল পান তিনি নিধি ॥
পরে দোজ আদ্য বরে দান হয় উক্ত।
রীতিমত প্রসিদ্ধ মৌলিক হয় যুক্ত ॥

গ্রহণাংশং ॥

কনিষ্ঠাদি অষ্টকুল প্রতিসারণ গ্রহণ।
সপর্য্যাতে উক্ত বিধি আচার্য্য লিখন ॥
নব্যরীতি গরছেই উক্ত বিধি হয়।
মুখ্য সন্দর্শন আর নাম অতিশয় ॥
পৌত্রী প্রপৌত্রী অতিপ্রপৌত্রী গ্রহণ।
নবকুল তিন কর্ম্ম হয় সুশোভন ॥

গোষ্ঠীপতি-বর্ণনং ॥

গোষ্ঠীপতি হয় কিসে শুন দিয়া মন।
নবকুল সহ ক্রিয়া করে যেই জন ॥
কর্ম্মদ্বারা সকল কুলীন ভোক্তা করে।
যশে যশোন্বিত সেই পৃথিবী ভিতরে ॥
অন্নদানে ঘটক কুলীন করে বাধ্য।
সগোত্রের মধ্যে সেই হয়ত আরাধ্য ॥
গোত্রবর্গে প্রতিপালন সদা যেই করে।
তার নাম গোষ্ঠীপতি, বিচার তৎপরে ॥
সদাচারী সবিনয়ী আর বিদ্যাবান্।
কুলেতে প্রতিষ্ঠা সদা তীর্থেতে প্রয়াণ ॥
কুলকর্ম্ম ইষ্টনিষ্ঠা জাতিবৃত্তিরত।
দাতা হবে তপস্যায় নিত্য শুদ্ধমত ॥
এই নব গুণে হয় শুদ্ধ সে কুলীন।
গোষ্ঠীপতি এই রীতি জানিবে প্রবীণ ॥
মৌলিকের সহ কর্ম্ম মেলকাঠি হয়।
গ্রহণ গুণ দানে হানি গোষ্ঠীপতি ক্ষয় ॥

মৌলিকস্য পশ্চাদ্দোষবিবরণং ॥

মৌলিক পশ্চাদ্দোষ শুন কিসে হয়।
বিচার করিয়া বলি জানিবা নিশ্চয় ॥
যে মৌলিক আশ্বরস করয়ে প্রথম।
সেই পাত্রে দান দিলে পশ্চাৎ নিয়ম ॥
পশ্চাদ্দোষে খাতক হয় মৌলিকে মৌলিকে
খাতক হওয়া নিন্দা অতি বিচারে সঠিকে।
মাতৃনাম্নী বয়ঃজ্যেষ্ঠা কন্যায় গ্রহণ।
এ কর্ম্মেতে ধর্ম্মহানি কহয়ে বর্ণন ॥
রণ্ডা কন্যা অঙ্গহীনা কন্যার গ্রহণ।
এ কর্ম্মেতে দোষ অতি শাস্ত্রের লিখন ॥

মৌলিকান্ত-বিবরণং ॥

মৌলিকান্ত হয় কিসে শুন দিয়া মন।
কুল কর্ম্ম নহে যদি মৌলিকে গ্রহণ ॥
সর্ব্বকুলে এই মত হয় মৌলিকান্ত।
কুলভঙ্গে অপমান এই সে সিদ্ধান্ত ॥
বংশজে গ্রহণ হলে তার এইরূপ।
বিচারিয়া নানা মত লিখিনু স্বরূপ ॥
বিপর্য্যায়ে রণ্ডদোষে পিণ্ডদোষে কুল।
শাস্ত্রের বিচার ইথে জানিহ নির্ম্মূল ॥

বংশলতা।

পুরন্দরের সভাস্থ ১৩শ পর্য্যায়ের কুলীনগণের পূর্ব্ববংশ পর পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইল। স্বর্গীয় রায় নন্দলাল বসুর মহাশয়ের প্রচেষ্টায় প্রকাশিত কায়স্থ-কারিকার বংশলতায় সহিত ইহার যথেষ্ট পার্থক্য আছে। কারণ কায়স্থ-কারিকা মাত্র একখানি পুথি দৃষ্টেই ছাপা হইয়াছিল। আমরা বিভিন্ন স্থানের ঘটকগণের লিখিত বহু প্রাচীন পুথি মিলাইয়া তবে এই বংশলতা মুদ্রিত করিলাম। এই বংশলতায় যে সকল সাঙ্কেতিক সংক্ষেপলিপি দেওয়া আছে, তাহার পূর্ণনাম ১৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

গৌতম গোত্র
বসু-বংশ
মাহীনগর-সমাজ
৫ প্র:মু মুক্তি
[৮৯ পৃষ্ঠায় পূর্ব্ববংশ]
৬ প্র:মু দামোদর
৭ প্র:মু অনন্ত
৮ প্র:মু গুণাকর
ক বিনায়ক (চিত্রপুর)
৯ প্র:মু মাধব
ক সাধব
১০ প্র:মু লক্ষ্মণ
বা:কো:মু চক্রপাণি উদয় ক নৌ ধো শ্রীপতি তে অচ্যুতানন্দ
(বিঃ শনি)
১১ প্র:মু মহীপতি দিবাকর পঞ্চানন (২) নারায়ণ ক বিজয় তে শ্রীধর(*) বা:তে হরি লম্বোদর গর্ব্বেশ্বর মৃত্যুঞ্জয়
(১) (কুলহীন) (বা:স:মু) বা:স মু
১২ তে লক্ষ্মীনাথ
১২ স:মু স্থির জগন্নাথ
(কুলহীন)
বিভাকর ম নিত্যানন্দ তে দুর্য্যোধন
গজপতি বিদ্যাধর দৈত্যারি
১৩ তে মৃত্যুঞ্জয়
১৩ স:মু উগ্রকণ্ঠ ক কোণার্ক ম মালাধর
অর্ক(+)
১৩ তে কামেশ্বর কংসারি
১৩ ম জটাধর গদাধর পরাশর বনমালি রঘুপতি শঙ্কর মুরারি
১৩ ছ পৃথ্বীধর তে দেবরাজ দামোদর ত্রৈলোক্য গোপী বিশ্বনাথ কনকেশ্বর ভবনাথ
১১ ছ সূর্য্য বা:তে মহেশ্বর
১২ ম মদন ১২ তে সর্ব্বেশ্বর
১৩ ম শ্রীবর ১৩ তে পৃথ্বীধর
১১ কো:মু পদ্মনাভ বামন শূলপাণি বিদ্যাপতি ক ধৌ বা:ক জনার্দ্দন তে সন্তোষ বা:তে বাণেশ্বর বা:তে দিগম্বর সুরেশ্বর
(৩)
১২ ছ রুদ্র ১২ তে ভৈরব ১২ তে গণপতি
১২ মনোহর
কেশব
১৩ ম বল্লাল ১৩ তে পুরন্দর ১৩ তে বিশ্বনাথ
১৩ গুণাকর পুরুষোত্তম
১৩ মকরন্দ শ্রীধর লক্ষ্মণ লঙ্কেশ্বর

(*) 'কায়স্থ-কারিকায়' মহীপতির পুত্র 'ভগীরথ ও পরমেশ্বর' স্থানে যথাক্রমে 'শ্রীপতি ও রামেশ্বর' এবং 'বা·ক বিঘ্ননায়ক' নামক অপর একটী পুত্রের নাম মুদ্রিত হইয়াছে। কিন্তু ঘটক নন্দরাম প্রভৃতির প্রাচীন কুলপঞ্জিকায় ঐ সকল নাম নাই।

(†) অধিকাংশ প্রাচীন কুলপঞ্জিকায় বল্লভস্থানে 'বলভদ্র' পাঠ দৃষ্ট হয়।

গৌতম গোত্র
বসু-বংশ
বাগাণ্ডা-সমাজ

(*) কুলপঞ্জিকায় এই নামের পরে 'সমীকরণের পূর্ব্বরীত' এইরূপ পাঠ দৃষ্ট হয়।

(*) কোন কোন কুলপঞ্জিকায় ছকড়ি 'কনিষ্ঠ' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন এবং উঁহার বংশতালিকা বিভিন্ন প্রকারের দেখা যায়। সকল কুলপঞ্জিকাদৃষ্টে অনুমান করা যাইতেছে যে, ছকড়ি জন্মে কানষ্ঠ হইলেও দানগ্রহণাদি কর্ম্মদ্বারা 'তেওজ'ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

(†) কুলপঞ্জিকায় এই নামের পরে 'সমীকরণের পূর্ব্বরীত' পাঠ দৃষ্ট হয়।

(*) (+) (‡) § পাদটীকা পরপৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সৌকালিন গোত্র
ঘোষ-বংশ
আকনা-সমাজ

১০ বা·কো·মু সুদর্শন সর্ব্বাধিকারী* [পূর্ব্বপৃষ্ঠায় পূর্ব্ববংশ]

১১ কো·মু শঙ্কর | বা·কো·মু দিবাকর | ক নারায়ণ | শ্রীধর | নীলাম্বর | শ্রীবৎস | মনোহর | বিকর্ত্তন | গর্ভেশ্বর | শ্রীকর | রাম | গুণাকর

১২ ছ সদানন্দ | ভুবন | স্থির | গৌড়েশ্বর | অচ্যুত | কুলপতি .... তে মিত্র | বাণেশ্বর | রত্নেশ্বর | কামেশ্বর | দুর্জ্জয় | বিজয় | শ্রীরঙ্গ

১৩ ম ঈশান | দুর্গাদাস .... ১২ তে দানপতি | তে২ মালাধর

১২ জনার্দ্দন | বিষ্ণুদাস | কো·মু গদাধর | স্থির | শ্রীনাথ .... ১৩ তে দৈত্যারি | তে২ বিশ্বেশ্বর | তে২ গোপীনাথ | তে২ পুরন্দর

১৩ কো·মু যুধিষ্ঠির | ক কৃত্তিবাস | ম বক্ষপরাশর | তে সনাতন | তে শম্ভু | বা·তে দৈত্যারি | ম২ বৈকুণ্ঠ | গৌরীদাস | ত্রৈলোক্যনাথ | ভরত | বিশ্বনাথ | কেশব

পূর্ব্বপৃষ্ঠার পাদটীকা।

(*) ঘটক শম্ভু বিদ্যানিধি ও রাধামোহন সরস্বতী লিখিত কুলপঞ্জিকায় কেশব ও সাধুর স্থানে যথাক্রমে বড়গাছি ও সিমলগাছি লিখিত হইয়াছে।

(†) কায়স্থ-কারিকায় কুলপতি ও রমানাথস্থানে যথাক্রমে দানপতি ও শ্রীনাথ মুদ্রিত হইয়াছে।

(‡) কায়স্থ-কারিকায় জটাধর 'কনিষ্ঠ' এবং তৎপরে রঘুনাথের নাম মুদ্রিত হইয়াছে। উহাতে জটাধরের বংশলতা এইরূপ আছে—১১ ক জটাধর তৎপুত্র ১২ ছ ভুবন ম২ ভৈরব ও বিভাকর; ভুবনের পুত্র ১৩ ম মালাধর এবং ম২ ভৈরবের পুত্র ১৩ ম২ রাজ্যধর। কিন্তু ঘটক শম্ভু বিদ্যানিধি, রাধামোহন প্রভৃতির স্বহস্ত লিখিত কুলপঞ্জিকায় উপরে মুদ্রিত বংশলতা লিখিত হওয়ায় আমরা তাহাই মুদ্রিত করিলাম।

(§) কায়স্থ-কারিকায় পুরন্দর, শ্রীধর ও বনমালী স্থলে যথাক্রমে কনকেশ্বর ও গোপাল মুদ্রিত হইয়াছে।

(*) ঘটক শম্ভুচন্দ্র বিদ্যানিধির কুলপঞ্জিকায় সুদর্শন সর্ব্বাধিকারীর ১৯টী পুত্রের নাম লিখিত হইয়াছে। কিন্তু কায়স্থ-কারিকায় মাত্র ১৭টী পুত্রের নাম পাওয়া যায়। এই নাম যথা—কো·মু শঙ্কর, ক নারায়ণ, কৃষ্ণ, শ্রীধর, শ্রীবৎস, বরাহ, নীলাম্বর, শ্রীরঙ্গ, গর্ভেশ্বর, মনোহর, বিকর্ত্তন, তে মিত্র, বাণেশ্বর, বামন, লোকেশ্বর, বিজয়, দুর্জ্জয়। ঘটক বিদ্যানিধির লিখিত সুদর্শনের ১৯টী পুত্রের নামের সহিত কায়স্থ-কারিকায় মুদ্রিত ১৭টী নামের মধ্যে অনেক পার্থক্য রহিয়াছে। আমরা ঘটক শম্ভু বিদ্যানিধির লিখিত কুলপঞ্জিকা দৃষ্টে উপরে সুদর্শনের পুত্রের নামগুলি মুদ্রিত করিলাম।

(*) কায়স্থ-কারিকায় প্রজাপতির পুত্র 'শিব ও নিমু'র নাম প্রকাশিত হইলেও কোন প্রাচীন কুলপঞ্জিকায় ঐ দুই নাম পাওয়া যায় না।
(+) পাঠান্তর 'মণ্ডীর'। (‡) পাঠান্তর 'শ্রীকর'।

সৌকালীন গোত্র
ঘোষ-বংশ
বালী-সমাজ
ব·কো·মু হংস
১০ কো·মু পুরুষোত্তম
ক বলরাম
ম অনিরুদ্ধ
রঘুপতি
হরি
পীতাম্বর
দিগম্বর
পুণ্ডরীকাক্ষ
অনিরুদ্ধ
বিষ্ণুদাস
১১ কো·মু পদ্মনাভ
ক অলঙ্কার
বা·ক কৃত্তিবাস
কুলপতি
১২ ছ যুধিষ্ঠির
নিত্যানন্দ
১২ ছ উৎসাকর
যোগেশ্বর
মহেশ্বর
গুণাকর
১২ কো·মু কৃষ্ণ
ক হেরম্ব
জগন্নাথ
সর্ব্বানন্দ
শ্রীধর
ভৈরব
মাধব
১৩ ম সদানন্দ
দেবরাজ
গৌরীবর
বিদ্যাধর
১৩ ছ মদন
বিশ্বেশ্বর
গোপী
বৈকুণ্ঠ
১৩ কো·মু শিবপরাশর
ক মটীপরাশর
ম ভুবন
তে দৈত্যারি
বনমালী

(*) কায়স্থ-কারিকায় সদানন্দের পুত্র 'জগন্নাথ—শ্রীনিবাস' স্থানে 'বিষ্ণু ও ভৈ' মুদ্রিত হইয়াছে।

(*) কুলপঞ্জিকায় লিখিত বংশলতার সহিত "কায়স্থ-কারিকায়" মুদ্রিত বংশলতায় অনেক পার্থক্য আছে। আমরা কুলপঞ্জিকাদৃষ্টেই টেকা-সমাজের বংশলতা মুদ্রিত করিলাম। মিত্রবংশ প্রসঙ্গে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হইবে।

(+) কায়স্থ-কারিকায় "শ্রীধর" মুদ্রিত হইলেও সমস্ত প্রাচীন কুলপঞ্জিকায় 'শ্রীরঙ্গ' পাঠ দৃষ্ট হয়। কুলপঞ্জিকাসমূহে শ্রীরঙ্গের বংশলতা এইরূপ আছে—১১ প্র·মু শ্রীরঙ্গ তৎপুত্র মাধব ও জয় ; মাধবের পুত্র শ্রীরাম ও নারায়ণ ; শ্রীরামের পুত্র বিশ্বেশ্বর, সদানন্দ, মুরারি, দিবাকর, ধনপতি, নারায়ণ ; বিশ্বেশ্বরের পুত্র নারায়ণ, গোবিন্দ ও মধু ; সদানন্দের পুত্র কেশব ও কামদেব।

সপ্তম অধ্যায়

সমীকরণ বা একজাই

পূর্ব্ব অধ্যায়ে লিখিয়াছি, রাজা বল্লালসেন প্রথম সমীকরণ বা একজাই করেন। সমশ্রেণীর কুলীনদিগকে সভায় আহ্বান করিয়া কুলবিচারের নাম সমীকরণ। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ও বঙ্গজ-কায়স্থ-সমাজে রাজা বল্লালসেন হইতে পুরন্দরখানের সমসাময়িক দেবীবরের সময় পর্য্যন্ত বহুবার সমীকরণ হইয়াছিল। তাহার বিস্তৃত বিবরণ তৎতৎসমাজের ইতিহাসে বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থসমাজের কুলপঞ্জিকা বা কুলকারিকায় রাজা বল্লালসেন ও পুরন্দর খাঁর মধ্যবর্ত্তী সময়ে আর কোন সমীকরণের উল্লেখ পাওয়া যায় না। দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলকারিকাসমূহে ১৩শ পর্য্যায়ের সমীকরণ করিয়া পুরন্দর খাঁর গোষ্ঠীপতি হইবার প্রসঙ্গ আছে। ১৩শ পর্য্যায়ের সমীকরণই দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজের প্রথম একজাই বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই একজাই সহজসাধ্য ব্যাপার নহে। এই ব্যাপারে আহ্বানকারীর লক্ষাধিক টাকা ব্যয় হইত। মুখ্যাদি নব শ্রেণীর সমস্ত কুলীন ও সিদ্ধ-মৌলিকগণ সকলে একত্র হইয়া প্রকাশ্য সভায় আহ্বানকারীকে মাল্যচন্দনে ভূষিত ও গোষ্ঠীপতি পদে সম্মানিত করিয়া এইরূপ লিখিয়া স্বাক্ষর করিতেন—

"আপনার কন্যার বা পুত্রের বিবাহে (বা আহ্বানে) বঙ্গদেশের সমস্ত কুলাচার্য্য ও সমস্ত কুলীনগণকে সমবেত করিয়া আপনি যে আমাদিগকে সম্মান করিলেন, সেজন্য আমরা সকলে সম্প্রীত হইয়া আপনাকে গোষ্ঠীপতি উপাধি প্রদান করিলাম। অতঃপর আমরা এই সমবেত সভ্যগণ সকলেই অঙ্গীকার করিতেছি যে আপনাকে সাক্ষাতে বা অসাক্ষাতে সর্ব্বাগ্রে মাল্যচন্দন দিয়া পরে অপরকে দিব।"*

গোষ্ঠীপতি পুরন্দর খাঁর সভায় মুখ্য, কনিষ্ঠ, ষড়্ভ্রাতা বা ছভায়া, মধ্যাংশ ও তুর্য্যক্ বা তেওজ এই কয়প্রকার কুলের সমীকরণ বা একজাই হইয়াছিল, এতদ্ভিন্ন কনিষ্ঠের দ্বিতীয়-পো, ছভায়া-দ্বিতীয়-পো, মধ্যাংশ-দ্বিতীয়-পো, ও তেওজ-দ্বিতীয়-পো এই চারি প্রকার কুলীন-সন্তান উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয়-পো-গণের সমীকরণের কোন কারিকা পাওয়া যায় না। পুরন্দরের সভায় ১৩শ পর্য্যায়ের ৯ প্রকার কুলীনই উপস্থিত ছিলেন, এই নয় প্রকার কুলীনের সহিত আদান প্রদান দ্বারা পুরন্দর নবরঙ্গী বলিয়াও সম্মানিত হইয়াছিলেন। উক্ত নয় প্রকার কুলীনের নিকট পূজিত ও মাল্যচন্দন পাইয়া পুরন্দর দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থসমাজের গোষ্ঠীপতি হইয়াছিলেন বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সামাজিক সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সভায় ৫ জন প্রকৃত মুখ্য মধ্যে বিশ্বনাথ বসু, ৬ জন সহজ মুখ্য মধ্যে শ্রীমান্ বসু ও ৫ জন কোমল মুখ্য মধ্যে শিবঘোষ অগ্রগণ্য ছিলেন। ১৩শ পর্য্যায়ের একজাই কালে ১২শ পর্য্যায়ের বয়োবৃদ্ধ ১২ জন মধ্যাংশ কুলীন উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা 'বারভায়া' নামে সম্মানিত হন।

---

* অনাথনাথ দেবের গোষ্ঠীপতিত্বে ২৫শ পর্য্যায়ের একজাই-কারিকা (১২৮৫ সাল ১৩ মাঘ)।

১৩শ পর্য্যায়ের সমীকরণ বা একজাই।

ঘটক বিশারদের ১৩শ পর্য্যায়ের সংস্কৃত সমীকরণ-কারিকায় এইরূপ পাওয়া যায়—

"১৩শ পর্য্যায়ে মুখ্যানাং সমীকরণং

অথ প্রকৃতঃ

ঘোষ শ্রীপরমেশ্বরস্তদপরঃ শ্রীবিশ্বনাথঃ সুধী
ধন্যঃ পুণ্যবশাত্ততো বিজয়তে শ্রীমানসিংহো মহান্।
সর্ব্বানন্দ ইহ প্রকীর্ত্তিমহিমা খ্যাতস্ততঃ শ্রীবরঃ
পঞ্চৈতে প্রকৃতা ক্ষিতৌ সুবিদিতাঃ ভূদেব-
সেবারতাঃ॥

অথ সহজঃ।

শ্রীমন্তঃসুশুভে পরাশর ইতি শ্রীলোগ্রকণ্ঠঃ কৃতী
শ্রীমালাধরঘোষকে বিজয়তে গন্ধর্ব্বখানো মহান্
খ্যাতো গোষ্ঠীপতিঃ পুরন্দরবসুর্খ্যাতেব ভূমণ্ডলে
বিখ্যাতাঃ সহজাঃ কুলে কৃতিবরা মান্যাশ্চ
সৎকীর্ত্তয়ঃ॥

অথ কোমলঃ।

মুখ্যঃশ্রীশিবঘোষকস্তদপরঃ শ্রীশম্ভু দাসঃ সুধীঃ
পশ্চাদ্‌ঘোষযুধিষ্ঠিরঃ সচ কৃতী লক্ষ্মীপতিঃ সুন্দরঃ
পঞ্চৈতে প্রকৃতাঃ ষড়েব সহজাঃ পঞ্চৈব
সৎকোমলাঃ
সর্ব্বে সর্ব্বগুণান্বিতা সুকৃতিনো ধন্যাঃ ধরামণ্ডলে॥

বাচস্পতি ঘটকাচার্য্যের ঢাকুরী বা বাঙ্গলা একজাই-কারিকায় এইরূপ লিখিত আছে—

১৩শ পর্য্যায়ের মুখ্যের একজাই।

বিশ্বনাথ প্রকৃতরাজ পরমেশ্বর ঘোষ।
সর্ব্বানন্দ শ্রীবরবসু কুলে পরিতোষ॥
মিত্রকুলে নরসিং লিখি বসু শ্রীমান্।
একার্য্য তত্তুল্য গন্ধর্ব্ব খান্॥
পরাশর মিত্র মালাধর ঘোষ কিছু ভেদ নাই।
উগ্রকণ্ঠ পুরন্দর সহজ ছয় এই॥
শিবঘোষ যুধিষ্ঠির লক্ষ্মীপতি মিত্র।
সুন্দরবর খান্ শম্ভু বসু গ্রহণে পবিত্র॥
প্রকৃত পাঁচ সহজ ছয় কোমল পঞ্চ লেখ।
তিন প্রকার ষোড়শ মুখ্য একুন করিয়া দেখ॥

১৩শ পর্য্যায় কনিষ্ঠানাং সমীকরণং।

লোকেশঃ পরমেশ্বরং গ্রহণতো ঘোষং দিব্যপে বসু
গৃহ্ন মিত্রসিংহকং বসুবরো রুদ্রাঙ্গকো ভাষতে।
কোণার্কো বসুজো বিরাজিততনুঃ সর্ব্বাদনন্দঃ
গতো
মর্ত্যাখ্যাপি পরাশরে বিজয়তে লক্ষ্মীপতিং মিত্রকং
ভিণ্ড্যাং ক্ষেম্যগ্রহণাৎ পুরন্দরসুতাং খ্যাতঃ
কনীয়ান্ মুদা
দৈত্যারিবসুজো বিভাতি স মুদা জগ্রাহ
মালাধরং॥
তৎপশ্চাৎ কপিলেশ্বরঃ কৃতিবরো জগ্রাহ শ্রীমদ্বসুং
গোবিন্দঃ সমুদা গ্রহণাৎ শ্রীলোগ্রকণ্ঠং বসুং।
গত্বা শম্ভুবসো দ্বিতীয়তনয়াং শ্রীকৃত্তিবাসস্ততঃ
কনিষ্ঠো ভরতঃপরাশরসুতাং রেজে সভাবাং সদা
এতে চৈব কনিষ্ঠকাঃ ক্ষিতিতলে চৈকাদশাখ্যাতকাঃ
মিত্রঃ শ্রীকনকেশ্বরো কৃতিবরো জগ্রাহ বৈ সুন্দরঃ॥

১৩শ পর্য্যায় কনিষ্ঠের একজাই

দৈত্যারি কনক লোকনাথ এক কুলে জন্ম।
ভিণ্ডি মটিপরাশর সমান কুলকর্ম্ম॥
কপিলেশ্বর গোবিন্দমিত্র আর ভরতবসু।
কৃত্তিবাস রুদ্রবসু কনকেশ্বর পাছু
গণনায় ত্রি-পর্য্যায় একাদশ স্থিতি।
কুলপঞ্জিকা প্রমাণ ইহা বলেন বাচস্পতি॥
কনিষ্ঠ কুলের আগে লিখি মুখ্য সমান কাজ।
শ্রীনিবাস দিয়া লিখি ঘোষ কবিরাজ॥
বনমালী বসু জগন্নাথ ঘোষ দুহে এক কুল।
দামু রাম নরহরি কুল সমতুল॥
গণপতি ঘোষ কলাধর মিত্র কপিলেশ্বর বসু
চতুর্ভুজ সবাই কার লিখি আগু পাছু।
ঘটকাচার্য্যের মত এই শুন সভ্যমনা।
ত্রিপর্য্যায় গণিলেও পঞ্চদশ জনা॥

১৩শ পর্য্যায় ছভায়ার একজাই।
প্রথমে ছভায়ার সৃষ্টি সবে দেও মন।
মুখ্যের তেছেই যার সর্ব্বত্রে গ্রহণ॥
মিত্রকুলে ভৈরব গণি আর মার্কণ্ড বসু।
দুই জনের সমান কুল বলি আশু পাছু॥
পৃথ্বীধর বসু আর পৃথ্বীধর ঘোষ।
অংশ ক্রমে দুইজন কুলে পরিতোষ॥
পুরন্দর বসু আর ঘোষ ঈশান।
কুলসৃষ্টি আদি নইল যাহার নির্ম্মাণ॥

১৩শ পর্য্যায় মধ্যাংশের একজাই।
বজপরাশর শঙ্কর বসু আর দেবরাজ।
দামো ভবো পুণ্ডরীকাক্ষ সহ বড় কাজ॥
গৌরী নিবাস গোবিন্দ আর শ্রীমান্।
দুর্য্যোধন সদানন্দর গ্রহণে অপমান॥
অড়ার মালাধর মিত্র আর গৌরীবর।
ভবনাথ দিয়া লিখি তবে জটাধর॥
মালাধর শ্রীকর তবে বল্লাল বসু।
অচ্যুত ঘোষ সর্ব্বেশ্বর দেবরাজ পাছু॥
শ্রীমান বসু হরিমিত্র আর ভৈরব ঘোষ।
দাসমিত্রের কুলে দেখি অতিশয় দোষ॥
তৃতীয়-পুত্র বারভায়া মধ্যাংশ কুল গণি।
ষড়্‌বিংশতি এ পর্য্যায়ে ঘটকাচার্য্য ভণি॥

১৩শ পর্য্যায় তেওজের একজাই।
গোবিন্দ ঘোষ শ্রীকর দুর্গাবর ঘোষ।
দৈত্যারি পরমানন্দ কুলে পরিতোষ।
নিবাসঘোষ শম্ভু ঘোষ আর সনাতন।
দৈত্যারি ঘোষেতে বসুর সত্য গ্রহণ।
মালাধর দৈত্যারি চতুর্ভুজ বসু।
বিশ্বম্ভর গদাধর কামেশ্বর পাছু।
পুরন্দর বিশ্বনাথ আর পৃথ্বীধর।
সনাতন সত্যবান্ তবে শুক্লাম্বর।
নরহরি অর্ক বসু আর মালাধর।
গুণরাজ খাঁ শ্রীকান্ত বসু কুল স্থিরতর।
সপ্তবিংশতি তেওজ কুল শুন দিয়া মন।
ঘটকাচার্য্য বলেন এই কুল সমর্পণ।

"বারভায়া মধ্যাংশ মূল, চৌছেই গ্রহণ কুল, তার সংখ্যা কর অবধান।
মুখ্যের তৃতীয় সুত, আর কনিষ্ঠের সুত, ছভায়া কুলের তৃতীয় প্রধান॥
আড়ার পদ্মলাভ আর মিত্র ভগী। ভাস্কর মিত্র দিয়া আর নিত্যানন্দ লিখি॥
নিত্যানন্দ বসু কৃষ্ণ আর ভুবন ঘোষ। মহেশ্বর মিত্র সুরেশ্বর মিত্র নাই কিছু দোষ॥
রুদ্র বসু সাগর ঘোষ তুল্য কুলশুদ্ধি। পরমেশ্বর মিত্রে লিখি হাজরা প্রসিদ্ধ॥
বাচস্পতির একজাই শুন দিয়া মন। বারোর পর্য্যায় দ্বাদশ ক্রমে সে গণন॥

১৪শ পর্য্যায়ের সমীকরণ বা একজাই।

পুরন্দর খাঁ মৃত্যুকালে বলিয়া যান, যিনি গোষ্ঠীপতি হইবেন, তাঁহাকে একজাই করিতে হইবে। তিনি যে গোষ্ঠীপতির লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা ১১৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহার উপদেশ মত তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র কেশব বসু ১৪শ পর্য্যায়ের একজাই করিয়া সমগ্র দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজের গোষ্ঠীপতি হইয়াছিলেন। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, মহাপ্রভু-চৈতন্যযুগের বৈষ্ণব সাহিত্যে কেশব বসু 'কেশব ছত্রী' নামে পরিচিত। তিনি সুলতান হোসেন শাহের 'ছত্রনাজির' বা সুলতানের গার্হস্থ্য সকল বিভাগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। রাজপ্রাসাদে বা দরবারে ছত্র ও আশাসোটা ব্যবহারে অধিকার থাকায় সর্ব্বসাধারণে তাঁহাকে 'কেশব ছত্রী' বলিয়া আখ্যা দিয়াছিলেন। তিনি মহাপ্রভুর

একজন অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন। সুলতান তাঁহার পরামর্শে মহাপ্রভুর রামকেলি-গমনকালে কেহ যাহাতে বাধা না দেয় তাহার ব্যবস্থা করেন। কেশব বসুর একজাই-সভায় যে সকল কুলীন উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে—১৪শ পর্য্যায়ে ৫ জন প্রকৃত মধ্যে গণপতি ঘোষ, ৬ জন সহজ মধ্যে বিনোদ বসু খান্, ও ৮ জন কোমল মুখ্য মধ্যে গোপাল ঘোষ অগ্রগণ্য ছিলেন।

"১৪শ পর্য্যায় মুখ্যানাং সমীকরণং।

গণপতিরপি নাম্না সাধু জনমেজয়াখ্যঃ
প্রকৃতকুলবরেণ্যো দেবরাজস্তথৈব।
বিধুরিব যশসাসৌ শ্রীলবিশ্বেশ্বরোঽভূৎ
বিতরতি কুলকীর্ত্তিশ্চানিরুদ্ধপ্রতাপী॥
বিনোদশ্চ খানো বসুঃ কেশবাখ্য
স্ত্রিপুশ্চাপি বিদ্যাধরো ঘোষবর্য্যঃ।
ততঃ শ্রীলনাথো বসুগৌরীদাসঃ
প্রদানেন হীনঃ কুলে সুপ্রতিষ্ঠঃ॥
বভৌ চ গোপালঘোষকস্ততোহি দেবরাজকঃ।
সরামমিত্রপুঙ্গবো বসুশ্চ বৃদ্ধমল্লিকঃ।
সুশোভতে ত্রিলোচনঃ সুধীর নীলবাসকঃ।
বনাদিমাল্যধারকঃ সকংসবৈরিমিত্রকঃ।

১৪শ পর্য্যায় মুখ্যের একজাই।

আদি গণপতি ঘোষ আর জন্মেজয় বসু।
দেবরাজ বিশ্বেশ্বর অনিরুদ্ধ পাছু॥
বিনোদ খাঁ কেশব খাঁ দুহে এক কুল।
গৌরীবর বসু লিখি তার সমতুল॥
ত্রিপুরারি মিত্র আর ঘোষ বিদ্যাধর।
শ্রীনাথ বসু লিখি তবে কুলে কুর্পর॥
গোপাল ঘোষ দেবরাজ নীলাম্বর খান্।
তিন জনের কুলকার্য্য একই সমান॥
রামমিত্র বুড়া-মল্লিক ত্রিলোচন বসু।
বনমালী কংসারিমিত্র মুখ্য-কুলে পাছু॥
উনবিংশতি মুখ্য কুল একজাই এই।
ব্যতিক্রম যদি হয় ঘটকাচার্য্য দায়ী॥

১৪শ পর্য্যায় কনিষ্ঠস্য সমীকরণম্।

গণপতিরপি ঘোষঃ শ্রীলজন্মেজয়াখ্যো
কপিলবসুবরেঽসৌ নীতহর্ষো গণেশে॥
তদনু চ কবিরাজো দেবরাজে গ্রহাৎ চ
ত্রিপুরদহনমিত্রে শ্রীজগন্নাথঘোষঃ॥
বসুকুলভব এষঃ শ্রীলদামোদরাখ্যো
গুণমপি বাসুদেব ঘোষবিদ্যাধরে চ॥
বনমালিতনয়ক শ্রীচতুর্ব্বাহুনামা
প্রজগৃহে বসুরামো শ্রীলগোপালপুত্রী॥
বসুভব বনমালী দেবরাজে চ ঘোষে
গ্রহণমপি প্রচক্রে শ্রীলকল্যাণমিত্রঃ॥
ত্রিনয়নবসুমুখ্যো সোপি গৃহ্ন্ দিদীপে
নরহরিবসুজোঽসৌ সত্যবান্ ঘোষবর্য্যঃ॥
বিতরণমপি শৌর্য্যঃ শ্রীনিবাসং কনীয়ান্
গ্রহণমপি চ শৌর্য্যশ্চানিরুদ্ধে চ মিত্রে।
নরহরিবসুজোঽসৌ রামমিত্রে গৃহীত্বা
হরিহরবসুরেষঃ প্রাপ্য ভাগ্যাৎ কনিষ্ঠং।
নানন্দকে রামাদি বসুনন্দকঃ
কৃত্তিবরোহি গোপীপতৌ ততোহি।
সুতহীনকো বসুবরশ্চ গোপীতি
যদো মুদমগাৎ গ্রহাৎ বসুবরঃ শিবানন্দকঃ।
মুকুন্দবসুকে ততঃ সুকৃতি নন্দনো মিত্রকঃ
কনিষ্ঠকুল মাধবে ঘোষো ভাবে চ সত্যান্বিতঃ॥
জনার্দ্দনবসুস্ততঃ সুতবিহীনক্ষিতৌ
স মিত্রবলভদ্রকং কোমল কামদেবে।
রসোবসুঃ শ্রীপতির্বভৌসুগুণঘোষগোবিন্দকে॥
সমিত্রজগদাখ্যকো হলধরাঙ্ক জনার্দ্দনঃ
ষোড়শ কনিষ্ঠকাঃ বরাশ্চ মাতা বসুঃ।

১৪শ পর্য্যায় কনিষ্ঠের একজাই।

কনিষ্ঠের একজাই সভে দেও মন।
গণপতি মাধব সত্যবান্ তবেত বামন ॥
ভগীরথ কমলাকান্ত বাসুদেব ঘোষ।
সত্যবান্ লক্ষ্মীবসু কুলেতে নির্দ্দোষ ॥
শিবকাশী বাসুদেব যজ্ঞেশ্বর বসু।
সাম্য দেই কুলে এই গুণানন্দ পাছু ॥
রূপ হরি কৃষ্ণদাস বসু যে মুকুন্দ।
বসুদেব সুদর্শন রতির আনন্দ ॥
একবিংশতি জনের শুন এক কার্য্য।
কুলপঞ্জিকা প্রমাণ ইহা বলেন আচার্য্য ॥
গুণানন্দ যাদু বসু রামানন্দ বসু।
তিন জনের কুলকার্য্য বলি আগু পাছু ॥
বলভদ্র ঘোষের কুল বড়ই নির্দ্দোষ।
তার পাছে গ্রহণ গণি গৌরীদাস ঘোষ ॥
মাধবঘোষ মুকুন্দবসু দুহে এককুল।
শিবানন্দ নন্দনমিত্র তার সমতুল ॥
রামভদ্র যাদব গোপীকান্ত আর শ্রীপতি বসু
সত্যবান্ জনার্দ্দন ভেদ নাই কিছু ॥
পঞ্চদশ কনিষ্ঠ এই শুন কুলাচার্য্য।
কুলপঞ্জিকা প্রমাণ ইহা বলেন আচার্য্য ॥
কনিষ্ঠ কুলের এই শুনিতে বিচিত্র।
শঙ্করবসু রামদেব দুর্গাদাস মিত্র।
সদানন্দ গোকুল বসু আর কাশীঘোষ।
শ্রীকৃষ্ণ সত্যবান্ কুলে পরিতোষ ॥
হরিমিত্র দিয়া লিখি মিত্র পরমানন্দ।
দেবিদাস বসু হইল কুলে বড় ধন্ধ ॥
একাদশ কনিষ্ঠ কুল শুন গোষ্ঠীপতি।
কুলপঞ্জিকা প্রমাণ ইহা বলেন বাচস্পতি ॥

১৪শ পর্য্যায় ছভায়ার একজাই

ভাস্কর শুক্লাম্বর দুহে এক কুল।
অরুণ বসু ভবনাথ ত্রিবিক্রম সমতুল ॥
জগন্নাথ দিয়া লিখি পরমানন্দ বসু।
দেবরাজ কৃষ্ণমিত্র রূপরাজ পাছু ॥
বাচস্পতি ঢাকুরী এই সবে দেও মন।
এ পর্য্যায় গণিয়া লও ক্রমে দশজন ॥

১৪শ পর্য্যায় তেওজের একজাই।

নরহরিমিত্র আর ঘোষ পুরন্দর।
গণপতি মিত্র দুর্গাবর ঘোষ-শশধর ॥
শ্রীধর গৌরীবর সত্যবান্ বসু।
বামন খাঁ বিজয়ঘোষ ভেদ নাই কিছু ॥
ভবনাথ বিশ্বেশ্বর আর শ্রীকণ্ঠ বসু।
মহেশ্বর ঘোষ তবে লিখি কুলে আগু পাছু ॥
কংসারি ঘোষ আর গৌরীবর মিত্র।
মালাধর কিরণ ঘোষ গ্রহণে বিচিত্র ॥
বনমালী ত্রিলোচন দুহে একমূল।
দামোদর কংসারি ঘোষ এক সমতুল।
কঙ্ক ভবনাথ রাঘব আর ত্রিপুরারি ঘোষ।
কংসারি বসু অনন্ত বসু কিছু নাহি দোষ ॥
শ্রীধর বসু আর ঘোষ চক্রপাণি।
অনন্ত বসু কেশব বসু দুহে সমান মানি ॥
দেবরাজ অচ্যুত বসু এক কার্য্য গণি।
বত্রিশ তেওজ কুল ঘটক আচার্য্য বাণী ॥

১৫ পর্য্যায়ের সমীকরণ বা একজাই।

পূর্ব্বে লিখিয়াছি, ১৪শ পর্য্যায়ে ছত্রনাজির কেশব খান্ গোষ্ঠীপতি হইয়াছিলেন। তিনি সহজ মুখ্য বলিয়া গণ্য হইলেও সহজ মধ্যে অগ্রগণ্য হইতে পারেন নাই। ১৪শ পর্য্যায়ে বিনোদবসু খাঁ সহজ মধ্যে অগ্রগণ্য হইয়াছিলেন। কেশব বসুর পুত্র শ্রীকৃষ্ণ বসু বিশ্বাসখাস ১৫শ পর্য্যায়ের

একজাই করিয়া গোষ্ঠীপতি ও সহজ মধ্যে অগ্রগণ্য হইয়াছিলেন। মুসলমান রাজসরকারেও তিনি শ্রেষ্ঠপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার অনুজ চক্রপাণি ছত্রনাজির, কামদেব বিশ্বাস-খাস ও রতিনাথ ছোটঠাকুর এই কয় ভ্রাতাও রাজসরকারে উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন এবং কয় জনে একত্র হইয়াই একজাই করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই সমাজে বিশেষ সম্মানিত ছিলেন। * ১৫শ পর্য্যায়ের একজাইকালে ৫ জন প্রকৃত মধ্যে জগন্নাথ ঘোষ, ৭জন সহজ মধ্যে শ্রীকৃষ্ণবসু বিশ্বাসখাস, এবং ৯ জন কোমল মুখ্য মধ্যে অনন্ত ঘোষ অগ্রগণ্য ছিলেন।

১৫শ পর্য্যায় মুখ্যানাং সমীকরণম্।

আদৌ জগন্নাথো উদিততেজাঃ
শ্রীমাধবঃ কেশবঘোষবর্য্যঃ।
কৃষ্ণাদিনন্দ ক্ষিতিপালতুল্যঃ
কুলে মহৎ শ্রীকর মাধবে ষঃ।
মুরারিঘোষোপি নিনিসু দানাৎ
শ্রীকৃষ্ণগৌরী গরুড়স্ততোপি।
অনন্তঘোষঃ খলু কোমলাগ্রঃ॥
শ্রীকান্তনামা সতু লক্ষ্মীদাসঃ।
ততো মধুশ্রীবলভদ্রমিত্র
শ্রীবৎসনামা বসুমাধবশ্চ।
শ্রীলক্ষ্মীদাসো বসু কামদেবঃ
শ্রীচক্রপাণিঃ সতু বর্দ্ধমানঃ॥—

১৫শ পর্য্যায় মুখ্যের একজাই।

আদি জগন্নাথঘোষ আর মাধব বসু।
কবিচন্দ্র কেশবঘোষ কৃষ্ণানন্দ পাছু॥
শ্রীকৃষ্ণবসু গৌরীদাস শ্রীকর বসু।
কৃষ্ণ মুরারি চক্রপাণি গরুড় তাঁর পাছু॥
অনন্তঘোষ লক্ষ্মীনাথ লক্ষ্মীদাস ঘোষ।
শ্রীবৎস বসু দানে গণি গ্রহণাংশে দোষ॥
মধু শ্রীকান্ত কামদেব বলভদ্র ইতি।
মল্লিক মাধব দিয়া লিখি একুশ মুখ্যের স্থিতি।

১৫শ পর্য্যায়—কনিষ্ঠের একজাই।

গুণানন্দ যাদুবসু রামানন্দবসু।
তিনজনের কুলকার্য্য বলি আগু পাছু।
বলভদ্র ঘোষের কুল বড়ই নির্দ্দোষ।
তার পাছে গ্রহণ গণি গৌরীনাথ ঘোষ।
মাধবঘোষ মুকুন্দবসু দুহে এককুল।
শিবানন্দ নন্দনমিত্র তার সমতুল।
রামভদ্র যাদব গোপীকান্ত আর শ্রীপতিবসু।
সত্যবান্ জনার্দ্দন ভেদ নাহি কিছু।
পঞ্চদশ কনিষ্ঠ এই শুন কুলাচার্য্য।
কুলপঞ্জিকা প্রমাণ ইহা বলেন আচার্য্য।
বসু মৃত্যুঞ্জয় আর গৌরীদাস ঘোষ।
কিরণঘোষ দেবরাজ কুলেতে নির্দ্দোষ।
অনন্তঘোষ দিয়া লিখি বাণীনাথ বসু।
কৃষ্ণানন্দকুলে গণি তবে বসু পাছু।
মুরারি ঘোষ তবে লিখি দানেতে পবিত্র।
নিধি বসু দিয়া লিখি লক্ষ্মীনাথ মিত্র।
শ্রীপতি মুকুন্দবসু গ্রহণ সমান মজ্জা।
ভাস্কর বসু লিখি জন্মকুলে লজ্জা।
বাচস্পতির ঢাকুরী এই সবে দেহ মন।
এ পর্য্যায় গণিয়া লও ক্রমে পঞ্চদশজন॥

* "য়েজে পুরন্দরসুতাঃ কিল কেশবোঽসৌ নীলাম্বরঃ শুচিনিধানমুহরিপ্রাতৌ।
জাতঃ পুনর্হরিহরো বসুপুঙ্গবোঽয়ং খ্যাতাহি পঞ্চবসুবংশকুলাবতংসাঃ।
ক্ষিতৌ শ্রীকৃষ্ণবসুঃ সার্ব্বভৌমস্ততশ্ছত্রনাজীরকশ্চক্রপাণিঃ।
সবিশ্বাসখাসোঽভবৎ কামদেবো রতিনাথসমাহ্বজাঃ কেশবস্তু
অভূচ্চ শ্রীলক্ষ্মীকান্তজোঽনন্তরায়ো রঘুস্তস্তু পুত্রং সদাচারকীর্ত্তিঃ।"
(বাচস্পতির কুলপঞ্জিকা)

১৫শ পর্য্যায় তেওরের একজাই।

গদাধর কলাধর ঘোষ কীর্ত্তিরাজ।
গৌরীবর জগন্নাথ ঘোষ শুভরাজ।
পঞ্চানন যজ্ঞেশ্বর বসু পুরন্দর।
পুরুষোত্তম জগদানন্দ মিত্র দিবাকর॥
মাধবঘোষ গোপাল আর রূপরাজ বসু।
অনন্তবসু শ্রীকর নিবাসমিত্র পাছু।
হরিঘোষ শিবানন্দ ঘোষ নরহরি।
কাশীশ্বর বসু অঙ্গদঘোষ পশ্চাৎ কংসারি।
বল্লভঘোষ জগন্নাথ কৃষ্ণবসু গণি।
সপ্তবিংশতি তেওরকুল ঘটকাচার্য্য গণি।

১৬শ পর্য্যায়ের সমীকরণ বা একজাই

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, একজাই করিয়া গোষ্ঠীপতি হওয়া সহজসাধ্য ব্যাপার নহে। সমগ্র সমাজের উপর একছত্র প্রতিপত্তি না থাকিলে কেহই গোষ্ঠীপতি হইতে পারিত না। মহামতি পুরন্দর খানের সময় ১৩শ পর্য্যায় হইতে শ্রীকৃষ্ণবিশ্বাসখাসের সময় ১৫শ পর্য্যায় পর্য্যন্ত এই তিন পুরুষে তিন জন গোষ্ঠীপতিই গৌড়ের পাঠান দরবারে অসাধারণ প্রতিপত্তি ও সেই সঙ্গে তাঁহারা তিনজনেই অতুল ধন-সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন। যতদিন পাঠান রাজত্ব অক্ষুন্ন ছিল, ততদিন এই গোষ্ঠীপতি-বসুবংশের সামাজিক প্রভাব ও অর্থসামর্থ্য অব্যাহত ছিল। কিন্তু কালের বিচিত্র গতি! ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে গৌড়ের শেষ পাঠান-নৃপতি দাউদ খাঁ বন্দী ও সর্ব্বত্র মোগল প্রভাব বিস্তৃত হয়। সেই সময়ে পূর্ব্বতন গোষ্ঠীপতি-বংশেরও ভাগ্য বিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল। যদিও তাঁহাদের বংশধরগণ সামাজিক কুলমর্য্যাদা হইতে বঞ্চিত হন নাই, কিন্তু পাঠান-হস্ত হইতে মোগল-হস্তে রাজকীয় প্রভাব হস্তান্তরের সহিত পাঠান আমলের রাজকর্ম্মচারিগণের সহায়-সম্পত্তি বিশেষ ভাবে ক্ষুন্ন হইয়াছিল। এ সময়ে রাজা মানসিংহের শাসনকাল। তাঁহার নির্ব্বাচিত হিন্দুকর্ম্মচারিগণ মোগল-শাসনাধিকারে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া পড়িলেন। এই সময় দক্ষিণরাঢ়ে সপ্তগ্রামে মোগল সম্রাটের একটী শাসনকেন্দ্র ছিল। এই সময়ে দশঘরায় পালবংশের অভ্যুদয়। কিছুদিন পরে মোগলশাসকের অনুগ্রহে কার্য্যদক্ষতায় সপ্তগ্রামে কায়স্থপ্রবর দয়ারাম পালের ভাগ্যোদয় হইয়াছিল। তিনি অল্পদিনের মধ্যেই ধনে মানে সমৃদ্ধ ও সর্ব্বত্র খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। পাঠান শাসন বিলোপের সহিত রাঢ়ীয় কুলীনগণ অনেকে স্বপদচ্যুত হইয়া নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়েন। এ সময় অনেক কুলীন দয়ারাম পালের আশ্রয় গ্রহণ করেন। পুরন্দরখান ১৬ ঘর সাধ্য মৌলিকের মধ্যে পালবংশকে গ্রহণ করিলেও দক্ষিণ-রাঢ়ীয় সমাজে পালের উপযুক্ত সম্মান ছিল না। এখন দয়ারাম পালবংশের প্রাধান্যস্থাপনে মনোযোগী হইলেন। তিনি প্রধান প্রধান কুলজ্ঞগণের সাহায্যে দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজের সমস্ত সম্ভ্রান্তবংশকে আহ্বান করেন এবং তাঁহার পুত্রকন্যা সকলকেই শ্রেষ্ঠকুলীনে প্রদান ও সকল কুলীনকে সম্মানিত করিয়া গোষ্ঠীপতি পদ লাভ করেন। দয়ারাম গোষ্ঠীপতিবংশীয়া

কন্যাকে গ্রহণ করিয়া নির্বিরোধে গোষ্ঠীপতি হইয়াছিলেন।* তাঁহার সভায় ১৬শ পর্য্যায়ের একজাই হয়, তাহাতে শ্রেষ্ঠ কুলীন ২৩ জন উপস্থিত ছিলেন। এই একজাই কালে পাঁচজন প্রকৃত মুখ্য মধ্যে যাদব বসু, সাতজন সহজ মুখ্য মধ্যে গোপীনাথ মিত্র এবং এগার জন কোমল মুখ্য মধ্যে বলভদ্র ঘোষ অগ্রগণ্য ছিলেন।

১৬শ পর্য্যায় মুখ্যানাং সমীকরণং

বসুর্যাদবাখ্যঃ শিবানন্দঘোষে জনানন্দনামা ততো রামভদ্রঃ।
কৃতী কামদেবস্ততো মিত্রগোপী হৃদয়ানন্দনারায়ণৌ সুপ্রতিষ্ঠৌ।
যদুবসুরতিকৃষ্ণোঽনন্তরামোঽভিমানী তদনুসুজনগোপানন্দ-আনন্দযুক্তঃ।
কুলবর-বসুজনানন্দ ইত্যেষ ধন্যঃ কৃতিবরঃ বলভদ্রো ঘোষ এব প্রতিষ্ঠঃ॥
কৃতী বিশ্বনাথঃ সগোবিন্দঘোষস্ততো শ্রীযুতশ্রীপতিকামদেবঃ।
ততো লোকনাথঃ সরামাদিনন্দঃ শিবশ্চাপি ঘোষো যদুর্মিত্রবর্য্যঃ।
চণ্ডিদাসশ্চিরঞ্জীব-বর্দ্ধমানৌ চ তাবুভৌ। ত্রয়োবিংশাতরিত্যেব ঘটকৈজ্ঞ্যায়তে সদা॥

১৬শ পর্য্যায় মুখ্যের একজাই

যাদব বসু শিবানন্দ অন্য অন্য চিত্র।
জনানন্দ রামভদ্র কামদেব মিত্র॥
গোপীমিত্রকুলে গণি তবে নারায়ণ।
এক কার্য্য হৃদয় বসু বলি তবে শুন॥

অনন্তরাম যদু বসু কেবল পিতৃকুল।
জনানন্দ গুণানন্দ দুহে সমতুল॥
বলভদ্র বিশ্বনাথ কুলকার্য্য সম।
গোবিন্দ ঘোষ দানে পান কেবল মাত্র কর্ম্ম॥

* কুলগ্রন্থে দশঘরার পালবংশে দয়ারাম পাল ও রামভদ্র পাল ১৬শ ও ১৭শ পর্য্যায়ের একজাইকারী গোষ্ঠীপতি বলিয়া পরিচিত, কিন্তু ইহাদের বংশলতা ও ঠিক কোন সময়ে একজাই করেন, তাহার উল্লেখ নাই। কুলকারিকায় দশঘরার বিদ্যাধর পালের অধস্তন ১২শ পুরুষে সীতারামের পুত্র দয়ারামের অংশ বংশ এবং বিশ্বম্ভর পালের ৮ম পুরুষে গোবিন্দের পুত্র রামভদ্র পালের অংশ বংশ বর্ণিত আছে, কিন্তু উভয়ে গোষ্ঠীপতি ছিলেন কিনা, কোন কথা নাই। কাশীরাম বসুর কারিকায় সীতারাম পালের গোষ্ঠীপতির ঘরের কন্যাগ্রহণ ও তৎপুত্র দয়ারামের 'গোষ্ঠীপতি সম কার্য্য' ইত্যাদি রূপ পরিচয় আছে। নিম্নে কাশীরাম বসুর কারিকা উদ্ধৃত হইল—

"সীতারাম পালের কার্য্য কর অবধান। কৃপারাম সরকারে কৈলা কন্যাদান॥
কৃষ্ণপ্রসাদ বসুকে কৈলা পরে কন্যাদান। রাজারামসুত তিঁহো অতি মান্যবান॥
শ্রীকৃষ্ণসিংহের কন্যা গ্রহণে মোলকাঠী। হরাজিৎপুরনিবাস তেঁহ মৌলিক পরিপাটী॥
পরে আর মৌলিকাঠী গ্রহণে সারাংসার। গোষ্ঠীপতি নন্দরাম মিত্র দাঁতিয়ার॥
দয়ারাম পালের কার্য্য শুন সজ্জন। কন্যাভাবে নৈল দান কেবল গ্রহণ॥
নীলকণ্ঠ ঘোষের কার্য্য গ্রহণে পারিপাটী। ভরত বংশের দাস কেবা আছে জুটী॥
নির্ম্মল কনিষ্ঠ কুল বাঘুটিয়া নিবাস। সহজকুলে অগ্রগণ্য বংশে সুপ্রকাশ॥
পরে কৃপারাম বসুর কন্যা পরিণয়। মধ্যাংশ-দ্বিতীয়-পুত্র গয়েরপুর আলয়॥
জয়কৃষ্ণ বসুকে পোত্রা গ্রহণে বাখানি। জঙ্গলবাধাল নিবাসিত প্রকৃত পরশমণি॥
পরশের গুণ এই ধাতু করে সোনা। গোষ্ঠীপতি সম কার্য্য অংশেতে গণনা॥

শ্রীপতি মিত্র গ্রহণে কুর্পর-স্থানে পরাক্রম।
কামদেব বসু বলি পাছে কুল তার সম॥
রামানন্দ শিবচন্দ্র ভেদ নাহি কিছু।
দুইজনের কুলকার্য্য বলি আশু পাছু॥
ছ' অঙ্কে কুলকুর্পর লোকনাথ বসু।
যাদুমিত্র চণ্ডীদাস চিরঞ্জীব পাছু॥
একে একে গণিয়া লও তেইশ মুখ্যের কার্য্য
কুলপঞ্জিকা প্রমাণ এই বলেন আচার্য্য॥

১৬শ পর্য্যায় কনিষ্ঠের একজাই

কনিষ্ঠ কুলের একজাই শুনিতে বিচিত্র।
শঙ্করবসু রামদেব দুর্গাদাস মিত্র॥
সদানন্দ গোকুল বসু আর কাশীঘোষ।
শ্রীকৃষ্ণ সত্যবান্ কুলে পরিতোষ॥
হরিমিত্র দিয়া লিখি মিত্র পরমানন্দ।
দেবিদাস বসু হইল কুলে বড় বন্ধ॥
একাদশ কনিষ্ঠ কুল শুন গোষ্ঠীপতি।
কুলপঞ্জিকা প্রমাণ ইহা বলেন বাচস্পতি॥

১৭শ পর্য্যায় ছভায়ার একজাই

ছভায়ার একজাই সবে দেহ মন।
হৃদয় বসু চক্রপাণি আর জনার্দ্দন॥
ত্রৈলোক্যনাথ জগন্নাথ রামনাথ শচী।
ছেই গ্রহণ সাতজনের কুলে মহারুচি॥
অচ্যুতারবিন্দ আর লোকনাথ বসু।
পরশুরাম লোকনাথ রমানাথ পাছু॥
রূপ যাদব আর জনানন্দ মিত্র।
সুধাকর পরাশর হৃদয় পবিত্র॥
উনবিংশতি কুল এই অংশ বাখান।
বাচস্পতি বলেন কুলপঞ্জিকা প্রমাণ॥

১৬শ পর্য্যায় তেওজের একজাই

রঘু চক্রপাণি মহেশ সমান তিনজন।
হৃদয় লক্ষ্মীনাথ ঘোষ বসু ত্রিলোচন॥
দেবকী অনন্ত ঘোষ তুল্য গণি।
শ্রীপতি পীতাম্বর রাঘব সমান বাখানি॥
যাদব রাঘব বল্লভ ক্রমে তিনজন।
কামদেব গৌরীকান্ত মিত্রজ জীবন॥
গোবিন্দ যদু দিয়া লিখি রতিনাথ ঘোষ।
নীলাম্বর ঘোষ লিখি গ্রহণে নির্দ্দোষ॥
সপ্তাধিক গোষ্ঠীপতি কুলসার বাখানি।
ছত্রিশ তেওজ কুল ঘটক-আচার্য্য ভণি॥

১৭শ পর্য্যায়ের সমীকরণ বা একজাই

রায়রায়াঁ দয়ারাম পালের পর রামভদ্র পাল ১৭শ পর্য্যায়ের একজাই করিয়া গোষ্ঠীপতি হন। তিনিও মোগলরাজসরকার ও সমাজে বিশেষ সম্মানিত ছিলেন।

শাহ সুজার বাঙ্গালা শাসনকালে তিনি মোগল দরবারের জন্ত বাঙ্গালার রাজস্বের নূতন হিসাব প্রস্তুত করাইয়াছিলেন, এই হিসাব প্রস্তুতকালে যাঁহারা অগ্রণী ছিলেন, তন্মধ্যে রামভদ্র পাল একজন। তজ্জন্ত তিনি মোগল দরবার হইতে খেলাত ও উপঢৌকন লাভ করিয়াছিলেন। সেই সঙ্গে নবাব সরকারে তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তি বাড়িয়া যায়। একারণ তাঁহার গোষ্ঠীপতিত্বলাভে কেহ বাধা জন্মাইতে সাহসী হন নাই। ১৭শ পর্য্যায়ের সমীকরণ বা একজাই নির্বিরোধে তাঁহার সভাপতিত্বে সুসম্পন্ন হইয়াছিল। তাঁহার জীবদ্দশায় তাঁহার ভ্রাতৃবংশ পৃথক্ হইয়া নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়েন। দশঘরার পালবংশ প্রসিদ্ধ এবং কুলগ্রন্থে তাঁহাদের অংশ বংশ বর্ণিত আছে। *

* বাঙ্গালার সোলকথাতে পালবংশপ্রসঙ্গে পালবংশের ইতিহাস দ্রষ্টব্য।

রামচন্দ্র পালের একজাই কালে ২০ জন শ্রেষ্ঠ কুলীন উপস্থিত ছিলেন। ৫ জন প্রকৃতমুখ্য মধ্যে কৃষ্ণদাসবসু, ৭ জন সহজ মধ্যে নারায়ণ মিত্র ও ৮ জন কোমল মুখ্য মধ্যে রামলোচন ঘোষ অগ্রগণ্য বলিয়া সম্মানিত হন।

১৭শ পর্য্যায় মুখ্যান্যাং সমীকরণং

বসুঃ কৃষ্ণদাসো রতিকান্তঘোষো
রঘুস্তস্য পশ্চাৎ বসুর্গৌরীকান্তঃ।
ততঃ শ্রীনিবাসঃ সুধী পুত্রহীনো
বিরেজে চ ধাম্না ক্ষিতৌ পুণ্যকর্ম্মা॥
ততশ্চাপি নারায়ণো মিত্রবর্য্য
স্ততঃ কামদেবো বসুশ্চন্দ্রচূড়ঃ।
বসুশ্চৈব নারায়ণঃ পুণ্যশীলো
নিধি স্তস্য পশ্চাৎ রঘো শুদ্ধচিত্তঃ॥
বিরেজে চ যজ্ঞেশ্বরশ্চাঁদরায়ো
ততো লোচনাখ্যো রমানাথঘোষঃ।
রঘুস্তস্য পশ্চাৎ ভবানী চ মিত্রো
বসুশ্চন্দ্রনামা কৃতী বল্লভশ্চ॥
বভূব ধন্যঃ কমলাকরঃ কৃতী
পুত্রেণ হীনো বসুবংশজন্মা।
[illegible] গ্রহণাদ্বিহীনঃ
ক্ষিতৌ বিরেজুঃ কুলীনাস্তএব॥

১৭শ পর্য্যায় মুখ্যের একজাই

কৃষ্ণ বসু রতিকান্ত দুহে সমতুল।
রঘু ঘোষ গোরীকান্ত চারি প্রকৃত মুল॥
শ্রীনিবাস শিব যদি হৈলা পুত্রহীন।
পূর্ব্বদৃষ্টে ভবানী মিত্র প্রকৃত মুখ্য চিন॥
নারায়ণ কামদেব রঘুচন্দ্র আর।
নারায়ণবসু নিধিঘোষ লোচন চণ্ডেশ্বর॥
রমেশ্বর রঘু চাঁদ কুমুদ কমল।
বল্লভমিত্র দিয়া লিখি মুখ্য এই সকল॥
প্রকৃত পাঁচ সহজ ছয় আর কোমল সপ্ত।
অষ্টাদশ মুখ্য এই আচার্য্য বর্ণিত॥

১৭শ পর্য্যায় কনিষ্ঠস্য সমীকরণং

রঘুরাজ লোচনে গ্রহাৎ কনিষ্ঠরাজ শঙ্করো
রমাদিনাথকে ততঃ।
কৃতীশ্বরোহি গোকুলঃ ধৃতীশ্বরো হরির্মহান্।
বিরাজতে সুমিত্রকো [illegible] চ চাঁদকে গ্রহাৎ।
সকামদেবমিত্রক সুতেবিহীনকৃষ্ণকঃ॥
কাশী চ চাঁদরায়কে সদাদিনন্দঘোষকঃ
নারায়ণে গ্রহাদ্বভৌ বসুশ্চ সত্যবানকঃ।
হদুর্গাদাসমিত্রকঃ সুধীশ্চ বজ্ররাজকে॥
* * * নাম্বধো গ্রহাচ দেবিদাসকঃ।
দশৈব সংখ্যকাশ্চ তে কনিষ্ঠবংশসম্ভবাঃ।

১৭শ পর্য্যায় কনিষ্ঠের একজাই

কনিষ্ঠ কুলের অংশ এই শুনিতে বিচিত্র।
শঙ্কর বসু কামদেব দুর্গাদাস মিত্র।
শ্রীনন্দ গোকুল বসু আর কাশীঘোষ।
শ্রীকৃষ্ণ [illegible] সত্যবান্ কুলে পরিতোষ।
হরিমিত্র দিয়া লিখি মিত্র পরমানন্দ।
দেবিদাস বসুর কুলে হইল বড় ধন্দ।
একাদশ কনিষ্ঠ এই শুন কুলাচার্য্য।
কুলপঞ্জিকা প্রমাণ ইহা বলেন আচার্য্য।

১৭ পর্য্যায় হভারার একজাই

নয়ান বসু রঘু বসু অন্ত অন্য চিত্র।
রামচন্দ্র শঙ্কর বসু আর রাজীবমিত্র।
মধু ঘোষ জগদীশ আর গোপাল মিত্র।
শিববসু শিবঘোষ কুলেতে বিচিত্র।
বাচস্পতি একজাই কুলেতে বাখানি।
অংশ শুনি দশজন কুলেতে বাখানি।

১৭শ পর্য্যায় তেওজের একজাই

রাজীববসু রামরাম রমানাথঘোষ।
রাম জগদানন্দ দেখি কুলেতে নির্দ্দোষ॥

নন্দনমিত্র গোপাল গোবিন্দ চণ্ডী ঘোষ।
যোগী ঘোষ রতিনাথ কুলেতে নির্দ্দোষ।
দুর্গাদাস রূপরাজ দুহে এককুল।
রাজীব দৈবকী ঘোষ চৈতন্য সমতুল।
ভবানী সন্তোষঘোষ আর শঙ্করবসু।
রামঘোষ দেবিদাস বনমালী পাছু।
রাজেন্দ্র মিত্র গোপালবসু আর শঙ্কর বসু।
পঞ্চানন বিষ্ণুদাস লক্ষ্মণবসু পাছু।
একে একে গণিয়া লও আটাইশ তেওজেরকার্য্য
কুলপঞ্জিকায় প্রমাণ ইহা বলেন আচার্য্য ॥

১৭শ পর্য্যায় মধ্যাংশের একজাই

যদুনাথ রতিনাথ ভবানীদাস বসু।
জানকীনাথ রমাকান্ত গোপালমিত্র পাছু।
কুলে কৃষ্ণ চাঁদ বিষ্ণু কৃষ্ণানন্দমিত্র।
চাঁদবসু গোপীনাথ অন্ত অন্য চিত্র।
নীগর্ভ চৈতন্যবসু কুলেতে নিন্দিত।
গোবিন্দবল্লভ রাম রুক্মিকান্ত বসু।
রঘুনাথ ভবানী চণ্ডী বৃষধ্বজ পাছু।
জগৎ অনন্ত সাতুমিত্র তিনে এককুল।
ঈশ্বর পাঁচু রামচন্দ্র হইয়া সমতুল।
ত্রৈলোক্যনাথ গৌরীকান্ত রমানাথঘোষ।
গোপীনাথ চাঁদমিত্র জন্ম কুলের দোষ।
গোপী চৈতন্য গোপাল গঙ্গারাম বসু।
গোপী গঙ্গাদাস শ্রীরামমিত্র পাছু।
তৃতীয় পুত্র মধ্যাংশ শ্রেষ্ঠ বারভায়া গণি।
একপঞ্চাশ মধ্যাংশ এপর্য্যায়ে ঘটকাচার্য্য ভণি।

১৮শ পর্য্যায়ের সমীকরণ বা এক-জাই

কাহারও মতে ভেয়ে কিঙ্কর সেন ১৮শ পর্য্যায়ের একজাই করেন। কেহ কেহ বলেন যে কুলাচার্য্যগণই ১৮শ ও ১৯শ পর্য্যায়ের একজাই করিয়াছিলেন। রাজা রাধাকান্ত দেবের একজাই-পত্রিকায় এবং স্বর্গীয় অনাথনাথ দেবের একজাই-কারিকায় উভয় মতই ধরা হইয়াছে। কিন্তু ১৩শ হইতে ২১শ পর্য্যায়ের একজাই-তালিকা অনুসরণ করিলে ১৮শ ও ১৯শ পর্য্যায়ের একজাই ভেয়ে কিঙ্কর সেন ও গোপীকান্ত সিংহের সময় না হইয়া ২০শ পর্য্যায়ের একজাই ভেয়ে কিঙ্কর সেনের সময় এবং ২১শ পর্য্যায়ের একজাই গোপীকান্ত সিংহের সময় হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। ১৮শ ও ১৯শ পর্য্যায়ের একজাই পূর্ব্বপ্রথামত কোন সম্ভ্রান্ত মৌলিক আহ্বান করিয়া থাকিবেন,কিন্তু তিনি সমাজে গোষ্ঠীপতি বলিয়া স্বীকৃত না হওয়ায় ও একজাই কার্য্য সুসম্পন্ন না হওয়ায় সমবেত কুলাচার্য্যগণ কুলপরম্পরা রক্ষার জন্য উভয় পর্য্যায়ের একজাই লিপিবদ্ধ করেন।

প্রায় ৪০ বর্ষ পূর্ব্বে কুলগ্রন্থের সাহায্যে বিশ্বকোষে লিখিত হইয়াছে—"১৬শ পর্য্যায়ে দয়ারাম পাল, ১৭শ পর্য্যায়ে তৎপুত্র রামভদ্র পাল, ১৮শ পর্য্যায়ে পালবংশীয়াকন্যা বিবাহ করিয়া ভেয়ে কিঙ্কর সেন, ২০শ পর্য্যায়ে কিঙ্কর সেনের বংশীয় কন্যা বিবাহ করিয়া গোপীকান্ত সিংহ চতুর্ধুরী, ২১শ পর্য্যায়ের গোপীকান্ত বংশীয় রামকান্ত সিংহ একজাই করিয়া গোষ্ঠীপতি হইয়াছিলেন।" * এখন কথা হইতেছে যে একজাই-কারিকায় যখন রামভদ্র

* বিশ্বকোষ ৫ম ভাগ, ৬০১পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পালের পুত্রের নাম নাই, অথবা রামকান্ত সিংহের নামও পাইতেছি না, এরূপ স্থলে এই দুই জনকে গোষ্ঠীপতি বলা চলে না। ঐ দুই জনের আহ্বানে যদি কোন একজাই হইয়া থাকে, তাহা সুসম্পন্ন হয় নাই। এজন্য কুলাচার্য্যগণ ঐ দুইজনের নাম বাদ দিয়া নিজেরাই একজাই করেন, এরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ১৮শ পর্য্যায়ে তিন জন প্রকৃত মুখ্য মধ্যে রাজেন্দ্র ঘোষ, পাঁচজন সহজ মুখ্য মধ্যে ভবানীচরণ বসু এবং ৯জন কোমল মুখ্য মধ্যে প্রদ্যুম্ন ঘোষ অগ্রগণ্য হইয়াছিলেন। এইরূপ ১৯শ পর্য্যায়ের একজাই-কারিকায় তিন জন প্রকৃত মুখ্য মধ্যে গোঁসাইদাস ঘোষ, আটজন সহজ মধ্যে শ্রীরাম মিত্র এবং ত্রয়োদশ কোমল মুখ্য মধ্যে গোপীকান্ত ঘোষ অগ্রগণ্য হইয়াছেন। নিম্নে ১৮শ ও ১৯শ পর্য্যায়ের একজাই-কারিকা উদ্ধৃত হইল—

১৮শ পর্য্যায় মুখ্যানাং সমীকরণং।

রাজেন্দ্রঃ কলভূষণস্তদপরঃ শ্রীরামনারায়ণঃ
রাজীবঃ প্রকৃতাধিপো বসুবরো খ্যাতো
ভবানীবসু
চণ্ডীদাসস্ততঃ ক্ষিতৌ সুবিদিতো গোপাল-
নামা বসুঃ।
গোবিন্দ সত্ত মল্লিকো পত্তবসুরংশেন নিন্দাং গতঃ
খ্যাতঃ কোমলসত্তবঃ পরবিদ্বিঃ শ্রীরামচন্দ্রো মহান্
পশ্চাৎ শ্রীযুতশম্ভুদাস উদিতো ঘোষোঽপি ভূমণ্ডলে
তৎপশ্চাৎ জনার্দ্দনে গতা সুনয়নকঃ সৎশীল-
ধর্ম্মান্বিতঃ
সুখ্যাতো হরিদাসকোঽতিগুণবান্
রামাদিনন্দঃ সুধীঃ।
কমলেঽমলকীর্ত্তিশ্চ গঙ্গারামস্ততঃ পরং।
এতে সপ্তদশ প্রোক্তা মুখ্যাঃ সর্ব্বগুণান্বিতাঃ॥

১৮শ পর্য্যায় মুখ্যের একজাই

ঘোষেতে রাজেন্দ্র লিখি বসুতে শ্রীরাম।
রাজীব পার্ব্বতী চারিকুলেতে প্রধান॥
সহজে ভবানী বসু চণ্ডীদাস মিত্র।
গোপাল বসু লিখি তবে গ্রহণে পবিত্র॥
গোবিন্দ প্রসন্ন দুই বসুবংশের সার॥
সহজ মুখ্য পঞ্চ এই কোমল বলি আর॥
দুই অঙ্গে সহজ প্রদ্যুম্ন পরিতোষ।
রামচন্দ্র জানকী আর শম্ভুদাস ঘোষ॥
প্রকৃত কার্য্য তিনজনের পরিপূর্ণ আশ।
দাড়িকুলে সজ্জ লিখি বসু হরিদাস॥
নয়ান জগৎ গঙ্গারাম রামানন্দ ঘোষ।
কোমল মিত্র দানে গণি গ্রহণাংশে দোষ॥
একে একে গণি লও একুশ জনের কার্য্য।
কুলপঞ্জিকা প্রমাণ ইহা বলেন আচার্য্য

১৮শ পর্য্যায় কনিষ্ঠস্য সমীকরণং

খ্যো শ্রীহরিদাসকো গ্রহণতো বেজে চ বংশীধরে।
বাষঃশ্রীরঘুনাথকো গুণময়াঽশ্রীচণ্ডীদাসে ততঃ
শম্ভুঃ ঘোষভবং মুদা গ্রহণতঃ শ্রীরামনামা বসু
তৎপশ্চাৎ মথুরাবসুঃ সুতহতঃ খ্যাতো
জগন্মণ্ডলে।
মিত্রঃ শ্রীহরিবল্লভঃ কৃতিবর শ্রীরামমুখ্যাশ্রয়ে
শ্রীপ্রদ্যুম্নঘোষকে বিজয়তে শ্রীকানুনামা বসুঃ।
শ্রীপ্রদ্যুম্নমিত্রকোঽমলযশা মুখ্যে ভবানীবসৌ
তস্মাৎ শ্রীজয়ঘোষকো জয়যুতো মুখ্যে
জগৎসংজ্ঞকে।
গৌরীমিত্রমহেশকো গ্রহণতো নিন্দাষভো জগন্নু-
মুখ্যজ্ঞা দশসংখ্যকাঃ ক্ষিতিতলে রেজুঃ
কনিষ্ঠাশ্চ তে॥

১৮শ পর্য্যায় কনিষ্ঠের একজাই

রঘুনাথঘোষ রামবসু বংশীদাসঘোষ।
অংশ ক্রমে গৌরী মিত্রের কুলে পরিতোষ॥
হরিবল্লভ কানু বসু আর পচু মিত্র।
মহেশ ঘোষ জয় ঘোষ কুলেতে বিচিত্র॥
বাচস্পতির ঢাকুরী এই কর অবধান।
এ পর্য্যায় নয় কনিষ্ঠ কুলের প্রধান॥

১৮শ পর্য্যায় ছত্রায়ার একজাই

শ্যামদাস বসুর কুল বড়ই নির্দ্দোষ।
পুণ্যফলে পাইলা সেই শিবদাস ঘোষ॥
তার পাছে চাঁদ বসু মনে কিছু গণি।
গোবিন্দমিত্র পার্ব্বতীবসু কুলেতে বাখানি॥
বাচস্পতি ঢাকুরী এই সবে দেও মন।
ত্রিপর্য্যায় গণিয়া লও ক্রমে পঞ্চজন॥

১৮শ পর্য্যায় মধ্যাংশের একজাই

চৈতন্য মিত্র গোপাল ঘোষ আর দেবিদাস।
চণ্ডিদাস নন্দন বসু কুলে উপহাস॥
রামকৃষ্ণ গোবিন্দ মিত্র বংশীদাস ঘোষ।
দেবকী হরি মিত্র রামনারায়ণ ঘোষ॥
গোপাল গোবিন্দ আর কমলাকান্ত বসু।
কালিদাস হরিচরণ গৌরীঘোষ পাছু॥
গোবিন্দ মিত্র মহেশ বসু বংশী জগৎ।
রামভদ্র ভবানী আর গৌরী মহৎ॥

১৮শ পর্য্যায় তেওজের একজাই

মধুবসু মধুঘোষ দুহে সমতুল।
রমাকান্ত রামকান্ত মধু তুল্যাতুল॥
কৃষ্ণপ্রসাদ রামকৃষ্ণ কৃষ্ণপ্রসাদ মিত্র।
রামভদ্রঘোষের কুল বড়ই বিচিত্র॥
রঘুবসু নারায়ণ গোপীরমণ বসু।
রমাবল্লভ চাঁদ মিত্র জনার্দ্দন পাছু॥
দেবিদাস বৈষ্ণবদাস রামভদ্র বসু।
রামেশ্বর দিয়া লিখি জগন্নাথ পাছু॥
দেবিদাস কমলাকান্ত বনমালী ঘোষ।
বিশ্বেশ্বর মহাদেব কুলে কিছু দোষ॥
মধুবসু রামভদ্র রামেশ্বর গোবিন্দ বসু।
প্রসাদ বসু গঙ্গাধর মিত্র জান পিছু॥
কিঙ্কর বসু আর গোবিন্দ ঘোষ।
বাসুদেব জীবন মিত্র কুলে বড় দোষ॥
বাচস্পতির একজাই শুন গুণধর।
ত্রিপর্য্যায় গণিয়া লও ছত্রিশ কুলবর॥

১৯শ পর্য্যায়ের সমীকরণ বা একজাই

১৯শ পর্য্যায় মুখ্যানাং সমীকরণং।

গোস্বামিঘোষবর্য্যঃ কুলকর্তারবনৌ সাধু রত্নেশ্বরোঽসৌ।
পশ্চাৎ শ্রীবল্লভোপি প্রকৃতকুলভবাঃ কীর্ত্তিমন্তো বিরেজুঃ
শ্রীরামো মিত্রবর্য্যঃ সহজবরকুলে রাজমান্য স্থিতো বঃ।
পশ্চাৎশ্রীবল্লভোপি সকলজনহিত শ্রীনরামোবিরেজে খ্যাতঃ শ্রীরামভদ্রঃ প্রমুদিতহৃদয়ো রাঘবো মথুরেশঃ।
শ্রীরামো লব্ধকীর্ত্তির্জয় ইতি সুকৃতী মিত্রবংশাবতারঃ।
গোপীরায়ে * * সকলগুণযুতো বিষ্ণুদাসোঽস্তিমান্তঃ
পশ্চাৎ গোপীশ্বরোসৌ তদনু চ সুকৃতী ঘোষ-রামেশ্বরশ্চ
সুধী রামচন্দ্রঃ সকল্রাখ্যঘোষো রঘুস্তস্য পশ্চাৎ কৃতী পার্ব্বতী চ।
ততশ্চাপি বিশ্বেশ্বর শ্রীমুখশ্চ ততো রামনারায়ণো রামঘোষঃ॥

অপর একখানি প্রাচীন কারিকার এইরূপ পাঠ দৃষ্ট হয়—

তত্তঃ হি রত্নেশ্বরমুখ্যমাত্তো
গোস্বামিদাসকৃতকীর্ত্তিপুণ্যঃ।
শ্রীবল্লভশ্চৈব কুলপ্রদীপঃ
কুলীনমুখ্যাঃ প্রকৃতা বিরেজুঃ॥
শ্রীরামমিত্রো গুণশৌর্য্যযুক্তঃ
শ্রীবল্লভঃ শ্রীমথুরেশনামা।
রামেশ্বরঃ স্যাৎ কুলপ্রদীপ-তুল্যঃ
শ্রীরামপশ্চাৎ কিল রামভদ্রঃ॥
অসীমকীর্ত্তি জয়রামমিত্রঃ
কৌলীন্যদক্ষো ননু রাঘবেন্দ্রঃ।
গোপীশ্বরো রুদ্রকপার্ব্বতীশৌ
বিশ্বেশ্বরশ্চৈব রঘুর্গরীয়ান্।
শ্রীশ্রীমুখো স গুণবান্ সুধীরো
নারায়ণঃ সৎপ্রকৃতিশ্চ রা ঃ
কেশোরকৃষ্ণৌ কিল মাধবশ্চ
কুলীনমুখ্যাঃ কৃতিনো বিরেজুঃ।
প্রকৃতা রামসংখ্যাস্যু রষ্টৈতু সহজা মতাঃ।
কোমলা ষোড়শা জ্ঞেয়াঃ ঊনবিংশে কুলাগ্রজাঃ।

১৯শ পর্য্যায় মুখ্যের একজাই

প্রকৃতরাজ গোঁসাইদাস রত্নেশ্বরে অভিলাষ,
শ্রীবল্লভে করেন স্তবন।
সহজেতে শ্রীরাম শ্রীবল্লভে অভিমান,
মথুরা যে রামের শরণ।
বাড়ি কুলে শ্রীরাম রামভদ্র জয়রাম,
রাঘবেন্দ্র বড়ই আনন্দ।
গোপী রামেশ্বরে বাদ বিষ্ণুদাসে বড় সাধ,
রামেশ্বরে ভজে রামচন্দ্র।
গোপী রুদ্র পার্ব্বতী বিশ্বেশ্বর রঘুপতি,
শ্রীমুখ ভাজেন কুলমান।
রামনারায়ণ দেখি রামঘোষ হইলা সুখী
সার্ব্বভৌম হইলা প্রমাণ।

১৯শ পর্য্যায় কনিষ্ঠানাং সমীকরণং

রামেশ্বরে গ্রহণতো বসুরাঘবোপি
শ্রীরামমিত্রগ্রহণতো প্রভবো মহেশে।
তস্মাজ্জয়ো বসুবরো জয়কৃষ্ণমিত্রে
শ্রীরামচন্দ্রকমলে কমলাখ্যকোঽয়ং।
রাধাদিকান্ত সুকৃতী জয়রামমিত্রে
তস্মাত্তু ন্যোমুখবসৌ কৃতী রুক্মিণী চ
রামেশ্বরঃ কৃতিবরঃ বসুরাঘবে চ
শ্রীরামকে বসুবরে কৃতী রাঘবশ্চ।
বিশ্বেশ্বরে গ্রহণতো জয়কৃষ্ণমিত্রো
গোবিন্দমিত্রবরকঃ শ্রীরামভদ্রে।
গঙ্গাদিরামক মহান্ কিল বিষ্ণুদাসে
সীতাদিরাম সুকৃতী শ্রীবল্লভে চ।
সীতারামে গ্রহান্মিত্রে রাজেন্দ্রো নিন্দিতো ভবৎ
গোপীঘোষে চ মুখ্যেপি হরির্ন হর্যমাধবো।
ক্রমশঃ খ্যাতকাশ্চৈতে চতুর্দ্দশ কনিষ্ঠকাঃ॥

১৯শ পর্য্যায় কনিষ্ঠের একজাই

রাঘবেন্দ্রঘোষ জন্মে সদ্‌ঘোষ
মহেশ্বর সম জুটী,
ঘোষজে রাঘব রঘুতে উদ্ভব,
দু অঙ্গে পৌরুষ নাহি ত্রুটী।
শিবরাম মিত্র, অতি সুচরিত্র
গঙ্গারাম বসু তস্য পরে।
মিত্র সীতারাম, পূর্ণ মনস্কাম
রাজেন্দ্র বিশ্রাম যাহে করে॥
জয়কৃষ্ণ মিত্র, বড়ই পবিত্র
হরি বসু রাজীবসুত।
ঘোষ রামেশ্বর, বংশীর কুমার
কমলনয়ান গুণযুত॥

রাধাকান্ত ঘোষ, দানে নাহি দোষ
মধু লোভে গুণ কহি।
মিত্রজ গোবিন্দ, পরম আনন্দ
মল্লিক-রাজেন্দ্র বংশ নাহি।
বসু জয়রাম, জয়তে বিশ্রাম,
কার্য্যের গৌরব নাহি দেখি।
রুক্মিণীঘোষজ, রাজেন্দ্র আত্মজ
শ্রীমুখবসুকে কৈলা সুখী।
ঊনবিংশতি পর্য্যায়েতে স্থিতি
বিচারসম্মত গুণদোষা।
পঞ্চদশ জন, করিবু লিখন
ইতি বসুকাশীরাম ভাষা॥

১৯শ পর্য্যায় ছত্তারার একজাই

ঊনবিংশতি পর্য্যায় ছত্তারার একজায়
দুই রাম সুত মধুসূদন।
হরিচরণ তস্য পরে, জন্ম মহেশের ঘরে
কাশীরাম বসু সুবচন॥

২০শ পর্য্যায়ের সমীকরণ বা একজাই

কুলগ্রন্থ আলোচনা করিলে মনে হয় যেয়ে কিঙ্কর সেন খৃষ্টীয় ১৭শ শতকের শেষভাগে বা ১৮শ শতকের ১ম পাদে ২০শ পর্য্যায়ের একজাই করিয়াছিলেন। কিঙ্কর সেন কে ছিলেন, তাহাই অনুসন্ধেয়। হুগলী জেলার ইতিহাস আলোচনা করিলে জানিতে পারি যে মোগল-সম্রাট্ বাহাদুর শাহের পুত্র আজিম উস্সানের বাঙ্গালা শাসনকালে হুগলীতে জৈনউদ্দীন নামে এক ব্যক্তি ফৌজদার ও কিঙ্করসেন তাঁহার পেশ্কার ছিলেন। আজিম্ উস্সানের সহিত জেনউদ্দীনের মিল ছিল না। এ কারণ নবাব নাজিম তাহাকে পদচ্যুত করিয়া ওয়ালিবেগকে হুগলীর ফৌজদার নিযুক্ত করেন। জৈনুদ্দীন্ স্থির করিয়াছিলেন যে ওয়ালিবেগ হুগলীতে পৌঁছিলেই তাঁহাকে ফৌজদারের কাগজপত্র বুঝাইয়া দিয়া দিল্লী যাইবেন, কিন্তু তাঁহার আসিতে বিলম্ব দেখিয়া সত্বর আসিবার জন্য অনুরোধ করেন। ওয়ালিবেগও জেনউদ্দীন্কে জানাইলেন যে যদি তাঁহার দিল্লীযাত্রার তাড়াতাড়ি থাকে, তাহা হইলে কিঙ্করসেনকে কাগজপত্র বুঝাইয়া দিয়া যাইতে পারেন। কিঙ্করসেন অতি চতুর ও কার্য্যদক্ষ ছিলেন। জৈনুদ্দীন্ তাঁহার উপর প্রীত ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন না। তাঁহার বুদ্ধি ও ক্ষমতায় তখনকার কোন রাজপুরুষই পারিয়া উঠিতেন না। উপযুক্ত বুঝিয়াই ওয়ালিবেগ নিজ ক্ষমতা কিঙ্করসেনের উপর অর্পণ করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। কিন্তু জৈনুদ্দীন্ তাহা ভাল ভাবিলেন না। তিনি বুঝিলেন যে, কিঙ্কর সেন এক সময়ে তাঁহারই অধীনস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন, তাঁহার নিকট কাগজাদি বুঝাইয়া দিতে বলায় ওয়ালিবেগ তাঁহার অপমান করিয়াছেন। জেনুদ্দীন্ আর কাগজপত্র ছাড়িলেন না। বাধ্য হইয়া ওয়ালিবেগ এই সূত্রে জৈনুদ্দীনের সহিত যুদ্ধ বাধাইলেন। ফরাসডাঙ্গার নিকট যুদ্ধ হয়। ফরাসী ও ওলন্দাজেরা জৈনুদ্দীনের পক্ষ অবলম্বন করেন। ওয়ালিবেগ দিলপৎসিংহ নামে এক সেনানায়কের অধীনে নবাবী সৈন্য পাঠাইয়াছিলেন। জৈনুদ্দীন্ এই কার্য্যে বাদশাহের বিরাগভাজন হইতে পারেন ভাবিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। এই লোক উপস্থিত হইলে হঠাৎ ফরাসীদিগের একটী গোলা আসিয়া

দিলপৎসিংহের গায়ে লাগে। সেনানায়ক হত হওয়ায় নবাবী সৈন্য মধ্যে গোলযোগ ঘটে। জৈনুদ্দীন্ দেখিলেন, এখানে থাকা তাঁহার পক্ষে নিরাপদ নহে। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া কিঙ্করসেনকে সঙ্গে লইয়া দিল্লীযাত্রা করেন। দিল্লী পৌছিয়াই জৈনুদ্দীনের মৃত্যু হয়। যে উদ্দেশ্যে তিনি কিঙ্করসেনকে সঙ্গে আনিয়াছিলেন, কিঙ্করসেন তাঁহার প্রতিনিধিরূপে বাদশাহের দরবারে সমস্ত নিবেদন করেন। বাদশাহ কিঙ্কর সেনের বাক্‌চাতুর্য্যে ও রূপমাধুর্য্যে প্রীত হইয়াছিলেন। প্রধান উজীরের সহিত প্রায় তাঁহার দেখা হইত। উজীরও তাঁহাকে 'ভাইয়া' সম্বোধনে আপ্যায়িত করিতেন। ক্রমে তিনি আমীর ও ওমরাহগণের নিকটও 'ভাইয়া' নামে খ্যাত হইলেন। শুনা যায় দিল্লীদরবার হইতে বাঙ্গালার নবাবের উপর কিঙ্করসেনের কার্য্যদক্ষতা সম্বন্ধে যে পত্র আসে, তাহাতেও নাকি 'ভাইয়া কিঙ্করসেন' নাম ছিল। কিঙ্করসেন দিল্লী হইতে সসম্মানে ফিরিলেন এবং নির্ভীকচিত্তে মুর্শিদাবাদে আসিয়া নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। জৈনুদ্দীনের লোকবোধে প্রথমে নবাব তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু কিঙ্করসেন দিল্লীর দরবার হইতে ফিরিয়াছেন বুঝিয়া ক্রোধ সম্বরণ করিলেন। নবাব মনোভাব গোপন করিয়া তাঁহাকেই হুগলীর করসংগ্রাহক ও ফৌজদার নিযুক্ত করিলেন। এই সময়ে তিনি নবাব সরকারে 'ভাইয়া কিঙ্করসেন' বা 'ভেয়ে কিঙ্করসেন' নামে অভিহিত হন। এই সময় কেবল নবাবসরকার বলিয়া নহে, কিঙ্কর সমস্ত দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজে ধনে মানে বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এ সময়ে গোষ্ঠীপতি রামভদ্র পালের পুত্র জীবিত ছিলেন। তাঁহার সমাজে প্রতিপত্তি থাকিলেও কিঙ্করসেনের ন্যায় সুচতুর ও দুর্দ্ধর্ষ লোককে তিনি পারিয়া উঠিতেন না। গোষ্ঠীপতির ঘরের কন্যাই মেলকাঠী অর্থাৎ গোষ্ঠীপতির ঘরের কন্যা আনিতে না পারিলে কেহ গোষ্ঠীপতি হইতে পারিতেন না। 'ভেয়ে' কিঙ্করসেন বহু অর্থ ব্যয় করিয়া রামভদ্র পালের জ্ঞাতি গোষ্ঠীর সাহায্যে তাঁহার ঘরের এক অনূঢ়া কন্যাকে অপহরণ করিয়া আনিয়া নিজ পুত্রের সহিত বিবাহ দেন। এই উপলক্ষে তিনি সমস্ত দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থসমাজকে আহ্বান করেন। এই সমবেত জাতীয় সভায় ২০শ পর্য্যায়ের কুলীনগণের একজাই বা সমীকরণ হইয়াছিল।

এই সভায় ৩৯ জন মুখ্যকুলীন উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে তিন জন প্রকৃত মুখ্য মধ্যে ভরত ঘোষ, বারজন সহজ মুখ্য মধ্যে জনার্দ্দন মিত্র এবং চাব্বিশ জন কোমলমুখ্য মধ্যে গোপাল ঘোষ অগ্রগণ্য ছিলেন।

কিঙ্কর সেনের বিরুদ্ধে রামভদ্র পালের পুত্র নবাব সরকারে অভিযোগ আনেন। নবাব পূর্ব্ব হইতেই কিঙ্কর সেনের উপর বিরক্ত ছিলেন। তিনি হিসাব নিকাশের জন্য কিঙ্কর সেনকে তলব দিলেন। কিঙ্কর সেন হিসাব নিকাশ দিবার জন্য মুর্শিদাবাদে আসিলেন। কাগজ পত্রে ছল ধরিয়া নবাব মিথ্যা অপবাদ দিয়া তাঁহাকে কারারুদ্ধ

ততঃপশ্চাজ্জীবনোঽংশো বসুকুলতিলকো
মুখ্যগোবিন্দঘোষে
কনিষ্ঠঃ শ্যামদাসো বসুকুলমুজনো ঘোষ-
চিন্তামণৌ চ ॥
রাজারামঃ সুধন্তো বসুবরঃ বিদিতস্তেকুমিত্রে
মহীয়ান
নিন্দ্যো রাজাদিরামো হরিচরণসুতে কারুণাখ্যো
যশস্বী
রামানন্দে চ মিত্রে সহজকুলভবে নন্দ-
কৈশোরমিত্র
শ্যামাস্মুখ্যো সুধন্তে সহজকুলশিরোরত্নসংজ্ঞ বসোচ
এতে সদ্বংশজাতাঃ পরম ইতি বরাঃ সপ্তবিংশাঃ
কনিষ্ঠাঃ ॥

২০শ পর্য্যায় কনিষ্ঠের একজাই

বিংশতি পর্য্যায়ে মূল যতেক কনিষ্ঠ কুল
মন দিয়া শুন সভাসদ্।
বসু অঙ্ক এ কুলেতে, মুখ্য কনিষ্ঠ সুতে
বিশেষিয়া অগ্র পশ্চাৎ।
জয়সুত রঘুরাম, মিত্র বংশেতে ধাম
যাদবেন্দ্রের সুত তস্য পরে।
নন্দন আনন্দমতি, শ্রীরামজীবন তথি
দান অংশে কুলছত্র ধরে।
শিবসুত যদুমিত্র, দানে কুলে সুপবিত্র
রাঘবতনয় গঙ্গাধর।
শ্রীমধুসূদন ঘোষ, অংশ বংশ পরিতোষ
রঘুনাথ বসু অনন্তর।
মধু মল্লিক রামজীবন, অধিকারী সুভাজন
জীবনঘোষ গোপীর নন্দন।
রত্নেশ্বর পরাণ বসু, রত্নেশ্বর তার পাছু
জন্মমাত্র এই তিনজন।
পরে মিত্র রত্নেশ্বর, দুই রাজারাম আর
বসু বংশে সুরীতি সুন্দর।
রাজেন্দ্রমিত্র কালীচরণ, শ্যামদাস সুশোভন
মাধব বসু শ্রীমুখ কুমার।
মণিরাম গোপালঘোষ, অনন্ত হইলা তোষ
মিত্রবংশে নন্দকিশোর।
বুঝহ কুলজ্ঞগণ যার যেমন দান গ্রহণ
বিরচিলা যশঃকীর্ত্তি জোর।
ঘোষ যে করুণাময়, জন্মকুলে লাজ তায়
রাধু ঘোষ রামেশ্বরসুত।
কামদেব মিত্রের ঘরে তিন পুরুষের পরে
নন্দমিত্র দোছেই চিহ্নিত।
কাশীরাম বসু বলে শুনহ কুলজ্ঞ কুলে
নানাদেশ বংশজে অনেক।
অংশ বৃথা হয়ে যেই বিচারে বুঝিবে সেই
যদি থাকে নির্জ্জন অতিরেক ॥

২০শ পর্য্যায় ছভায়ার একজাই

বিংশতি পর্য্যায়ে চারি ছভায়া গণন।
শ্যামাদাস ঘোষ লিখি রাঘবনন্দন ॥
রামনাথ বসু পরে সীতারাম মিত্র।
নকুল বসু পাছে লিখি গ্রহণে বিচিত্র ॥
ঘটক বসু কাশীরাম জানিলা সকলি।
তার পর আর পর্য্যায় ক্রমে শুন বলি ॥

২১শ পর্য্যায়ের সমীকরণ বা একজাই

নবাবের কঠোর আচরণে ও দুর্ব্যবহারে ভেয়ে কিঙ্কর সেনের মৃত্যু এবং তাঁহার আত্মীয় স্বজন বাসস্থান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলে এই সময়ে সিংহবংশ সামাজিক প্রভুত্বলাভে অগ্রসর হইলেন। নবাব সরকারে এই বংশ চৌধুরী পদ লাভ করিয়া

ধনে মানে প্রথিত হইয়াছিলেন। বহু কুলীন এই বংশের আশ্রিত ছিলেন। তাঁহাদের পরামর্শে সিংহবংশের কুলপ্রদীপ গোপীকান্ত সিংহচৌধুরী গোষ্ঠীপতি হইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তখনও মেলিকাঠী ভেয়ে কিঙ্কর সেনের বংশে ছিল। গোপীকান্ত কৌশলে ঐ সেনবংশের কন্যাগ্রহণ ও তদুপলক্ষে সমগ্র কুলীনসমাজ নিমন্ত্রণ করিলেন। ১১৪২ সনের ২২শে বৈশাখ তাঁহার সভায় ২১শ পর্য্যায়ের একজাই হইয়াছিল।* এই সভায় ৬৩জন মুখ্য কুলীন সম্মানিত হইয়াছিলেন। তৎকালে তিনজন প্রকৃত মুখ্যের মধ্যে কৃষ্ণকিঙ্কর বসু সর্ব্বাধিকারী, ষোলজন সহজ মুখ্যের মধ্যে মধুসূদন মিত্র এবং ৪৪জন কোমল মুখ্যের মধ্যে কৃষ্ণকিঙ্কর মিত্র অগ্রগণ্য ছিলেন।

২১শ পর্য্যায় মুখ্যানাং সমীকরণম্।

গুণী রামভদ্রস্ততো যাদবেন্দ্রঃ ঘনশ্যামমিত্রঃ সদা বিপ্রভক্তঃ।
অযোধ্যাদিরামঃ সদা শান্তমূর্ত্তি বিরেজে কুলেহসৌ কৃতিসাধুশীলঃ ॥
সন্তোষঃ খলু মিত্রজো বিজয়তে শান্তমতামগ্রণী ॥
খ্যাতঃ শ্রীযুতচামুমল্লিকঘনশ্যামৌ চ মুখ্যৌ ততঃ।
ঘোষঃ শ্রীরঘুদেবকস্তদপর সীতাদিরামঃ সুধীঃ
সুখ্যাতঃ ক্ষিতিমণ্ডলে ভগবতীশ্রীকুঞ্জকালীশ্বরাঃ
আদৌ কোমলকৃষ্ণকিঙ্কর সুধীস্তস্মান্ সিংহো মহান্-
স্তস্মাদ্ঘোষকুলোদ্ভবো বিজয়তে শ্রীরামভদ্রস্ততঃ ॥
ধীরো শ্রীযুতলক্ষ্মণ বিজয়তে ঘোষো রমাবল্লভ-
স্তৎপশ্চাৎ রঘুদেবকো গুণযুতঃ শ্রীনীলকণ্ঠঃ কৃতী।
রাধাবল্লভঘোষকস্তদপরে রাঘাদিরামো মহান্
তৎপশ্চাৎ খলু রামভদ্র উদিতঃ শ্রীশ্যামমিত্রস্তরে।
রমেশ খলু নায়কঃ কিল বসুরামো বভাষে স্বয়ং
পশ্চাৎ শ্রীযুতগোকুলো মদনকঃ সুখ্যাত দামোদরঃ।
বিখ্যাতঃ শরণো বিভাতি নিতরাং ঘোষভিখারিস্ততঃ
পশ্চাৎ শ্রীব্রজবল্লভ স্তদপরঃ শ্রীরামদেবো বসুঃ ॥
তস্মাৎ শ্রীবসুরূপরাম উদিতো ভূদেবসেবারতঃ
তস্মাদ্ঘোষসদাশিবস্তদপরে বেণী চ নিদ্রাং গতঃ ॥
রাজারামো রামদেব সদাশিববসুস্তবঃ।
কানু শ্রী বামরামশ্চ নরোত্তমস্ততঃ পরং।
বলরাম স্ততো রামবল্লভশ্চ কুলে কৃতী ॥
আত্মারামো মাধবশ্চ ভগবান্ শ্যামমিত্রকঃ।
যাদবো বিজয়ঃ পশ্চাৎ হরিরামস্ততঃ পরং।
ভুবনারায়ণশ্চন্দ্রো যাদুঃ শ্রীরামকান্তকঃ ॥

---

* দক্ষিণরাঢ়ীয় মৌলিক কাণ্ডে সিংহবংশের বিস্তৃত ইতিহাস দ্রষ্টব্য।

২১শ পর্য্যায় মুখ্যের একজাই

রামদেব কিঙ্কর দুহ তুল্য মুখ্যবর
যাদুবসু গেহ নহে সৌর্য্য ।
এই তিন প্রকৃত সার সহজ বলি অতঃপর
অবধান করুহে কুলাচার্য্য ॥
মধুমিত্র রামচরণ রাজারাম সুভাজন
রামভদ্রবসু যাদবরাম ।
বামদেব রঘুঘোষ অচু সীতারাম বোস
সন্তোষমিত্র ঘনশ্যাম ।
ঘনশ্যাম ভাগবত কুঞ্জ বসু কাশীতাত
চামুবসু সুদামের সুত ।
সহজ এই কমল বিশেষ কহি সকল
রামভদ্র ঘোষ গুণযুত ॥

দামোদর রঘুঘোষ রাজারাম পরিতোষ
বসুলক্ষণ ভগবান্ ।
কৃষ্ণবিহারী রামভদ্র কৃষ্ণমিত্র শিবচন্দ্র
রাজারাম মদনমোহন ।
নীলকণ্ঠ মিত্রশ্যাম রাধাবল্লভ বিজয়রাম
সাতু যাদু বলরাম বলি ।
তুলারাম রূপরাম নৃসিংহ ভিখারী নাম
বামদেব মাধবে করে কেলি
যাদববসু বেচার সাহেব গোকুল আর বামদেব
শত্রুঘন বসু বেণী ।
নরোত্তম রামেশ্বর বলরাম মনোহর
বংশরাম কান্তবসু গণি ॥
নারায়ণ সদাশিব চাঁদ ভৃঙ্গ হরিহর
পশ্চাতে যার যেবা গুণ ।
নন্দরাম মিত্র [illegible] [illegible]
বিচারিয়া বুঝহ নিপুণ ॥

কাশীরাম বসুর একজাই-কারিকায় লিখিত আছে *—

ঘনশ্যাম সন্তোষ মিত্র আর চাঁদ মল্লিক ।
জন্মমাত্র তিনজনের গৌরব পৈত্রিক ।
রঘুদেব সীতারাম বাইড় সহজরাজ ।
দুই অঙ্গে দুজনার প্রকৃত সঙ্গে কাজ ।
ভগবতী কুঞ্জ বসু তনু কুল জুটী ।
কাশীমিত্র পাছে লিখি গ্রহণে পরিপাটী
কৃষ্ণকিঙ্কর মিত্র আগে কমলের সার ।
নৃসিংহ লক্ষ্মণ ভদ্র তুল্য কুল যার ।
রমাবল্লভ রঘুদেব বসু নীলকণ্ঠ ।
রাধাবল্লভ রাজারাম দানেতে প্রচণ্ড ।
বলভদ্র শ্যামমিত্র ঘোষ রামেশ্বর ।
তুলারাম গোকুল মদনঘোষ দামোদর ।
রামশরণ ভিখারিঘোষ বসু রামদেব ।
রূপরাম সদাশিব বসু কৃষ্ণ ভব ।
বাড়িকুলে রাজারাম রামদেব ঘোষ ।
সদাশিব কানু বসু দানে পরিতোষ ।
রামমিত্র নরোত্তম ঘোষ বলরাম ।
আদান প্রদান হেতু পুরে মনস্কাম ।
রামবল্লভ আত্মারাম সস্তুজন মাধব ।
ভগবান্ ব্রজ শ্যামমিত্র ঘোষ যাদব ।
বিজয় হরিনারায়ণ চাঁদ মনোহর ।
ভৃগু বত্ত রামকান্ত বংশেতে কর্পর ।
প্রকৃত নেত্র সহজ ষোড়শ কমল বেদ বেদ
রাসভস মুখ্য কুল আগু পাছু ভেদ ।
একবিংশতি পর্য্যায় এই কুল সেনমতি ।
বিরচিত বসু কাশী চিন্তিয়া ভারতী ॥

* এই কারিকার প্রথমাংশ খণ্ডিত ।

২২শ পর্য্যায়ের সমীকরণ বা একজাই

২০শ পর্য্যায় ও ২১শ পর্য্যায়ের একজাই-সভায় ত্রিবিধ মুখ্য কুলীন ব্যতীত কনিষ্ঠ, ছভায়া, মধ্যাংশ ও তেওজ এই চারি প্রকার কুলের একজাই সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় না। যদিও সংস্কৃত সমীকরণ গ্রন্থে কনিষ্ঠাদি পরবর্ত্তী কুলীনগণের কুলকার্য্যের বিবরণ বিভিন্ন বংশ প্রসঙ্গে ২০শ পর্য্যায় পর্য্যন্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু তৎপরে মুখ্য ব্যতীত অপর কুলীনের কারিকা না থাকায় মনে হয় যে মুখ্য কুলীন ব্যতীত ২০শ পর্য্যায়ের পর ২১শ পর্য্যায় হইতে কনিষ্ঠাদি পরবর্ত্তী নিম্নশ্রেণির কুলীনগণের রীতিমত একজাই লিপিবদ্ধ হয় নাই।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাসীর রণক্ষেত্রে মুসলমান আধিপত্যের একপ্রকার অবসান হইল। তৎপরে ইংরাজ রাজপুরুষগণের কৃপায় যাঁহাদের সৌভাগ্যোদয় হইয়াছিল, তন্মধ্যে রাজা নবকৃষ্ণ দেব অগ্রণী। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি—বিভিন্ন আমলে রাজপুরুষগণের কৃপায় যখন যে ব্যক্তি ধনসম্পত্তিশালী হইয়াছেন, তিনি ধনার্জ্জনের সহিত সমাজে প্রভুত্ব বিস্তার বা সমাজপতি হইবার অভিপ্রায়ে যত্নবান্ হইয়াছেন। এক্ষণে ইংরাজ আমলের প্রথম যুগে রাজা নবকৃষ্ণেরও সমাজপতি হইবার বাসনা হওয়া স্বভাবসিদ্ধ। যে সময়ে তাঁহার প্রভাব, প্রতিপত্তি ও সৌভাগ্যরবি মধ্যাহ্নগগনে সমুদ্ভাসিত, সেই সময়ে ১৭০৩ শকে (১৭৮১ খৃষ্টাব্দে) ২৪ মাঘ মহারাজ নবকৃষ্ণদেব বাহাদুর গোষ্ঠীপতি হইবার আশায় নিজ শোভাবাজার-রাজবাটীতে ২২শ পর্য্যায়ের একজাই করিলেন। এই একজাই সভায় ১০৩ জন মুখ্যকুলীন এবং কনিষ্ঠাদি বংশের ২২শ পর্য্যায়ের সকল ব্যক্তিই উপস্থিত ছিলেন। তৎকালে তিনজন প্রকৃত মুখ্য মধ্যে নিত্যানন্দ বসু সর্ব্বাধিকারী, ১২ জন সহজ মুখ্য মধ্যে বেচারাম মিত্র ও ৭৪ জন কোমল মুখ্য মধ্যে আনন্দীরাম মিত্র অগ্রগণ্য ছিলেন। এই একজাই সভায় মহারাজ নবকৃষ্ণ দেব দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজের গোষ্ঠীপতি হইয়াছিলেন। *

২২শ পর্য্যায়ে মুখ্যানাং সমীকরণম্।

প্রকৃতকুলবরণ্যঃ শ্রীলনিত্যানন্দ
স্তদনুকৃত্তিনবাসঃ শ্রীলরামেশ্বরশ্চ।
তদনুসূনু রত্নশ্চাত্র রামপ্রসাদঃ
প্রকৃতসুকুলসংখ্যাশ্চাত্র তিস্রঃ কুলজ্ঞাঃ॥

অথ সহজঃ—

বেচারামমিত্রস্তথানন্দিরাম
স্তুতঃ শ্রীলসীতাদিরামঃ প্রসিদ্ধঃ।
ততো রামদাসো দয়ারামমুখ্যো
সদা সৎকুলে খ্যাতো ভূমিপালঃ॥
ততো হৃদয়রামশ্চ পঞ্চাননবসু পরে।
সীতারামস্তুতঃ পঞ্চাননোহিংসাবিবর্জ্জিতঃ।
ধর্ম্মদাসবসুঃ কৃষ্ণঃ কুলেঽযোধ্যাদিরামকঃ।
রামরুদ্রঃ সুখী বাঞ্ছারামঃ কৃষ্ণপরায়ণঃ।
দুর্গারামো মল্লিকশ্চ পঞ্চাননবসুস্তুতঃ।
শোভারামো মিত্রবরো বাণেশ্বরকিশোরকো

* দক্ষিণরাঢ়ীয় মৌলিক কাণ্ডে দেববংশ প্রসঙ্গে বিবৃত ইতিহাস দ্রষ্টব্য।

কৃষ্ণজীবনমুখ্যশ্চ জগন্নাথো হরোঃ সুখী।
বিষ্ণুরামশ্চ বিজয় শ্যামদাসঃ কুলে কৃতী।
ততো রামদেবাত্মজো নন্দরাম
ততো ভাতি সন্তোষবরেণ্যঃ।
দয়ারাম এব প্রতাপী প্রভাবী
প্রমাণী তপস্বী যশস্বী ধরায়াং।
দ্বাবিংশত্যাশ্চ পর্য্যায়ে মুখ্যানাং সহজস্য চ।
ষড়্বিংশতি সংখ্যাচ কৃতী গুণিনৈ মুদা॥

অথ কোমলঃ—

অগ্রগণ্যানন্দিরামঃ কোমলস্য প্রকাশকঃ।
ঘনশ্যাম কুলার্থী চ শ্রীদুর্গাচরণঃ পরে।
শ্রীকালীচরণস্ততঃ কৃতিবরঃ শ্রীরামকৈশোরকে
দাতা সর্ব্বজনপ্রিয়ঃ কুলবরশ্চানন্দিরামস্ততঃ।
মিত্রোসৌ কুলনায়কঃ কিল কলৌ
শ্রীজানকীনাথকৌ
ধন্যঃ কৃষ্ণবসুস্তেকুশ্চ ধরণেীশ্যামোপি ঘোষঃ পরে
মুকুন্দরামঃ প্রথিতঃ সুচেতাশ্চাধিকারী
বসুরামঃ
অত্রাপি রামাদিহরিঃ সুকর্ম্মা মনোহরং
শ্রেষ্ঠপদং জগাম॥
কন্দর্পঃ পুণ্যকর্ম্মা চ পরে তু রাজবল্লভঃ।
রামরামো মিত্রবরো বিদ্যাধরবসুস্ততঃ।
সন্তোষঃ কুলভূষণঃ কৃতিবরো রামপ্রসাদঃপরে
হযোধ্যারাম ইতি প্রভাতি চ কুলে
বীরেশ্বরো ঘোষজঃ॥
পশ্চাদ্বিষ্ণুপরায়ণঃ পৃথুযশাঃ শ্রীবিষ্ণুরামোবসুঃ
শ্রীরুদ্রেশ্বর ঘোষ এব সুজনো নিত্যাদিনন্দঃ পরে।
গোবিন্দঃ পরমানন্দস্তিলককুলভূষণং।
শ্যামরামো বসুঃ পশ্চাৎ রাধাকৃষ্ণস্তু ঘোষজঃ।
দয়ারামো দয়াশীলো মিত্রোপি রামকান্তকঃ।
আত্মারামো বসুশ্রেষ্ঠো রামানন্দবসুস্ততঃ।
যশস্বী মাণিকো ঘোষো প্রসাদো বসুবংশজঃ।
বিজয়ঃ কিল দাতাচ হরেকৃষ্ণস্ততঃ পরে।
বাবুরামো বিনোদশ্চ কানাই-নিধিরামকৌ।
নিধিরামো গোকুলশ্চ নিত্যানন্দ বসুঃ কৃতী।

তথাচ—২২শ পর্য্যায় কোমলমুখ্যস্য।

আনন্দিরামো রামরামো মনোহর ইতি ব্রতী।
দুর্গাপ্রসাদঃ পুণ্যাত্মা দর্পনারায়ণস্ততঃ॥
মল্লিককুলবিখ্যাতঃ সীতারামঃ কুলব্রতঃ।
দয়ারামোদয়োমিত্রৌ লক্ষ্মীকান্তশ্চ ঘোষজঃ
গোপীকান্তো রমাকান্তো বিপ্রদাসস্তু মিত্রজঃ।
বাঞ্ছারামো মহাদেবো মল্লিকোপি বিনোদকঃ॥
ততো রামনারায়ণো ঘোষচণ্ডী বসুসেবকো
মল্লিকো রামরামঃ॥
ততোসৌ বিরেজে বলাত্মশ্চ রাম
স্ততঃশ্রীলমাণিক্যরামশ্চ কৃষ্ণঃ
ততুল্যো হরেকৃষ্ণঃ সীতারামো মুকুন্দকঃ।
আত্মারামশ্চ পুত্রশ্চ সেবক শঙ্করস্ততঃ।
রামসুন্দরমিত্রশ্চ দর্পনারায়ণঃ পরে।
এতে কমলমুখ্যাশ্চ বিখ্যাতা ধরণীতলে॥
কৃতীনন্দকিশোরনামা রামেশ্বরোসৌ বসুরূপরাম
গোবিন্দঘোষো মধুকৃষ্ণরামো
দুলালমিত্রো মধুযাদবৌ চ।
ক্ষ্মীকুলে শ্রীজয়কৃষ্ণঘোষ
ক্ষিতৌ বিরেজুঃ খলু কোমলাশ্চ॥

২২শ পর্য্যায় মুখ্যদিগের একজাই

কাশীরাম বসু এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন,—

ঘোষবংশে রামেশ্বর, নিত্যানন্দ বসু আর
রামপ্রসাদ বসু তিন জানি।
দক্ষিণরাঢ়ীর সার, নাহি যার পরাপর
মুখ্যরাজ প্রকৃত পরশমণি॥
বেচারাম সহজরাজ, প্রকৃত কমলে সাজ
বসু শ্যাম বিজয়রাম নাম।

এ দুহার কুল কাজ, গ্রহণে প্রকৃতরাজ
পৈতৃক কারণে হৃদয়রাম ॥
আনন্দীরাম মিত্র তবে, ধর্ম্মদাস পিতৃভাবে
সীতারামে নহিল শোভন।
বসুবংশে দয়ারাম, দু অঙ্গে কেবল নাম
কৃষ্ণমিত্র বসু পঞ্চানন ॥
পঞ্চানন তুল্যাতুল, দুর্গারাম বসুর কুল
পাছে মল্লিক সমজুটী।
মল্লিক অযোধ্যারাম, রামদাসমিত্র নাম
বিষ্ণুরাম মিত্র নহে ত্রুটি।
সভারাম মিত্রনাম, জগন্নাথ গুণধাম,
রামরুদ্রমিত্র গুণযুত।
শ্রীরামকিশোর-ঘোষ, বাঞ্ছারাম পরিতোষ
নন্দরাম প্রকৃতের সুত ॥
পরে বাণেশ্বর-ঘোষ, দু অঙ্গে হইল তোষ
রামসন্তোষ শ্রীকৃষ্ণজীবন।
এই দুজনের কুল, নন্দরাম সমতুল
প্রকৃতবংশ সহজ শোভন ॥
রামদেববসু নাম, দ্বিতীয় পুত্র দয়ারাম
দানেতে চিহ্নিত মাত্র নাম।
প্রকৃত সহজ কুল, কমল মুখ্যের মূল
কিশোর আনন্দ ঘনশ্যাম ॥
বিদ্যাধর বসু ঘোষ সম তার নাহি দোষ
তিলক হইলা বংশহীন।
সন্তোষঘোষ নিত্যানন্দ, কালাচরণ সবে দ্বন্দ্ব
আনন্দীরাম বসু সুপ্রবীণ ॥
রামহরি রামরাম, এক বংশে তুল্যকাম
কন্দর্প সমান এই তিনি।
বিষ্ণুবসু রামরাম, মুকুন্দরাম ঘোষ নাম
রুদ্রেশ্বর গোকুল বাখানি ॥

বাড়ি কুলে মাণিকচন্দ্র, অধিকারী রামানন্দ
শ্যামবসু কার্য্য সরস মানি।
হরেকৃষ্ণ রাধাকৃষ্ণ, দয়ারাম ঘোষশ্রেষ্ঠ
উদয়রাম মিত্র নহে হানি ॥
বিজয়রাম নিধিরাম, বসুর বিচিত্র কাম
বাবুরাম মিত্র রামকান্ত।
কানাই ঘোষ লক্ষ্মীকান্ত, গোপী রামকান্ত শান্ত
বাঞ্ছারাম বিপ্রদাস অন্ত ॥
মনোহর ভাগ্যধর, নারায়ণ তস্ত পর
নিধিরাম মহাদেব আনন্দ।
দয়ারাম মিত্র তবে, বিনোদ মিত্র সমভাবে
বিনোদরাম দুই অঙ্গেতে নিন্দ ॥
সীতারাম বসুর কুল, শ্রীকৃষ্ণ বসু সমতুল
বলরাম বসু একভাব।
পরে সীতারাম ঘোষ, বাঞ্ছারাম পরিতোষ
সেবকের নিধি হইল লাভ ॥
দর্পনারায়ণ মিত্র, চণ্ডীঘোষ সুচরিত্র
রামবসু শ্রীদুর্গাপ্রসাদ।
তিতুঘোষ * মল্লিকরাম, হরেকৃষ্ণ গুণধাম
শঙ্করের দ্বিজ আশীর্ব্বাদ ॥
বসু সেবক অধিকারী, মাণিকচন্দ্র ঘোষ পরি,
গ্রহণাংশে হইল চিহ্নিত।
গঙ্গারাম মিত্রের কুল, দর্পনারায়ণ মূল
ঘোষবংশে মুকুন্দ মুচ্ছিত ॥
একশর তিন জন, করিলাম নিরূপণ
প্রকৃত তিন সহজ ষড় বিংশ।
চুয়াত্তর কোমল কুল, বিচার সভার মূল'
বিরচিত বসু কাশী অংশ ॥

---

* "তীর্থঘোষ"—পাঠান্তর।

ঘটক নন্দরামের বংশ বিশ্বনাথ মিত্রের কারিকায় এইরূপ লিখিত আছে—

"নিত্যানন্দ রামেশ্বর দুহে তুল্য মুখ্যবর
রামপ্রসাদ বসু-বংশের সার।
সহজ কুলেতে ধন্ত বেচারাম অগ্রগণ্য
আনন্দীরাম মিত্র তদন্তর॥
সীতারাম রামদাস দয়ারাম সুপ্রকাশ
হৃদয়রাম সহজে পবিত্র।
দুই পঞ্চানন তত্র ধর্ম্মদাস কৃষ্ণমিত্র
বাঞ্ছারাম দুর্গারাম শ্যামবসু বিজয়রাম
পঞ্চানন মল্লিক সুভাজন।
সভারাম মিত্র বলি বাণেশ্বর করে কেলি
নন্দরাম শ্রীকৃষ্ণজীবন॥
জন্মমাত্র কিশোর ঘোষ গ্রহণে বাড়ি সন্তোষ
দয়ারামে নাহৈল গ্রহণ।
কোমল কুলে ঘনশ্যাম তদন্তর আনন্দীরাম
কিশোরঘোষ মিত্র কালীচরণ॥
আনন্দীরাম জানকী কৃষ্ণ দিয়া তেকু লিখি
শ্যামরাম দুর্গাচরণ মিত্র।
মুকুন্দঘোষ রামবসু হরি মনোহর পাছু
কন্দর্প রাজবল্লভ পবিত্র॥
রামমিত্র বিদ্যাধর সন্তোষ প্রসাদ আর
অযোধ্যারাম বিশ্বেশ্বর ঘোষ।
রুদ্র বিষ্ণু নিত্যানন্দ ত্রিলোক রাধাগোবিন্দ
শ্যামরাম গ্রহণে নির্দোষ॥
রাধাকৃষ্ণ দয়ারাম, রামকান্ত আত্মারাম
কিঙ্করবসু রামানন্দ বলি।
মাণিকপ্রসাদ বসু লিখি দুই আগু পাছু
বিজয়রাম ঘোষ করে কেলি॥
হরেকৃষ্ণ বাবুরাম বিনোদ কানাই নাম
দুই নিধি বসু গোকুলঘোষ।
নিত্যানন্দ আনন্দীরাম মনোহর রামরাম
দুর্গাপ্রসাদ গ্রহণে পরিতোষ॥
দর্পনারায়ণ সীতারাম দয়ারাম গুণধাম
উদয় লক্ষ্মী রামকান্ত গোপী।
বিপ্রদাস বাঞ্ছারাম মহাদেব মল্লিক নাম
বিনদিয়া নারায়ণ লিখি॥
চণ্ডী সেবক অধিকারী নারায়ণ পাছু তারি
বলরাম মাণিক ঘোষ গণি।
শ্রীকৃষ্ণ তিতুরাম হরেকৃষ্ণ সীতারাম
মুকুন্দঘোষ পুত্রাভাব জানি॥
সেবকরাম মুখ্যবর দর্পনারায়ণ শঙ্কর
দানহীন রামসুন্দরমিত্র।
বিশ্বনাথমিত্র ভণে একশত তিন জনে
এ পর্য্যায়ে সাক্ষ্য এই মাত্র॥"

২৩শ পর্য্যায়ের সমীকরণ বা একজাই।

১৭০৩ শকে বা ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে মহারাজ নবকৃষ্ণদেব বাহাদুর ২২শ পর্য্যায়ের একজাই করেন। তৎপূর্ব্বেই তিনি তাঁহার এক ভ্রাতুষ্পুত্র গোপীমোহন দেবকে দত্তক গ্রহণ করেন। ২২শ পর্য্যায়ের একজাই কালে গোপীমোহন দেব উপস্থিত ছিলেন। এই একজাই হইবার পরবর্ষে ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুরের ৪র্থা পত্নী মেমারিনিবাসী রামকানাই বসু মল্লিকের কন্যার গর্ভে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, এই পুত্রের নামই 'ওমরাহ রাজা রাজকৃষ্ণ বাহাদুর।' মহারাজ নবকৃষ্ণ ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে একজাই করিয়া গোষ্ঠীপতি হইলেও তাঁহার গোষ্ঠীপতিত্ব উপলক্ষে মেলিকাঠী লইয়া গোল ছিল। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার দত্তকপুত্র

গোপীমোহন দেবের ঔরসে রাধাকান্ত দেব জন্মগ্রহণ করেন। তাহার ৭বর্ষ পরে ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে রাজা রাজকৃষ্ণের সহিত খানাকুলের রামানন্দ সর্ব্বাধিকারীর কন্যার বিবাহ হয়। তখন মহারাজ নবকৃষ্ণ ছয়হাজারী-মনসবদার। বরের শোভাযাত্রায় কেবল বাঁধা-রোসনাই নহে—চারিহাজার সওয়ার বরের অনুগমন করিয়াছিল এবং সমস্ত কুলীন ও মৌলিক-সমাজ আহূত হইয়াছিলেন। এই বিবাহে কুলীন-সমাজে মেলিকাঠী সম্বন্ধে তর্ক উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু এ পর্য্যন্ত মহারাজ নবকৃষ্ণের উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হয় নাই। রাজা রাজকৃষ্ণের যেমন ১০ম বর্ষে বিবাহ হইয়াছিল, মহারাজ নবকৃষ্ণ সেইরূপ পৌত্র রাধাকান্ত দেবেরও ১০ম বর্ষে ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে বিবাহ দিয়াছিলেন। মহারাজ নবকৃষ্ণের ও রাজা রাধাকান্তদেবের জীবনীতে পাওয়া যায় যে "মহারাজ নবকৃষ্ণ মহাসমারোহের সহিত এবং বহু যত্নে ও অর্থব্যয়ে প্রসিদ্ধ গোষ্ঠীপতিবংশীয় গোপীকান্ত সিংহ চৌধুরীর কন্যার সহিত বালকপৌত্র রাধাকান্তের বিবাহ দেন। এই বিবাহপ্রভাবে রাধাকান্ত দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ কুলীন-সমাজের ১৩শ গোষ্ঠীপতিত্ব লাভ করিয়াছিলেন।" *

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে ১১৪২ সনে বা ১৭৩৫ খৃষ্টাব্দে গোপীকান্ত সিংহচৌধুরী একজাই করেন। যদি তৎকালে তাঁহার অন্ততঃ ৩০।৩৫ বর্ষ বয়স হয়, তাহা হইলে রাধাকান্তদেবের বিবাহকালে তাঁহার প্রায় ৯০ বর্ষ বয়স হইয়া পড়ে,—এ সময় তাঁহার কন্যাদান অসম্ভব। প্রকৃত প্রস্তাবে রাধাকান্তদেবের সহিত গোপীকান্ত সিংহের বংশীয় রামকান্ত সিংহের কন্যার বিবাহ হয়। এই বিবাহ উপলক্ষে মহারাজ নবকৃষ্ণকে নানা কৌশল অবলম্বন ও যথেষ্ট অর্থব্যয় করিতে হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে এই কন্যাগ্রহণের ফলে মহারাজ নবকৃষ্ণের গোষ্ঠিপতিত্ব পাকা হইয়া যায়। তাঁহার আর একবার একজাই করিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু আয়োজনকালে অসুস্থ হইয়া পড়েন। ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। সেই কারণ তাঁহার পক্ষে আর একজাই ডাকা সম্ভব হয় নাই। ১২১৯ সনে (১৮১২ খৃষ্টাব্দে) ১৪ শ্রাবণ মহারাজ রাজকৃষ্ণ দেব ২৩শ পর্য্যায়ের মুখ্য কুলীনদিগের একজাই করেন। এই একজাই কালে ৭১ জন মুখ্যকুলীন উপস্থিত ছিলেন, এই সভায় ৩জন প্রকৃতের মধ্যে হরেকৃষ্ণ ঘোষ, ৪১ জন সহজ মধ্যে রামগোবিন্দ বসু এবং ১২৭জন কোমল মুখ্যের মধ্যে নীলমণি মিত্র অগ্রগণ্য ছিলেন। মহারাজ নবকৃষ্ণদেব ২২শ পর্য্যায়ের মুখ্য কুলীনদিগের একজাই করিলেও কনিষ্ঠাদি কুলীনগণের একজাই সুসম্পন্ন করিতে পারেন নাই। তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে রাজা রাজকৃষ্ণকে তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ২২শ পর্য্যায়ের কনিষ্ঠাদি কুলীনগণের একজাই করিতে বলিয়া যান। রাজা রাজকৃষ্ণের বাল্যকাল হইতেই কুলগ্রন্থের উপর অনুরাগ ছিল। হুগলী ও যশোর জেলার সুপ্রসিদ্ধ ঘটকগণ শোভাবাজার-রাজবাটীতে সর্ব্বদাই যাতায়াত করিতেন। তাঁহাদের নিকট রাজা রাজকৃষ্ণ দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজের কুলতত্ত্ব শিক্ষা করেন। বাবুটীয়ার সুপ্রসিদ্ধ

* বিশ্বকোষ, ১৩শ ভাগ, ৪২৫ পৃষ্ঠা।

ঘটক বৃদ্ধ কাশীরাম বসু তাঁহার প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন। রাজা বল্লালসেন, মহামতি পুরন্দর ও রাজা নবকৃষ্ণের সময় দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজে যে সকল কুলবিধি প্রচলিত হইয়াছিল, তিনি সেই সকল কুলবিধির সারাংশ একত্র করিয়া লিপিবদ্ধ করেন। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি তাঁহার চেষ্টায় ১২১৯ সনে ১৪ই শ্রাবণ ২৩শ পর্য্যায়ের বড় একজাই হয়। তাহার ৪দিন পরে ১৮ শ্রাবণ তিনি ২২শ পর্য্যায়ের কনিষ্ঠ ও ছভায়াদিগের একজাই করেন। একজাইকালে ২২শ পর্য্যায়ের ৫৯ জন কনিষ্ঠের মধ্যে কৃষ্ণচরণ ঘোষ এবং ১৩ জন ছভায়া কুলীনের মধ্যে সদানন্দ বসু অগ্রগণ্য ছিলেন।

২৩শ পর্য্যায়স্য সমীকরণং

হরেকৃষ্ণঘোষঃ কুলীনাগ্রগণ্য-
স্তুতঃ শ্রীনন্দমেজয়শ্চাধিকারী।
পরে ভাতি বৃন্দাবনস্তস্য মুখ্যঃ
প্রকৃতাখ্যমুখ্যাস্ত্রয়শ্চাত্র ভূপ ॥

অথ সহজঃ

গোবিন্দঃ পরমানন্দঃ কামদেবশ্চ কামদঃ।
গদাধর সদা ভাতি শ্রীকালীচরণস্ততঃ।
ততো নিধির্গোকুলশ্চ গৌরীচরণমিত্রজঃ।
কৃষ্ণদাসো মিত্রবরো গঙ্গারামস্ত মল্লিকঃ ॥
মিত্রো দুলালো রঘুনাথমিত্রো
গঙ্গাদিরামো বসুবংশজাতঃ।
নিমাই এব মুখ্যঃ সুজনঃ কুলজ্ঞ-
শ্চন্দ্রাদিনারায়ণমিত্রবর্য্যঃ ॥
পঞ্চাননসুতশ্রেষ্ঠো নিমাইচরণো বসুঃ।
বৈষ্ণবঃ শৈবচরণো মল্লিকঃ সর্ব্বদা সুখী ॥
রাধাবিনোদো বসুবংশজাত
স্ততঃ সদা মোহন এব ধন্যঃ।
আনন্দিরামঃ সতু ঘোষবংশো
বৃন্দাবনঃ সোঽপি বসুঃ সুমান্যঃ।
শ্যামকল্যাণমাপ্নোতু বাঞ্ছারামোঽপি তৎশুভম্।
রামানন্দস্তু কুশলঃ রাধাকৃষ্ণস্তু মল্লিকঃ।
জগন্নাথো দয়াশীলো নকুড়স্তু যশোধরঃ।
শিরোমণির্মহানাসীৎ গঙ্গারামস্ত মিত্রজঃ।
শ্যামস্তিতু দেবরামো মুকুন্দস্ত বিনোদকঃ।
প্রসাদো রামপূর্ব্বশ্চ তিতুর্মিত্রস্ত তৎপরে ॥
গঙ্গাপ্রসাদো বসুবংশজাত-
স্তিতুর্বসুস্ত সুচিরামঘোষঃ।
গোপীকৃষ্ণাদিরামশ্চৈতে
কুলীনাঃ সহজাঃ সুধন্যাঃ ॥

অথ কোমলঃ

মিত্রো নীলমণি র্বিভূষণযশাঃ শ্রীরামনারায়ণৈঃ
কৃত্বা সুবরঙ্গ যে সাঙ্গ-মধুপঃ রেজে ধরামণ্ডলে।
খ্যাতঃ সুন্দরঘোষঃ এব সুজনো মান্যঃ সুধর্ম্মান্বিতঃ।
পশ্চাৎ শ্রীভুবনেশ্বর কৃতিবরো বাঞ্ছাদিরামস্ততঃ
মিত্রো রামতনুঃ ক্ষিতৌ কৃতিবরঃ শ্রীরামকান্তঃ পরে
বাঞ্ছারাম ইতি প্রফুল্লিতমনাঃ শ্রীচন্দ্রমিত্রস্ততঃ।
পশ্চাৎ মোহনরামঃ পূর্ব্ববসুজো গঙ্গাদিনারায়ণৌ।
রেজে রামনিধির্বসুশ্চ সুকৃতী শ্রীভৈরবো মিত্রজঃ ॥
রামজয়প্রসিদ্ধশ্চ রামচন্দ্রস্ত ঘোষজঃ।
রামকৃষ্ণ-হরির্বসুর্মিত্রশ্চ রঘুনাথকঃ
ঘোষবংশে শিবঃ খ্যাতঃ কৃষ্ণমোহনঃ বাসবঃ ॥
শ্যামশ্চণ্ডী বিষ্ণুপুত্রো বাসবো রামমোহনঃ।
মল্লিকঃ কৃষ্ণচরণো মিত্রজো গুরুদাসকঃ ॥
প্রাণকৃষ্ণস্তথা গোপী মিত্রো রামহরিঃ পরে।
গদাধরো মল্লিকোঽভূদধিকারী নিরির্বসুঃ ॥

ব্রজস্ত মল্লিকঃ পশ্চাৎ লক্ষ্মীকান্তস্ত মিত্রজঃ।
প্রাণকৃষ্ণঃসুখীঘোষো ছত্তায়া রামজয়ো বসুঃ॥
ঘোষাত্মজো গোকুলশ্চ জগন্মোহনঃ বাসবঃ।
বিহারিঘোষ স্বকুলে প্রসিদ্ধো
দুর্গাপ্রসাদঃ প্রথিতঃ সদাপি।
কিলাদিরামো জয়পূর্ব্বকশ্চ
নারায়ণৌ রামকিশোরঘোষঃ॥
শ্যামাত্মজো জগন্নাথো বসুবংশপ্রকাশকঃ।
আনন্দিরামপুত্রোঽয়ং ঘোষঃ কেবলরামকঃ।
রামকান্তস্ততো রাধাকান্তঃ পঞ্চাননঃ পরে।
মল্লিকঃ শঙ্করঃ খ্যাতো রাধাকৃষ্ণস্ত শঙ্করঃ।
গোবিন্দদাসো মিত্রশ্চ ঘোষো রাজকিশোরকঃ॥
মুকুন্দস্ত সুতঃ খ্যাতো ঘোষঃ কেবলরামকঃ।
সদানন্দবসুশ্চাত্র শ্রীকৃষ্ণচরণার্চ্চকঃ।
গদাধরঃ পুণ্যকর্ম্মা ঘোষবংশপ্রকাশকঃ॥
বিনোদমিত্রাত্মজঃ গোকুলশ্চ
ততোঽপি রেজে রসিকাদিনন্দঃ॥
মিত্রোদয়রামসুতো নিমাই-
মাণিক্যপুত্রঃ খলু রামচন্দ্রঃ॥
কৃষ্ণমোহনমিত্রশ্চ দীপচন্দ্রবসুস্ততঃ।
আশারামো বসুবরঃ কেবলরামপূর্ব্বকঃ॥
বাবুরামস্ত পুত্রোঽয়ং গোকুলঃ কামদেবকঃ।
রূপরামো সভাসভ্যো দুলালঃ পূর্ব্বদেশজঃ॥
বাঞ্ছারামবসুশ্চাত্র মণিরামস্ত ঘোষজঃ;
কিশোরো নবপূর্ব্বশ্চ ঘোষো রামকিশোরকঃ॥
ঘোষঃ শ্রীবাসুদেবশ্চ কমলকুলধরঃ
কৃষ্ণাদিনন্দস্ততঃ॥
সন্তোষো বংশহীনস্তদনুতনুরিতি
শ্রীবিনোদাত্মজশ্চ।
বেচারামস্ত পুত্রঃ শিব ইতি সুজনো রামরামোবসুশ্চ
পশ্চাৎ শ্রীলোচনোঽয়ং বসুকুলসুমনা
শ্রীবিনোদপ্রতাপঃ॥
গোপালঘোষজঃ শুদ্ধঃ শ্রেষ্ঠঃ নিষ্ঠবত্তিঃ সদা।
শিবামিত্রে সমস্নেহঃ কুশলী ভবতু ক্ষিতৌ॥

গুরুপ্রসাদমিত্রশ্চ রাধাকৃষ্ণশ্চ মল্লিকঃ।
ব্রজনাথো বসুঃ পশ্চাৎ যুগলো মল্লিকস্ততঃ॥
কণ্ঠহারস্তথা রামকান্তমিত্রঃ সভাসদঃ।
রাধাবিনোদ ইত্যত্র মিত্রো বৃন্দাবনঃ সুখী॥
হরেকৃষ্ণস্ত কুশলী মনসারামস্ত মিত্রজঃ।
বসুরামনিধিঃ খ্যাতো লোচনো ঘোষবংশজঃ॥
মিত্রজো রামচন্দ্রোঽয়ং দর্পনারায়ণোঽপি চ।
জগন্মোহনবসুজো বসুগৌরীপ্রসাদকঃ॥
গোবিন্দশ্চাধিকারী চ হরেকৃষ্ণস্ত ঘোষজঃ।
তেকুবর্বসুঃ শোভারামো মিত্রজো রামলোচনঃ॥
রামরামো গৌরচন্দ্রো রামানন্দস্ত ঘোষজঃ।
নয়ানস্ত জগন্নাথো রামবসো নিধেঃ সুতঃ॥
দুর্গাচরণমিত্রস্ত পুত্রশ্রীশিবচন্দ্রকঃ।
রামপ্রসাদপুত্রোঽয়ং রামরামবসুস্ততঃ॥
জানকীনাথস্ত পুত্রোঽয়ং শিবমিত্রঃ কুলে কৃতী।
কালীচরণো হি শুদ্ধাত্মা বসুবংশসমুদ্ভবঃ॥
শ্রীকালীচরণাত্মজঃ কৃতিবরো মিত্রোনিমাইস্ততঃ
কাশীনাথ ইহ প্রশান্তসুমনাঃ
খ্যাতোঽভয়ো মিত্রজঃ।
রেজে সোত্র স্বকর্ম্মণি ক্ষিতিপতিমিত্রো
ভবানীপতিঃ॥
পশ্চাদস্ত বিরাজতে বসুবরঃ শ্রীলব্রজানন্দকঃ।
গৌরীচরণমিত্রশ্চ রামসুন্দরঘোষজঃ॥
দেবীমিত্রো দুলালশ্চ সীতারামো ব্রজস্ততঃ॥
মল্লিকো জয়কৃষ্ণশ্চ মিত্রশ্রীহরিরামকঃ।
হরিনারায়ণঘোষশ্চ রামকান্তবসুস্ততঃ॥
ত্রয়োবিংশতিপর্য্যায়ে প্রকৃতাঃ সহজাস্তথা।
কোমলা বহবশ্চাত্র সর্ব্বেস্বোদরপোষকাঃ॥

২৩শ পর্য্যায় মুখ্যের একজাই

প্রকৃত মুখ্য অগণণ্য হরেকৃষ্ণ ঘোষ।
দানহীন জন্মেজয় কুলে নাহি দোষ॥

বৃন্দাবন বসু লইয়া তিন প্রকৃত গণি।
সহজ অগ্র রামগোবিন্দ গ্রহণে বাখানি।
কামদেব গদাধর দুয়ে এক কুল।
কালীচরণবসু লিখি দানে সমতুল॥
রামনিধি ঘোষ পরে কুলে সমাদর।
গোকুলমিত্র গৌরীচরণ লিখি তার পর॥
কৃষ্ণভক্ত কৃষ্ণদাস সহজে বিচিত্র।
গঙ্গারাম রামদুলাল আর রঘুমিত্র॥
গঙ্গারাম বসুজার অংশে গুণযুত।
পরে লিখি নিমাইবসু দয়ারামসুত॥
ইন্দ্রনারাণ মিত্রের দানে পরিতোষ।
পাছু সুত নিমাই বসু গ্রহণে সন্তোষ॥
কৃষ্ণচরণ শিবচরণ রাধাবিনোদ বসু।
তিন জনার তুল্যকুল গণি আগু পাছু॥
মোহনবসু আনন্দীরাম বৃন্দাবনবসু।
শ্যামবসু বাঞ্ছারাম রামানন্দ পাছু॥
রাধাকৃষ্ণ জগন্নাথ দোঁহেই ভঙ্গ দেখি।
নকড়িঘোষ শিরোমণির পুত্রাভাব লিখি॥
গঙ্গারাম শ্যামঘোষ আর তিতুঘোষ।
দেবনাথ মুকুন্দরাম কুলে পরিতোষ॥
বিনোদরাম রামপ্রসাদমল্লিক আর তিতুমিত্র
গঙ্গাপ্রসাদ তিতুবসু মুচিরাম পবিত্র॥
গোপীবসু কৃপারাম কুলেতে নিন্দিত।
একচল্লিশ সহজ মুখ্য বিচারে বিহিত॥
কমলেতে নীলমণি সিদ্ধ সর্ব্বোপরি।
নবরঙ্গ রামনারায়ণ সর্ব্ব-অধিকারী॥
দুই অঙ্গে সহজ মুখ্য রামসুন্দরঘোষ।
ভুবনেশ্বর ঘোষ লিখি কুলে পরিতোষ॥
বাঞ্ছারাম রামতনু দুহে এক কুল।
রামকান্ত বাঞ্ছারাম ঘোষ সমতুল।
চন্দ্রশেখর মিত্রের অংশে গুণযুত।
রামমোহনবসু লিখি বলরামসুত॥

গঙ্গানারায়ণ রামনিধি ভৈরবচন্দ্র মিত্র।
রামজয় রামচন্দ্র কুলেতে পবিত্র॥
রামকৃষ্ণ হরি রঘু শিবচরণ ঘোষ।
কৃষ্ণমোহন শ্যাম চণ্ডী কুলে পরিতোষ॥
বিষ্ণুরাম-সুত লিখি রামমোহন বসু।
কৃষ্ণচরণ গুরুচরণ লিখি তার পাছু॥
প্রাণকৃষ্ণ গোপীচরণ রামহরি মিত্র।
হরিনাম সর্ব্বক্ষণ দানেতে বিচিত্র॥
গদাধর রামনিধি বসু অধিকারী।
ব্রজকিশোর মল্লিকেরে দানে নিল ধরি॥
লক্ষ্মীকান্ত প্রাণকৃষ্ণ ঘোষ অভয়মিত্র।
তিনজনের কুল-কাজ লিখি সে বিচিত্র॥
রামময় বসু পরে লিখি গোকুলঘোষ।
জগন্মোহন অধিকারীর দানেতে সন্তোষ॥
রাসবিহারী দুর্গাপ্রসাদ কেনারাম বসু।
জয়নারায়ণ রামকিশোরঘোষ লিখি তার পাছু॥
শ্যামসুত জগন্নাথ অংশে পরিতোষ।
আনন্দীরাম-সুত আর কেবলরামঘোষ॥
রামকান্ত রাধাকান্ত পঞ্চানন্দঘোষ।
শঙ্কর রাধাকৃষ্ণমিত্র কুলে পরিতোষ॥
শঙ্করঘোষ গোবিন্দদাস রাজকিশোরঘোষ।
তিনজন আগু পাছু দানে পরিতোষ॥
মুকুন্দ-সুত দানে গণি কেবলরামঘোষ।
সদানন্দ গদাধর ঘোষের কুলে দোষ॥
বিনোদ-সুত গোকুল রসিক নিমাইচরণ মিত্র।
দয়ারাম-সুত এই কুলেতে নিন্দিত॥
মাণিকসুত রামচন্দ্র কৃষ্ণমোহন মিত্র।
দীপচন্দ্র আশারাম দুহে সমুচিত॥
মাণিকসুত কেবলরাম শুন অতঃপর।
বাবুরামসুত গোকুল লিখি তার পর॥
কামদেব রূপরাম আর দুলালবসু।
মাধব পৌত্র এক লিখি আগু পিছু॥

ইচ্ছারাম মণিরাম নবকিশোর ঘোষ।
রামকিশোরবসু রাজুঘোষের কুলে দোষ॥
কৃষ্ণানন্দ বংশাভাব পরে সন্তোষঘোষ।
বিনোদসুত রামতনু কুলে পরিতোষ॥
বেচারামসুত শিব রামরাম বসু।
বিজয়রাম বসুসুত লিখি আগুপাছু॥
লোচনবসু বিনোদবসু প্রতাপ অধিকারী
গোপাল গুরুদাসমিত্র কুলে সজ্জ ধরি॥
রামকৃষ্ণ মল্লিক আর ব্রজ বসু।
যুগলমল্লিক কৃষ্ণহরি ঘোষ তার পাছু॥
রামকান্ত রামমোহন মিত্র বৃন্দাবন।
হরেকৃষ্ণ মনসারাম কুলে সুশোভন॥
রামনিধি লোচনঘোষ রামচন্দ্রমিত্র।
দর্পনারায়ণ জগন্মোহন দানে সমুচিত॥
গৌরীবসু দান সত্যগোবিন্দ অধিকারী।
হরচন্দ্র তেজ বসু কুলনিধি ধার॥
সভারাম লোচনমিত্র রামরাম ঘোষ।
গোরাচাঁদ রামানন্দ নয়ন পরিতোষ॥

জগন্নাথ রামরাম নিধিরামসুত।
দুর্গাচরণসুত শিবু কুলেতে নিন্দিত।
রামপ্রসাদবসুসুত রামরামবসু।
জানকীসুত শিবপ্রসাদ লিখি আগুপাছু॥
কালীচরণ নিমাইমিত্র কালীচরণসুত।
কালীনাথ ঘোষ লিখি দানেতে শোভিত॥
বাড়িমুখ্য ভবানীমিত্র ব্রহ্মানন্দবসু।
গোবিন্দমিত্র রামসুন্দরঘোষ লিখি পাছু॥
দেবীমিত্র দুলালবসু সীতারাম ঘোষ।
ব্রজঘোষ জয়কৃষ্ণ কুলে দেখি দোষ॥
হরিরাম হরিনারায়ণ অংশে নিন্দা ধরি।
তস্য পরে রামকান্তবসু অধিকারী॥
একশত সাতাইশ মুখ্য কমলে বিচার।
কুলীন পঙ্‌ক্তি এই নাহি দেখি আর॥
প্রকৃততে তিনজন সহজ একচল্লিশ লিখি।
কমলতে একশত সাতাইশ মুখ্য দেখি॥
একশত একত্রিংশজন হইল নিরূপণ।
মহারাজার ভবনে কাশী করিল বর্ণন॥

মহারাজ রাজকৃষ্ণ বাহাদুরের 'একযায়ি-পত্রিকা'র শেষে * এইরূপ লিখিত আছে—

"১২১৯ সালের ১৪ই শ্রাবণ—

প্রকৃতমুখ্য—১। হরেকৃষ্ণ ঘোষ, ২। জন্মেঞ্জয় বসু সর্ব্বাধিকারী, ৩। বৃন্দাবন বসু।
সহজমুখ্য—১। রামগোবিন্দ বসু, ২। কামদেব ঘোষ, ৩। গদাধর মিত্র দুহে সমতুল ৪। কালীচরণ বসু, ৫। রামনিধি ঘোষ, ৬। গোকুল মিত্র, ৭। গৌরীচরণ মিত্র, ৮। কৃষ্ণদাস মিত্র, ৯। গঙ্গারাম মল্লিক, ১০। দুলাল মিত্র, ১১। রঘুনাথ মিত্র, ১২। গঙ্গারাম বসু, ১৩। উড়ে নিমাইচরণ বসু, ১৪। ইন্দ্রনারায়ণ মিত্র, ১৫। পাঁচুসুত নিমাইচরণ, বসু, ১৬। বৈষ্ণবচরণ বসু, ১৭। শিবচরণ মল্লিক, ১৮। রাধাবিনোদ বসু, ১৯। মোহন বসু, ২০। আনন্দীরাম ঘোষ, ২১। বৃন্দাবন বসু, ২২। শ্যাম বসু, ২৩। বাঞ্ছারাম মিত্র, ২৪। রামানন্দ মিত্র, ২৫। রাধাকৃষ্ণ মল্লিক, ২৬। জগন্নাথ বসু, ২৭। নকুড় ঘোষ, ২৮। শিরোমণি বসু, ২৯। গঙ্গারাম মিত্র, ৩০। শ্যাম ঘোষ, ৩১। তিতু বসু, ৩২। দেবনাথ মিত্র, ৩৩। মুকুন্দরাম ঘোষ, ৩৪। বিনোদরাম বসু, ৩৫। রামপ্রসাদ মল্লিক, ৩৬। তিতু মিত্র, ৩৭। গঙ্গাপ্রসাদ বসু, ৩৮। তিতু বসু, ৩৯। মুচীরাম ঘোষ, ৪০। গোপী বসু, ৪১। কৃপারাম ঘোষ।

* রাজা রাজকৃষ্ণ দেববাহাদুরের একজাই তালিকায় বংশমর্য্যাদা অনুসারে পরপর নাম গৃহীত হইয়াছে।

কোমদল মুখ্য—১ নীলমণি মিত্র, ২। রামনারায়ণ অধিকারী নবরঙ্গী ৩। রামসুন্দর ঘোষ ৪। ভুবন ঘোষ, ৫। বাঞ্ছারাম মিত্র, ৬। রামতনু মিত্র, ৭। রামকান্ত ঘোষ, ৮। বাঞ্ছারাম ঘোষ, ৯। চন্দ্রশেখর মিত্র, ১০। বলরামসুত রামমোহন বসু, ১১। গঙ্গানারায়ণ ঘোষ, ১২। রামনিধি বসু, ১৩। ভৈরবচন্দ্র মিত্র, ১৪। রামজয় ঘোষ, ১৫। রামচন্দ্র ঘোষ, ১৬। রামকৃষ্ণ বসু, ১৭। হরি বসু, ১৮। রঘুরাম মিত্র, ১৯। শিবচরণ ঘোষ, ২০। কৃষ্ণমোহন ঘোষ, ২১। শ্যাম ঘোষ, ২২। চণ্ডীচরণ ঘোষ, ২৩। বিষ্ণুরামসুত রামমোহন বসু, ২৪। কৃষ্ণচরণ মল্লিক, ২৫। গুরুদাস মিত্র, ২৬। প্রাণকৃষ্ণ মিত্র, ২৭। গোপীচরণ বসু, ২৮। রামহরি মিত্র, ২৯। গদাধর মল্লিক, ৩০। রামনিধি বসু অধিকারী, ৩১। ব্রজকিশোর মল্লিক, ৩২। লক্ষ্মীকান্ত মিত্র, ৩৩। প্রাণকৃষ্ণ ঘোষ, ৩৪। অভয়চরণ মিত্র, ৩৫। রামজয় বসু, ৩৬। গোকুল ঘোষ, ৩৭। জগমোহন অধিকারী, ৩৮। রাসবিহারী ঘোষ, ৩৯। দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ, ৪০। কেনারাম বসু, ৪১। জয়নারায়ণ মিত্র, ৪২। রামকিশোর ঘোষ, ৪৩। শ্যামসুত জগন্নাথ বসু, ৪৪। আনন্দীরাম-সুত কেবলরাম ঘোষ ৪৫। রামকান্ত ঘোষ, ৪৬। রাধাকান্ত ঘোষ, ৪৭। পঞ্চানন ঘোষ, ৪৮। শঙ্কর মল্লিক, ৪৯। রাধাকৃষ্ণ মিত্র, ৫০। শঙ্কর ঘোষ, ৫১। গোবিন্দদাস মিত্র, ৫২। রাজকিশোর ঘোষ, ৫৩। মুকুন্দসুত কেবলরাম ঘোষ, ৫৪। সদানন্দ বসু, ৫৫। গদাধর ঘোষ, ৫৬। বিনোদসুত গোকুল মিত্র, ৫৭। রসিকানন্দ ঘোষ, ৫৮। দয়ারামসুত নিমাইচরণ মিত্র, ৫৯। মাণিকসুত রামচন্দ্র ঘোষ, ৬০। কৃষ্ণমোহন মিত্র, ৬১। দীপচন্দ্র বসু, ৬২। আশারাম বসু, ৬৩। মাণিকসুত কেবলরাম ঘোষ, ৬৪। বাবুরামসুত গোকুল মিত্র, ৬৫। কামদেব বসু, ৬৬। রূপরাম ঘোষ, ৬৭। মাধবপৌত্র দুলাল বসু, ৬৮। ইচ্ছারাম বসু, ৬৯। মণিরাম ঘোষ, * ৭০। নবকিশোর ঘোষ, ৭১। রামকিশোর বসু, ৭২। বাসুদেব ঘোষ† ৭৩। কৃষ্ণানন্দ মিত্র, ৭৪। সন্তোষ ঘোষ, ৭৫। বিনোদসুত রামতনু মিত্র, ৭৬। বেচারামসুত শিবপ্রসাদ মিত্র, ৭৭। বিজয়রামসুত রামরাম বসু, ৭৮। লোচন বসু, ৭৯। বিনোদ বসু, ৮০। প্রতাপনারায়ণ বসু অধিকারী, ৮১। গোলাপচন্দ্র ঘোষ‡ ৮২। গুরুপ্রসাদ মিত্র, ৮৩। রামকৃষ্ণ মল্লিক, ৮৪। ব্রজ বসু, ৮৫। যুগল মল্লিক, ৮৬। কণ্ঠহার ঘোষ§ ৮৭। রামকান্ত মিত্র, ৮৮। রাধামোহন বসু** ৮৯। বৃন্দাবন মিত্র ৯০। হরেকৃষ্ণ ঘোষ, ৯১। মনসারাম মিত্র, ৯২। রামনিধি বসু, ৯৩। লোচন ঘোষ, ৯৪। রামচন্দ্র মিত্র, ৯৫। দর্পনারায়ণ মিত্র, ৯৬। জগন্মোহন বসু, ৯৭। গৌরীপ্রসাদ বসু, ৯৮। রামগোবিন্দ অধিকারী†† ৯৯। হরচন্দ্র ঘোষ, ১০০। তেকু বসু‡‡ ১০১। শোভারাম ঘোষ, ১০২। রামলোচন মিত্র, ১০৩। রামরাম ঘোষ, ১০৪। গোরাচাঁদ ঘোষ, ১০৫। রামানন্দ ঘোষ, ১০৬। নয়ান মিত্র, ১০৭। জগন্নাথ বসু, ১০৮। নিধিরামসুত রামরামবসু, ১০৯। দুর্গাচরণসুত শিবচন্দ্র মিত্র, ১১০। রামপ্রসাদসুত রামরাম বসু, ১১১। জানকীসুত শিবপ্রসাদ মিত্র ১১২। কালীচরণ বসু, ১১৩। কালীচরণসুত নিমাইচরণ মিত্র, ১১৪। কাশীনাথ ঘোষ, ১১৫। কেনারাম মিত্র,১১৬। ভবানী মিত্র, ১১৭। দুর্গানন্দ বসু*** ১১৮। গৌরী মিত্র, ১১৯। রামসুন্দর ঘোষ, ১২০। দেবীমিত্র, ১২১। দুলাল বসু, ১২২। সীতারাম ঘোষ, ১২৩। ব্রজঘোষ,

---

ঘটক দীনবন্ধু কুলভূষণের স্বহস্ত লিখিত পুথি ও অন্যান্য ঘটকের কারিকা মতে পাঠান্তর (*) যাদবরাম ; (†) রাজু ঘোষ ; (‡) গোপাল (§) কৃষ্ণহরি ; (**) রামমোহন ; (††) রামবল্লভ; (‡‡) তেজ, (* * *) ব্রজানন্দ।

১২৪। জয়কৃষ্ণ মল্লিক, ১২৫। হরিরাম মিত্র, ১২৬। হরিনারায়ণ ঘোষ, ১২৭। রামকান্ত অধিকারী। প্রকৃত ৩, সহজ ৪১, কোমল ১২৭, একুন ১৭১ মুখ্য।"

মহারাজ রাজকৃষ্ণ বাহাদুরের একজাই-কারিকায় ২২শ পর্য্যায়ের কনিষ্ঠ ও ছভায়া কুলীনের একজাই সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—

"২২ বাইশের পর্য্যায় মুখ্য কুলীনের একজাই ৺বৈকুণ্ঠবাসী মহারাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুর করিয়াছিলেন। কনিষ্ঠাদি কুলীনের অনেক অনেক ক্রিয়া কুলবিষয়ে না হওয়াতে তৎকালীন হয় নাই। শ্রীযুত মহারাজা রাজকৃষ্ণ বাহাদুর পিতৃ-অনুমতি হেতু কনিষ্ঠ ও ছভায়া কুলীনের একজাই করিলেন। সন ১২১৯ সাল তারিখ ১৮ শ্রাবণ শনিবার কলিকাতা নগর সুতানুটী গ্রামে মহারাজা বাহাদুরের বাটীতে—

২২শ পর্য্যায় কনিষ্ঠের একজাই।

১। কৃষ্ণচরণ ঘোষ, ২। টিকারাম ঘোষ, ৩। কৃষ্ণরাম ঘোষ, ৪। নয়ান অধিকারী, ৫। নরহরি মিত্র, ৬। কালীচরণ মিত্র, ৭। রামমিত্র, ৮। বাঞ্ছারাম বসু, ৯। কালীপ্রসাদ বসু, ১০। গোপী বসু, ১১। সনাতন ঘোষ, ১২। নিম বসু, ১৩। বৈরাগী ঘোষ, ১৪। রামহরি মিত্র, ১৫। মুকুন্দরাম বসু, ১৬। বলরাম বসু, ১৭। রামেশ্বর মিত্র, ১৮। পঞ্চানন বসু, ১৯। রামনাথ ঘোষ, ২০। রামচন্দ্র মল্লিক, ২১। রামেশ্বরসুত দুলালঘোষ, ২২। কানাই ঘোষ, ২৩। গঙ্গারাম ঘোষ, ২৪। পঞ্চানন মিত্র, ২৫। কার্ত্তিক ঘোষ, ২৬। রামানন্দ বসু, ২৭। খেলারামসুত দয়ারাম বসু, ২৮। নিমঘোষ, ২৯। বিজয়রামসুত কালীচরণ মিত্র, ৩০। দয়ারাম ঘোষ, ৩১। হরি বসু, ৩২। রাধাবল্লভ ঘোষ, ৩৩। মুলুকচন্দ্র বসু, ৩৪। বিনোদরাম ঘোষ, ৩৫। কৃপারামসুত দুলালঘোষ, ৩৬। সদানন্দ ঘোষ, ৩৭। বলরাম মিত্র, ৩৮। সীতারামসুত আনন্দীরাম বসু, ৩৯। হরিনারায়ণ বসু, ৪০। বাবুরাম বসু, ৪১। রামশরণ বসু, ৪২। দুলাল ঘোষ, ৪৩। নিধিরাম ঘোষ, ৪৪। শঙ্কর বসু, ৪৫। হৃদয়রাম বসু, ৪৬। অযোধ্যারাম ঘোষ, ৪৭। সন্তোষ বসু, ৪৮। প্রভুরাম বসু, ৪৯। রামরাম ঘোষ, ৫০। বিষ্ণুরাম মিত্র, ৫১। হরিঘোষ, ৫২। যুগল ঘোষ, ৫৩। গোকুল ঘোষ, ৫৪। প্রাণবল্লভ ঘোষ, ৫৫। রামানন্দ ঘোষ, ৫৬। রামকিশোর বসু, ৫৭। ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, ৫৮। হরেকৃষ্ণ ঘোষ, ৫৯। মাণিক ঘোষ।

২২শ পর্য্যায় ছভায়ার একজাই।

১। সদানন্দ বসু, ২। হৃদয়রাম মল্লিক, ৩। বাসুদেব বসু, ৪। রামবল্লভ বসু, ৫। শ্যাম বসু, ৬। গোবিন্দ বসু, ৭। বাঞ্ছারাম ঘোষ, ৮। জগন্নাথ মিত্র, ৯। সদাশিব মিত্র, ১০। প্রাণবল্লভ বসু, ১১। বৈরাগী বসু, ১২। কৃষ্ণরাম মিত্র, ১৩। রামকান্ত বসু।

কনিষ্ঠ ৫৯ উনষাট, ছভায়া ১৩ তেরো একুনে ৭২ বাহাত্তর জন, কনিষ্ঠ ছভায়া কুল সমাপ্ত। মধ্যাংশাদি কুলের একজাই পরে হইবেক। শকাব্দা ১৭৩৪ মাহ শ্রাবণ নবমী তিথি রোজ শনিবার। (স্বাক্ষর) শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাভূষণ সাং সুগন্ধ্যা। শ্রীরামকান্ত ঘটকসরস্বতী সাং হরিপাল। শ্রীঠাকুরদাস ঘটক গৌড়েন্দ্র সাং সুগন্ধ্যা। শ্রীকালিকামঙ্গল ঘটককুলচিন্তামণি সাং ইছাপুর।

শ্রীরামকান্ত ঘটকসরস্বতী সাং পলতাগড়্যা। শ্রীকুঞ্জবিহারী ঘটকসিংহ সাং সুগন্ধ্যা। শ্রীরামচন্দ্র ইন্দ্রমণি, সাং সুগন্ধ্যা। শ্রীরামলোচন দেবেন্দ্র, সাং সুগন্ধ্যা। শ্রীআনন্দচন্দ্র ঘটক সাং পলতাগড়্যা। শ্রীরামকিশোর ঘটকভট্টাচার্য্য সাং পলতাগড়্যা। শ্রীদর্পনারায়ণ ঘটক-কুলসাগর সাং জাননগর। শ্রীশিবনারায়ণঘটকসিংহ সাং রঙ্গপুর। শ্রীরামকানাই ভূমীন্দ্র সাং মহানাদ।"

মহারাজ রাজকৃষ্ণ বাহাদুর কুলবিচারকল্পে "কুলপ্রদীপ" নামে যে কুলগ্রন্থ রচনা করেন, এই সভায় তাহা পঠিত হইয়া পরে মুদ্রিত হয়, সমীকরণ বা একজাই প্রস্তাবের শেষে তাহার প্রয়োজনীয় অংশ নব্য কুলবিধি বলিয়া উদ্ধৃত হইল।

২৪শ পর্য্যায়ের সমীকরণ বা একজাই

দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজের ইতিহাসে ২৪শ পর্য্যায়ের একজাই অভূতপূর্ব্ব স্মরণীয় ঘটনা। অপর একজাই একবার মাত্র লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু ২৪শ পর্য্যায়ের একজাই তিনবার আহূত ও তদনুসারে তিনবার কুলগ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। তিনবার হইবার ইতিহাস সংক্ষেপে লিখিতেছি—

দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজে ভরদ্বাজ গোত্র দেববংশে ভাগ্যবান্ রামদুলাল সরকার জন্ম গ্রহণ করেন। মহাত্মা রামদুলালের সময় হইতেই কুলীনসমাজকে হাত করিবার চেষ্টা দেখা যায়। মহারাজ নবকৃষ্ণের কালীকৃষ্ণ ঘোষ নামে এক প্রিয় দৌহিত্র ছিলেন। রূপে গুণে কুলে শীলে সকল দিকেই কালীকৃষ্ণ স্পৃহণীয় ছিলেন। রামদুলাল তাঁহার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে জামাতা করিবার ইচ্ছা করেন। মহারাজ নবকৃষ্ণও সংবাদ পাইয়াছিলেন। যাহাতে তাঁহার দৌহিত্রের সহিত রামদুলালের কন্যার বিবাহ না হয়, এ সম্বন্ধে তিনি সতর্ক ছিলেন। কালীকৃষ্ণ অনেক সময় মাতার সহিত শোভাবাজার-রাজবাটীতে থাকিতেন। তাঁহার পিত্রালয় কুমারটুলিতে ছিল। রামদুলাল কৌশলে কুমারটুলীর বাড়ী হইতে কালীকৃষ্ণ ঘোষ ও তাঁহার পিতাকে অর্থের প্রভাবে আপন ভবনে আনাইয়া আটকাইয়া ফেলেন এবং আপনার তৃতীয়া কন্যা তারিণী দেবীর সহিত বিবাহ দিলেন। প্রথমে গোপনে এই কার্য্য সমাধা হইলেও বিবাহের পরদিন মহাসমারোহ হইয়াছিল। কেল্লা হইতে ঘোড়সওয়ার ও বাদ্যভাণ্ড আনাইয়া বরকন্যার সঙ্গে শোভাবাজার-রাজবাটীর সম্মুখ দিয়া কুমারটুলীর ভবনে পাঠান হইয়াছিল। এ ব্যাপারে বৃদ্ধ মহারাজ নবকৃষ্ণ অবাক্ হইয়াছিলেন। সেই সময় হইতে রামদুলাল-বংশ ও শোভাবাজার-রাজবংশে প্রতিযোগিতা চলিয়াছিল।

রামদুলাল মৃত্যুকালে এক কোটী ২৩ লক্ষ টাকা রাখিয়া যান। তাঁহার মৃত্যুর পর সন ১২৩২ সাল (ইং ১৮২৫ খৃঃ) বৈশাখ মাসে তৎপুত্র আশুতোষ দেব (ছাতুবাবু) ও প্রমথনাথ দেব (লাটুবাবু) প্রায় ৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া মহাসমারোহে পিতার আদ্যশ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন। মহারাজ নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর মাতৃশ্রাদ্ধে যেরূপ বিরাট আয়োজন করিয়া-

ছিলেন, ছাতুবাবু লাটুবাবুর পিতৃশ্রাদ্ধ তাঁহার কোন অংশে কম ব্যাপার নহে। এই শ্রাদ্ধ উপলক্ষে সমগ্র দক্ষিণরাঢ়ীয়* কুলীনসমাজ এবং সমস্ত সম্ভ্রান্ত মৌলিক-বংশ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। এ ছাড়া এই সময়ের রাজা রাজড়া, জমিদারবংশ এবং রাজপুরুষগণের ত কথাই নাই। এই বৃহৎ ব্যাপার সুসম্পন্ন হইলে পর ছাতুবাবুর গোষ্ঠীপতি হইবার ইচ্ছা হইয়াছিল। কিন্তু কুলশাস্ত্রবিদ্ মহারাজ রাজকৃষ্ণ বাহাদুরের প্রভাব তখনও কিছু মাত্র হ্রাস হয় নাই। রামদুলাল ৬কন্যা ও ২ পুত্রের বিবাহ সে সময়ের প্রধান প্রধান কুলীনের পুত্রকন্যার সহিত দিয়া গিয়াছিলেন। ছাতুবাবুও পিতার অনুবর্ত্তী ছিলেন। প্রধান প্রধান কুলীনগণের সহিত সম্বন্ধ থাকায় তাঁহাদের পরামর্শে গোষ্ঠীপতি হইবার বাসনা কিছু বিচিত্র নহে। রামদুলালের শ্রাদ্ধোপলক্ষে ছাতুবাবু সামাজিক প্রথা অনুসারে শোভাবাজার-রাজবাটীতে নিজে দ্বারস্থ হইয়াছিলেন। তাহাতে উভয় পক্ষে মিলন হইল। মহারাজ রাজকৃষ্ণ বাহাদুরের ৭ পুত্র এবং রাজা রাধাকান্তদেব বাহাদুর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন। এইরূপে কিছু কাল কাটিয়া গেল। পিতার আদেশে ছাতুবাবুর ইচ্ছা ছিল যে পুত্র গিরিশচন্দ্রের বিবাহে একজাই করিবেন। কিন্তু নানা কারণে এ সময় সুবিধা হইল না। যথা সময়ে গিরিশচন্দ্রের কন্যা জন্মিল এবং সেই অল্পবয়স্কাকন্যার বিবাহ উপলক্ষে একজাই করিবার ইচ্ছা করিলেন। এ সময় শোভাবাজার রাজবংশের সহিত তাঁহাদের বেশ সদ্ভাব ছিল। ছাতুবাবুর মনের অভিপ্রায় রাজা রাধাকান্ত দেবকে জানাইলেন। প্রথমে তিনি কোন আপত্তি করিলেন না। তাহাতে বরং ছাতুবাবু উৎসাহিত হইয়া সকল প্রধান কুলাচার্য্য ও কুলীনগণকে আমন্ত্রণ দিয়া একজাই করিবার জন্য বিরাট আয়োজন করিলেন। শোভাবাজার-রাজবংশ তাহাতে বিচলিত হইলেন। রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের সহিত মিলিত হইয়া রাজা শিবকৃষ্ণ দেব প্রমুখ সপ্ত ভ্রাতাও ২৪শ পর্য্যায়ের একজাই করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

ছাতুবাবু একজাই করিবার নিমন্ত্রণপত্র বাহির করিলেন। তাহাতে ১৭৬৬ শকে (১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে) ১৭ই মাঘ একজাই হইবার কথা থাকে। শোভাবাজার-রাজবংশ ভাবিলেন যে ছাতুবাবু যদি একজাই সুসম্পন্ন করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদের গোষ্ঠীপতিত্ব নষ্ট হইবে। এই ভাবিয়া রাজা শিবকৃষ্ণ দেব প্রমুখ ৭ ভাই এবং রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর ৮ জনে একত্র হইয়া উক্ত তারিখের ৫ দিন পূর্ব্বে ১২ মাঘ তারিখে একজাই ডাকিলেন। যাহাতে এই একজাই সম্পূর্ণ না হয় তৎপক্ষে ছাতুবাবুর পক্ষ হইতেও যথেষ্ট চেষ্টা হইয়াছিল। এদিকে ছাতুবাবুও পরে যাহাতে একজাই করিতে না পারেন, শোভাবাজারের পক্ষ হইতেও সাধ্যমত আয়োজন হইয়াছিল। তৎকালের একজাই ব্যাপার সম্বন্ধে বালি-সমাজের প্রকৃত মুখ্য (বাঘুটিয়ানিবাসী) স্বর্গীয় কৃষ্ণচরণ ঘোষ মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকুমার ঘোষ মহাশয় লিখিয়াছেন—

"পূর্ব্বে যে সমস্ত একজাই হইয়াছে, তাহাতে কোন সময় এরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় নাই। ...বালি সমাজের প্রকৃত মুখ্য আমার পিতা স্বর্গীয় কৃষ্ণচরণ ঘোষ মহাশয়ও খানাকুল-

কৃষ্ণনগরের সর্ব্বাধিকারি-বংশে রাধানাথ বসু সর্ব্বাধিকারী মহাশয় ও বাগাণ্ডা সমাজের বসুবংশ প্রকৃত মুখ্য ও অন্যান্য মুখ্য কুলীন, কনিষ্ঠ, মধ্যাংশ, ও দ্বিতীয়-পোকে লইয়া একজাই কার্য্য সম্পন্ন হয়। উক্ত একজাই কার্য্যে রাজা বাহাদুর আমার স্বর্গীয় পিতাকে স্বপক্ষে লওয়ার জন্য অকৃতকার্য্য হইয়াও আমার পিতাঠাকুর উক্ত একজাই কার্য্য করিতে যাওয়ার জন্য নৌকায় রওনা হইয়াছেন সংবাদ পাইয়া কলিকাতার সন্নিহিত ভাঙ্গর ইত্যাদি স্থানে বহুলোক মোতায়ন রাখেন, উদ্দেশ্য বলপূর্ব্বক ধরিয়া লইবেন। ঐরূপ স্বর্গীয় সাতু লাটু বাবুর পক্ষ হইতে বহুলোক যাইয়া তাহার প্রতিবন্ধক হওয়ার জন্য স্থানে স্থানে থাকে, যেন রাজা বাহাদুরের লোক তাঁহাকে না পায়। নৌকাপথে পিতাঠাকুর মহাশয় রওনা হইয়া কলিকাতার নিকটস্থ হইয়া শুনিলেন যে উভয়পক্ষ হইতে বহু লোকজন বাহির হইয়াছে—তাঁহাকে ধরিয়া লইবেই। তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা সাতুলাটু বাবুর বাড়ী যাইবেন। বিশেষ লাটুবাবুর সহিত তাঁহার বান্ধবতা ছিল। লাটুবাবু একজাই করিলে সেই একজাই তিনি আসিয়া সম্পন্ন করিয়া দিবেন এরূপ প্রতিশ্রুতিও দিয়াছিলেন। তিনি যে নৌকায় বাড়ী হইতে রওনা হন, ঐ নৌকা ত্যাগ করিয়া অপর একখানি ছোট নৌকায় ছদ্মবেশে কলিকাতায় যাইয়া পৌঁছেন। রাজাবাহাদুর ও সাতুলাটু বাবুর লোকেরা বহু সন্ধানে তাঁহার অনুসন্ধান না পাইয়া চলিয়া যায়। এদিকে পিতাঠাকুর মহাশয় লাটুবাবুর বাড়ী নিজেই যাইয়া একজাই কার্য্যের সমস্ত বন্দোবস্ত করেন। রাজাবাহাদুর ঐ সংবাদ পাইয়া বিস্মিত হন। আমার বিমাতার পিতা পূর্ব্ববঙ্গের রায়েরকাটী-নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ জমিদার স্বর্গীয় মহেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী মহাশয়ের রাজাবাহাদুরের সহিত বিশেষ বান্ধবতা ছিল। তাঁহার দ্বারা উহার জামাতাকে অনুরোধ করিয়া রাজাবাহাদুর স্বীয় পক্ষে লইতে অকৃতকার্য্য হন। শেষে আমার খুল্লতাত স্বর্গীয় শ্যামাচরণ ঘোষ মহাশয় ও অপর ২ জন প্রকৃত মুখ্য ও তাঁহাদের সাহায্যে বহু কুলীন লইয়া ঐ একজাই কার্য্য রাজাবাহাদুর সম্পন্ন করেন। পিতাঠাকুর মহাশয় স্বীয় কথা রক্ষার্থে বাধ্য হইয়া শ্বশুরের কথা রক্ষা না করায় তাঁহার শ্বশুরমহাশয় ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া স্বীয় জমীদারীর অন্তর্গত তেলিখালির মধ্যে হরিপাগলা মৌজা প্রায় ২০০০ হাজার টাকা মুনফার যৌতুক দেওয়া সম্পত্তি হইতে বেদখল করেন। পরে পিতাঠাকুর স্বীয় ক্ষমতাবলে সমস্ত মোকর্দ্দমাতেই জয়লাভ করিয়া সম্পত্তি উদ্ধার করেন। সাতুলাটুবাবুও তৎসম্বন্ধে নানারূপ সাহায্যও করেন।" *

উপরে একটীমাত্র দৃষ্টান্ত দিলাম। উক্ত বিবরণ হইতে বুঝিতে পারিবেন, যে একজাই লইয়া কিরূপ ঘোরতর দলাদলী উপস্থিত হইয়াছিল।

শোভাবাজার-রাজবাটীতে ১২ মাঘের একজাই সভায় ২৪শ পর্য্যায়ের ২৭৩ জন মুখ্য কুলীন যোগদান করিয়াছিলেন। এই সময়ে ৩ জন প্রকৃত মুখ্যমধ্যে রাজনারায়ণ বসু সর্ব্বাধিকারী, ৫৮ জন সহজ মুখ্যমধ্যে রাজচন্দ্র ঘোষ, এবং ২১২ জন কোমল মুখ্যের মধ্যে কাশীনাথ মিত্র অগ্রগণ্য ছিলেন।

---

* কায়স্থসমাজতত্ত্ব, ১৮৮—১৮৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

তৎপরে ছাতুবাবুর বাটীতে ১৭ই মাঘে যে একজাই আহুত হয়, তাহাতে ৫২৪ কুলীন উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে ২৪শ পর্য্যায়ের মুখ্য কুলীন ২৭১ জন এবং ২৩শ পর্য্যায়ের কনিষ্ঠাদি চতুর্ব্বিধ কুলের ২৫৩ জন লইয়া একজাই হয়। মুখ্য কুলীনের ৩ জন প্রকৃত মুখ্য মধ্যে রাজনারায়ণ বসু সর্ব্বাধিকারী, ৫৮ জন সহজ মুখ্য মধ্যে রাজচন্দ্র ঘোষ, ২১০ জন কোমল মুখ্য মধ্যে কাশীনাথ মিত্র, ৮৫ জন কনিষ্ঠের মধ্যে ব্রজরাম বসু, ২০ জন ছভায়ার মধ্যে অভয়চরণ মিত্র, ১০৪ জন মধ্যাংশের মধ্যে রমাকান্ত বসু এবং ২০ জন তেওজের মধ্যে রামনারায়ণ বসু অগ্রগণ্য হন।

উক্ত দুই দিনের একজাই-সভাস্থ কুলীনগণের নাম মিলাইলে জানা যায় যে উভয় সভাস্থ মুখ্যকুলীন প্রায় সকলেই উভয় দিনে উপস্থিত ছিলেন। ছাতুবাবুর বাটীর সভায় মুখ্য কুলীন মধ্যে কেবল দুই ব্যক্তি উপস্থিত হইতে পারেন নাই। মহারাজ রাজকৃষ্ণের একজাই কালে ২৩শ পর্য্যায়ের কনিষ্ঠাদি কুলীন সকলের কুলকার্য্য সম্পন্ন না হওয়ায় তাঁহার সভায় ২৩শ পর্য্যায়ের কনিষ্ঠাদি কুলীনের একজাই হয় নাই। ছাতুবাবু (আশুতোষ দেব) ও তাঁহার ভ্রাতা লাটুবাবু (প্রমথনাথ দেব) ২৩শ পর্য্যায়ের কনিষ্ঠাদি কুলীনগণের একজাই সমাধা করিয়া গোষ্ঠীপতি হইয়াছিলেন। কিন্তু উভয় দিনে উভয় স্থানের মুখ্য কুলীনগণের তালিকা মিলাইলে মনে হইবে যে উভয় পক্ষের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিযোগিতার ফলে উভয় দিনের একজাই সর্ব্বাঙ্গ সুসম্পন্ন বা সর্ব্ববাদিসম্মত হইতে পারে নাই।

এ কারণ উক্ত ঘটনার দশ বর্ষ পরে ১৭৭৬ শকে ৮ই বৈশাখ রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর তাঁহার পৌত্রের বিবাহ উপলক্ষে ২৪শ পর্য্যায়ের মুখ্য, কনিষ্ঠ ও ছভায়া কুলীনগণের যথা রীতি একজাই করিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী একজাইর দোষ খণ্ডন করেন। ঘটকগণের কুলপঞ্জিকায় ছাতুবাবু ও লাটুবাবুর একজাই সম্বন্ধে মাধবঘটকের এইরূপ কারিকা লিপিবদ্ধ হইয়াছে—

২৪শ পর্য্যায়ের একজাই-কারিকা

পূর্ব্বনিবাস রেকজানি, তদন্ত সকলে জানি
সে বর্ণনা বর্ণিব কি তার।
কলিকাতা কালীঘাট, স্বর্গসম সব বাট,
সিমলা সমান নাহি আর॥
রঘুনাথ রাজ্য করে, রামদুলাল তার পরে,
তার তুল্য জন্মিল সন্তান।
দেবদ্বিজে ভক্তি অতি, দেববংশে উৎপত্তি
স্বকুটুম্বে সর্ব্বদা সম্মান॥
জিনি জ্যেষ্ঠ তার মধ্যে, সুবিখ্যাত ভূমণ্ডলে,
কুবের ভাণ্ডারী হ'ল যার।

সর্ব্বগুণে গুণান্বিত, যশে ক্ষিতি পূর্ণিত,
মনুষ্যেতে তুল্য নাহি আর॥
ধর্ম্মে যেন যুধিষ্ঠির, দান দিতে কর্ণবীর,
গানে গণি কিন্নর সমান।
রূপেতে গন্ধর্ব্ব সম, তাল মানে মনোরম,
সভাসদে সর্ব্বদা সম্মান॥
বৃহস্পতি তুল্য জ্ঞান, সকলে দেয় সম্মান
ছোট বড় তুল্য জ্ঞান যার।
ঘরে লক্ষ্মী বিরাজিত, নৃত্যগীতে আনন্দিত,
কমলা অচলা অনিবার॥
সভায় যত ভট্টাচার্য্য, বিদ্যা তাঁদের কিমাশ্চর্য্য
বৃহস্পতি তুল্য জ্ঞান সবে।

পুরোহিত বল যারে, তুলা দিয়ে বশিষ্ঠেরে,
শীলতায় এমন না হ'বে ॥
আছয়ে কুলীন যত, তাহারা কহিব কত
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ কটক।
মহামহা জ্ঞানবান, জানে সবে সুসন্ধান,
ব্যক্ত হবে মুখেতে ঘটক ॥
পূর্ব্বে পিতৃ-আজ্ঞা ছিল, মুখ্যাদি পঞ্চম-কুল,
করি আমি আপন বসতি।
এই মনে করি যুক্তি, বন্ধুগণে করেন উক্তি
হৈল তবে সবার সম্মতি ॥
আপন আত্মীয় লোক অনেক ডাকিয়া।
রাজবাড়ী ত্বরান্বিত দিলেন পাঠাইয়া ॥
আছিল রাজার সবে যত পুত্রগণে।
এই বাক্য জ্ঞাত তবে হন জনে জনে ॥
পূর্ব্বে ছিল গোষ্ঠীপতি, হ'তে হবে সম্প্রতি
আমাদের অনুমতি সর্ব্বদা আছয়।
পরে বিবেচনা ক'রে, অনুমতি গেল ফিরে,
এরূপ কভুত নাহি হয় ॥
শুনি তবে রাজ-আজ্ঞা, সকলের অবজ্ঞা
আমারে করিতে ইহা হবে।
শুনিয়া এ সব তত্ত্ব, সকলে হইল মত্ত,
উদ্যোগ করিয়া বেড়ায় সবে ॥
শুনিয়া সভার অন্ত, মনে মনে হৈল ভ্রান্ত,
পিতৃ পুণ্য থাকয়ে আমার।
সর্ব্ব সমাজে তবে, নিমন্ত্রণ দিতে হবে;
যুক্তি এই করিলাম সার ॥
শিব শিব বাক্য বলে, অনুমতির পত্র চলে
সকলে হইবে অধিষ্ঠান।
আছে সব শত্রুচয়, তা' সবারে করি জয়,
যা' করেন করিবেন ভগবান্ ॥
পাইয়া নিমন্ত্রণপত্র কুলাচার্য্যগণে
অন্তরে আনন্দ সভে করেন গমনে ॥

মাধব রামচন্দ্র আর কুলার্ণব হয়।
মহেশ আর কুলার্ণব ঘটক-গুণাকর ॥
ইত্যাদি ঘটক যত আইলা ত্বরমান।
কায়স্থ ঘটক যত কত লব নাম ॥
মুখ্য কনিষ্ঠ ছভায়া মধ্যাংশ তেওজ আগমনে
আর চারি কুল আইল পাইয়া সন্ধানে ॥
কেহ পত্র পাইল কেহ পত্র না পাইল।
রবাহুত অনাহুত ধাইয়া আইল ॥
কুলজ্ঞেতে কুল তবে করায় বিচার।
মুখ্য কনিষ্ঠ আদি যত আছে আর ॥
শুনিয়া ঘটকের মুখে যার যেই মান।
যথাযোগ্য স্থানে সবে সভায় দিলেন স্থান ॥
কুলজ্ঞ আছেন যারা সবে বিচক্ষণ।
সম্বন্ধনির্ণয় বন্ধ করেন নিরূপণ ॥
ঘটক কুলীন যারা আজ্ঞামত করে।
নিযুক্ত আছয়ে সভে সভার ভিতরে ॥
আশুতোষ গোষ্ঠীপতি হইলেন সংসারে
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের লোক ধন্ত ধন্য করে ॥
তস্য পুত্র গিরীশচন্দ্র খ্যাত পৃথিবীতে।
পুরন্দর সম মাল্য পাইবে গলেতে ॥
মানেতে কৌরব সম প্রতিজ্ঞায় বলি।
দর্পেতে ভীষ্মের সম লজ্জা পায় কলি ॥
তস্য কন্যা বিবাহের শুন বিবরণ।
মুখ্যগণ আদি ক'রে দিতেছে চন্দন ॥
এইরূপে উজ্জ্বল কর্ম্ম হইল সভাতে।
গোষ্ঠীপতি হইলেন চতুর্ব্বিংশতি পর্য্যায়েতে ॥
আশুতোষ সম কেহ নাহিক সংসারে।
ভুবন ভরিয়া লোক ধন্য ধন্য করে ॥
পুত্র পৌত্রে বংশবৃদ্ধি বাড়ুক সংসারে।
মাধবের অভিলাষ সর্ব্বদা অন্তরে ॥
যার অনুজ প্রমথনাথ তুল্য দিব কারে।
সমুদ্র সমান বুদ্ধি আছয়ে সংসারে ॥

সকলে সতত থাকে মধুর বাক্যেতে ।
ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ রাখয়ে সভাতে ॥
বিদ্যালঙ্কার তর্কালঙ্কার বিদ্যার চূড়ামণি ।
সভাসদ্ যার শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞ শিরোমণি ॥
বিদ্যাবাগীশ আদি ভাবি তর্কপঞ্চানন ।
সার্ব্বভৌম বিদ্যার্ণব বিদ্যার ভূষণ ॥
বৃহস্পতি যিনি সভার সম্মত অভ্যাস ।
বিশেষতঃ শিরোমণি তুল্য কালিদাস ॥
নবরত্ন সভা সভে শুনিয়াছ পূর্ব্বে ।
প্রমথনাথের সভার শোভা দৃষ্টি কর এবে ॥
দানেতে দরিদ্র না রহিল পৃথিবীতে ।
ছয় রিপু অঙ্গে না পারয় পরশিতে ॥
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক যেন রাজা যুধিষ্ঠির ।
পরাক্রমে তুল্য দিই যেন পার্থবীর ॥
দুষ্ট মারি শিষ্টের করএ পালন ।
শুনিয়াছ যেমন রামের রাজ্যের বিবরণ ॥
চন্দ্রতারাগণ যেমন শোভিত গগনে ।
প্রমথনাথের সভা দেখি যে তেমনে ॥
কুলাচার্য্যগণ তবে একত্র হইয়া ।
প্রকাশ করেন কুল সভায় বসিয়া ॥
করিলেন কর্ত্তা দান কি কহিব আর ।
কালীপ্রসাদমিত্র এলেন দানের অগ্রসার ॥
দ্বিতীয়ে রামমোহনমিত্র সুগন্ধ্যা-নিবাসী ।
ভৈরব ঘোষের আগ্রহে প্রসন্নতা বাসী ॥
বহুরত্ন যত্নে তারে আসিয়া গৃহেতে ।
এইরূপে কুলকর্ম্ম করেন নানা মতে ॥
খোজতে মাণিকমিত্র জানে জগজ্জনে ।
রুক্মিণীকান্ত বৃন্দাবন এলেন দানের কথা শুনে
গ্রহণ করিয়া তবে আনন্দিত মন ।
বহুরত্ন লইয়া নিজ গৃহে আগমন ॥
পেনেটী-নিবাসী মুখ্য শম্ভুচন্দ্রঘোষ ।
তার কন্যা গ্রহণ করেন মনে পাইয়া তোষ ॥
মুখ্যের কন্যা ঘরে আনি আনন্দিত মনে ।
শিবচন্দ্র কন্যা দিলেন দিয়া নানা দানে ॥
ক্রমে ক্রমে কর্ম্মে তবে নবকুল আইল ।
সম্মান পাইয়া তবে সভে তুষ্ট হইল ॥
কুলাচার্য্যে বিস্তারিতে বাবু আজ্ঞা দিলা ।
প্রকৃতের অগ্রগণ্য কহিতে লাগিলা ॥
সহজাদি যত কুল সভায় বসিল ।
কুলাচার্য্যগণে তবে ক্রমে বিস্তারিল ॥

২৪শ পর্য্যায় ছাতুবাবুর একজাই ।

প্রকৃতের অগ্রে ধরি,　　রাজনারায়ণ অধিকারী,
কুলে মান্য সকলেতে জানে ।
ব্রজকিশোর আসি পরে,　　কুল বিবেচনা করে,
বসিলেন আপনার স্থানে ॥
জয়কৃষ্ণ বসুজার হৈলা আগমন ।
জঙ্গল-বাদালে যার বাস নিরূপণ ॥
প্রকৃতের মান্য তবে গেল তিনজনে ।
সহজ কমলকুল করি যে বর্ণনে ॥
রাজচন্দ্র দান তবে কাশীনাথে দিল ।
গ্রহণ করিয়া কুল ধন্য ধন্য হ'ল ॥
জগমোহন বসুর কথা কি কহিব আর ।
রঘুনাথে দান দিল বিদিত সংসার ॥
জগমোহনের উচ্চস্থান গ্রহণের জোরে ।
গৌরমোহন প্রভৃতির লজ্জা সবার ভিতরে ॥
গৌরমোহন দান তবে রাজনারায়ণে দিয়া ।
প্রফুল্ল হইল মুখ সভাতে বসিয়া ॥
রামসুন্দরের কন্যা তবে গ্রহণ করিয়াছে ।
কায়স্থ কুলীন মধ্যে সভে জ্ঞাত আছে ॥
ব্রজকিশোরে দান দিয়া নীলমণি মান্য ।
হরিপ্রসাদে গ্রহণ করি না হৈল ধন্য ॥
শিবচন্দ্রের দান তবে লয় জয়কৃষ্ণ ।
রামনিধি মল্লিকে গ্রহণ করি বসিলেন স্পষ্ট ॥

গ্রহণ করিয়া তবে সঙ্গ না হইল।
পরে বিবেচনা ক'রে আক্ষেপ করিল ॥
রামকান্তে দানাদান কিবা শোভা করে।
শ্যামসুন্দর বসিলেন পিতৃপুণ্যের জোরে ॥
প্রেমনারায়ণ আসি পরে, শ্যামকে উজ্জ্বল করে
যেন দীপ্ত দিবাকরে করে।
রাজকিশোর ঘোষ পরে, জয়কৃষ্ণ স্মরণ করে,
বসিলেন সভার ভিতরে ॥
মুচীরামসুত দেবী ভাবিতে লাগিল।
পিতৃকুল মনে করে মৌনেতে রহিল ॥
নবাসন-নিবাসী রামলোচন মিত্র পরে।
দানেতে পাইয়া দুঃখ কুলে শোভা করে ॥
বৈরাগী বংশেতে জন্ম রাধাচরণ নাম।
দানেতে দেখহ তবে কমল প্রধান ॥
গ্রহণ করিয়া পরে পরাশর-বংশধরে।
বসুজ হইল মান্য সভার ভিতরে ॥
রামনারায়ণ-বসুজ সহজ-প্রধান।
পরেতে রামজয় ঘোষকুলে মান্যমান ॥
রামকানাক্রি তিলকচন্দ্র হরিপ্রসাদ আর।
কীর্ত্তিচন্দ্র কীর্ত্তি রাখে কি কহিব তার ॥
কাশীনাথ রামসুন্দর আরত নিমাই।
তৎসুত রাধাচরণ তার বাড়া নাই ॥
দেবনারায়ণ সেবকরাম শ্রীকৃষ্ণবল্লভ।
মাণিক গোকুল প্রতাপ জানে এরা সব ॥
রামমোহন-মিত্রের কথা কি কহিব আর।
দানাদানে ধনে মানে বিদিত সংসার ॥
যাহার দোজ করেন কর্ত্তা মহাশয়।
হেন জনে আনি তবে আনন্দ হৃদয় ॥
প্রাণকৃষ্ণ গুরুদাস নিত্যানন্দ আর।
রাধাপ্রসাদ রামকান্ত বৈষ্ণবের সার ॥
গুরুপ্রসাদ রামলোচন কৃষ্ণদাসসুত।
গৌরমোহনের দান হৈলা দেখিতে অদ্ভুত ॥

শীতলাপ্রসাদের কর্ম্ম কিবা চমৎকার।
অঙ্গ ভঙ্গ * * * করে হাহাকার ॥
রামকান্ত জগন্নাথ উমাকান্ত বসু।
দ্বিজেরে পালন করে যেন নিজ শিশু ॥
রামমোহন দান দিয়া দুঃখিত অন্তরে।
রাজচন্দ্র বসিলেন তবে সভার ভিতরে ॥
রাসবিহারী বসু বসিলেন সভার অন্তেতে।
বিধাতা ক'রেছেন ঘটন কে পারে খণ্ডিতে ॥
প্রেমনারায়ণ গৌরঘোষ নকুড়চন্দ্র আর।
ভুবনেশ্বর রামনিধির কথা নাইক যার ॥
রঘুনাথ রাধাকান্ত জগদীশ হায়।
অঙ্গহীন খঞ্জ যেমন বেড়িয়ে বেড়ায় ॥
রামজয় রাজীবমিত্র সহজ-তনয়।
গ্রহণেতে শোভা যেন শশীর উদয় ॥
তৃতীয়ের অগ্রগণ্য যুগলকিশোর ঘোষ।
অঙ্গদ্বয়ে শোভা পাইল কুলে পরিতোষ ॥
গঙ্গারাম কৃষ্ণকান্ত দেবনারায়ণসুত।
রামলোচন আর কৃষ্ণচন্দ্র হয় দোষযুত ॥
শুনিয়া ঘটকের মুখে কুলের ব্যাখ্যান।
সম্মান করিয়া দিল যাহার যেই স্থান ॥
কমলকুলের কথা কহি বিবরণ।
যতেক সভার লোক করহ শ্রবণ ॥
কাশীনাথ মাণিক গোকুলমিত্র আর।
প্রাণকান্ত গোকুল সমান শোভা তার ॥
ভৈরব নৃসিংহ আর রূপরামের সুত।
নৃসিংহঘোষ তিনি গুণে গুণান্বিত ॥
রঘুনাথ পঞ্চানন হরচন্দ্র যেই।
মদন গোলোক আর রাজনারায়ণ এই ॥
লক্ষ্মীনারায়ণ রামচন্দ্র কাশীনাথ ঘোষ।
রাজীব শ্রীহরি তিলক বংশে পরিতোষ ॥

শিবনারায়ণ নন্দকুমার বেচারাম আর।
গোরাচাঁদ জগমোহন দাতা ভক্তসার॥
জগমোহন বসু আর ঠাকুরদাস অধিকারী।
চূড়ামণি ঘোষ আইলেন সভা সজ্জা করি॥
কালীপ্রসাদ রাজকুমার প্রতাপ মহাশয়।
নীলমণিসুত কালী সর্ব্বত্রেতে জয়॥
পরেতে পড়িল নাম আপন কর্ম্ম গুণে।
দাতা ভক্ত ব'লে তবু সর্ব্বলোকে মানে॥
গুরুপ্রসাদ ঘোষজ আর পীতাম্বর।
নবকিশোরসুত কালীপ্রসাদ গুণাকর॥
রামকৃষ্ণ ঘোষ আর দুর্গাপ্রসাদসুত।
গুরুদাস ঘোষ জিনি সর্ব্বগুণান্বিত॥
রূপনারায়ণ রামানন্দ ভৈরব মহাশয়।
আনন্দ নন্দকুমার সরল সদয়॥
নয়ন মিত্রের সুত জগজ্জনে জানে।
গোলক তাহার নাম বিদিত গুণে জ্ঞানে॥
কালীশঙ্কর ভৈরব গোলকঘোষ আর।
মদন হরিনারায়ণ নাম কি কহিব তার॥
রামলোচন শম্ভুচন্দ্র লালবিহারী।
উমাশঙ্কর চণ্ডীচরণ নাম বলি তারি॥
শম্ভুচন্দ্র যুগল আর দেবনারায়ণ।
জগমোহন গৌরমোহন কৃষ্ণপরায়ণ॥
রামতনু ঘোষ আর মথুরামোহন।
রামকুমার তারিণী আর গঙ্গানারায়ণ॥
কৃষ্ণজীবন কৃষ্ণমোহন আরও ঈশান।
রামনারায়ণ মৃত্যুঞ্জয় নামের প্রধান॥
গৌরকিশোর রামনারায়ণ আর গোপীনাথ।
রাজনারায়ণ ভবানী রামগোবিন্দ সাত॥
পার্ব্বতী রামমোহন বসু মহাশয়।
যাহার প্রশংসা লোক সকলেতে কয়॥
মথুরামোহন গোপাল আর ক্ষুদিরাম।
মণিরামসুত কাশী উলুই যার নাম॥

কার্ত্তিকচরণ রাজচন্দ্র রামসুন্দর আর।
জগমোহন হরিমোহন কৃষ্ণসখা যার॥
কৃষ্ণমোহনপুত্র সেই হয় ত ঈশান।
আনন্দ শিবচন্দ্র রামেশ্বর গুণবান্॥
শীতলপ্রসাদ কালীনাথ গোরাচাঁদসুত।
রামনারায়ণ ঘোষে দোষ আছে কথঞ্চিত॥
দো'ছেইতে কন্যা ছভায়ার সঙ্গে।
রামনারায়ণে দোষ হইল দ্বিতীয় দান অঙ্গে॥
লক্ষ্মীনারায়ণ অধিকারী রামরামসুত।
প্রতাপনারায়ণ রসের গুণ হয় ত কিঞ্চিত॥
বিশ্বনাথ রাধামোহন সীতানাথে জানি।
নবকিশোর কৃষ্ণপ্রাণ নন্দকুমার জ্ঞানী॥
চন্দ্রশেখরমিত্রসুত ঈশানচন্দ্রমিত্র।
দাতা ভোক্তা ধর্ম্মযুক্তা সকলে পবিত্র॥
রামগোবিন্দ পীতাম্বর রামচন্দ্র ঘোষ।
রঘুনাথ নিমাই আর হরিদাস বোস॥
শিবচন্দ্রসুত সেই ঈশানচন্দ্র মিত্র।
তিতুসুত রামজয় পরম পবিত্র॥
মহেশচন্দ্র চন্দ্রকান্ত রাজকিশোর।
চন্দ্রকান্ত দাতা ভক্ত কর্ণের দোসর॥
ভোলানাথ মদনমোহন আর তিতুসুত।
রাজীবলোচন বসু হন সর্ব্বগুণান্বিত॥
মদনমোহন গুরুদাস রামতনু অধিকারী।
কালীসুত জগমোহন আইল ত্বরা করি॥
অমৃতলাল শ্রীনাথ আর তারিণীচরণ।
রাজীবলোচন কৃষ্ণমোহন আর রামধন॥
দেবনারায়ণ গোপীকান্ত বসিল ত্রিলোচন।
শ্রীচৈতন্য রামনিধি কৃষ্ণপরায়ণ॥
রামচাঁদ রামধন নবকিশোর পবিত্র।
হরানন্দ ঘোষ আর রামমোহন মিত্র॥
মনসারাম-পুত্র শম্ভুচন্দ্র গুণাকর।
বেচারাম শ্রীকান্ত দয়ার সাগর॥

রামলোচনসুত সেই রামকুমার। মধুসূদন বসুর গুণ কি কহিব আর॥
সর্ব্বদা আনন্দমতি দেবদ্বিজে রত। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে দান দেয় অবিরত॥
মধুসূদন নবীনচন্দ্র রামনারায়ণ। রামচাঁদ ভবানী লোচন রামনারায়ণ॥
মথুরামোহন শ্রীনারায়ণ আর ধনঞ্জয়। মুরারিশঙ্কর রাজকৃষ্ণ মহাশয়॥
গোরাচাঁদ রুক্মিণীকান্ত জয়কৃষ্ণ আর। রামতনু ঘোষে দোষ দোছেই ভঙ্গ তার॥
জয়নারায়ণ হলধর কমললোচন। রাজচন্দ্র হরিশ্চন্দ্র আর বৃন্দাবন॥
রামদুলাল মাণিক ঈশ্বর গুণাকর। নবীনচন্দ্র গঙ্গাপ্রসাদ ঘোষ হলধর॥
রামপ্রসাদ বৈদ্যনাথ তিতুসুত কালী। নবীনকিশোর কমলাকান্ত দুয়ে গুণশালী
স্বরূপচন্দ্র মিত্র আর মল্লিক যশোধর। রামচাঁদ ঘোষ বসিলেন সভার ভিতর॥
রামচাঁদ গোরাচাঁদ ঘোষে রামপ্রসাদ। বিপ্রদাস আদি কার মনেতে বিষাদ॥
মাধবচন্দ্র বসু পরে তিলকচন্দ্র আর। রামরামসুত মাণিক বিদিত সংসার॥
বৈদ্যনাথ রামসুন্দর গোকুলঘোষসুত। পরেতে রামনারায়ণ হৈল মনেতে কুণ্ঠিত॥
কুঞ্জবিহারী লুইধর আর পঞ্চানন। রামজয় মদনকালী কালীপরায়ণ॥
রামরতনমিত্র শ্রীহরি অধিকারী। তিতুর পুত্র কমললোচন নাম লিখি তারি॥
কৃষ্ণকান্ত রাধাকান্ত আর জগন্নাথ। রামনিধিসুত আসি বসে গোপীনাথ॥
রাধামে হন বসু তবে হয় বড় জ্ঞানী। দেবীপ্রসাদ ঘোষের গুণ সকলেতে জানি॥
দুলালপুত্র গৌরমোহন বসু মহাশয়। কৃষ্ণপ্রসাদ রুদ্রনারায়ণ কুলে নাই ভয়॥
ভরতচন্দ্র তারাচাঁদ প্রতাপনারায়ণ। নীলমণি বলাইসুত আর রাজমোহন॥
বৈকুণ্ঠনাথ তবে মাথায় হাত দিয়া। সভায় বসিল তবে মহালজ্জা পাইয়া॥ ইতি—

প্রকৃত মুখ্য—১ রাজনারায়ণ সর্ব্বাধিকারী, ২ ব্রজকিশোর ঘোষ, ৩ জয়কৃষ্ণ বসু।

সহজ মুখ্য—১ রাজচন্দ্র ঘোষ, ২ জগমোহন বসু, ৩ গৌরমোহন মিত্র, ৪ নীলমণি মিত্র, ৫ শিবচন্দ্র ঘোষ, ৬ রামকান্ত মল্লিক, ৭ শ্যামসুন্দর বসু, ৮ প্রেমনারায়ণ বসু, ৯ রাজকিশোর ঘোষ, ১০ দেবীপ্রসাদ ঘোষ, ১১ রামলোচন মিত্র, ১২ রাধাচরণ বসু, ১৩ রামনারায়ণ বসু, ১৪ রামজয় ঘোষ, ১৫ রামকানাই বসু, ১৬ তিলকচন্দ্র মিত্র, ১৭ হরিপ্রসাদ মল্লিক, ১৮ কীর্ত্তিচন্দ্র ঘোষ, ১৯ কাশীনাথ ঘোষ, ২০ রামসুন্দর বসু, ২১ নিমাইসুত রাধাচরণ বসু, ২২ দেবনারায়ণ মিত্র, ২৩ সেবকরাম বসু, ২৪ কৃষ্ণবল্লভ বসু, ২৫ মাণিকচন্দ্র মিত্র, ২৬ গোকুলচন্দ্র ঘোষ, ২৭ প্রতাপনারায়ণ ঘোষ, ২৮ রামমোহন মিত্র, ২৯ প্রাণকৃষ্ণ বসু, ৩০ গুরুদাস মিত্র, ৩১ নিত্যানন্দ বসু, ৩২ রাধাপ্রসাদ মিত্র, ৩৩ রামকান্ত মিত্র, ৩৪ গুরুপ্রসাদ মল্লিক, ৩৫ রামলোচন বসু, ৩৬ কৃষ্ণদাসসুত গৌরমোহন মিত্র, ৩৭ শীতলাপ্রসাদ বসু, ৩৮ রামকান্ত বসু, ৩৯ জগন্নাথ মল্লিক, ৪০ উমাকান্ত মল্লিক, ৪১ রামমোহন বসু, ৪২ রাজচন্দ্র মিত্র, ৪৩ রাসবিহারী বসু, ৪৪ প্রেমচাঁদ বসু, ৪৫ গৌর ঘোষ, ৪৬ নকুড়চন্দ্র ঘোষ, ৪৭ ভুবনেশ্বর ঘোষ, ৪৮ রামনিধি

মল্লিক, ৪৯ রঘুনাথ ঘোষ, ৫০ রাধাকান্ত বসু, ৫১ জগদীশ বসু, ৫২ রামজয় মিত্র, ৫৩ রাজীবলোচন মিত্র, ৫৪ যুগলকিশোর ঘোষ, ৫৫ গঙ্গারাম ঘোষ, ৫৬ কৃষ্ণকান্ত বসু, ৫৭ দেবনারায়ণসুত রামলোচন মিত্র, ৫৮ কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ।

কোমল মুখ্য—১ কাশীনাথ মিত্র, ২ মাণিকচন্দ্র মিত্র, ৩ গোকুলচন্দ্র মিত্র, ৪ প্রাণকান্ত মিত্র হুঁহে সমতুল, ৫ ভৈরবচন্দ্র ঘোষ, ৬ নৃসিংহপ্রসাদ ঘোষ, ৭ রূপরামসুত নৃসিংহ ঘোষ, ৮ রঘুনাথ ঘোষ, ৯ পঞ্চানন ঘোষ, ১০ হরচন্দ্র মিত্র, ১১ মদনমোহন বসু অধিকারী, ১২ গোলক মিত্র, ১৩ রাজনারায়ণ মিত্র, ১৪ লক্ষ্মীনারায়ণ বসু, ১৫ রামচন্দ্র বসু, ১৬ কাশীনাথ ঘোষ, ১৭ রাজীবলোচন মিত্র, ১৮ শ্রীহরি বসু, ১৯ তিলকচন্দ্র মিত্র, ২০ শিবনারায়ণ বসু, ২১ নন্দকুমার বসু, ২২ বেচারাম ঘোষ, ২৩ গোরাচাঁদ ঘোষ, ২৪ জগমোহন বসু, ২৫ ঠাকুরদাস অধিকারী, ২৬ চূড়ামণি ঘোষ, ২৭ কালীপ্রসাদ মিত্র, ২৮ রামকুমার বসু, ২৯ প্রতাপনারায়ণ বসু, ৩০ নীলমণিসুত কালীপ্রসাদ মিত্র, ৩১ গুরুপ্রসাদ ঘোষ, ৩২ পীতাম্বর বসু, ৩৩ নবকিশোর সুত কালীপ্রসাদ ঘোষ, ৩৪ রামকৃষ্ণ ঘোষ, ৩৫ দুর্গাপ্রসাদসুত গুরুদাস ঘোষ, ৩৬ রূপনারায়ণ বসু, ৩৭ রামানন্দসুত ভৈরবচন্দ্র ঘোষ, ৩৮ আনন্দ ঘোষ, ৩৯ নন্দকুমার মল্লিক, ৪০ নয়নসুত গোলক মিত্র, ৪১ কালীশঙ্কর বসু, ৪২ ভৈরবচন্দ্র মিত্র, ৪৩ গোলক ঘোষ, ৪৪ মদনমোহন মিত্র, ৪৫ হরিনারায়ণ ঘোষ, ৪৬ রামলোচন মিত্র, ৪৭ শম্ভুচন্দ্র মিত্র, ৪৮ লালবিহারী ঘোষ, ৪৯ উমাশঙ্কর মিত্র, ৫০ চণ্ডীচরণ বসু, ৫১ শম্ভুচন্দ্র ঘোষ, ৫২ যুগলকিশোর বসু, ৫৩ দেবনারায়ণ মিত্র, ৫৪ জগমোহন মিত্র, ৫৫ গৌরমোহন ঘোষ, ৫৬ রামতনু ঘোষ, ৫৭ মথুরামোহন অধিকারী, ৫৮ রামকুমার মিত্র, ৫৯ তারিণীচরণ বসু, ৬০ গঙ্গানারায়ণ মিত্র, ৬১ কৃষ্ণজীবন ঘোষ, ৬২ কৃষ্ণমোহন মল্লিক, ৬৩ ঈশান, ৬৪ রামনারায়ণ, ৬৫ মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ, ৬৬ গৌরকিশোর বসু, ৬৭ রামনারায়ণ ঘোষ, ৬৮ গোপীনাথ ঘোষ, ৬৯ রাজনারায়ণ বসু, ৭০ ভবানীচরণ মিত্র, ৭১ রামগোবিন্দ, ৭২ পার্ব্বতী মিত্র, ৭৩ রামমোহন অধিকারী, ৭৪ রামমোহন বসু, ৭৫ মথুরামোহন ঘোষ, ৭৬ গোপাল মল্লিক, ৭৭ খুদীরাম বসু, ৭৮ মণিরামসুত কাশীরাম ঘোষ, ৭৯ কার্ত্তিকচরণ ঘোষ ৮০ রাজচন্দ্র ঘোষ, ৮১ রামসুন্দর ঘোষ, ৮২ জগমোহন ঘোষ, ৮৩ হরিমোহন বসু, ৮৪ কৃষ্ণসখা ঘোষ, ৮৫ কৃষ্ণমোহনসুত ঈশানচন্দ্র মিত্র, ৮৬ আনন্দচন্দ্র বসু, ৮৭ শিবচন্দ্র মিত্র, ৮৮ রামেশ্বর মল্লিক, ৮৯ শীতলাপ্রসাদ ঘোষ, ৯০ কাশীনাথ মিত্র, ৯১ গোরাচাঁদসুত রামনারায়ণ ঘোষ, ৯২ লক্ষ্মীনারায়ণ অধিকারী, ৯৩ রামরামসুত প্রতাপনারায়ণ বসু, ৯৪ বিশ্বনাথ মিত্র, ৯৫ রাধামোহন মিত্র, ৯৬ সীতারাম ঘোষ, ৯৭ নবকিশোর মিত্র, ৯৮ কৃষ্ণপ্রাণ ঘোষ, ৯৯ নন্দকুমার ঘোষ, ১০০ চন্দ্রশেখর-সুত ঈশানচন্দ্র মিত্র, ১০১ রাধাগোবিন্দ মল্লিক, ১০২ পীতাম্বর ঘোষ, ১০৩ রামচন্দ্র ঘোষ, ১০৪ রঘুনাথ বসু, ১০৫ নিমাইচন্দ্র মল্লিক, ১০৬ হরিদাস বসু, ১০৭ শিবচন্দ্রসুত ঈশান-চন্দ্র মিত্র, ১০৮ তিতুসুত রামজয় মিত্র, ১০৯ মহেশচন্দ্র ঘোষ, ১১০ চন্দ্রকান্ত মিত্র, ১১১ রাজকিশোর ঘোষ, ১১২ ভোলানাথ ঘোষ, ১১৩ মদনমোহন মিত্র, ১১৪ তিতুসুত রাজীব-

লোচন বসু, ১১৫ মদনমোহন বসু, ১১৬ গুরুদাস বসু, ১১৭ রামরতন অধিকারী, ১১৮ কালীচরণসুত জগমোহন বসু, ১১৯ অমৃতলাল বসু, ১২০ শ্রীনাথ মিত্র, ১২১ তারিণী-চরণ মিত্র, ১২২ রাজীবলোচন বসু, ১২৩ কৃষ্ণমোহন মিত্র, ১২৪ রামধন মিত্র, ১২৫ দেবনারায়ণ বসু, ১২৬ গোপীকান্ত মল্লিক, ১২৭ ত্রিলোচন ঘোষ, ১২৮ চৈতন্যচরণ বসু, ১২৯ রামনিধি ঘোষ, ১৩০ রামচাঁদ মিত্র, ১৩১ রামধন ঘোষ, ১৩২ নবকিশোর বসু, ১৩৩ হারানন্দ ঘোষ, ১৩৪ রাম-মোহন মিত্র, ১৩৫ মনসারামসুত শম্ভুচন্দ্র মিত্র, ১৩৬ বেচারাম ঘোষ, ১৩৭ শ্রীকান্ত ঘোষ, ১৩৮ রামলোচনসুত রামকুমার বসু, ১৩৯ মধুসূদন বসু, ১৪০ মধুসূদন ঘোষ, ১৪১ নবীনচন্দ্র বসু, ১৪২ রামনারায়ণ মল্লিক, ১৪৩ রামচাঁদ বসু ১৪৪ ভবানীচরণ ঘোষ, ১৪৫ রামলোচন ঘোষ, ১৪৬ মথুরামোহন বসু, ১৪৭ শ্রীনারায়ণ বসু, ১৪৮ ধনঞ্জয় মিত্র, ১৪৯ মুরারিশঙ্কর মিত্র, ১৫০ রাজকৃষ্ণ মিত্র, ১৫১ গোরাচাঁদ বসু, ১৫২ রুক্মিণীকান্ত বসু, ১৫৩ জয়কৃষ্ণ মিত্র, ১৫৪ রামরতন ঘোষ, ১৫৫ জয়নারায়ণ বসু, ১৫৬ হলধর মিত্র, ১৫৭ কমললোচন ঘোষ, ১৫৮ রাজচন্দ্র মিত্র, ১৫৯ হরিশ্চন্দ্র বসু, ১৬০ বৃন্দাবন বসু, ১৬১ রামদুলাল মল্লিক, ১৬২ মাণিকচন্দ্র বসু, ১৬৩ ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ, ১৬৪ নবীনচন্দ্র মিত্র, ১৬৫ গঙ্গাপ্রসাদ ঘোষ, ১৬৬ হলধর ঘোষ, ১৬৭ রামপ্রসাদ মল্লিক, ১৬৮ বৈদ্যনাথ ঘোষ, ১৬৯ তিতুসুত কালীপ্রসাদ ঘোষ, ১৭০ নবকিশোরসুত কমলাকান্ত ঘোষ, ১৭১ স্বরূপচন্দ্র মিত্র, ১৭২ জলধর মল্লিক, ১৭৩ রামচাঁদ ঘোষ, ১৭৪ রামচাঁদ বসু, ১৭৫ গোরাচাঁদ মিত্র, ১৭৬ রামপ্রসাদ ঘোষ, ১৭৭ বিপ্রদাস অধিকারী, ১৭৮ মাধবচন্দ্র বসু, ১৭৯ তিলকচন্দ্র ঘোষ, ১৮০ রামরামসুত মাণিক্যরাম বসু, ১৮১ বৈদ্যনাথ বসু, ১৮২ রামসুন্দর বসু, ১৮৩ গোকুলসুত রামনারায়ণ ঘোষ, ১৮৪ কুঞ্জবিহারী ঘোষ, ১৮৫ গুইধর বসু, ১৮৬ পঞ্চানন বসু, ১৮৭ রামজয় মিত্র, ১৮৮ বদনচন্দ্র ঘোষ, ১৮৯ কালীপ্রসাদ ঘোষ, ১৯০ রামরতন মিত্র, ১৯১ শ্রীহরি অধিকারী, ১৯২ তিতুসুত কমললোচন ঘোষ, ১৯৩ কৃষ্ণকান্ত ঘোষ, ১৯৪ রাধাকান্ত ঘোষ, ১৯৫ জগন্নাথ বসু, ১৯৬ রামনিধিসুত গোপীনাথ ঘোষ, ১৯৭ রাধামোহন বসু, ১৯৮ দেবীপ্রসাদ ঘোষ, ১৯৯ কুশলসুত গৌরমোহন বসু, ২০০ কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ, ২০১ রুদ্রনারায়ণ ঘোষ, ২০২ ভরতচন্দ্র বসু, ২০৩ তারাচাঁদ ঘোষ, ২০৪ প্রতাপনারায়ণ মিত্র, ২০৫ নীলমণি মিত্র, ২০৬ বলাইবসু, ২০৭ রাজমোহন মিত্র, ২০৮ বৈকুণ্ঠনাথ বসু।

রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের একজাই।

রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের ১৭৭৬ শকের ৮ই মাঘের 'একযায়ি' পত্রিকায় এইরূপ লিখিত আছে—

"যৎকালীন শেষোক্ত (১২ মাঘ) চতুর্ব্বিংশ পর্য্যায়ের একযায়ি হইয়াছিল তৎকালীন নানা সমাজের দ্বাদশ জন কুলীনের কুলকর্ম্ম নিষ্পন্ন হয় নাই এবং স্বরা প্রযুক্ত পঞ্চ জন সহজ-মুখ্যের এবং ত্রিংশৎ কোমল মুখ্যের স্থান অগ্র পশ্চাৎ হইয়াছে। এবং চতুস্ত্রিংশৎ উৎখাতি

কুলের বিবেচনাভাব হইয়াছে। এই সকল কারণবশাৎ উক্ত একযাম্নি সংশোধনের অত্যাবশ্যকত্ব হেতুক শ্রীযুত দীনবন্ধু ঘটককুলভূষণ ও শ্রীল ঈশানচন্দ্র ঘটকরাজশিরোমণি ও শ্রীমদ্বাঞ্ছারাম ঘোষ ঘটকসুবুদ্ধি এবং কুলজ্ঞকেশরী শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন সিংহচৌধুরী দ্বারা কুলশাস্ত্রানুসারে সূক্ষ্ম বিবেচনা পুরঃসর চতুর্ব্বিংশ পর্য্যায়ের মুখ্যকুলীনবর্গের এবং তৎপর্য্যায়ের কনিষ্ঠ ও ষড়্ভ্রাতৃ কুলীনগণের অংশ বংশ বিচারপূর্ব্বক শ্রীযুত মহারাজ রাধাকান্ত বাহাদুর এতৎ কুলত্রয়ের একযাম্নি করিলেন। তদ্‌যথা

অথ ২৪ চতুর্বিংশ পর্য্যায়ের ত্রিবিধ মুখ্য কনিষ্ঠ ছভায়া অর্থাৎ ষড়্ভ্রাতৃসংজ্ঞক কুলীন মহাশয়গণের একযাম্নি পত্রিকা ১৭৭৬ শকাব্দীয় সৌর বৈশাখ মাসীয় অষ্টম দিবসে গুরুবাসরে কলিকাতা নগরে শ্রীযুত মহারাজ রাধাকান্ত বাহাদুরের প্রাসাদে তস্য পৌত্রস্য শুভবিবাহের মহাসভাতে শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র ঘটকরাজশিরোমণি কর্ত্তৃক এতৎ পত্রিকা পঠিতা হইল।

প্রকৃতমুখ্য—১। মাহীনগর সমাজীয় রাজনারায়ণ বসু সর্ব্বাধিকারী, ২ বালি-সমাজীয় ব্রজকিশোর ঘোষ, ৩ বাগাণ্ডা সমাজীয় জয়কৃষ্ণ বসু। এতে ত্রয়ঃ প্রকৃতমুখ্যাঃ।

সহজমুখ্য—১ রাজচন্দ্র ঘোষ, ২ গৌরমোহন মিত্র, ৩ জগন্মোহন বসু, ৪ নীলমণি মিত্র, ৫ শিবচন্দ্র ঘোষ, ৬ শ্যামরাম বসু, ৭ রামকান্ত মল্লিক, ৮ প্রেমনারায়ণ বসু, ৯ বৃন্দাবন-সুত রাধাচরণ বসু, ১০ রামলোচন মিত্র, ১১ তিলকচন্দ্র মিত্র, ১২ দেবীপ্রসাদ ঘোষ, ১৩ রামকানাই বসু, ১৪ রামচরণ বসু (অ), ১৫ কীর্ত্তিচন্দ্র ঘোষ, ১৬ কাশীনাথ ঘোষ, (অ), ১৭ রামজয় ঘোষ, ১৮ রামমোহন মিত্র, ১৯ প্রতাপনারায়ণ ঘোষ, ২০ নিমাইসুত রাধাচরণ বসু (অ), ২১ মাণিক্যচন্দ্র মিত্র, ২২ গুরুপ্রসাদ মল্লিক, ২৩ নিত্যানন্দ বসু (অ), ২৪ শীতলাপ্রসাদ বসু, ২৫ রাধাপ্রসাদ মিত্র, ২৬ গোকুলচন্দ্র ঘোষ, ২৭ গুরুপ্রসাদ মিত্র (অ), ২৮ প্রাণকৃষ্ণ বসু, ২৯ রাজকিশোর ঘোষ, ৩০ হরিপ্রসাদ মল্লিক, ৩১ সেবকরাম বসু, ৩২ রামলোচন বসু, ৩৩ রামকান্ত মিত্র, ৩৪ উমাকান্ত মল্লিক, ৩৫ জগন্নাথ মল্লিক, ৩৬ রামসুন্দর বসু, ৩৭ কৃষ্ণবল্লভ বসু, ৩৮ রাজচন্দ্র মিত্র, ৩৯ রঘুনাথ ঘোষ (অ), ৪০ জগদীশ বসু, ৪১ রামজয় মিত্র, ৪২ রাজীবলোচন মিত্র, ৪৩ রাসবিহারী বসু (অ), ৪৪ দেবরাম মিত্র, ৪৫ রামকান্ত বসু, ৪৬ যুগলকিশোর ঘোষ, ৪৭ রামনিধি মল্লিক, ৪৮ গৌরচন্দ্র ঘোষ, ৪৯ প্রেমচাঁদ বসু, ৫০ নকুড় মল্লিক ৫১ ভবানীপ্রসাদ ঘোষ, ৫২ রামমোহন বসু, ৫৩ রাধাকান্ত বসু, ৫৪ কৃষ্ণকান্ত বসু, ৫৫ গঙ্গাপ্রসাদ ঘোষ, ৫৬ গৌরলোচন মিত্র, ৫৭ দেবনারায়ণসুত রামলোচন মিত্র, ৫৮ কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ। এতে অষ্টপঞ্চাশৎ সহজ-মুখ্যাঃ।

কোমল মুখ্য—১ কাশীনাথ মিত্র (অ), ২ মাণিক্যচন্দ্র মিত্র, ৩ প্রাণকান্ত মিত্র, ৪ গোকুল-চন্দ্র মিত্র, ৫ রঘুনাথ ঘোষ (অ), ৬ নৃসিংহচন্দ্র ঘোষ, ৭ ভৈরবচন্দ্র ঘোষ, ৮ মদনমোহন বসু-সর্ব্বাধিকারী (অ), ৯ ঔড্রদেশীয় নৃসিংহপ্রসাদ ঘোষ, ১০ হরচন্দ্র মিত্র (অ), ১১ পঞ্চানন ঘোষ, ১২ রাজনারায়ণ মিত্র, ১৩ লক্ষ্মীনারায়ণ বসু, ১৪ কাশীনাথ ঘোষ, ১৫ রাজীবলোচন

মিত্র. ১৬ তিলকচন্দ্র মিত্র, ১৭ কালীপ্রসাদ মিত্র, ১৮ শ্রীহরি বসু, ১৯ রামচন্দ্র বসু, ২০ শিবনারায়ণ বসু, ২১ গুরুপ্রসাদসুত গোলোকচন্দ্র মিত্র (অ), ২২ নয়নসুত গোলোকচন্দ্র মিত্র, ২৩ নন্দকুমার বসু, ২৪ তেকুসুত রামকুমার বসু, ২৫ ঠাকুরদাস বসু সর্ব্বাধিকারী, ২৬ শিবচরণসুত বেচারাম ঘোষ. ২৭ জগন্মোহন বসু, ২৮ গোরাচাঁদ ঘোষ, ২৯ রামকৃষ্ণ ঘোষ, ৩০ বাঞ্ছারামসুত গুরুপ্রসাদ ঘোষ, ৩১ দুর্গাপ্রসাদসুত গুরুপ্রসাদ ঘোষ, ৩২ চূড়ামণি ঘোষ, ৩৩ পীতাম্বর বসু, ৩৪ রামানন্দসুত ভৈরবচন্দ্র ঘোষ, ৩৫ রূপনারায়ণ বসু (অ), ৩৬ আনন্দচন্দ্র ঘোষ, ৩৭ কালীশঙ্কর বসু (অ), ৩৮ নন্দকুমার মল্লিক, ৩৯ গোলোকচন্দ্র ঘোষ (অ), ৪০ লালবিহারী ঘোষ, ৪১ রামলোচন মিত্র, ৪২ শম্ভুচন্দ্র মিত্র, ৪৩ হরিনারায়ণ ঘোষ, ৪৪ ভৈরবচন্দ্র মিত্র, ৪৫ উমাশঙ্কর মিত্র, ৪৬ শম্ভুচন্দ্র ঘোষ, ৪৭ কৃষ্ণমোহনসুত ঈশানচন্দ্র মিত্র, ৪৮ যুগলকিশোর বসু, ৪৯ আনন্দচন্দ্র বসু, ৫০ রামগোবিন্দ মিত্র, ৫১ মথুরামোহন ঘোষ, ৫২ প্রতাপনারায়ণ বসু, ৫৩ নিমাইচরণসুত কালীপ্রসাদ মিত্র (অ), ৫৪ নবকিশোরসুত কালীপ্রসাদ ঘোষ, ৫৫ চণ্ডীচরণ বসু, ৫৬ দেবনারায়ণ মিত্র, ৫৭ জগন্মোহন মিত্র, ৫৮ মদনমোহন মিত্র, ৫৯ শীতলপ্রসাদ ঘোষ (অ), ৬০ শিবপ্রসাদ মিত্র (অ), ৬১ রামেশ্বর মল্লিক (অ), ৬২ গৌরমোহন ঘোষ, ৬৩ মথুরামোহন বসু সর্ব্বাধিকারী, ৬৪ রামকুমার মিত্র, ৬৬ তারিণীচরণ বসু, ৬৬ দর্পনারায়ণসুত মদনমোহন মিত্র, ৬৭ রামতনু ঘোষ (অ), ৬৮ কৃষ্ণজীবন ঘোষ, ৬৯ কৃষ্ণমোহন মল্লিক, ৭০ রাধামোহন মিত্র, ৭১ গোপীনাথ ঘোষ, ৭২ মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ, ৭৩ গৌরকিশোর বসু (অ) ৭৪ রাজনারায়ণ বসু (অ), ৭৫ পার্ব্বতীচরণ মিত্র, ৭৬ রামমোহন বসু, ৭৭ ভবানীচরণ মিত্র ৭৮ বিশ্বনাথ মিত্র (অ), ৭৯ কৃষ্ণপ্রাণসুত রামনারায়ণ ঘোষ, ৮০ হরিমোহন বসু, ৮১ রামসুন্দর বসু, ৮২ জগন্মোহন ঘোষ. ৮৩ কৃষ্ণসখা ঘোষ, ৮৪ হরেকৃষ্ণসুত রাজচন্দ্র ঘোষ. ৮৫ ক্ষুদিরাম বসু (অ). ৮৬ রামগোপাল মল্লিক (অ), ৮৭ গোরাচাঁদসুত রামনারায়ণ ঘোষ. ৮৮ লক্ষ্মীনারায়ণ বসু সর্ব্বাধিকারী, ৮৯ নবকিশোর মিত্র, ৯০ রামরামসুত প্রতাপনারায়ণ বসু (অ), ৯১ শিবচন্দ্রসুত ঈশানচন্দ্র মিত্র, ৯২ গদাধরসুত কৃষ্ণপ্রাণ ঘোষ, ৯৩ চন্দ্রশেখরসুত ঈশানচন্দ্র মিত্র, ৯৪ নন্দকুমার ঘোষ, ৯৫ হরিদাস বসু, ৯৬ কালিদাস মিত্র, ৯৭ কার্ত্তিকচরণ বসু, ৯৮ রামমোহন বসু সর্ব্বাধিকারী, ৯৯ কাশীনাথ ঘোষ, ১০০ পীতাম্বর ঘোষ, ১০১ সীতানাথ ঘোষ (অ), ১০২ রামচন্দ্র ঘোষ (অ), ১০৩ রঘুনাথ বসু (অ), ১০৪ চৈতন্যচরণ বসু, ১০৫ গোপীকান্ত মল্লিক, ১০৬ ত্রিলোচন ঘোষ, ১০৭ হরানন্দ ঘোষ. ১০৮ চাঁদগাঁ-পলাশীর বেচারাম ঘোষ (অ), ১০৯ নবকিশোর বসু, ১১০ রামচাঁদ মিত্র, ১১১ রামনিধি ঘোষ, ১১২ রামনারায়ণ মল্লিক, ১১৩ নন্দদুলালসুত রামচাঁদ বসু, ১১৪ রামধন ঘোষ, ১১৫ নয়নচন্দ্রসুত শম্ভুচন্দ্র মিত্র, ১১৬ শিবচন্দ্রসুত রামনারায়ণ মিত্র (অ), ১১৭ ঈশানচন্দ্র ঘোষ, ১১৮ রাজকিশোর ঘোষ, ১১৯ মহেশচন্দ্র ঘোষ, ১২০ তিতুসুত রাজীবলোচন বসু, ১২১ কোন্নগরের তিতুসুত রামজয় মিত্র, ১২২ শ্রীনাথ মিত্র, ১২৩ চন্দ্রকান্ত মিত্র, ১২৪ তারিণীচরণ মিত্র (অ), ১২৫ রামরত্ন বসুসর্ব্বাধিকারী. ১২৬ কালীচরণ-

সুত জগন্মোহন বসু, ১২৬ মদনমোহন বসু, ১২৮ অমৃতলাল বসু, ১২৯ কৃষ্ণচন্দ্র মিত্র (অ), ১৩০ ভোলানাথ ঘোষ, ১৩১ গুরুদাস বসু, ১৩২ জগন্নাথসুত রাজীবলোচন বসু, ১৩৩ নিমাইচরণ মল্লিক (অ), ১৩৪ দেবনারায়ণ বসু, ১৩৫ শ্রীকান্ত ঘোষ, ১৩৬ রামলোচন ঘোষ (অ), ১৩৭ রামলোচন মিত্র, ১৩৮ গোরাচাঁদ বসু, ১৩৯ রামধন মিত্র, ১৪০ গঙ্গানারায়ণ মিত্র, ১৪১ নবীনচন্দ্র বসু (অ), ১৪২ রুক্মিণীকান্ত বসু, ১৪৩ জয়কৃষ্ণ মিত্র, ১৪৪ বিপ্রদাস বসু সর্ব্বাধিকারী, ১৪৫ রামপ্রসাদ ঘোষ, ১৪৬ রামদুলাল মল্লিক, ১৪৭ বাগুটিয়া তিতুসুত কালীপ্রসাদ ঘোষ, ১৪৮ বৈদ্যনাথ ঘোষ, ১৪৯ হলধর ঘোষ, ১৫০ রামপ্রসাদ মল্লিক, ১৫১ রামচাঁদ ঘোষ, ১৫২ শোভারামসুত কমলাকান্ত ঘোষ, ১৫৩ হলধর মিত্র (অ), ১৫৪ জয়-নারায়ণ বসু (অ), ১৫৫ রাজচন্দ্র মিত্র, ১৫৬ বৃন্দাবন বসু, ১৫৭ কমললোচন ঘোষ, ১৫৮ ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ (অ), ১৫৯ গোরাচাঁদ মিত্র, ১৬০ মাধবচন্দ্র বসু, ১৬১ ভৈরবচন্দ্রসুত রাম নারায়ণ মিত্র, ১৬১ নবীনচন্দ্র মিত্র, ১৬৩ নিমাইচরণসুত রামচাঁদ বসু, ১৬৪ মধুসূদন ঘোষ, ১৬৫ স্বরূপচন্দ্র মিত্র, ১৬৬ প্রকৃত বৃন্দাবনসুত মাণিকচন্দ্র বসু, ১৬৭ হরিশ্চন্দ্র বসু, ১৬৮ মধুসূদন বসু, ১৬৯ ধনঞ্জয় মিত্র, ১৭০ রামলোচনসুত রামকুমার বসু, ১৭১ রাজকৃষ্ণ মিত্র, ১৭২ শ্রীনারায়ণ বসু (অ), ১৭৩ মুরারিশঙ্কর মিত্র, ১৭৪ মথুরামোহন বসু (অ) ১৭৫ গঙ্গা-প্রসাদ ঘোষ (অ), ১৭৬ তিলকচন্দ্র ঘোষ, ১৭৭ বৈদ্যনাথ বসু, ১৭৮ গোকুলানন্দসুত রামনারায়ণ ঘোষ, ১৭৯ রামসুন্দর বসু, ১৮০ তিতুসুত কমললোচন ঘোষ, ১৮১ লুইধর বসু, ১৮২ কুঞ্জবিহারী ঘোষ, ১৮৩ পঞ্চানন বসু, ১৮৪ রামগোবিন্দ মল্লিক, ১৮৫ কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ, ১৮৬ রামরত্ন ঘোষ, ১৮৭ গৌরমোহন বসু, ১৮৮ বলরাম বসু, ১৮৯ রামরত্ন মিত্র, ১৯০ রাধাকান্ত ঘোষ, ১৯১ রাজমোহন মিত্র, ১৯২ জগন্নাথ বসু, ১৯৩ কৃষ্ণকান্ত ঘোষ, ১৯৪ ভবানীচরণ ঘোষ, ১৯৫ বৈকুণ্ঠনাথ বসু, ১৯৬ যশোধর মল্লিক (অ), ১৯৭ গোপীনাথ ঘোষ (অ), ১৯৮ রাধামোহন বসু, ১৯৯ আঁটুমল্লিক (অ), ২০০ শ্রীহরি বসু সর্ব্বাধিকারী, ২০১ বদনচন্দ্র ঘোষ, ২০২ প্রতাপনারায়ণ মিত্র, ২০৩ রামজয় মিত্র, ২০৩ কালিদাস ঘোষ, ২০৫ রামরামসুত মাণিক্যরাম বসু, ২০৬ দেবীপ্রসাদ ঘোষ, ২০৭ রুদ্রনারায়ণ ঘোষ, ২০৮ ভরতচন্দ্র ঘোষ, ২১০ নীলমণি মিত্র (অ), ২১১ গোপালচন্দ্র ঘোষ, ২১২ জীবনকৃষ্ণ মিত্র—এতে দ্বাদশাধিকদ্বিশত-কোমলাখ্যাঃ। এইক্ষণে প্রকৃত মুখ্য ৩, সহজ মুখ্য ৫৮, কোমল মুখ্য ২১২ একুনে ২৭৩ জন মুখ্য কুলীন পরিগণিত হইলেন। ইঁহাদের মধ্যে ৫০ জন মুখ্য কুলীন বংশাভাব হইয়াছেন তাঁহাদের নামের পরে অকার সঙ্কেত লিখিত আছে।"

"২৪ পর্য্যায়ের কনিষ্ঠ কুলীনগণের একঘাটি-পত্রিকা—

১ তত্রাদৌ বেচারাম বসু, ২ বিপ্রদাস ঘোষ, ৩ রামানন্দ ঘোষ, ৪ শিবচন্দ্র ঘোষ, ৫ সূর্য্য-নারায়ণ বসু, ৬ রামলোচন বসু, ৭ চৈতন্যচরণসুত রামপ্রসাদ বসু, ৮ গৌরমোহন বসু,

৯ গোপীনাথ ঘোষ (অ), ১০ রাজচন্দ্র বসু, ১১ কমললোচন মল্লিক, ১২ রামনারায়ণ বসু (অ), ১৩ রাসবিহারী ঘোষ, ১৪ রাজচন্দ্র ঘোষ (অ), ১৫ পদ্মলোচন ঘোষ, ১৬ কেনারামসুত রামপ্রসাদ বসু, ১৭ জয়নারায়ণ ঘোষ, ১৮ রামকিশোরসুত রাজচন্দ্র বসু, ১৯ রামনিধিসুত কাশীনাথ বসু, ২০ দিগম্বর মিত্র, ২১ মদনমোহন ঘোষ, ২২ দুর্গাপ্রসাদ বসু, ২৩ রাজনারায়ণ বসু, ২৪ গঙ্গাধর ঘোষ (অ), ১৫ হরিসুত শিবচন্দ্র বসু, ১৬ নন্দকিশোর ঘোষ, ২৭ কালীচরণ সুত শিবচন্দ্র বসু, ১৮ বিশ্বচন্দ্র মিত্র, ১৯ কালীমোহন ঘোষ, ৩০ গঙ্গানারায়ণ বসু, ৩১ গঙ্গানারায়ণ মল্লিক, ৩২ কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ, ৩৩ দেবনারায়ণ মিত্র, ৩৪ মথুরামোহন ঘোষ, ৩৫ শিবনারায়ণ মল্লিক, ৩৬ রামশঙ্কর মল্লিক, ৩৭ বিশ্বনাথসুত শিবচন্দ্র ঘোষ, ৩৮ রামচাঁদ বসু, ৩৯ রামচাঁদ মিত্র (অ), ৪০ নরনারায়ণ মিত্র, ৪১ রামজয় মিত্র, ৪২ গঙ্গাধর ঘোষ, ৪৩ রামচাঁদ ঘোষ, ৪৪ দেবীচরণ ঘোষ, ৪৫ কেশবচন্দ্র বসু, ৪৬ রামচন্দ্র ঘোষ, ৪৭ রামকৃষ্ণ মিত্র, ৪৮ মথুর বিনাম কৃষ্ণমোহন ঘোষ, ৪৯ গোপীমোহন ঘোষ, ৫০ গোকুলচন্দ্র বসু (অ), ৫১ মুক্তারাম বসু, ৫২ দুর্গাপ্রসাদ মল্লিক, ৫৩ নন্দকুমার ঘোষ, ৫৪ রামজীবন মল্লিক, ৫৫ নয়নচন্দ্র ঘোষ, ৫৬ রামদাস ঘোষ, ৫৭ হরিমোহন বসু, ৫৮ কমলাকান্ত বসু, ৫৯ রসিকমোহন ঘোষ, ৬০ গঙ্গাবিষ্ণু ঘোষ, ৬১ তিতু বিনাম প্রাণনাথ বসু, ৬২ তারাচাঁদ বসু (অ), ৬৩ ধর্ম্মদাস মল্লিক, ৬৪ কৃষ্ণমোহন মিত্র, ৬৫ জগন্মোহন মিত্র, ৬৬ রামমোহন ঘোষ, ৬৭ রামনারায়ণ মিত্র, ৬৮ নন্দলাল মিত্র, ৬৯ দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ (অ), ৭০ মদনমোহন বসু, ৭১ কালিদাস ঘোষ, ৭২ রাজকিশোর বসু, ৭৩ ভীমচন্দ্র মিত্র, ৭৪ নরনারায়ণ বসু, ৭৫ মোহনচন্দ্র মিত্র, ৭৬ মাধবচন্দ্র মিত্র, ৭৭ হরমোহন মিত্র (অ), ৭৮ কৃষ্ণমোহনসুত কাশীনাথ ঘোষ, ৭৯ ভৈরবচন্দ্র বসু, ৮০ হরিপ্রসাদ মিত্র (অ), ৮১ রাধাকান্ত ঘোষ (অ), ৮২ রাধা মোহন ঘোষ, ৮৩ মাণিক্যচন্দ্র বসু, ৮৪ রামসুন্দর ঘোষ (অ), ৮৫ নবকৃষ্ণ বসু, ৮৬ নীলমাধব ঘোষ, ৮৭ জগমোহন ঘোষ, ৮৮ রামরাম বসু, ৮৯ গৌরকিশোর মিত্র (অ), ৯০ জনমেজয় ঘোষ (অ), ৯১ রাধাচরণ মিত্র (অ), ৯২ জগন্নাথ ঘোষ, ৯৩ নিতাই বিনাম গৌর মল্লিক, ৯৪, কৃষ্ণমোহন মল্লিক, ৯৫ রামনারায়ণ ঘোষ, ৯৬ শ্রীনাথ বসু (অ), ৯৭ রামকুমার মল্লিক, ৯৮ পীতাম্বর ঘোষ, ৯৯ সেবকরাম ঘোষ, ১০০ শ্যামমোহন বসু সর্ব্বাধিকারী, ১০১ মহেশচন্দ্র মিত্র, ১০২ রামলোচন বসু, ১০৩ পীতাম্বর মিত্র, ১০৪ তিলকচন্দ্র মিত্র (অ), ১০৫ লক্ষ্মীনাথ ঘোষ, ১০৬ ভবানীচরণ মিত্র (অ), ১০৭ রামমোহন বসু, ১০৮ প্রাণকৃষ্ণ বসু, ১০৯ বৃন্দাবন মিত্র, ১১০ হরচন্দ্র বসু, ১১১ জয়নারায়ণ বসু, ১১২ তারাচাঁদ মিত্র, ১১৩ রামশঙ্করসুত কাশীনাথ বসু (অ), ১১৪ বিশ্বম্ভর মিত্র, ১১৫ সদানন্দসুত কাশীনাথ বসু, ১১৬ দুলালসুত গোকুলচন্দ্র বসু, ১১৭ ভোলানাথ ঘোষ, ১১৮ প্রেমনারায়ণ বসু, ১১৯ বৈদ্যনাথ ঘোষ, ১২০ গোকুলচন্দ্র ঘোষ, ১২১ নকুড়চন্দ্র ঘোষ, ১২২ গোলকচন্দ্র বসু, ১২৩ গঙ্গাহরি বসু সর্ব্বাধিকারী, ১২৪ গোলকচন্দ্র ঘোষ, ১২৫ বিনোদসুত শিবচন্দ্র ঘোষ, ১২৬ প্রেমনারায়ণ ঘোষ (অ), ১২৭ জয়চন্দ্র ঘোষ, (অ) ১২৮ শত্রুঘ্ন বসু, ১২৯ মাধবচন্দ্র

ঘোষ, ১৩০ বৃন্দাবনবিহারী ঘোষ, ১৩১ রামকিশোরসুত রামসুন্দর ঘোষ (অ), এতে একত্রিংশ-দধিক-শতকনিষ্ঠাঃ। ইহাদিগের মধ্যে ২৩জন বংশাভাব হইয়াছেন, তাঁহাদের নামের পরে অকার সঙ্কেত লিখিত আছে।"

"২৪ পর্য্যায়ের ষড়্‌ভ্রাতৃ নামক কুলীন মহাশয়গণের একষাম্নি-পত্রিকা—

তত্রাদৌ শিঙ্গাগ্রামনিবাসি ১ রামরাম বসু, ২ সাঁতরাগাছী গ্রামীয় ভোলানাথ ঘোষ, ৩ আরাণ্ডী গ্রামস্থ জগন্নাথ ঘোষ, ৪ কৃষ্ণনগরস্থায়ি রামকান্ত ঘোষ, ৫ বিরাটীগ্রামনিবাসী রামজীবন মিত্র, ৬ হরিপালনিবাসী গৌরমোহন ঘোষ, ৭ কাশীবাসী ত্রিপুরামোহন মিত্র, ৮ হরিপালস্থ গোপীমোহন বসু, ৯ গর্গালিগ্রামনিবাসী রামচাঁদ বসু, ১০ শেখপুর গ্রামবাসী মদনমোহন ঘোষ (অ), ১১ খলিষাখালি গ্রামনিবাসী রামরত্ন বসু, ১২ লক্ষ্মীপুরবাসী হরিশ্চন্দ্র মিত্র। এতে দ্বাদশ ষড়্‌ভ্রাতৃ অর্থাৎ ছভায়া সংজ্ঞক কুলীনাঃ—এষাং মধ্যে একস্য বংশাভাবঃ।

"অনিস্পন্নকুল-কুলীনাঃ যথা— ১ মকুপুরীয় ঠাকুরদাস মিত্রপুত্র গৌরপ্রসাদ মিত্র। ২ দশঘরীয় রামজয়বসুসুত। ৩ মালঞ্চীয় ভোলানাথবসুতনয় রামকুমার বসু। ৪ গুড়পীয় গঙ্গাগোবিন্দ বসু সর্ব্বাধিকারিনন্দন ফকিরচন্দ্র বসু। ৫ কাঁটাগড়ীয় রামহরি বসুসুত। ৬ দশঘরীয় খেলারাম বিনাম রামসুন্দর ঘোষপুত্র ব্রজকিশোর ঘোষ, এই ছয় জন কনিষ্ঠের পুত্র। ইহাদিগের মধ্যে জনৈক দুইজন কনিষ্ঠ অথবা ছভায়া হইতে পারেন। এবং কোন্নগর-নিবাসি গোপীমোহন মিত্র, বামনপাড়ানিবাসি জয়গোবিন্দ মিত্র, পাঁড়রানিবাসি কৃষ্ণধন মিত্র, কুমারিয়ানিবাসী কুবেরচন্দ্র ঘোষ—এই চতুর্জন মুখ্যের তৃতীয় পুত্র অপককুল, ভবিষ্যতে ক্রিয়ানুরূপ পদ প্রাপ্ত হইবেন। এতদর্তিরিক্ত ২৪ পর্য্যায়ের মধ্যাংশ, তুর্য্যক অর্থাৎ তেওজ, কনিষ্ঠ-দ্বিতীয়-পুত্র, ষড়্‌ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়-পুত্র, মধ্যাংশ-দ্বিতীয়-পুত্র, তেওজ-দ্বিতীয়পুত্র এই ষড়্‌বিধ কুলীনের কুলক্রিয়া সম্পন্ন হয় নাই এ কারণ তাঁহাদিগের একযাম্নি হইল না। ইতি ১২৬১ বঙ্গাব্দীয় ৮ বৈশাখস্য।" (ইতি রাজা রাধাকান্ত দেববাহাদুরের একষাম্নি-পত্রিকা)

২৫শ পর্য্যায়ের সমীকরণ বা একজাই।

রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের শেষোক্ত একজাইকালে আর কেহ প্রতিবন্ধকতা করিতে অগ্রসর হন নাই। ছাতুবাবুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কীয় কোন কোন কুলীন যোগদান না করিলেও মোটামুটী রাজা রাধাকান্তদেব বাহাদুরের একজাই সুসম্পন্ন হইল। ইহাতে ছাতুবাবুর ও লাটুবাবুর সেই বিরাট আয়োজন ব্যর্থ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। একারণ ছাতুবাবুর পক্ষীয় কুলীনগণ কিরূপে এ পক্ষের সম্মান ও প্রতিপত্তি রক্ষা হয়, তৎপক্ষে অনেকেরই যত্ন ও আগ্রহ ছিল। ছাতুবাবুর প্রিয় পুত্র গিরিশচন্দ্রের কোন পুত্রসন্তান হয় নাই। পিতার জীবদ্দশায় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। ছাতুবাবু কোন পোষ্যপুত্র বা দত্তক গ্রহণ করেন নাই। লাটুবাবুর দুই স্ত্রী ছিলেন; বড় স্ত্রী মন্মথনাথকে ও ছোট স্ত্রী অনাথনাথকে দত্তক গ্রহণ করেন। মন্মথনাথের কোন সন্তানাদি হয় নাই।

অনাথনাথের প্রথমে কন্যা ও তৎপরে পুত্র জন্মে। তাঁহার কন্যার বিবাহ উপলক্ষে এ পক্ষের আত্মীয় কুলীনগণ ২৫শ পর্য্যায়ের একজাই করিয়া ছাতুবাবু ও লাটুবাবুর পূর্ব্বসম্মান বজায় করিবার জন্য উদ্যোগী হন। এই কন্যার বিবাহকালে অনাথনাথের বেশী বয়স হয় নাই, একজাই-পত্রিকায় তাহা কুলাচার্য্যগণ লিখিয়া গিয়াছেন। এ বয়সে অনাথনাথদেব বহু ব্যয়সাধ্য একজাই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে প্রথমে ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন। শেষে শোভাবাজাররাজ যাদবকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের জামাতা বরদাকান্ত মিত্র প্রভৃতি মুখ্য-কুলীনগণের পরামর্শে জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ উপলক্ষ করিয়া অনাথনাথ ১২৮৬ সাল ১৬ই মাঘ ২৫শ পর্য্যায়ের একজাই করিলেন। এই একজাইকালে সমস্ত মুখ্য ও কনিষ্ঠ কুলীন সমবেত হইয়াছিলেন। এই একজাই ব্যাপারে প্রায় লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। এই একজাই কালে কেহ প্রতিবন্ধক না হওয়ায় নির্বিরোধে অনাথনাথদেব সমগ্র দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থসমাজের গোষ্ঠীপতি হইয়াছিলেন। এই সভায় কুলাচার্য্য দীনবন্ধু ঘটককুলভূষণ, ঈশানচন্দ্র ঘটক-রাজশিরোমণি ও বিজয়কৃষ্ণ ঘটকচূড়ামণি কুলবিচার করিয়া কুলীনগণের মর্য্যাদা স্থির করেন। এই সভায় ৩ জন প্রকৃত মুখ্য, ৮০ জন সহজমুখ্য ও ২৪৯ জন কোমলমুখ্য এবং ৯৩জন কনিষ্ঠ কুলীনের একজাই হয়। প্রকৃত মুখ্য মধ্যে শ্রীনাথ বসু সর্ব্বাধিকারী, সহজ মুখ্য মধ্যে রামকিঙ্কর ঘোষ, কোমল মুখ্য মধ্যে রাধাকৃষ্ণ মিত্র এবং কনিষ্ঠ কুলীনের মধ্যে শ্রীবল্লভ বসুমল্লিক অগ্রগণ্য হইয়াছিলেন। ২৫শ পর্য্যায়ের একজাই-কারিকা হইতে সমবেত কুলীনগণের নাম উদ্ধৃত হইল—

২৫শ পর্য্যায় মুখ্যকুলের একজাই

প্রকৃতমুখ্য—মাহীনগর সমাজের শ্রীনাথ বসু সর্ব্বাধিকারী, বালী সমাজের চণ্ডীচরণ ঘোষ ও বাগাণ্ডা সমাজের কৃষ্ণগোবিন্দ বসু।

সহজমুখ্য—১ রামকিঙ্কর ঘোষ, ২ ফকিরচন্দ্র ঘোষ, ৩ রামকুমার বসু (অ), ৪ রামজীবন বসু, ৫ শিবচন্দ্রসুত তিলকচন্দ্র ঘোষ, ৬ মদনমোহন বসু, ৭ আনন্দচন্দ্র ঘোষ, ৮ চূড়ামণি মিত্র, ৯ গোকুলচন্দ্র বসু, ১০ মদনমোহন ঘোষ (উ), ১১ রাজনারায়ণ মিত্র, ১২ নবীনচন্দ্র মিত্র, ১৩ রামসেবক বসু মল্লিক, ১৪ জন্মেজয় বসু, ১৫ হরানন্দ বসু, ১৬ রামকুমার ঘোষ, ১৭ রামচন্দ্র মিত্র, ১৮ ভবানীচরণ ঘোষ, ১৯ বাঞ্ছারাম ঘোষ, ২০ বিপ্রদাস মিত্র, ২১ রাধামোহন মিত্র, ২২ তারাচাঁদ বসু, ২৩ নীলমণি মিত্র, ২৪ গুরুদাস মিত্র, ২৫ গৌরচন্দ্র বসু, ২৬ গঙ্গাধর মিত্র, ২৭ পার্ব্বতীচরণ মিত্র, ২৮ আনন্দচন্দ্র বসু, ২৯ রাজবল্লভ বসুমল্লিক (উ অ), ৩০ সেবকরামসুত জগন্মোহন বসু (অ), ৩১ রামনারায়ণ বসু, ৩২ রাধাচরণ বসু, ৩৩ হরমোহন বসু, ৩৪ হরচন্দ্র বসু, ৩৫ বিশ্বনাথ বসু মল্লিক, ৩৬ বৈদ্যনাথ বসু, ৩৭ মদনমোহন বসু, ৩৮ গোবিন্দচন্দ্র মিত্র, ৩৯ নবকৃষ্ণ ঘোষ, ৪০ চন্দ্রনারায়ণ ঘোষ (উ), ৪১ শ্রীনাথ বসু মল্লিক (উ), ৪২ মহেশচন্দ্র ঘোষ, ৪৩ গৌরসুন্দর বসু মল্লিক, ৪৪ কৃষ্ণকান্তসুত কাশীনাথ বসু, ৪৫ বংশীবদন বসু, ৪৬ কাশীনাথ বসু (অ), ৪৭ ঠাকুরদাস মিত্র (অ), ৪৮ তারিণীচরণ ঘোষ,

৪৯ ব্রজনাথ বসু, ৫০ দীপচন্দ্র ঘোষ, ৫১ গদাধর ঘোষ, ৫২ নরহরি ঘোষ, ৫৩ গোলকচন্দ্রসুত তিলকচন্দ্র ঘোষ, ৫৪ রাইমোহন ঘোষ, ৫৫ কাশীনাথ বসু মল্লিক, ৫৬ রুক্মিণীকান্ত বসু, ৫৭ মুরলীমোহন বসু, ৫৮ মদনমোহন ঘোষ, ৫৯ লোকনাথ ঘোষ, ৬০ পদ্মলোচন ঘোষ (অ), ৬১ শ্যামলাল বসু, ৬২ রাধানাথ বসু মল্লিক, ৬৩ জনার্দ্দন বসু, ৬৪ রামকান্তসুত রঘুনাথ বসু(অ), ৬৫ বিশ্বনাথ বসু, ৬৬ মথুরানাথ ঘোষ, ৬৭ কৃষ্ণকান্তসুত গোবিন্দচন্দ্র বসু, ৬৮ অনুপনারায়ণ ঘোষ, ৬৯ কুড়ারাম বসু মল্লিক (অ), ৭০ জয়দেব বসু, ৭১ রামধন মিত্র, ৭২ গোবিন্দচন্দ্র বসু, ৭৩ দুর্গাপ্রসাদ মিত্র, ৭৪ রঘুনাথ বসু, ৭৫ জয়হরি বসু, ৭৬ ধর্ম্মনারায়ণ ঘোষ (অ), ৭৭ বংশীবদন ঘোষ (উ), ৭৮ যদুনন্দন বসু, ৭৯ রামরাম বসু, ৮০ রাধামোহন মিত্র।

বেকামলে মুখ্য—১ রাধাকৃষ্ণ মিত্র, ২ শ্রীনাথ ঘোষ, ৩ শ্যামসুন্দর ঘোষ, ৪ জগবন্ধু মিত্র, ৫ কাশীনাথ ঘোষ, ৬ রঘুনাথ ঘোষ, ৭ রামধন ঘোষ, ৮ কৃষ্ণপ্রাণসুত রামধন ঘোষ, ৯ প্রতাপনারায়ণ ঘোষ, ১০ অমৃতলাল মিত্র, ১১ কৃষ্ণকান্ত মিত্র, ১২ নীলাম্বর অধিকারী, ১৩ গোপীনাথ মিত্র, ১৪ জগদীশ্বর ঘোষ, ১৫ রামকুমার মিত্র, ১৬ মাধবচন্দ্র ঘোষ, ১৭ জয়গোপাল ঘোষ, ১৮ পঞ্চাননসুত গুরুপ্রসাদ ঘোষ, ১৯ কেশবচন্দ্র ঘোষ, ২০ দাশরথি মল্লিক, ২১ রামচন্দ্র বসু, ২২ রুক্মিণীকান্তসুত শম্ভুচন্দ্র বসু, ২৩ রাজীবসুত গোপীনাথ মিত্র, ২৪ প্যারিমোহন বসু, ২৫ রামকিণু ঘোষ, ২৬ রামনারায়ণসুত গুরুপ্রসাদ ঘোষ, ২৭ রাজকিশোর ঘোষ, ২৮ মধুসূদন ঘোষ, ২৯ লোচনসুত রামধন মিত্র, ৩০ মহেশচন্দ্র ঘোষ, ৩১ লোকনাথ মিত্র, ৩২ অখিলচন্দ্র ঘোষ, ৩৩ নবকান্ত মিত্র, ৩৪ রাসবিহারী মিত্র, ৩৫ শম্ভুনাথ সর্ব্বাধিকারী, ৩৬ শ্রীভাগবত ঘোষ, ৩৭ রামসুন্দর মল্লিক, ৩৮ হারাধন মল্লিক, ৩৯ গোপালচন্দ্র বসু, ৪০ ঈশানচন্দ্র ঘোষ, ৪১ রামশঙ্কর ঘোষ, ৪২ রামদাস বসু, ৪৩ জনার্দ্দন ঘোষ, ৪৪ লালমোহন ঘোষ, ৪৫ ভুবনমোহন বসু, ৪৬ রামনারায়ণ বসু, ৪৭ কৃষ্ণকান্তসুত রামকানাই ঘোষ, ৪৮ লোকনাথ ঘোষ, ৪৯ বিশ্বম্ভর মল্লিক, ৫০ কালাচাঁদ বসু, ৫১ রামধন বসু, ৫২ তারণচন্দ্র মিত্র, ৫৩ হলধর ঘোষ, ৫৪ হরিহর মল্লিক, ৫৫ রামকানাই ঘোষ, ৫৬ গোপীমোহন মিত্র, ৫৭ কনকরাম ঘোষ, ৫৮ গদাধর মিত্র, ৫৯ রাজশঙ্কর মিত্র, ৬০ নবকৃষ্ণ ঘোষ, ৬১ কালিদাস মিত্র, ৬২ কালীপ্রসন্ন বসু, ৬৩ ঈশ্বরচন্দ্র মল্লিক, ৬৪ কৃষ্ণমোহন ঘোষ, ৬৫ কাশীনাথ মিত্র, ৬৬ লোকনাথ মিত্র, ৬৭ অভয়চরণ মিত্র, ৬৮ ভোলানাথ মিত্র, ৬৯ মহেন্দ্রনাথ বসু, ৭০ দিগম্বর মিত্র, ৭১ নবীনকৃষ্ণ বসু, ৭২ ভৈরবচন্দ্র ঘোষ, ৭৩ উমাচরণ ঘোষ, ৭৪ পীতাম্বর অধিকারী, ৭৫ দ্বারিকানাথ বসু, ৭৬ রামরত্ন বসু, ৭৭ রামনারায়ণসুত শ্রীনাথ ঘোষ, ৭৮ দীননাথ মিত্র, ৭৯ ভগবান্ মিত্র, ৮০ মদনমোহন ঘোষ, ৮১ সর্ব্বানন্দ বসু, ৮২ রাধানাথ মল্লিক, ৮৩ কেদারনাথ ঘোষ, ৮৪ বেণীমাধব ঘোষ, ৮৫ বরদাকান্ত মিত্র, ৮৬ বিপ্রদাস বসু, ৮৭ কৃষ্ণচরণ বসু, ৮৮ জগদ্দুর্ল্লভ বসু, ৮৯ নবগোপাল বসু, ৯০ হরিমোহন মিত্র, ৯১ যদুনাথ ঘোষ, ৯২ ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ, ৯৩ কালীপদ মিত্র, ৯৪ সীতানাথ ঘোষ, ৯৫ রাধামোহন মিত্র, ৯৬ তিলকচন্দ্র বসু, ৯৭ পীতাম্বর বসু, ৯৮ গোবিন্দচন্দ্র মিত্র, ৯৯ খোশালচন্দ্র ঘোষ, ১০০ রতন-

সুত যদুনাথ ঘোষ, ১০১ রূপশঙ্কর মিত্র, ১০২ চণ্ডীচরণ বসু, ১০৩ কালিদাস ঘোষ, ১০৪ কালীকৃষ্ণ ঘোষ, ১০৫ প্রতাপনারায়ণ বসু, ১০৬ বলরাম ঘোষ, ১০৭ লালগোবিন্দ অধিকারী, ১০৮ সখানাথ বসু, ১০৯ কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ, ১১০ রামরত্ন ঘোষ, ১১১ যজ্ঞেশ্বর মিত্র, ১১২ পার্ব্বতীচরণ বসু, ১১৩ জগচ্চন্দ্র ঘোষ, ১১৪ শিবপ্রসাদ মিত্র, ১১৫ ভোলানাথ মিত্র, ১১৬ বিশ্বম্ভর মিত্র, ১১৭ কেদারনাথ মিত্র, ১১৮ মদনমোহন মিত্র, ১১৯ গোকুলচন্দ্র বসু, ১২০ রাজমোহন মিত্র, ১২১ কমললোচন মিত্র, ১২২ রাধাপ্রসাদসুত বিশ্বম্ভর মিত্র, ১২৩ রামচাঁদ বসু, ১২৪ অনুপকুমার বসু, ১২৫ হরিনারায়ণ মিত্র, ১২৬ রাজচন্দ্র বসু, ১২৭ দ্বীপচন্দ্রসুত রামনারায়ণ ঘোষ, ১২৮ মদনমোহন মল্লিক, ১২৯ হরিকুমার বসু, ১৩০ বাণীকণ্ঠ ঘোষ, ১৩১ প্রাণকৃষ্ণ ঘোষ, ১৩২ তারণচন্দ্র বসু, ১৩৩ গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ, ১৩৪ সারদাপ্রসাদ ঘোষ, ১৩৫ জগমোহনসুত মহেশচন্দ্র বসু, ১৩৬ পার্ব্বতীচরণ বসু, ১৩৭ উমাচরণ মিত্র, ১৩৮ মধুসূদন মিত্র, ১৩৯ রামনারায়ণ ঘোষ, ১৪০ হরিশ্চন্দ্র ঘোষ, ১৪১ তারিণীচরণ মিত্র, ১৪২ ভগবতীচরণ ঘোষ, ১৪৩ নন্দনন্দন ঘোষ, ১৪৪ দেবিচরণ ঘোষ, ১৪৫ রামচন্দ্র ঘোষ, ১৪৬ গুরুদাস বসু, ১৪৭ হলধরসুত মহেশচন্দ্র ঘোষ, ১৪৮ রামনারায়ণ বসু, ১৪৯ রামতনু ঘোষ, ১৫০ মহেশচন্দ্র বসু সাং কাঁটাগড়ে, ১৫১ নবীনচন্দ্র অধিকারী, ১৫২ গদাধর ঘোষ, ১৫৩ নীলমণি বসু, ১৫৪ প্রিয়নাথ ঘোষ, ১৫৫ হরিনারায়ণ মিত্র, ১৫৬ মহেশচন্দ্র বসু সাং বিভাগদি, ১৫৭ গৌরীশঙ্কর ঘোষ, ১৫৮ ভরতচন্দ্র ঘোষ, ১৫৯ গদাধর বসু, ১৬০ শ্রীনাথ ঘোষ, ১৬১ নবীনচন্দ্র বসু, ১৬২ গুরুদাস মিত্র, ১৬৩ গণেশচন্দ্র বসু অধিকারী, ১৬৪ স্বরূপচন্দ্র মিত্র, ১৬৫ কৈলাশচন্দ্র বসু, ১৬৬ আনন্দচন্দ্র মিত্র, ১৬৭ কৈলাশচন্দ্র অধিকারী, ১৬৮ ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ, ১৬৯ বৈকুণ্ঠনাথ বসুসর্ব্বাধিকারী, ১৭০ যশোদানন্দন ঘোষ, ১৭১ কৃষ্ণদাস বসু, ১৭২ লোকনাথ বসু, ১৭৩ ভগবানচন্দ্র বসু, ১৭৪ বঙ্কবিহারী বসু অধিকারী, ১৭৫ শিবচন্দ্র বসু, ১৭৬ জগন্মোহন-সুত ভগবানচন্দ্র বসু, ১৭৭ বিপ্রদাস ঘোষ, ১৭৮ চন্দ্রনারায়ণ মিত্র, ১৭৯ স্বরূপচন্দ্র ঘোষ, ১৮০ বল্লভীচরণ মিত্র, ১৮১ চণ্ডীচরণ ঘোষ, ১৮২ উমাশঙ্করসুত রাধানাথ মিত্র, ১৮৩ অভয়াচরণ বসু, ১৮৪ চুনিলাল মিত্র, ১৮৫ কৈলাশচন্দ্র ঘোষ, ১৮৬ শিবচন্দ্র বসু, ১৮৭ ভৈরবচন্দ্র বসু অধিকারী, ১৮৮ ধর্ম্মচন্দ্র ঘোষ, ১৮৯ শ্যামলাল বঃ আদরচন্দ্র ঘোষ, ১৯০ মোহন-চন্দ্র বসু, ১৯১ লাড্‌লীমোহন মিত্র, ১৯২ হরচন্দ্র ঘোষ, ১৯৩ কাশীনাথ মল্লিক, ১৯৪ উদয়চাঁদ ঘোষ, ১৯৫ ভোলানাথ মল্লিক, ১৯৬ ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র, ১৯৭ গঙ্গাধর বসু, ১৯৮ রামরত্ন বসু, ১৯৯ শ্রীনাথ বসু, ২০০ উমানাথ বসু, ২০১ লক্ষ্মণচন্দ্র ঘোষ, ২০২ বলাইসুত নবীনচন্দ্র বসু, ২০৩ নরনারায়ণ বসু, ২০৪ হরচন্দ্র বসু, ২০৫ উমাচরণ বসু, ২০৬ প্রাণনারায়ণ বসু, ২০৭ রাম-চাঁদ ঘোষ, ২০৮ মধুসূদন বসু অধিকারী, ২০৯ মহেশচন্দ্র বসু সাং জঙ্গলবাদাল, ২১০ ভগবান্‌-চন্দ্র ঘোষ, ২১১ মহেশচন্দ্র ঘোষ, ২১২ রামচন্দ্র মল্লিক, ২১৩ গুরুপদ মিত্র, ২১৪ হরচন্দ্র বসু, ২১৫ সনাতন ঘোষ, ২১৬ বেচারাম মল্লিক, ২১৭ মহিমাচন্দ্র বসু, ২১৮ দেবশঙ্কর মিত্র, ২১৯ রামলাল মিত্র, ২২০ অক্ষয়কুমার বসু, ২২১ শিবনাথ মিত্র, ২২২ নবকুমার বসু, ২২৩ প্যারীমোহন ঘোষ,

২২৪ উপেন্দ্রনাথ ঘোষ, ২২৫ বিশ্বম্ভর বসু, ২২৬ কৃষ্ণপ্রসন্ন মিত্র, ২২৭ রামনারায়ণসুত মধুসূদন মিত্র, ২২৮ প্রাণনাথ ঘোষ, ২২৯ কালীকুমার বসু, ২৩০ হারাণচন্দ্র মিত্র, ২৩১ হরিশ্চন্দ্র মিত্র, ২৩২ গঙ্গাচরণ মিত্র, ২৩৩ রাজীবসুত গোপালচন্দ্র বসু, ২৩৪ বেণীমাধব বসু, ২৩৫ রামরত্ন ঘোষ, ২৩৬ কাশীনাথ বসু, ২৩৭ প্রাণহরি ঘোষ, ২৩৮ রামচাঁদসুত কেদারনাথ ঘোষ, ২৩৯ তারাচন্দ্র ঘোষ, ২৪০ শ্যামাচরণ মিত্র, ২৪১ মুক্তারাম বসু, ২৪২ রাধানাথ মিত্র, ২৪৩ কাশীনাথ মিত্র, ২৪৪ ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র, ২৪৫ গয়ারাম ঘোষ, ২৪৬ নবীনচন্দ্র ঘোষ, ২৪৭ গোপালচন্দ্রসুত শ্রীনাথ ঘোষ, ২৪৮ শ্রীনাথ মিত্র, ২৪৯ নবকুমার মিত্র।

২৫শ পর্য্যায় কনিষ্ঠের একজাই

১ শ্রীবল্লভ বসুমল্লিক, ২ রূপনারায়ণ বসু, ৩ রামচাঁদ মিত্র, ৪ উমাচরণ মিত্র, ৫ গৌরেশ্বর ঘোষ, ৬ রাইমোহন ঘোষ, ৭ পীতাম্বর ঘোষ, ৮ রাজীবলোচন ঘোষ, ৯ গৌরচন্দ্র ঘোষ, ১০ রামচন্দ্র ঘোষ, ১১ ষষ্ঠীচরণ ঘোষ, ১২ জানকীনাথ মিত্র, ১৩ লোকনাথ বসু, ১৪ রামকুমার বসু, ১৫ নেহালচন্দ্র বসু, ১৬ গঙ্গাগোবিন্দ বসু, ১৭ জয়গোবিন্দ বসু, ১৮ কালীপ্রসাদ ঘোষ, ১৯ জয়গোপাল ঘোষ, ২০ প্রথম রামরত্ন মল্লিক, ২১ বিশ্বনাথ বসু, ২২ বিশ্বম্ভর ঘোষ, ২৩ গঙ্গাগোবিন্দ ঘোষ, ২৪ ঈশানচন্দ্র ঘোষ, ২৫ গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ২৬ হরচন্দ্র ঘোষ, ২৭ ষষ্ঠীচরণ ঘোষ, ২৮ গৌরীকান্ত ঘোষ, ২৯ কাশীনাথ বসু, ৩০ রামকুমার বসু, ৩১ বিশ্বনাথ মিত্র, ৩২ প্রথম বিশ্বনাথ বসু, ৩৩ দ্বিতীয় বিশ্বনাথ বসু, ৩৪ নবকুমার মল্লিক, ৩৫ রাজনারায়ণ বসু, ৩৬ রাধানাথ মল্লিক, ৩৭ ঈশ্বরচন্দ্র মল্লিক, ৩৮ কেশবচন্দ্র মিত্র, ৩৯ মধুসূদন বসু, ৪০ রঘুনাথ মল্লিক, ৪১ মাধবরাম মল্লিক, ৪২ তিতু ঘোষ, ৪৩ রামনাথ মিত্র, ৪৪ নন্দলাল মিত্র, ৪৫ ত্রিলোচন মিত্র, ৪৬ পীতাম্বর বসু, ৪৭ গুরুদাস ঘোষ, ৪৮ গোপালনারায়ণ বসু, ৪৯ অম্বিকাচরণ বসু, ৫০ স্বরূপচন্দ্র ঘোষ, ৫১ নীলমাধব ঘোষ, ৫২ রাজনারায়ণ ঘোষ, ৫৩ স্বরূপচন্দ্র ঘোষ, ৫৪ তারাচাঁদ ঘোষ, ৫৫ গোপীনাথ ঘোষ, ৫৬ নীলকমল বসু, ৫৭ রাধামোহন বসু, ৫৮ ব্রজনাথ বসু, ৫৯ ভগবান্‌চন্দ্র বসু, ৬০ দিগম্বর ঘোষ, ৬১ শত্রুঘ্ন বসু, ৬২ হারানন্দ ঘোষ, ৬৩ ধনঞ্জয় ঘোষ, ৬৪ পীতাম্বর মিত্র, ৬৫ গোপীমোহন বসু, ৬৬ লোকনাথ ঘোষ, ৬৭ রামধন বসু, ৬৮ গিরিধর বসু, ৬৯ বংশীবদন বসু, ৭০ কণ্ঠমণি বসু, ৭১ ২৪ পঃ ধর্ম্মদাস বসু মল্লিকসুত সাং মাটকামড়া, ৭২ রাজকৃষ্ণ মিত্র, ৭৩ গঙ্গারাম ঘোষ, ৭৪ চন্দ্রনাথ মল্লিক, ৭৫ হরচন্দ্র ঘোষ, ৭৬ গঙ্গাগোবিন্দ ঘোষ, ৭৭ রামরত্ন মল্লিক, ৭৮ কালাচাঁদ ঘোষ, ৭৯ মধুসূদন ঘোষ, ৮০ কৃষ্ণধন ঘোষ, ৮১ পদ্মলোচন ঘোষ, ৮২ মাধবনারায়ণ বসু, ৮৩ বেণীমাধব মিত্র, ৮৪ লালমোহন মিত্র, ৮৫ ঈশানচন্দ্র মিত্র, ৮৬ হরিপ্রসন্ন মিত্র, ৮৭ নবচৈতন্য মিত্র, ৮৮ রাইমোহন ঘোষ, ৮৯ রামজীবন মিত্র, ৯০ গোবিন্দচন্দ্র বসু, ৯১ কাশীনাথ ঘোষ, ৯২ শিবনারায়ণ মিত্র, ৯৩ কৃষ্ণদাস ঘোষ।

স্বর্গীয় অনাথনাথ দেবের ২৫শে পর্য্যায়ের একজাই দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজের শেষ একজাই বা সমীকরণ। ইহার পর আর একজাই হয় নাই। এই ২৫শে পর্য্যায়ের কুলীন-দিগের মধ্যে যাঁহাদের বংশাভাব হইয়াছে, একজাই পত্রিকায় তাঁহাদের নামের শেষে (অ) এবং যে সকল কুলীনের উৎখাতি বা উখড় দোষ ঘটিয়াছে, তাঁহাদের নামের শেষে (উ) দেওয়া আছে।

—:*:—

অষ্টম অধ্যায়

সমী কুলীনগণের বংশ ও অংশ বা কুলকার্য্য

১৩শ পর্য্যায় হইতে ২৫শ পর্য্যায় পর্য্যন্ত দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজে যে ১৩ বার সমীকরণ বা একজাই হইয়াছিল, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কুলজ্ঞগণ সংস্কৃত ও বঙ্গভাষায় তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহাই সমীকরণ কারিকা বা ঢাকুর (ঢাকুরী) নামে কুলগ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। সেই সংক্ষিপ্ত কারিকাগুলি যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, পূর্ব্ব অধ্যায়ে অবিকল প্রকাশ করিয়াছি। বলিতে কি সমীকরণ বা একজাই সভায় সম্মানিত কুলীনগণই দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজে শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। বিবাহাদি সকল সামাজিক কার্য্যে গোষ্ঠীপতি বা তাঁহার বংশীয় উত্তরাধিকারী যেরূপ সর্ব্বাগ্রে মাল্যচন্দন পাইতেন, কুলীন বা তাঁহাদের বংশধরগণও সেইরূপ কুলমর্যাদা স্বরূপ কুলের ভাব অনুসারে নগদ টাকা পাইতেন। একজাইকালে কুলীনগণের ১ম ২য় ইত্যাদি ক্রমানুসারে আসন নির্দ্দিষ্ট হইত। তদনুসারে তাঁহারা কুলমর্য্যাদা পাইতেন। কুলকার্য্যের তারতম্য অনুসারে কুলবিচার হইত। তাহাতে কুলজ্ঞগণের মধ্যেও অনেক বাক্‌বিতণ্ডা চলিত। এ কারণ কুলজ্ঞগণের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয়। বিভিন্ন কুলজ্ঞরচিত একজাই-কারিকায় কুলীনগণের নামের তালিকা ঠিক একরূপ লিপিবদ্ধ হয় নাই। তাই কুলকার্য্য প্রসঙ্গে সংস্কৃত সমীকরণ-কারিকার সহিত বাঙ্গালা ঢাকুর বা একজাই কারিকার সকল অংশে মিল নাই।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি গৌড়াধিপ বল্লালসেনের সময় হইতে উপযুক্ত কুলজ্ঞদ্বারা প্রত্যেক কুলীনের বংশ ও অংশ লিখিবার প্রথা প্রচলিত হয়। প্রত্যেক কুলীনের দান গ্রহণ বা আদান প্রদানের নামই অংশ। এই অংশের উপর কুলীনের উচ্চ নীচ ভাব নির্ণীত হইয়া থাকে। এইরূপে কত শ্রেষ্ঠ কুলীন দানগ্রহণরূপ কুলকার্য্যের দ্বারা হীনভাবাপন্ন এবং কত নিম্নমর্য্যাদ কুলীন কুলকার্য্যের দ্বারা সম্মানিত হইয়াছেন।

রাজা বল্লালসেনের পুত্র রাজা লক্ষ্মণসেনের সময়ে মুসলমান অধিকার বিস্তারের সহিত দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলীন সমাজেও বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল। রাজসম্মানিত কুলীনগণ অনেকে সেনবংশের ন্যায় গৌড় রাঢ় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এ সময়ে অনেক কুলজ্ঞও তাঁহাদের অনুবর্ত্তী হইয়া থাকিবেন। যে সকল প্রধান কুলপতি বা কুলজ্ঞ এদেশে বাস করিতেন, রাজা দনুজমর্দ্দনের আহ্বানে তাঁহাদের অনেকেই পূর্ব্ববঙ্গে গিয়া বাস করিয়াছিলেন। দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলজ্ঞগণের মুখে শুনিয়াছি ১ম হইতে ১০ম পর্য্যায় পর্য্যন্ত বিভিন্ন কুলীনগণের আদান প্রদান রীতিমত লিপিবদ্ধ হয় নাই। প্রধান প্রধান কুলজ্ঞগণেরও অভাব হইয়াছিল। মহামতি পুরন্দর খানের যত্নে ও উৎসাহে উপযুক্ত কুলাচার্য্যগণের হস্তে অংশ-বংশ লিপিবদ্ধ করিবার ভার অর্পিত হয়। প্রথমে সংস্কৃত ভাষায় অংশ ও বংশ পরিচয় লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। তৎপরে কবি কুলজ্ঞগণের হস্তে বাঙ্গালা ভাষায় লিপিবদ্ধ হইতে থাকে। সেই সকল প্রাচীন কুলগ্রন্থ অধিকাংশ নষ্ট হইয়াছে, যাহা সংগ্রহীত হইয়াছে তাহাই ৭ম ও ৮ম অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ হইল। সমীকরণ বা একজাই সভায় যে সকল কুলীন সম্মানিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে 'সমীকুলীন' বলিয়া গ্রহণ করিলাম।

প্রথমে সমীকুলীনগণের বংশলতা এবং সেই সঙ্গে তাঁহাদের অংশ সম্বন্ধে যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, পর পর প্রকাশিত হইল।

উদ্ধৃত সংস্কৃত ও বাঙ্গলা কারিকা হইতে রচয়িতা কুলাচার্য্যগণের পাণ্ডিত্য, লিপিচাতুর্য্য, কবিত্ব ও প্রভাব সম্বন্ধে যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। বংশলতা প্রসঙ্গে প্রত্যেক কুলীনের নামের পূর্ব্বে কুলের ভাবপরিচায়ক যে সাঙ্কেতিক সংক্ষেপলিপি দেওয়া আছে, সাধারণের বুঝিবার সুবিধার জন্য যথাক্রমে তাহার পূর্ণনাম নিম্নে প্রকাশ করিতেছি—

প=পর্য্যায়
০=বংশহীন
মু=মুখ্য কুলীন
প্র·মু=প্রকৃত মুখ্য
স·মু=সহজ মুখ্য
বা·স·মু=বাড়ি সহজ মুখ্য
কো·মু=কোমল মুখ্য
(কারিকায় 'কোমল' স্থলে বহুস্থানে 'কমল' শব্দ পাওয়া যায়)
বা·কোমু=বাড়ি কোমল মুখ্য

ক=কনিষ্ঠ
বা·ক=বাড়ি কনিষ্ঠ
ছ=ছভায়া
বা·ছ=বাড়ি ছভায়া
ম=মধ্যাংশ
তে=তেওজ
বা·তে=বাড়ি তেওজ
ক২=কনিষ্ঠ দ্বিতীয় পো
ছ২=ছভায়া দ্বিতীয় পো
ম২=মধ্যাংশ দ্বিতীয় পো
তে২=তেওজ দ্বিতীয় পো

মাহীনগর-সমাজ—প্রকৃতরাজ বিশ্বনাথ বসুবংশ।
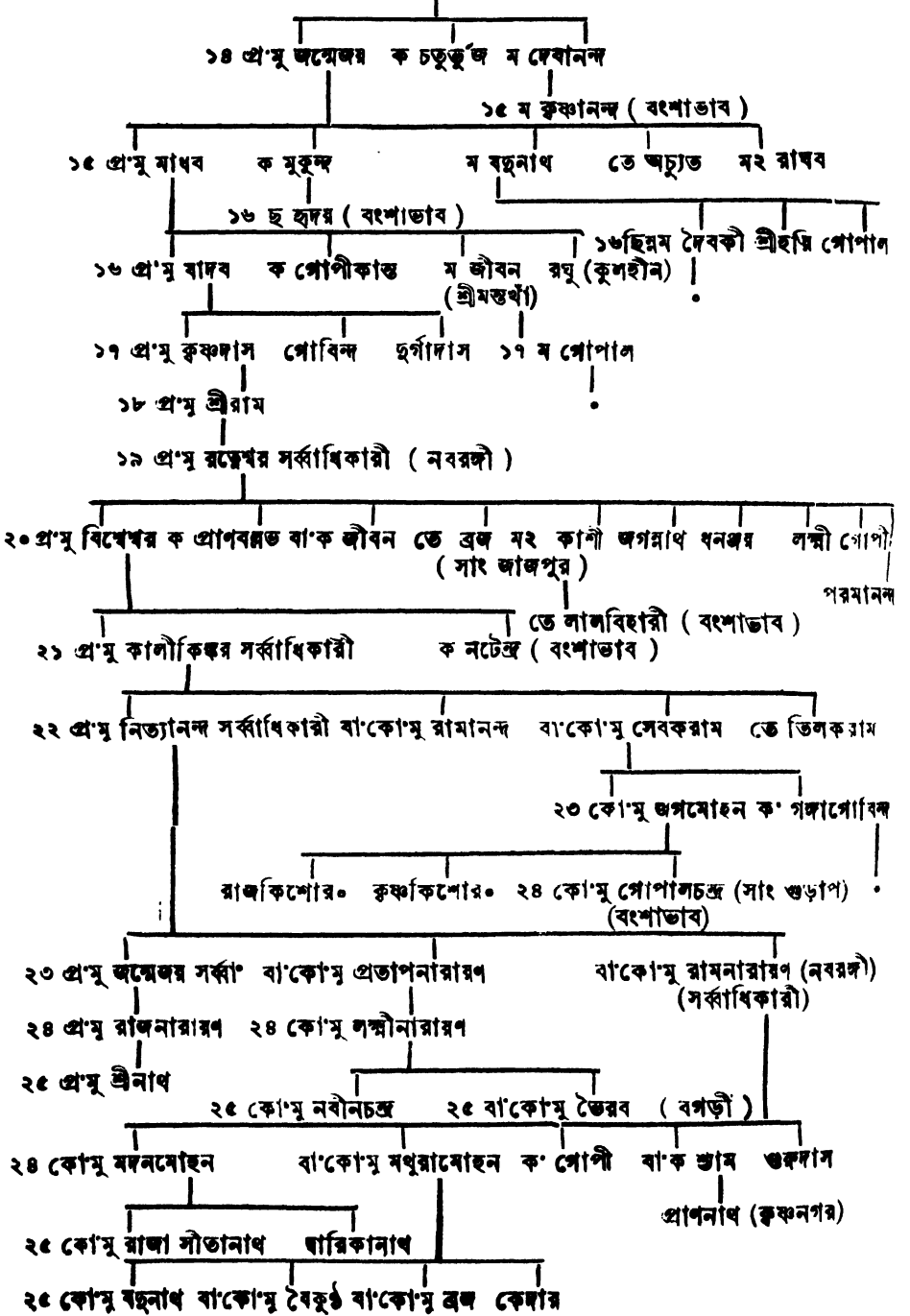
মাহীনগর সমাজ—প্র·মু বিশ্বনাথ বসুবংশ

২২ বা·কো·মু রামানন্দ সর্ব্বাধিকারী

২৩ কো·মু রামনিধি, বা·কো·মু রামগোবিন্দ, বা·কো·মু রামকান্ত, বা·ক হরগোবিন্দ, বা·ক রামপ্রসাদ, রামকানাই, রামহরি, জগন্নাথ, বলরাম, বংশীধর, রামতনু

- রামগোবিন্দ → ২৪ কো·মু রামমোহন → ২৫ কো·মু কার্ত্তিক, ২৫ কো·মু গণেশচন্দ্র (সাং কৃষ্ণনগর, হাং সাং খণ্ডঘোষ)
- হরগোবিন্দ → ২৪ ম কেশব (উৎকল), নারায়ণ
- রামপ্রসাদ → ২৪ ছ রামলোচন, শম্ভুচন্দ্র
  - রামলোচন → ২৫ ঈশ্বর (কৃষ্ণনগর)
- রামকান্ত → ২৪ কো·মু শ্রীহরি, ক গঙ্গাহরি, নরহরি, গৌরহরি
  - শ্রীহরি → ২৫ রাধাগোবিন্দ, কো·মু লালগোবিন্দ (সাং ভালুকা), রাসগোবিন্দ
- রামনিধি → ২৪ কো·মু ঠাকুরদাস, বা·কো·মু গুরুদাস, গোকুল, গোলক, বা·কো·মু বিপ্রদাস
  - গুরুদাস → ২৫ কো·মু নীলাম্বর (সাং মেমারী)
  - বিপ্রদাস → ২৫ কো·মু কৈলাশচন্দ্র
  - ঠাকুরদাস → ২৫ কো·মু পীতাম্বর, বা·কো·মু বঙ্কবিহারী, বা·কো·মু মধুসূদন
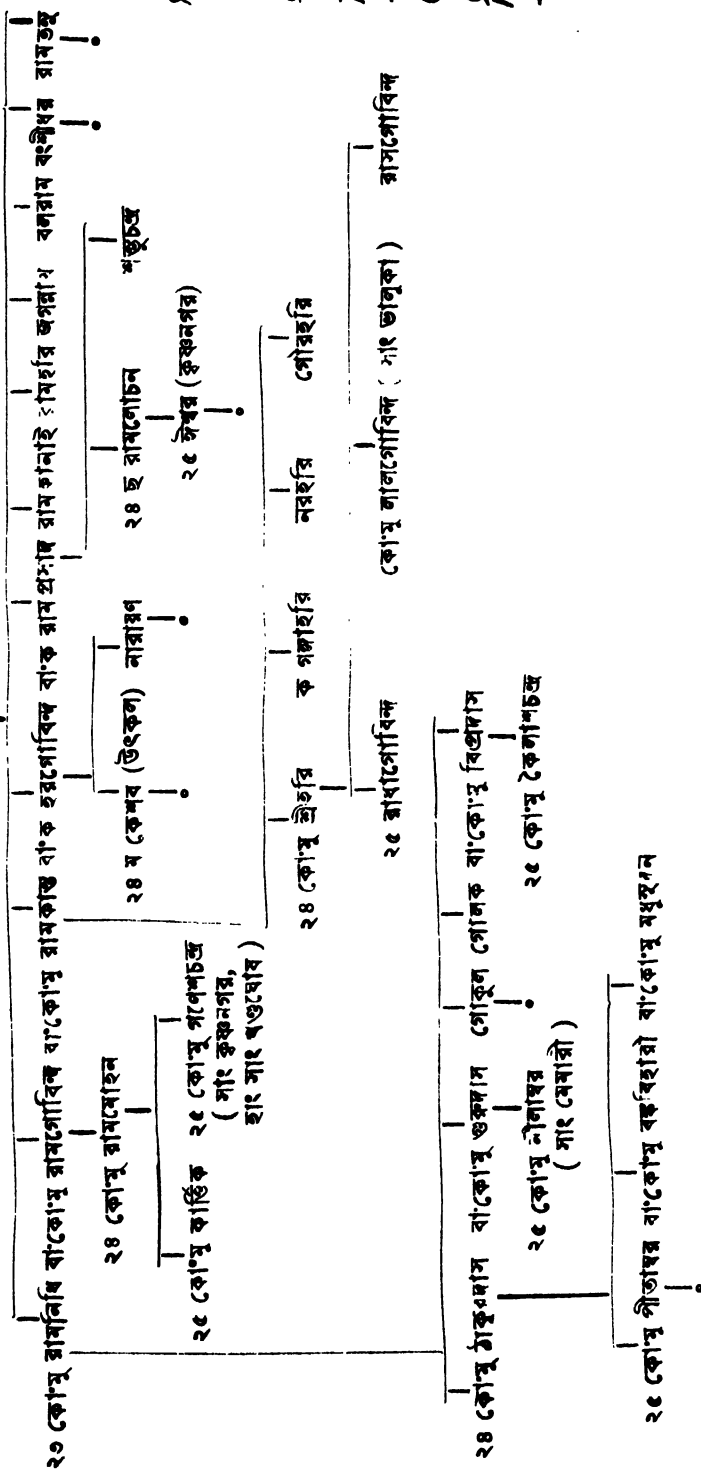
মাহীনগর-সমাজ—প্র°মু বিশ্বনাথ বসুবংশ

প্রকৃতরাজ বিশ্বনাথ বসু ও তদ্বংশের অংশ বা কুলনির্ণয়।
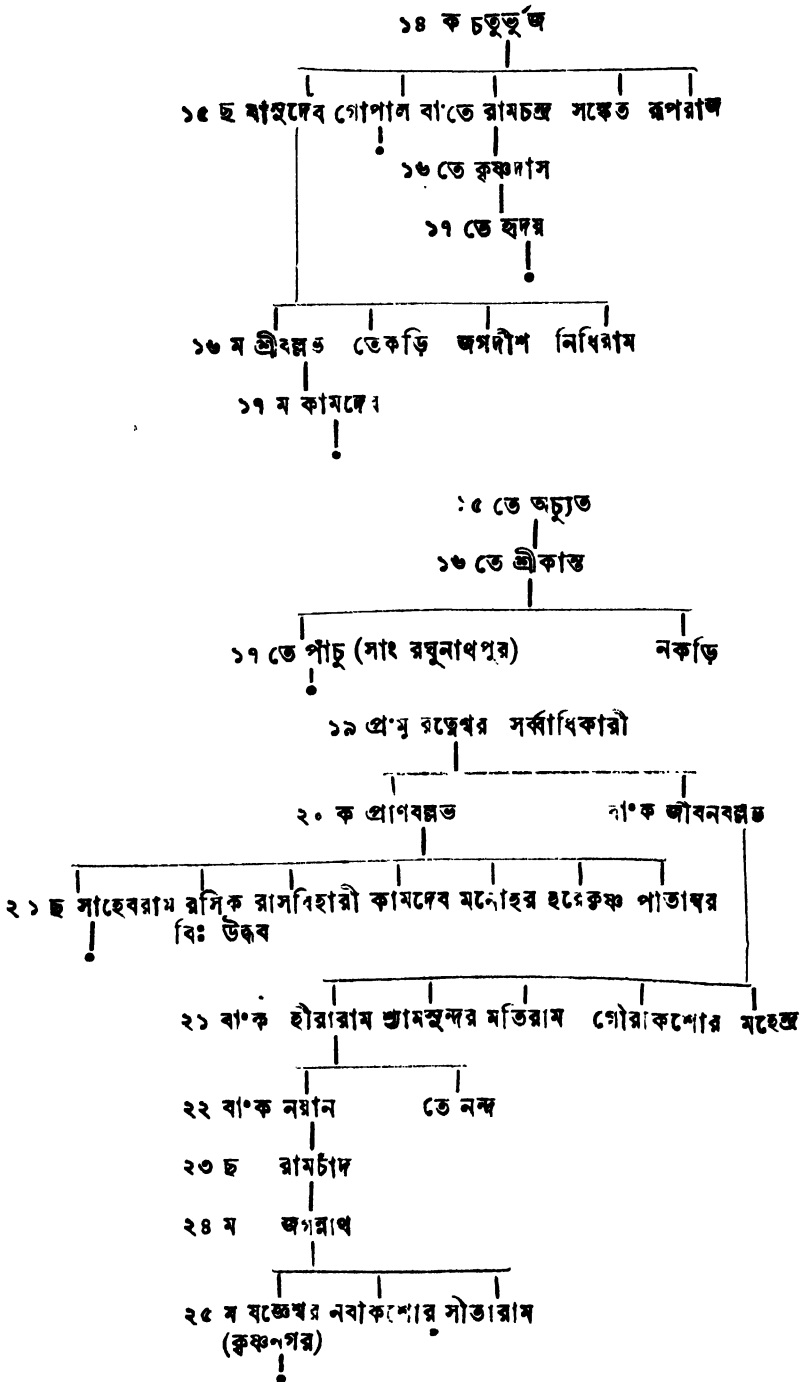
ঘটকবিশারদের সংস্কৃত সমীকরণ-কারিকায় এই বংশের অংশ বা কুলপরিচয় এইরূপ লিখিত আছে—

১৩প প্র°মু বিশ্বনাথবসোঃ কুলং

বসুর্বিশ্বনাথঃ সুতাসম্প্রদানা-
দ্বিরেজে নৃসিংহাত্মজে মিত্রবর্য্যে।
গৃহাৎ সোঽপি লব্ধা শিবস্যাপি কন্যাং
নরেজে চ মুখ্যঃ সদা বিপ্রভক্তঃ॥

তৎসুত ১৪প জন্মেজয়স্য

বসুঃ সোঽপি জন্মেজয়াখ্যশ্চ দানং
দদৌ গোপীঘোষে গণেশে চ ঘোষে।
ততঃ সোঽপি লেভে মুদং দেবরাজে
ততশ্চৈব পীতাম্বরে মুখ্যবর্য্যঃ॥
ত্রিপৌ চাপি মিত্রে মুদং দত্তকন্যো
গুণং যশ্চ লেভে মহেশে চ ঘোষে।
ততঃ সোপি দেবীবরাখ্যে চ শান্তে
গৃহীত্বা চ দেবেশকং ঘোষসিংহং॥
গণেশস্য সুতাং গৃহ্নন্ পীতাম্বরতনূদ্ভবাং।
কংসারিতনয়াং লব্ধা নবরঙ্গগুণং যযৌ॥

তৎসুত ১৫প মাধবস্য

বিরেজে বসুর্মাধবাখ্যশ্চ মুখ্যঃ
প্রদানাচ্চ মুখ্যে গুণী কেশবাখ্যে।
ততো বাসুদেবে বভৌ কৈরণাখ্যে
মুদং সোপি লেভে যশো বাসুদেবে॥
নতোঽযং প্রপেদে যদেবাষবর্য্যে
গৃহীত্বা হ্যনন্তং ততো মাধবঞ্চ।
ততো বল্লভং নো বিরেজে চ ঘোষ-
সুমুখ্যঃ সুধীরং ততো গৌরঘোষং॥

তৎসুত ১৬প যাদবস্য

বসুর্যাদবাখ্যঃ সদা বিপ্রভক্তঃ
সুশীলঃ সুধীরঃ ক্ষিতৌ সুপ্রতিষ্ঠঃ।
বভৌ ঘোষবর্য্যে ভৃশং রামভদ্রে
প্রাণাচ্চ লেভে ততো গৌরঘোষঃ॥
জগন্নাথকং হীনবংশঞ্চ মিত্রং
গৃহীত্বা চ কামং ক্ষিতৌ মিত্রবর্য্যাং।
ততো যাদবং যো দ্বিতীয়েন লব্ধা
মুদং সোপি লেভে তৃতীয়েন কোপি॥

তৎসুত ১৭প কৃষ্ণদাসস্য

বসুঃ কৃষ্ণদাসো মুদং দীপ্যমানঃ
প্রদানাদ্বিলেভে রঘৌ ঘোষবর্য্যে।
মৃতোঽসৌ নরেজে যদৌ ঘোষকে চ
প্রগৃহ্য প্রধানং রতিকান্তঘোষং॥

তৎসুত ১৮প শ্রীরামস্য

শ্রীরামো বসুপুঙ্গবো দুহিতরং শ্রীশম্ভুঘোষাত্মজে
দত্ত্বা শ্রীহরিমিত্রজে গুণযুতে গোপ্যাদিকান্তাত্মজে।
হর্ষং নৈব যযৌ যতঃ প্রকৃতকোপ্যাদান দানাদহো
হ্যঙ্গেসোপি চ শম্ভুঘোষমগমৎ সর্ব্বাধিকারী মহান্॥

তৎসুত ১৯প রত্নেশ্বরস্য

বসুঃ সোপি রত্নেশ্বরো মুখ্যবর্য্যঃ
প্রদানাদ্বিরেজে ক্ষিতৌ বিশ্বনাথে।
শিবেঽসৌ মুদং নো বিলেভে চ মিত্রে
ততো ভূরিতেজাঃ পদৌ ঘোষবর্য্যে॥
যযৌ সোপি ঘোষং জনারিকুদানাদ্
গৃহীত্বা ন তুষ্টিং গতঃ শ্রীলরামঃ।

ততোহয়ং লেভে শিবে মিত্ররাজে
পুরৌ গোবিন্দজ্জোবনে ঘোষকে চ ॥

তৎসুত ২০প বিশ্বেশ্বরস্য

মুখ্যঃ শ্রীযুতবিশ্বনাথ উদিতঃ সর্ব্বাধিকারী সুধী-
দানেনৈব কুলোদ্ভবং কৃত্তিবরং সংপ্রাপ্য গঙ্গাধরং।
তৎপশ্চাদ্রঘুরামকং কুলভবং লব্ধা নতোহবং গতো-
প্যাদানাদ্দতু ভাষতে বিধিবশাদ্রামাদনন্দে মহান্
দ্বিতীয়ং গ্রহণং চক্রে মিত্ররত্নেশ্বরে পুনঃ।
মুখ্যশ্রেষ্ঠোপি বিশ্বেশো হ্যঙ্গনৈব গুণং যযৌ ॥

তৎসুত ২১প প্র·মু কিঙ্করস্য

কুলে মহান্ শ্রীকিল কিঙ্করোহসৌ
দানেন লব্ধা মধুসূদনঞ্চ।
মোহঞ্চ লেভে কিল মুখ্যবর্য্যো
মহাদিদেবে রঘুদেবকে চ ॥
মিত্রে ঘনশ্যামসুতে প্রদানাৎ
জগ্রাহ কৃষ্ণং সতু কোমলঞ্চ।
শ্রেণীবিভঙ্গেন বিহীনতেজা
ব্রবীমি কিং তস্য কুলস্য শোভাম্ ॥

প্র·মু বিশ্বনাথসুত ১৪প ক চতুর্ভুজবসোঃ কুলং

দানাজ্জগন্নাথমবাপ্য ঘোষং
চতুর্ভুজো হর্ষমবাপধন্যঃ।
ততো জগন্নাথমগাৎ সলজ্জো
জগ্রাহ মিত্রং বনমালিনঞ্চ ॥

তৎসুত ১৫প ছ বাসুদেববসোঃ কুলং

তস্মাত্মজঃ শ্রীযুতবাসুদেবো
দানেন লব্ধা হরিঘোষকঞ্চ।
প্রতিং দদৌ মাধবরাম মিত্রে
শ্রীকৃষ্ণ মিত্রে গ্রহণঞ্চকার ॥

তৎসুত ১৬প ছ বল্লভস্য

তৎসুতো বল্লভো ধন্যো চণ্ডিদাসে প্রদানতঃ।
ননন্দ শ্রীপতিং প্রাপ্য গ্রহণাৎ মিত্রমুখ্যকং ॥

তৎসুত ১৭প ম কামদেবস্য

কামদেব সুতৈর্হীনো বাণীনাথে দদৌ সুতাং।
(বংশাভাবঃ) ॥

প্র·মু জন্মেজয়সুত ১৫প ক মুকুন্দবসোঃ কুলং

মুকুন্দপ্রকৃতাজ্জাতো দানহীনো যশোধরঃ।
গ্রহণাম্মাবং প্রাপ্য বংশহীনোহপি তৎপরে ॥
(বংশাভাবঃ) ॥

প্র·মু মাধবসুত ১৬প ক গোপীকান্তস্য

গোপীকান্তং সুধন্যোহপি মুদং প্রাপ্য সুধাকরে
নিধৌ ঘোষে প্রতিং দত্বা পুত্রহীনো ভবত্ততঃ ॥
(বংশাভাবঃ)

প্র·মু বিশ্বনাথসুত ১৪প ম দেবানন্দস্য

দানাদ্ গণপতিং প্রাপ্য দেবানন্দ সদাশয়ঃ।
প্রত্যা কলাধরং লেভে কংশারি জগৃহে বসুঃ ॥

তৎসুত ১৫প ম কৃষ্ণানন্দস্য

কৃষ্ণানন্দো যশোলেভে রামানন্দ প্রদানতঃ।
অনন্ত তনয়াং প্রাপ্য রাজতে বংশহীনকঃ ॥
(বংশাভাবঃ)

প্র· মু জন্মেজয়সুত ১৫প ম যদুবসোঃ কুলং

যদুবসুর্দানতঃ প্রাপ্য ঘোষ সাতকড়িমেবচ।
বাসুদাসসুতাং গৃহ্ন্ প্রজহাতি কুলং ততঃ ॥
(বংশাভাবঃ)

মাধবসুত ১৬প ম জীবনবসোঃ কুলং

দানাৎ শ্রীকান্তমিত্রেচ গ্রহাদ্ শ্রীজীবমিত্রকে
উভয়ো নগুণং লেভে জীবনো বসুরেব চ।
গোপালস্তৎসুতো জাতো জগীঘোষে প্রদানতঃ।
তত্রৈব শোভতে সোপি পুত্রাভাবেন দুঃখিতঃ ॥

তৎসুত ১৭প ম গোপালস্য

দানতো জগিমাসাদ্য পুত্রাভাবেন দুঃখিতঃ ॥

প্র'মু জন্মেজয়সুত ১৫প তে অচ্যুতবসোঃ কুলং

জন্মেজয়োঽচ্যুতনামধেয়ো
মুদং প্রপেদে খলু কীর্ত্তিঘোষে।
গঙ্গাদিনন্দে প্রতিসারণঞ্চ
দত্ত্বা নতস্যৈব গুণং দদাতি ॥
আদায় মিত্রং জগদাদিনন্দং
মুদং যযৌ সংপ্রতি ভাগ্যতশ্চ।
শ্রীকান্ত তস্যাত্মজ এব ধন্যঃ
কুলে হীনো স চ বংশহীনঃ।
রত্যাদিনাথে মুদমাপদানাৎ
প্রতিং দদৌ দৈবকীনন্দনে চ।
শ্রীচন্দ্রঘোষে গ্রহণং প্রকৃত্য
কুলাত্তুতোঽভূৎ কিল বংশভঙ্গে চ॥ (বংশাভাবঃ)

তৎসুত ১৬প তে শ্রীকান্তস্য

রতিঞ্চ মূর্চ্ছয়ামাস চন্দ্রঘোষসমাগমাৎ।
বংশাভাবতয়া দুঃখী শ্রীকান্তো বসুসম্ভবঃ ॥

চতুর্ভুজসুত ১৫ প বা'তে রামচন্দ্রস্য

শ্রীরামচন্দ্রো ভুবনে প্রসিদ্ধো
বাণীপতৌ ঘোষক এব দানাৎ।
ভাগ্যেন বাণীপতিমিত্রকেঽসৌ
বিরাজতে প্রাপ্য মুকুন্দমিত্রং ॥

তৎসুত ১৬প তে কৃষ্ণদাসস্য।

তস্যাত্মজ শ্রীযুতকৃষ্ণদাসো
দানেন হীনো বসুসম্ভবশ্চ।
আদায় ঘোষং ভবনাথকঞ্চ
কুলেন হীনো বভূব পৃথিব্যাং। (বংশাভাবঃ)

ঘটক সার্ব্বভৌম প্রভৃতির ঢাকুর বা বাঙ্গালা কারিকায় এই বংশের এইরূপ অংশ-পরিচয় বর্ণিত হইয়াছে—

১৩প প্র'মু বিশ্বনাথ বসু

বিশ্বনাথ বসুর কুল কর অবধান।
নৃসিংহ মিত্রে প্রথম কন্যা তবে সত্যবান্ ॥
তৎপশ্চাৎ আর কন্যা মিত্র জনার্দ্দন।
শিবঘোষ সত্যবান্ ক্রমশঃ গ্রহণ ॥
সার্ব্বভৌম ঢাকুরী এই কর অবধান।
এ পর্য্যায়ে বিশ্বনাথ প্রকৃত প্রধান ॥

তৎসুত ১৪প জ'মঞ্জয়

গোপাল গণপতি আর দেবরাজ।
যথাক্রমে তিন ছেই এই মাত্র কাজ ॥
চৌছেই পাইয়া কুল করে পীতাম্বর ঘোষ।
ভৈরবীর কুল তার এই বড় দোষ ॥
কেউ বলে চৌছেই ভঙ্গ কেউ বলে কিছু।
সবে বলে দোষ এই ত্রিপুরারি পাছু ॥
তেওজের পাছে চারছেই কন্যা মুখ্যকুলে দান।
কেহ বলে মধ্যাংশের পাছে মিত্র অবিস্মমান ॥
তৎপশ্চাৎ আর কন্যা তেওজ মহেশ্বর।
ব্যতিক্রম হইল ছেই তবে দেবীবর ॥
গ্রহণাংশে দেবরাজ ঘোষে বাড়ায় পরিতোষ।
দোজ গ্রহণ কনিষ্ঠ কুল গণপতি ঘোষ ॥
সেই ঘরে পীতাম্বরে আদান প্রদান।
নিন্দা অংশে কংসারি ঘোষ দিলা চৌটদান ॥
সার্ব্বভৌম ঢাকুরী এই শুন মহাশয়।
পুরন্দরক্রমে কুল করিলা জন্মেজয় ॥

তৎসুত ১৫প মাধব

মাধব বসুর কুল শুন করিয়া যতন।
কেশব বাসুদেব ঘোষ পরে সে কিরণ ॥
বাসুদেব ঘোষ তার জগদানন্দ খান্।
পাঁচ কন্যা দিয়া ক্রমে পাইলা সম্মান ॥
অনন্ত ঘোষের কন্যাগ্রহণ কুলে অপমান।
তৃতীয় পুত্র মাধব মিত্র দিল দোজ দান ॥
দ্বিতীয় গ্রহণ বল্লভ ঘোষ কুলে অনুচিত।
চোট গ্রহণ গৌরীনাথ বাড়ায় মনোনীত ॥
সার্ব্বভৌম ঢাকুরী এই শুন দিয়া মন।
দান অংশে সর্ব্ব তার নিন্দিত গ্রহণ ॥

তৎসুত ১৬প যাদব

যাদব বসুর দান, দুই অঙ্গে সনমান,
প্রথমেতে রামভদ্র ঘোষ।
পাছে লিখি গৌরীদাস, জগন্নাথ উপহাস,
সদ্বংশ ঘুচায় নিজ দোষ ॥
গ্রহণাংশে শুন দাপ, কামদেব ঘুচায়ে তাপ,
দোজগ্রহণ যাদব ঘোষ দেখি।
ছিড়াকুল কৃষ্ণাই ঘোষ. বদন ঘোষে নাই দোষ
সার্ব্বভৌম আছেন তার সাক্ষী ॥

তৎসুত ১৭প কৃষ্ণদাস

কৃষ্ণদাস বসুর কুল, দুই অঙ্গে সমতুল
রঘুনাথে প্রথম কন্যা দান।
দোছেই যদুনন্দন ঘোষ, তৃতীয় পুত্র এই দোষ,
দৈবক্রমে বসু অবিদ্যমান ॥

রতিকান্ত মিলনে কৃষ্ণ বড় হরষিত।
দেখিয়া রতির দুঃখ আছিল চিন্তিত ॥
রতিকান্ত উদ্ধার করিলা বসু কৃষ্ণদাস ;
সার্ব্বভৌম বলেন বসু হইল প্রকাশ ॥

তৎসুত ১৮প শ্রীরাম

শম্ভু ঘোষে দিয়া দান হরি মিত্রে অপমান,
গোপী ঘোষ দেখি চমৎকার।
পাইয়া শম্ভুর ছেই. আদান প্রদান এই,
মোহন মিত্রে করিল উদ্ধার ॥
কমলমুখ্য তত্ত্ব জানি, শ্রীরাম মনে গণি,
বিধি মোরে হৈল বিড়ম্বিত।
সার্ব্বভৌম বলেন শুন পূর্ব্বপুরুষের পুণ্য,
জন্মেজয় তোমার পুরোহিত ॥

তৎসুত ১৯প রত্নেশ্বর সর্ব্বাধিকারী

রত্নেশ্বর বসুর দান. বিশ্বেশ্বর গুণ গান,
শিবরাম দেখি চমৎকার।
পদ্মলোচন দেখি, জনার্দ্দন বড় সুখী,
কন্যাদানে হইল প্রচার ॥
গ্রহণাংশে সহজতুল, শ্রীরাম মিত্রের কুল,
নিন্দাকুল আদান প্রদান।
পুরুষোত্তম বলরাম কুলে হৈল বিশ্রাম,
সার্ব্বভৌম হইলা প্রমাণ ॥

তৎসুত ২০প বিশ্বেশ্বর সর্ব্বাধিকারী

বিশ্বেশ্বর বসুর কুল কর অবধান।
গঙ্গাধরতনয়ে প্রথম কন্যাদান ॥
গ্রহণাংশে বাড়াইলা মিত্র রামানন্দ।
দোজ গ্রহণ রত্নেশ্বর মিত্রের আনন্দ ॥
সার্ব্বভৌম ঢাকুরী এই শুন কুলবর।
দুই অঙ্গে নিন্দিত হইলা বসু বিশ্বেশ্বর ॥

তৎসুত ২১প কিঙ্কর সর্ব্বাধিকারী

প্রকৃতরাজ বসুমুখ্য কিঙ্কর অধিকারী।
প্রামাণিকে গোপীসিংহ কংসরাম চৌধুরী ॥
তার পাছে রামসন্তোষদাস মৌলিকরায় ;
তিন কন্যা প্রামাণিকে সবে গুণ গায় ॥

সাম্যদান মধু মিত্র সহজে সুসাজ।
দোছেই মহাদেব মিত্র মধ্যাংশ বিরাজ॥
তেছেই ভঙ্গে ব্যতিক্রম পাছে নমস্কার।
কালীচরণ দেব পাছে আর বাণেশ্বর॥
গরছেইতে রঘুদেব ঘোষ যে কমলে।
নলদ্বীপ সুধারাম দেব কোটাকোলে॥

তৎসুত ২২প নিত্যানন্দ সর্ব্বাধিকারী

প্রকৃত মুখ্য নিত্যানন্দ বসু বংশে সার।
সাম্যদান ঘনশ্যাম মিত্র কমলবর॥
দোছেইতে কৃষ্ণঘোষ বাড়ি-কনিষ্ঠ জানি।
তেছেই ভঙ্গে ব্রজ ঘোষ মধ্যাংশ বাখানি॥
তার পাছে রামশরণ ঘোষ তেওজ সুসাজ।
গরছেই আনন্দীরাম মিত্র কমলরাজ॥
তৎপশ্চাৎ বিষ্ণুরাম পরশমণি ধরে
সহজ আছয় ধর্ম্ম রক্ষা কৈল তারে॥
গ্রহণে মিত্র বেচারাম সহজাদিরাজ।
রস ভজে শিবচরণ রায় জাহানাবাজ॥
কাশীরাম বসু বলে দান গ্রহণ ধন্য।
এ পর্য্যায় অধিকারী প্রকৃত অগ্রগণ্য॥

তৎসুত ২৩প জন্মেজয় সর্ব্বাধিকারী

প্রকৃত মুখ্য জন্মেজয় অধিকারী মহাশয়
তস্য কার্য্য কর অবধান
প্রামাণিকে গুণযুত নন্দদুলাল সিংহসুত
রঘুমিত্র গোবিন্দনন্দন॥
নীলকণ্ঠ দত্তজায় নিন্দা কিবা কার্য্য তায়,
গ্রহণাংশে সহজাগ্র গণি।
[illegible]ংশ গদাধর যেন দীপ্ত দিবাকর
রসে রায় নরসিংহ বাখানি॥
প্রকৃত মুখ্যের কুল পরশমণি সমতুল,
হ্রাস বৃদ্ধি মহোদধিপ্রায়।
সহজের সমতুল দানাদান তার মূল,
কাশীরাম বসু বিরচয়॥

তৎসুত ২৪প রাজনারায়ণ সর্ব্বাধিকারী

বসুবংশ অবতংস রাজনারায়ণ।
প্রকৃতাগ্র কুলে ধন্য ধর্ম্মপরায়ণ॥
সাম্য দান মহিমান্ রাজচন্দ্র ঘোষ।
রঘুবংশে সহজাগ্র বিখ্যাত ভুবন॥
গ্রহণে মিত্র গৌরীদাসের করিলে প্রকাশ।
পুনরপি বিশ্বামিত্র শ্রীরাম সহবাস॥
দুই অঙ্গে সহজ কার্য্য অংশে গুণকারী।
রসে প্রাণনারায়ণ রায়চৌধুরী॥
কাশীরাম বসু বলে শুন সভাজন।
বসুবংশে প্রকৃতাগ্র বিখ্যাত-ভুবন॥

২২প নিত্যানন্দ সর্ব্বাধিকারীর ৩য় পুত্র
২৩প রামনারায়ণ সর্ব্বাধিকারী

নিত্যানন্দ-অবতংস বসু নারায়ণ।
ছেই বন্দে দিলে দান কমল ভাজন॥
সাম্য শোভা কমল-প্রভা নবকিশোর ঘোষ
দোছেই বিশ্বনাথ ঘোষ কনিষ্ঠ নির্দ্দোষ॥
তেছেই রামপ্রসাদ মিত্র ছভায়া কুলবর।
চৌছেই সাফল ঘোষ মধ্যাংশ সুন্দর॥
পাঁচছেই রাজীব মিত্র তেওজ প্রকাশ।
গরছেইতে তুলসীরাম ঘোষের উল্লাস॥
দান সাঙ্গ নবরঙ্গ গ্রহণে পরিতোষ।
নির্ম্মল কোমল মুখ্য রসিকলাল ঘোষ॥
দোজকার্য্য অতিশৌর্য্য ঘোষ বিশ্বনাথ
দোছেই পরিবর্ত্ত নন্দকিশোর পশ্চাৎ॥
চৌঠ হরিনারায়ণে হইল মিলন।
আনন্দে রহিল সবে বৈকুণ্ঠ ভুবন॥
কাশীরাম বসু বলে বাড়ি কমলরাজ।
রাশিচক্র মধ্যে যেন দীপ্ত দ্বিজরাজ॥

মাহীনগর সমাজ—শ্রীমান্‌ বসুর বংশ।
১৩ সমু শ্রীমান্‌ (নবরঙ্গী)
১৪ স'মু গৌরীবর ক দামোদর ম গোপাল তে শ্রীধর বা'তে অনন্ত ম২ পরমানন্দ ম২ মাধব ম২ শুক্লাম্বর ম২ লক্ষ্মীনাথ
১৫ স'মু শ্রীকর (নবরঙ্গী) ক হরিদাস ম জগন্নাথ তে কলাধর ম২ শঙ্কর ম২ দশরথ ম২ ভরত
১৬ স'মু হৃদয়ানন্দ ক রামানন্দ ম রামনাথ তে রঘুনাথ
১৭ তে রাজীব
গোপী° পার্ব্বতী° কৃষ্ণ° ১৭ স'মু চাঁদ জন্ম ক কর্ম্মতে শ্রীগর্ভ ১৭ম চৈতন্য রতি নিধি
১৮ স'মু ভবানী ১৮ তে জনার্দ্দন ১৮ তে রামচন্দ্র হাড়ো রতিকান্ত রূপনারায়ণ
১৯ স'মু শ্রীবল্লভ বা'স'মু শ্রীরাম বা'কো'মু শ্রীমুখ ১৯ তে অনন্ত কানু ১৯ তে রমাকান্ত কন্দর্প যাদব
২০ তে বিশ্বেশ্বর (বালাণ্ডী) (০)
২০ স'মু রঘুনন্দন বা'কো'মু নন্দকিশোর বা'ক বিনোদ বা'ক শ্যামদাস বা'মরামভদ্র ম২ তুলারাম ম২কৃষ্ণকিঙ্কর ম২রামপ্রসাদ ম২শঙ্কর ম২মধুসূদন ম২ রামচরণ
(০) গোবিন্দরাম
২১ স'মু যাদব ক মহেশ্বর ম বিশ্বেশ্বর তে কাশীশ্বর ম২ বীরেশ্বর
২৪ স'মু শ্যামসুন্দর বা'স'মু সেবকরাম রাধাপ্রসাদ বা'ক মুক্তারাম
২২ স'মু বিজয়রাম ২২ ম রামরাম°
২৫ স'মু গোকুলচন্দ্র (কৃষ্ণনগর, শান্তিপুর) ২৫ স'মু জগমোহন রাজমোহন কৃষ্ণমোহন (বংশহীন) ২৫ ক রামকানাই লক্ষ্মীনারায়ণ
২৩ স'মু গোবিন্দরাম (০) বা'কো'মু রামরাম (+)

মাহীনগর-সমাজ—নবরঙ্গী শ্রীমান্ বসুবংশ

২৩ বা'কো'মু গৌরীপ্রসাদ

২৪ কো'মু চণ্ডীচরণ — বা'কো'মু নবকৃষ্ণ — বা'কো'মু হরিশ্চন্দ্র — বা'ক হরচন্দ্র (নলকুড়া) — মোহন — পীতাম্বর

২৫ কো'মু ভুবনমোহন (চণ্ডীচরণের পুত্র) — ২৫ কৃষ্ণদাস (নলকুড়া) (নবকৃষ্ণের পুত্র)

২৫ কো'মু কৈলাসচন্দ্র (নলকুড়া) — কেদারনাথ০ (হরিশ্চন্দ্রের পুত্র)

ম২ জগবন্ধু — বেণীমাধব (পীতাম্বরের পুত্র)

মাহীনগর-সমাজ—শ্রীমান্ বসুবংশ

* ২৩ পর্য্যায় ক নন্দরামের তিন পুত্র—রামজয়•, ছ রামতনু ও রামমোহন। ২৪ ছ রামতনু বসু জ্যেষ্ঠ পুত্রকে করাসডাঙ্গানিবাসী প্রেমনারায়ণ বসুকে পোষ্য দেওয়ায় কুল নষ্ট হয় (বংশাভাব ঘটে)।

মাহীনগর-সমাজ—শ্রীমান্ বসুবংশ

মাতীনগর সমাজ—শ্রীমান্ বসুবংশ :

১৮ সমু ভবানী সুত ১৯ বা'কো'মু শ্রীমুখ (৩য় পুত্র)

২০ কো'মু নন্দরাম বা'কো'মু রূপরাম বা'ক মাধবরাম তে হীরারাম মহ কাশীরাম মহ শিবরাম মহ সীতারাম

২১ কো'মু রামদেব রামশরণ (বংশাভাব)

২১ বা'ক খেলারাম জয়দেব রামকৃষ্ণ ২১ তে গোবিন্দরাম রামদুলাল গঙ্গারাম

২২ কো'মু নিধিরাম বা'কো'মু বলরাম বা'ক গোপীকান্ত

২২ বা'ক দয়ারাম রামবল্লভ পঞ্চানন ২২ তে রামসুন্দর

২৩ কো'মুরাম বা'কো'মু জগ ম গৌর বা'ম রঘু ২৩ ছ দীপচন্দ্র

২৩ ছ কৃষ্ণপ্রসাদ কালী রাজচন্দ্র গোরাচাঁদ (দণ্ডিরহাট)

২৩ তে জগৎনারায়ন রসিকনারায়ণ রামনারায়ণ

২৪ কো'মু রামকুমার ২৪ ম ষষ্ঠীচরণ বনমালী (সাং নাড়াল)

২৪ম রামকুমার ষষ্ঠীচরণ ২৫ রামতারক (সাং কুমিরে) ২৪ ম হরিবংশ

২৪ তে মোহন (চাংড়ীপোতা)

২৩ কো'মু রামদুলাল বা'কো'মু ব্রজরাম বা'কো'মু রামরাম বা'ক নন্দরাম বা'ক রামহরি

২৪ রঘুনাথ•

২৪ কো'মু বৈদ্যনাথ বা'কো'মু জগন্নাথ ভরত বা'ক শত্রুঘ্ন বা'ম মুরারি অদৃষ্টি বা'ম ভবানী

২৪ কো'মু মাণিক বা'কো'মু গোরাচাঁদ বা'কো'মু বৈকুণ্ঠ বা'ক রাম

২৫ বংশীবদন

রামধন

২৫কো'মু পীতাম্বর রাম শ্রীধর ভগবান

২৫ বা'ক কণ্ঠ মোহন ২৫ম চূড়ামণি রামরত্ন

হরানন্দ• ২৫ কো'মু সর্বানন্দ গদা সদা নিতাই

২৫ কো'মু মহেশ বা'কো'মু হরচন্দ্র বা'কো'মু মহিমা গোকুল

২৫ কো'মু রামনারায়ণ (বিভাগদা) নরনারায়ণ প্রাণনারায়ণ

২৫ কো'মু ফকির (বংশাভাব)

২৫ ম পার্ব্বতী চন্দ্র মাধব গোলোক

২৪ বা'ক শিবপ্রসাদ রাধানাথ গোলোক প্রাণনাথ ঈশ্বর

২৫ নন্দকুমার (সাং বিভাগদা) নবকুমার মোহনচন্দ্র দুর্গানন্দ আনন্দচন্দ্র সৃষ্টিধর স্বরূপচন্দ্র

মাহীনগর-সমাজ—নবরঙ্গী শ্রীমান্ বসুবংশ

১৩ স·মু শ্রীমান্ বসু

১৪ স·মু গৌরীবর ক দামোদর

১৫ছ মুকুন্দ অদৃষ্টিছ ভাস্কর পদ্মাকর সদাশিব সত্যবান্ চিত্রাঙ্গদ রূপরাজ কানাই লম্বোদর বলভদ্র

১৬ ম রামনাথ (আঁবুয়া) •

১৬ ম রামচন্দ্র কমলাকান্ত বাসুদেব রঘু•
(দণ্ডীরহাট) •

১৫ ক হরিদাস (২য় পুত্র) •

১৬ ছ ত্রৈলোক্য গোবিন্দ চন্দ্রকেতু জগদানন্দ জনার্দ্দন•

১৭ ম রতিনাথ ভগবতী কৃষ্ণ শিব ষষ্ঠীদাস

১৮ ম গোপাল গঙ্গারাম নারায়ণ• বংশী জগন্নাথ মহেশ

১৯ ম পার্ব্বতী গোকুল

২০ ম রাঘব গোবিন্দ• শ্রীরাম

২১ ম নন্দরাম

২২ ম শোভারাম কৃপারাম

২৩ ম শ্যাম (মোলা) •

মাহীনগর-সমাজ—শ্রীমান্ বসুবংশ

মাহীনগর-সমাজ—শ্রীমান্ বসুবংশ

মাহীনগর-সমাজ — শ্রীমান্ বসুবংশ

মাহীনগর-সমাজ—শ্রীমান্ বসুবংশ

১৩ স'মু শ্রীমান্

১৪ ম গোপাল (৩য় পুত্র) তে শ্রীধর (৪র্থ পুত্র) বা'তে অনন্ত (৫ম পুত্র)

১৫ ম পুরুষোত্তম বহু (কুলহীন) কেশব চৌধুরী ধরাধর

১৬ কাশী॰ ম. রঘু বিঃ রতিনাথ জানকী

১৫ তে কাশীনাথ নৃসিংহ বাণীনাথ রূপরাজ বাসুদেব সুধাকর বাচস্পতি গোবিন্দ

১৬ তে রাঘব ধনীরাম কামদেব জনার্দ্দন

১৭ তে গোপীনাথ

১৫ তে নারায়ণ রামচন্দ্র বিজয়রাম নরহরি ধর্ম্মাঙ্গদ চিত্রাঙ্গদ রুক্মাঙ্গদ যুবরাজ

১৬ তে গোপীকান্ত কমলাকান্ত॰

শ্রীমান্ বসুর ও তদ্বংশের অংশনির্ণয়।

১৩প সং মু শ্রীমান্ বসোঃ কুলং

শ্রীমন্তাখ্যবসুররাজ সহজো
দানেন পুণ্যেন বা
সর্ব্বানন্দকুলোদ্ভবং প্রকৃতকং
সংপ্রাপ্য তুষ্টশ্চিরাৎ।
তৎপশ্চাৎ কপিলেশ্বরং বসুবরো
ভৈমিত্রং দুর্য্যোধনং
পশ্চাদ্বৈরবঘোষকং কৃত্তিবরং
শ্রীকৃত্তিবাসং ততঃ॥
আদানাৎ পরমেশ্বরং কপিলকং
ঘোষং সদানন্দকং
পশ্চাৎ সোঽপি সনাতনং গুণযুতং
সংপ্রাপ্য মুখ্যোঽভৌ।
লব্ধা সোঽপি পরাশরস্য তনয়াং
দেদীপ্যমানঃ ক্ষিতৌ
সোঽত্যর্থং শুশুভে যতঃ প্রকৃতজৌ
দ্যঙ্গেন মুখ্যাগ্রণী॥

তৎসুত ১৪প সং মু গৌরীবরস্য

বিদ্যাধরস্য তনয়াং তনয়েন নীত্বা
গৌরীবরো বিজয়তে সতু দানহীনঃ।
শ্রীদেবরাজতনয়াং পুনরেব লব্ধা
তুষ্টোঽভবদ্বসুবরঃ কিল পুণ্যকর্ম্মা॥

তৎসুত ১৫প সং মু শ্রীকরস্য

বভৌ বিদানাৎ ক্ষিতৌ বিপ্রভক্তঃ
সুমুখ্যো মুরারৌ ততঃ শ্রীপতৌ চ।
ততো গৌরঘোষে হরৌ কংসকে চ
গৃহীত্বাপি কৃষ্ণাত্মজাং শ্রীকরোঽপি।
ততো বামনয়ো গৃহীত্বাপি কান্তং
ততোঽসৌ বিরেজে গুণী গোপঘোষে॥

তৎসুত ১৬প সং মু হৃদয়স্য

আনন্দং হৃদয়ে যযৌ ন হৃদয়ো দানেন হীনো যতঃ
আনন্দং প্রকৃতাধিপাদ্ গ্রহণতো লেভে শিবানন্দতঃ
আদানাদ্বলভদ্রঘোষদুহিতুঃ স্বানন্দযুক্তঃ পুনঃ
গোপীনাথ সমো বভূব হৃদয়ানন্দঃ শিবানুগ্রহাৎ॥

তৎসুত ১৭প সং মু চাঁদস্য

চন্দ্রো নরেন্দ্রে রঘুনাথঘোষং
বসুর্গৃহীত্বা সহজাগ্রজন্মা।
ন তস্য দানং গ্রহণং জয়োস্য
ব্রবীমি কিং দৈবগতির্বিচিত্রা॥

তৎসুত ১৮প সং মু ভবানীবসোঃ

মুখ্যা ভবানীবসুরেব দানাৎ
প্রদ্যুম্নঘোষেণ চ তোষমাপ।
তথৈব প্রদ্যুম্নমিত্রবর্য্যে
ররাজে রাজেন্দ্রসুতাং প্রগৃহ্য॥
মোহং গতো মোহনমিত্রবর্য্য
সংপ্রাপ্য ঘোষং মধুবৈরিণঞ্চ।
দানেন হৃষ্টো গ্রহণে স তুষ্টো
বিভূষতেঽসৌ সহজাগ্রগণ্যঃ॥

তৎসুত ১৯প সং মু শ্রীবল্লভস্য

মুখ্যঃ শ্রীবল্লভোঽসৌ বিতরণবিধিনা প্রাপ্য রুদ্রং সঘোষং
সীতারামঞ্চ মিত্রং তদনু সতু রমাকান্ত মিত্রে নরেন্দ্রে।
দেবীদাসাখ্যো ঘোষে গুণমপি চ দদৌ স্বায়বংশাবতংসো
মুখ্যঃ শ্রীরামমিত্রং সহজকুলভবং প্রাপ্য রেজে গ্রহেঽসৌ॥

রমাকান্তে দ্বিতীয়ঞ্চ গ্রহণঞ্চাকরোদ্যদি।
পূর্ব্ববংশস্য মর্য্যাদাং দদৌ তস্মৈ মহামতিঃ ॥

তৎসুত ২০প স'মু রঘুনন্দনস্য

মুখ্যঃ শ্রীরঘুনন্দনো বিতরণাৎ গোবিন্দমিত্রে বভৌ
রাধাবল্লভঘোষকং তদপরে সংপ্রাপ্য নাপোম্মুদং।
রত্নেশং বসুপুঙ্গবঃ সহি তথা দানেন সংবর্দ্ধয়ন্
নোরেজে হরিঘোষকে গ্রহণতো মুখ্যে চ মোহঙ্গতঃ ॥

তৎসুত ২১প স'মু যাদবস্য

বসুর্যাদবেন্দ্রঃ ক্ষিতৌ সাধুশীলঃ
প্রদানৈর্ন তুষ্টোঽভবদ্বল্লভে চ।
গৃহীত্বা ন তুষ্টিং গতো লক্ষ্মণেঽসৌ
বিশিষ্টোঽপি মুখ্যো যতঃ সাহঙ্কশ্চ ॥

তৎসুত ২২প স'মু বিজয়রামস্য

সহজবিজয়নামা মুখ্যবংশে সুদক্ষো
বিতরণমপি নিন্দ্যো নন্দরামে চ ঘোষে।
তদপি মনসি লজ্জা শ্রীদয়ারাম ঘোষে
সমানকুলমগচ্ছৎ শ্রীলরামেশ্বরে চ ॥

শ্রীবল্লভসুত ২০প বা'কো'মু নন্দকিশোরস্য

মুখ্যো নন্দকিশোরকো বিনিময়াদ্গোপালঘোষেমুদং
লব্ধাসৌ মধুসূদনে রঘুপতৌ দানাঙ্গিনো ভাষতে।
পশ্চাৎ শ্রীমদনে বসুগুণমগাৎ জ্ঞানেন সম্বর্দ্ধিতো
মুখ্যত্বঞ্চ সমাদদে বসুবরঃ সৎকীর্ত্তিভাজম্বরঃ ॥

তৎসুত ২১প কো'মু নীলকণ্ঠস্য

মুখ্যোঽসৌ কিল নীলকণ্ঠ উদিতো দানেন সম্বর্দ্ধয়ন
শ্রীনারায়ণঘোষকং কৃতিবরং মৌখ্যঞ্চ চক্রে বসুঃ।
আদানাৎ সতু রাজতে কুলবরো মিত্রে ঘনশ্যামকে
দানাৎ সোপি বিলজ্জিতো নিজকুলে পুত্রে-
তৃতীয়ে যতঃ ॥

তৎসুত ২২প কো'মু বিষ্ণুরামস্য

অযোধ্যাদিরামাত্মজে দত্তকন্তঃ
সলজ্জাং পৃথিব্যাং গতো বিষ্ণুরামঃ।

মুকুন্দঞ্চ সংবর্দ্ধয়ন্নাপ তুষ্টিং
দ্বয়োরঙ্গয়োঽসৌ সুধী বৈষ্ণবশ্চ ॥

স'মু ভবানীসুত ১৯প বা'স'মু শ্রীরামস্য

শ্রীরামঃ কুলভূষণো বিতরণাৎ শ্রীরামমিত্রে বভৌ
পশ্চাদ্দোষমহেশকেন চ গুণং ধত্তে স্বয়ং বর্দ্ধিতঃ।
গোবিন্দে চ তথৈব মুখ্যপ্রবরং শ্রীরামমিত্রং মুদা
সম্প্রাপ্তঃ পরিবর্ত্তনাৎ বিজয়তে ধন্যঃ সতামগ্রণীঃ ॥

তৎসুত ২০প স'মু নারায়ণস্য

শ্রীনারায়ণমুখ্যবর্য্যো দানেন শ্রীবল্লভঘোষমাপ
আদায় চিন্তামণিঘোষবর্য্যং-নরাজতেঽসৌ
সহজাধিপোঽপি ॥

তৎসুত ২১প স'মু অযোধ্যারামস্য

মুখ্যোঽযোধ্যাদিরামঃ ক্ষিতিতলবিদিত
সদ্গুণঃ শুদ্ধবুদ্ধি-
র্দানাৎ কাশীশমিত্রং কুলকৃতিনিপুণং
প্রাপ্য সংবর্দ্ধয়ঞ্চ।
নোরেজে সোঽপি পশ্চাৎ প্রমুদিতহৃদয়ং-
শ্রীলমুচ্যাদিরাম-
ঞ্চাদাৎ নৈব তোষং রঘুপতিতনয়াং
প্রাপ্য মুখ্যো জগাম ॥

তৎসুত ২২প স'মু ধর্ম্মদাসস্য

বসৌ ধর্ম্মদাসস্তেকৌ যঃ প্রদানাৎ
বিরেজে চ নিন্দ্য ক্ষিতৌ কৃষ্ণমিত্রে।
ততোমাণিকো ঘোষকে বর্দ্ধিতে চ
গ্রহাৎ স স্থিরা লজ্জিতো বিষ্ণুরাম ॥

স'মু নারায়ণসুত ২১প বা'স'মু সীতারামস্য

সীতারামঃ সুধন্যো বসুকুলতিলকো-
দানশীলোঽতিমান্যো।
ঘোষেঽসৌ রামদেবে প্রকৃতকুলবরে
বর্দ্ধিতে দত্তকন্যো ॥

পশ্চাৎ সংবর্দ্ধয়ন্তং বিতরণবিধিনা-
মাধবং ঘোষকঞ্চেৎ।
মধ্যাংশং বল্লভাখ্যং কুলকৃতিনিপুণং
প্রাপ্য ঘোষং হরিঞ্চ॥
আনন্দীরামমিত্রং গুরুতর শ্রেণী-
দানতঃ সংপ্রপেদে।
যোঽকার্ষীন্মিত্রবর্য্যং সহজবরমথৌ-
সংগ্রহং শুদ্ধচেতা॥
ভূয়ো মুচ্যাদিরামে কুলকৃতিনিপুণে-
ঘোষজেচ দ্বিতীয়ং।
কৃত্বা বংশাগ্রগণ্যঃ সমভবমধুনা
বিপ্রভক্তঃ সএব॥

স'মু শ্রীরামসুত ২০প বা'কো'মু কৃষ্ণরামস্য

দানাদ্বিহীনো বসুঃ কৃষ্ণরামো-
গঙ্গাধরং ঘোষবরং প্রগৃহ্য।
সংবর্দ্ধিতোঽসৌ বহুপুণ্যকর্ম্মা
বিরাজমান খলু ভূতলে চ॥

তৎসুত ২১প কো'মু বেণীরামস্য

বেণীরামপ্রদানেন বর্দ্ধয়ন্ যাববেন্দ্রকং।
চন্দ্রশেখরমাসাদ্য চোভয়ন্তু গুণাং যযৌ॥

স'মু ভবানীসুত ১৯প বা'কো'মু শ্রীমুখস্য

বসুকুলভব এষঃ শ্রীমুখঃ শান্তমূর্ত্তি-
র্বিতরতি সতু দানং রামচন্দ্রে চ মিত্রে।
তদনু বিমলকীর্ত্তি রুক্মিণীকান্তঘোষে
নচ গুণমনুধত্তে রূপমিত্রে ততোঽপি॥
স চ গুণমথ ধত্তে ঘোষচন্দ্রে তথোঽসৌ
কুলকৃতিনিপুণো বৈ বিষ্ণুদাসং জগাম।
সকলগুণবিযুক্তাং তস্য কন্যাং গৃহীত্বা
হরিচরণসুতাং তদগৃহ্যমানো বভাষে॥

তৎসুত ২০প কো'মু নন্দরামস্য

সুধীর্নন্দরামঃ প্রদানেন হীনঃ
সুতস্তস্য জাতঃ কৃতী রামদেবঃ।
সুদক্ষাপি দানাৎ মধ্যো ঘোষবর্য্যে
গ্রহাৎ সোঽপি মুখ্যো যতো বর্দ্ধিতে চ॥

তৎসুত ২১প কো'মু রামদেবস্য

বসুর্রামদেবঃ সদাচারযুক্তঃ
প্রদানাচ্চ হর্ষং হরৌ মিত্রকে চ।
ততঃ সোঽপি বীরেশ্বরে চাপি তদ্বৎ
গ্রহান্নাপি তুষ্টিং সুধী রামরামে॥

কো'মু শ্রীমুখসুত ২০প বা'কো'মু রূপরামস্য

শ্রীলশ্রীযুতরূপরাম উদিতঃ শ্রীরামকৃষ্ণাত্মজে
তৎপশ্চাৎ কিল রামজীবনসুতে শ্রীশ্যামদাসাত্মজে।
তৎপশ্চাত্তু মহাদিদেবতনয়ে দত্তাত্মজাং বর্দ্ধিতঃ
সংগৃহ্নন্ সতু রামকৃষ্ণতনয়াং মুখ্যো বভূব স্বয়ং॥

তৎসুত ২১প কো'মু রামশরণস্য

শ্রীলরামশরণো নরাজতে
শ্যামমিত্রমুপগম্য দানতঃ।
আদদে স নরসিংহঘোষকং
প্রাপ্য হর্ষমতুলঞ্চ কোমলং॥ (বংশাভাবঃ)

স'মু শ্রীমানসুত ১৪প ক দামোদরস্য

দামোদরো বসুবরস্তনয়া প্রদানা-
দেবাষে গদাধরসুতে ভবনাথমিত্রে।
বিদ্যাধরে কুলবরে পরিবর্ত্তনাচ্চ
দেদীপ্যতে গ্রহণতঃ কিল ভাস্করোঽপি॥

তৎসুত ১৫প ছ মুকুন্দবসোঃ কুলং

মুকুন্দোপি দানাম্মুদং কৈরণাখ্যে
লেভে চ যড় ভ্রাতৃকে ঘোষজে চ।
মুরারেস্তনুজাং সুতেনাপি নীত্বা
াবরেজে চ পৌরন্দরস্তাপি ভূয়ঃ॥

তৎসুত ১৬প ম রামনাথবসোঃ কুলং

রামনাথো যশো লেভে কামদেবে সুমিত্রকে।
দানং বিধায় ধর্মজ্ঞো বংশহীনো মৃতস্ততঃ॥

দামোদরসুত ১৫প ক অদৃষ্ট ভাস্করস্য

অদৃষ্টপূর্ব্বঃ কিল ভাস্করোঽপি
দানেন কৃষ্ণান্দমাপ ঘোষং।
কৃষ্ণাদিনন্দে গুণমাপ মিত্রে
অনন্তঘোষে গ্রহণঞ্চকার॥

তৎসুত ১৬প ম রামচন্দ্রস্য

তস্যাত্মজঃ শ্রীযুতরামচন্দ্রো
দানেন পীতাম্বরঘোষমাপ।
ততোঽহি মিত্রে কিল কেশবাখ্যে
প্যাদানদানাম্ন জগাম তোষং॥ (বংশাভাবঃ)

স'মু গৌরীবরসুত ১৫প ক হরিবসোঃ

হরিবসুরিহ দানাৎ ঘোষবর্য্যে মুরারৌ
বিতরতি নচ কীর্ত্তিং প্রগ্রহাৎ শ্রীপতৌ চ।
তদনু বিমলতেজা মধ্য মাহেশকন্যাং
পুনরপি জগৃহেঽসৌ মিত্রজাঞ্চাতিমান্যঃ॥

তৎসুত ১৬প ছ ত্রৈলোক্যনাথস্য

আসীৎ ত্রৈলোক্যনাথঃ ক্ষিতিতলবিদিতঃ
কামদেবাত্মজায়
দত্ত্বা কন্যাঞ্চ ঘোষে গুণমপি জগৃহে
সদ্‌গুণানন্দঘোষে।
পশ্চাৎ ঘোষে সুমধ্যে সুহৃদমুতমুজে
দত্তকন্যোহি হৃষ্টো।
ভাগ্যাৎ কন্যাং তদন্যাং সকলগুণযুতাং
জানকীহমবে চ॥
বলভদ্রসুতাং গৃহ্লন্ মুখ্যজাং কুলদীপকঃ।
দ্বিতীয়গ্রহণঞ্চক্রেঽনন্তঘোষ ভবেত্ততঃ॥

তৎসুত ১৭প ম রতিনাথস্য

রতিনাথো যশো লেভে দানাৎ ঘোষবৃষধ্বজে।
সদানন্দসুতাং লব্ধা মুমুদে বসুপুঙ্গবঃ॥

তৎসুত ১৮প ম গোপালস্য

বসুবংশসমুদ্ভূতো গোপালঃ দানহীনকঃ।
জগদ্‌ঘোষং সমাসাদ্য গ্রহণাচ্চ বিরাজতে॥

তৎসুত ১৯প ম পার্ব্বতীবসোঃ

তৎসুত পার্ব্বতীনাথো দানহীনো যশোধরঃ।
আদানাদ্রাঘবং প্রাপ্য গুণমাপ মুদান্বিতঃ॥

তৎসুত ২০প ম রাঘবস্য

শ্রীকৃষ্ণদত্তদানোঽপি রাঘবো বসুসম্ভবঃ।
ভগবতীতনয়াং লব্ধা সানন্দোভূচ্চ ভূতলে॥

স'মু শ্রীকরসুত ১৬প ক রামানন্দস্য

রামানন্দোঽপি ধন্যো বসুকুলসুজনো দানতঃ
সংপ্রপেদে
ষষ্ঠীদাসে সুমধ্যে গুণমপি নততো রামভদ্রে প্রতিষ্ঠ।
দত্ত্বা হর্ষং প্রলব্ধো বিহিত বিতরনাৎ
যাদবেন্দ্রেণ হৃষ্টো
গোপীনাথস্য কন্যাং পতিপিতৃগুণদাং
সুনুনা তাং জগাম॥

তৎসুত ১৭প ছ নয়নস্য

নয়নবসুবরিষ্ঠঃ খ্যাতিভাজং গরিষ্ঠঃ
কমলনয়নসূনৌ দত্তকন্যঃ সমুখ্যে।
তদনু বিমলতেজানন্তঘোষং সুমধ্যাৎ
তদনুচ জগদীশং প্রাপ্য দানাদ্বভাসে॥
আদায় নারায়ণদত্তকন্যাং
বিরাজতেঽসৌ সহজাত্মজাঞ্চ।
পুনর্গৃহীত্বা কিল চন্দ্রচূড়ম্
মিত্রঞ্চকাশে বহুপুণ্যকর্ম্মা॥

তৎসুত ১৮প ম শ্রীনন্দন তথা তৎসুত বল্লভস্য

চণ্ডিদাসসুতাং লব্ধা নন্দনো নচ শোভতে ।
বল্লভস্তৎসুতো জাতঃ মুকুন্দে মুদমাদদে ॥

তৎসুত ২০প ম শ্রীকৃষ্ণস্য

খ্যাত শ্রীযুত কৃষ্ণদাসবসুকো ভূদেব সেবারতো
দানাৎ শ্রীমধুসূদনে গুণমগাৎ ঘোষে চ মুখ্যেন বৈ।
আদানান্তরতে বিধায় গ্রহণং ঘোষেচ মুখ্যাধিপে।
শ্রীনন্দন জগৃহে দ্বিতীয় গ্রহণাৎ ঘোষে ঘনশ্যামকে।

তৎসুত ২১প ম রঘুনাথস্য

শ্রীকালীচরণাত্মজে দুহিতরং দত্বা সম্ভাষতে
পশ্চাৎ শ্রীলবিহারীনাগতনয়ে দত্বা প্রতিসারিণীং ॥
আদানাৎ জগদীশঘোষমগমৎ ভাগ্যেন ষড়ভ্রাতৃকং
খ্যাতঃ শ্রীরঘুনাথকো বসুবরো মধ্যাংশ এবেত্যসৌ॥

স'মু শ্রীবল্লভসুত ২০প বা'ক শ্যামদাসস্য

বসুঃ শ্যামদাসো বভৌ গোপঘোষে
দ্বিতীয়াচ্চ দানাৎ কুলে বর্দ্ধমানঃ ।
জগন্নাথদেবে প্রতিং সোপি দত্বা
মহাদেব ঘোষাত্মজে দত্তকন্যঃ ॥
গ্রহাৎ সোপি চিন্তামণৌ লব্ধকামো
দিদীপেচ দানাৎ সনিন্দো ভবচ্চ ।
দ্বিতীয়েন লব্ধা চরণাখ্যমিত্রং
গুণঞ্চাপি তস্মৈ প্রদত্তে কনীয়ান্ ॥

তৎসুত ২১প বা'ক গোবিন্দরামস্য

ষড় ভ্রাতৃকে জীবনে চ দানং দত্বাৎ প্রযত্নতঃ ।
গোবিন্দো মুখ্যমালেভে গ্রহণাৎ কানুরামকে ॥
সুতস্তস্য গোবিন্দকো ভূরিতেজাঃ
প্রদানেন ষড়্‌ভ্রাতৃকং জীবনঞ্চ ।
প্রপেদে চ মুখ্যে সুধীঃ কানুরামে
গ্রহাৎ সোপি হৃষ্টো কনিষ্ঠো বভূবঃ ॥

শ্রীমান্‌সুত ১৪প ম গোপালবসো কুলং

গোপালো বসুসম্ভবো নরহরৌ মিত্রে চ দানাত্ততো
গন্ধর্ব্বে প্রতিসারিণী বিতরণাৎ...মাপ্তঃ সুধীঃ ।
কনিষ্ঠঃ জগদাদিনাথ মভিতা ঘোষঞ্চ লব্ধঃ স্বয়ং
ভাগাৎ সোপি বিরাজতে নিজকুলে ধন্য সতামগ্রণী ॥

তৎসুত ১৫প ম পুরুষোত্তমস্য

মুররিপুর্মপিলেভে ঘোষরামাদিনন্দং ।
গ্রহণ সদৃশভাবো ঘোষ মৃত্যুঞ্জয়াখ্যে ॥

তৎপুত্র ১৬প ম রতিনাথস্য

তৎপুত্রো রতিনাথোঽপি পুত্রহীনোঽতিদুঃখিতঃ
দানেন হৃদয়াৎ প্রাপ্য মুমুদে ঘোষ সম্ভবঃ ॥

স'মু গৌরীবরসুত ১৫প ম জগন্নাথস্য

বসুর্জগন্নাথ উদীর্ণতেজাঃ শুভাদিরাজে গুণমাপ দানাৎ ।
ভগীরথেঽসৌ পুনরেব দ নাৎ শ্রীবাসুদেবে গ্রহণঞ্চকার ॥

তৎসুত ১৬প ম বল্লভস্য

তদাত্মজো বল্লভনামধেয়ো
সংপ্রাপ্য দানাদ্রঘুনাথঘোষং ।
গোপ্যাদিনাথং পুনরেব মুখ্যং
বিরাজতে শ্রীধরঘোষমধ্যং ।
শিবাদিনন্দে প্রকৃতাগ্রগণ্যে
ভৃশং দিদীপে গ্রহণাচ্চ মুখ্যে ॥

তৎসুত ১৭প ম চণ্ডিদাসস্য

শ্রীচণ্ডিদাসঃ সতু পুত্রহীনো
রত্যাদিকান্তে গুণমাপ দানাৎ ॥ (বংশাভাবঃ)

স'মু শ্রীকরসুত ১৬প ম রামনাথস্য

রমাদিনাথো বসুরেব দানাৎ
শ্রীবৈদ্যনাথে ধিতভার কীর্ত্তিং ।

আদানতো মিত্রনিধিং বিলভ্য
নিনিন্দবংশে খলু নাস্তি কশ্চিৎ।

স'মু শ্রীবল্লভসুত বা'ম রামভদ্রবসোঃ
শ্রীরামভদ্রো বসুরেব ধন্যোঃ
পুত্রোহি জাতোপ্যুদয়োঽনমান্যঃ।
আদায় গোবিন্দসুতাং তৃতীয়াং
লেভে গুণং তত্র চ দানহীনঃ॥

তৎসুত ২১প ম উদয়নারায়ণস্য
উদয়ো বসুনামাচ দানহীনো যশো লভেৎ।
শ্রীরামবল্লভং প্রাপ্য বিহারী তস্য দেহজঃ॥

স'মু শ্রীমান্‌সুত ১৪প তে শ্রীধরবসোঃ কুলং।
দ্বিতীয়দানং জগদাদিনাথে
দত্বা মহান্ শ্রীধরনামধেয়ঃ।
গদাধরং প্রাপ্যং বিরাজতেঽসৌ
পুনর্গ্রহাৎ শ্রীযুতরামঘোষং॥
আদৌ কাশী ততো নৃসিংহে
স্তদনুবাণী রূপখ্যাতঃ।
বাসুস্তস্যানুজ ইতি জাত-
স্তদনু সুধাকররিহ খ্যাতো।
শ্রীধরপুত্রাশ্চৈতে জাতা
দ্বিজকুলসেবিত বসুবিখ্যাতা॥

তৎসুত ১৫প তে কাশীবসোঃ
নিবাসমিত্রমাসাদ্য কাশীনাথো গ্রহাদ্বসুঃ।
রাঘবস্তস্য পুত্রোঽভূৎ কুলকর্ম্মসু তৎপরঃ।
নিধিশ্চ কামদেবশ্চ জনার্দ্দন বসুস্তথা॥

তৎসুত ১৬প তে রাঘবস্য
রাঘবোঽপি যশোলভে কামদেবসুতা গ্রহাৎ।

স'মু শ্রীমান্‌সুত ১৪প বা'তে অনন্তস্য
অনন্তঃ শ্রীমতঃ পুত্রোদানাত্রিপুরঘোষকে।
উগ্রকণ্ঠ গ্রহান লব্ধা ত্যজেনৈব গুণং যযৌ।

পুনরুজ্জ্বলভাগ্যেন মুখ্যে চ বনমালিনে।
নারায়ণো বিজয়শ্চ রামো নরহরি স্তথা।
ধর্ম্মচিত্রাঙ্গদৌ পশ্চাদনন্তস্য সুতা ইমে॥
(নারায়ণস্য বংশাভাবঃ)

স'মু গৌরীবরসুত ১৫প তে কলাধরস্য
কলাধরো নাম ইতি প্রসিদ্ধঃ
কৃষ্ণাদিনন্দে মুদমাপ দানাৎ।
আদানতঃ সাতকড়িঘোষমাপ্য।
কুলেষু নিন্দাং জাতএষ কেবলং॥
কমলো বসু মূর্দ্ধন্যো যাদবোঽপি সুধাকরঃ।
করুণঃ শিবদাসশ্চ রতিকান্তো গুণাকরঃ।
জানকীবসুরিত্যেতে কলাধর-সমুদ্ভবাঃ॥

তৎসুত ১৬প তে কমলস্য
দানাদ্বিহীনঃ কমলাকরঃ কৃতী
লক্ষ্মীপতিমিত্র পরিগ্রহাৎ চ।
বাণী চ তস্যাত্মজএব ধন্যঃ
শ্রীচণ্ডিদাসে গ্রহণাঞ্চকারঃ।

স'মু শ্রীকরসুত ১৬প তে রঘুনাথস্য
কুলে নরেন্দ্র রঘুনাথ এষো
জনার্দ্দনে ঘোষবরে প্রদানাৎ।
তথৈব চিত্রাঙ্গদ এষ ঘোষে
শ্রীকামদেবে গ্রহণঞ্চকার॥
দানেন নিন্দ্যো গ্রহণেন তুষ্টো
বিরাজতেঽসৌ বসুবংশজন্মা।
রাজীবনাম্না সুত এব খ্যাতঃ
ক্ষিতৌ শ্রীযুতরামরায়ঃ॥

তৎসুত ১৭প তে রাজীববসু রামরায়স্য
রাজীবো ভুবি রামরায় পদবীং লব্ধা
ক্ষিতৌ কীর্ত্তিমান্
ঘোষেশ্রীজগদাদিনন্দতনয়ে দত্বা তনুজাং মুদা॥

কৃষ্ণানন্দসুতাং প্রগৃহ্য সুতরাং দেবীপ্রসন্নোঽভবৎ।
পুত্রাস্তস্য প্রজজ্ঞিরে গুণযুতাঃ শ্রীরামচন্দ্রাদয়ঃ॥

তৎসুত ১৮প তে রামচন্দ্রস্য

শ্রীরামচন্দ্রো ভুবনে প্রসিদ্ধো
দানেন গৌরী মধুঘোষমাপ।
শ্রীকালিদাসস্য সুতাং গৃহীত্বা
মুদং প্রপেদে বসুসম্ভবশ্চ॥

তৎসুত ১৯প তে রমাকান্তস্য

বসুরমাকান্ত উদীর্ণতেজা
দানেন নারায়ণঘোষমাপ।
রমাদিকান্তে গ্রহণম্বিধায়
প্রকৃষ্টতেজাঃ সগুণী বভূব॥

তৎসুত ২০প তে নিমু বিনাম বিশ্বেশ্বরস্য

বিশ্বেশ্বরস্তস্য সুতোঽপি জাতঃ
প্রদানতো জীবনঘোষমাপ।

ততোঽপি শম্ভৌ সগুণী চ ঘোষে
য আদদে জীবনমিত্রকঞ্চ॥ (বংশাভাবঃ)

স'মু হৃদয়সুত ১৭প জন্ম ক কর্ম্ম তে শ্রীগর্ভস্য

জাত কুলে শ্রীযুতো গর্ভ এষ
প্যাদানতঃ শ্রীবনমালিমিত্রে।
তস্ক্বা কনিষ্ঠত্বমবাপ হর্ষং
ব্রবীমি কিং যদ্বিধি বঞ্চিতশ্চ॥

তৎসুত ১৮প তে জনার্দ্দনস্য

রাধাবল্লভজাং গৃহ্ণন্ জনার্দ্দনবসুঃ কুলে।
নিন্দিতঃ পিতৃতঃ সোঽপি দ্বিধাভাবো নিগদ্যতে॥

তৎসুত ১৯প তে অনন্তস্য।

তৎসুতোঽনন্তনামাচ দুর্গাদাসে চ বংশজে।
শ্যামদাসসুতাং গৃহ্ণন্ ঘোষজাং ভাগ্যতঃ সুধীঃ॥

ঘটক সার্ব্বভৌম প্রভৃতির ঢাকুর বা বাঙ্গালা কারিকায় শ্রীমান্ বসুর ও তদ্বংশের এইরূপ কুলপরিচয় আছে—

১৩প স'মু শ্রীমান্ বসুর কুল

মুখ্য কুলে সহজাগ্র বসু শ্রীমান্।
সর্ব্বানন্দ ঘোষের দান বড়ই সম্মান॥
তৎপশ্চাৎ আর কন্যা কপিলেশ্বর ঘোষ।
তেছেই ভৈরবমিত্র কুলে পরিতোষ॥
তার পাছে আর কন্যা দুর্য্যোধনে দান।
তৃতীয় পুত্র ভৈরবঘোষ পঞ্চম ছেই পান॥
মধ্যাংশ পশ্চাৎ ছেই কর নহে দূর।
অপাক কারণ তার দর্প হইল চুর॥
ভৈরবী করিয়া কুলে হইল খেয়াতি।
গোবিন্দ কৃত্তিবাস পরে হইলা সংহতি॥
গ্রহণে পরমেশ্বর ঘোষ প্রকৃত কুলের সার।
কনিষ্ঠ কপিলেশ্বর ঘোষ পাছে গেল তার॥

তৃতীয় গ্রহণ মধ্যাংশ কুল সদানন্দ ঘোষ।
চৌঠ গ্রহণ সনাতন কুলে পরিতোষ॥
সার্ব্বভৌম ঢাকুরী এই শুন কুলবর।
জঘন্য বরে দান দিলা মটিপরাশর॥

তৎসুত ১৪প স'মু গৌরীবর

দানহীন গৌরীবর বসু শুন গোষ্ঠীপতি।
গ্রহণে বিদ্যাধর ঘোষ সহজ মুরতি॥
দেবরাজ ঘোষের গয়ছেই পাইয়া কুলে অহঙ্কার
তৃতীয় গ্রহণ উগ্রকণ্ঠ ঘোষকুলের সার॥
চৌঠ গ্রহণ শুণ দিলা ঘোষ বনমালী।
মধুচন্তের পাছে বসু সার্ব্বভৌম ভনি॥

তৎসুত ১৫প স'মু শ্রীকর (নবরঙ্গী)

শ্রীকর বসুর কুল রজত কাঞ্চন তুল,
মুরারি ঘোষেতে কন্যা দান।

কনিষ্ঠ শ্রীপতি দেখি গৌরীনাথ মহাসুখী
হরিঘোষ কুলের প্রধান ॥
গ্রহণে পাইয়া মিত্র কৃষ্ণ অবতার।
বামন শ্রীকান্ত ঘোষ সহর-মজুমদার ॥
চৌঠ গ্রহণ গোকুল ঘোষ তেওজ কুল জানি।
দানাংশে সৌজন্য তার সার্ব্বভৌম ভণি ॥

তৎসুত ১৬প স'মু হৃদয়

হৃদয় বসুর হইল বড়ই আনন্দ।
গ্রহণে প্রকৃত কুল ঘোষ শিবানন্দ ॥
কনিষ্ঠ বলভদ্র ঘোষ আর জয়ানন্দ।
সার্ব্বভৌম ঢাকরী শুনিতে সুছন্দ ॥

তৎসুত ১৭প স মু চাঁদ

পুণ্যবলে চাঁদ বসু হইলা মুখ্যসাত।
গ্রহণাংশে বাড়াইলা ঘোষ রঘুনাথ ॥
কন্দর্প আনিয়া দিল রসের পসার।
সার্ব্বভৌম বলেন বসুর এইমাত্র সার ॥

তৎসুত ১৮প স'মু ভবানী

কুলেতে ধার্ম্মিক ছিলা মুখ্য ভবানী।
দান দিয়া প্রদ্যুম্নে রাখিলা আপনি ॥
সঙ্গে থাকি পত্রমিত্র করয়ে স্মরণ।
পুণ্যফলে রাজেন্দ্র ঘোষে করিল গ্রহণ ॥
সহজ সমাজে বসু হৈল প্রধান।
অবিদ্যমানে মোহন মিত্র দিলা দোজ দান ॥
করজোড়ে স্তুতি করে মধুরিপু ঘোষ।
সার্ব্বভৌম বলেন তার মাজা-ক্ষণ-দোষ ॥

তৎসুত ১৯প স'মু শ্রীবল্লভ

শ্রীবল্লভ বসুর দান রুদ্রঘোষ গুণবান্
সীতারাম করিলা বিশ্রাম।
তার পাছে রমাকান্ত দেবীদাসের অংশে বদ্ধ
গ্রহণাংশে মিত্র শ্রীরাম ॥

অবিদ্যমানের কাজ রমাকান্ত পায় লাজ
দৈবক্রমে হইলা মিলন।
শ্রীরাম বসুর ঘরে মর্য্যাদা লইল পরে
সার্ব্বভৌম করেন স্মরণ ॥

তৎসুত ২০প স'মু রঘুনন্দন

গোবিন্দ পাইয়া রঘু হইল প্রফুল্ল।
দোছেই রাধাবল্লভ ঘোষ সেও বাড়িকুল ॥
গ্রহণাংশে সার কৈলা হরির চরণ।
শ্রীমান্ বসুর মান হৈল হেলন ॥
সবিনয় অনন্ত আসিয়া রস ভজে।
সার্ব্বভৌম বলেন সিংহ সিংহে বিরাজে ॥

তৎসুত ২১প স'মু যাদবরাম

যাদবরাম বসুর কুল শুনিতে চমৎকার।
দানাংশে রামবল্লভ ঘোষের করিলা উদ্ধার ॥
গ্রহণে লক্ষ্মণ দেখি করে হায় হায়।
কেশরী বলেন বসু সহজ মাত্র সায় ॥

শ্রীবল্লভের ২য় পুত্র ২০প বা'কো'মু নন্দকিশোর

বাড়িল কিশোর বসু গোপাল সহায়।
মধুলোভে মধুকর পশ্চাতে গোড়ায় ॥
সঙ্গে সহচর রঘু মদনমোহন।
আদান প্রদান রামগোপালের মিলন ॥
রসেতে পাইয়া রূপ অধিক সম্মান।
সার্ব্বভৌম বলেন বসু কমলপ্রধান ॥

তৎসুত ২১প কো'মু নীলকণ্ঠ

নীলকণ্ঠ বসুর কুল নহিল সন্তোষ।
দানাংশে বাড়াইলা নারায়ণ ঘোষ ॥
গ্রহণেতে হরষিত পাইয়া ঘনশ্যাম।
কেশরী বলেন বসুর হইল বিশ্রাম ॥

ভবানীর ২য় সুত ১৯প বা·স·মু শ্রীরাম

বাড়িলা শ্রীরাম বসু শ্রীরাম সহায়।
জানিয়া মহেশ ঘোষ আইলা তথায়॥
গোবিন্দ আসিয়া পাছে লইলা শরণ।
কখন না দেখি মুখ্য ঠাকুর চরণ॥
সর্ব্বশেষে ছিল কন্যা গরছেই মানি।
আদান প্রদান কৈলা শ্রীরাম জানি॥
সার্ব্বভৌম ঢাকুরী এই কুলে হৈল ডাক।
দৃষ্টি ক্রমে হৈল তার মুখ্যতঃ পাক॥

তৎসুত ২০প স·মু রামনারায়ণ

মুখ্যকুলে অনুপাম রামনারায়ণ নাম
বল্লভ বালকে দিয়া দান।
চিন্তামণি পাইয়া রঙ্গে ভূষণ করিলা অঙ্গে
রামেশ্বর রসসিন্ধু পান॥
সহজ সমাজে বসু হইলা সভার পাছু
শ্রীমান্ বসুর গেল মান।
সার্ব্বভৌম বলেন শুন বাড়ি কুল যতজন
রামানন্দ বড় ভাগ্যবান্॥

তৎসুত ২১প স·মু অযোধ্যারাম

অযোধ্যারামের অভিমান জন্মেতে না দিয়া দান
বাড়িকুলে মিত্র কাশীরাম।
দোছেই মুচিরাম ঘোষ তাহাতে নহিল তোষ
দানাংশে হইল বিশ্রাম॥
রঘুদেব গ্রহণ জানি বাড়িকুল অভিমানী
দানাদানে না হইল যশঃ।
কেশরী বলেন শুন জানিয়া করিলা কেন
এই বড় রহিল অপযশ॥

২৩ স·মু জগন্নাথসুত ২৪প বা·স·মু রামসুন্দর

সুন্দর সুন্দর দানে নারায়ণ ঘোষ।
সহজসুত কমলাকান্ত গ্রহণে নির্দ্দোষ॥

এক অঙ্গে বাড়াইয়ে বসু কুলে হইল নাম।
সাম্য অংশে দানাদান ভণে কাশীরাম॥

শ্রীরাম বসুর ২য় সুত ২০প বা·কো·মু কৃষ্ণরাম

কৃষ্ণবসু কুল করেন ভাবিয়া অন্তরে।
প্রণমিয়া প্রথমে রাজীব মজুমদারে॥
গঙ্গাধর ঘোষের তনয়া করিল কুল।
কমলকলিকা হইল প্রফুল্ল মুকুল॥
সার্ব্বভৌম ঢাকরী এই কুলে হইল ডাক।
দৃষ্টি ক্রমে হইল তার মুখ্যতঃ পাক॥

১৮প ভবানীর ৩য় সুত ১৯প বা·কো·মু শ্রীমুখ

মুখ্য কুলে অবতংশ শ্রীমুখ বসুর অংশ
রামচন্দ্র দেখিয়া সন্তোষ।
রুক্মিণী করিল ভাল রূপেতে করিল আলো
চন্দ্রের কিরণে পরিতোষ॥
অন্তরে ভাবিয়া বিষ্ণু আদান প্রদানে শ্রেষ্ঠ
হরিচরণ কৈলা সার।
সার্ব্বভৌম বলেন শুন ইহা দেখি মনে গণ
দানাংশে হইল উদ্ধার॥

তৎসুত ২০প কো·মু নন্দরাম

প্রামাণিকে রাজবল্লভে পরিতোষ।
গ্রহণাংশে বাড়াইলা মুখ্য মধুঘোষ॥
রস ভজে কালিদাস পরম যতনে।
নিন্দাংশে কুল তার সার্ব্বভৌম ভণে॥

তৎসুত ২১প কো·মু রামদেব

রামদেব বসুর দান নাহি কিছু অভিমান
সাম্যদানে হরিরাম মিত্র।
দোছেই ঘোষ বিশ্বেশ্বর তাহাতে নাহিক ডর
রামমিত্র গ্রহণে বিচিত্র॥

দুই অঙ্গে না হৈল যশ ঢাকরিয়া আশ্বরস
কৃষ্ণরাম দত্ত মজুমদার।
কাশীরাম বসু বলে নবদ্বীপ নড়ালে
রামগোবিন্দ দত্ত মজুমদার।

তৎসুত ২২প কো°মু নিধিরাম

নিধিরাম বসুর কুল কি দিব উপমা তুল
প্রামাণিকে চারি কন্যা দান।
নবদ্বীপের কোটাখোলে কালিচরণ দেব ভালে
অনন্তরাম দেবের সন্মান।
নীলকণ্ঠ মজুমদার অনুখোল যার ঘর
কন্দর্পরায় ভানাবাস।
সাম্যদান সেবকরাম ঘোষ উড়িষ্যাতে ধাম
দ্বিতীয় পুত্র কোমল প্রকাশ॥
রামশঙ্কর ঘোষের কুল তৃতীয় পুত্র জানি মূল
মনোহর বসুজার গায়।
তাহার পশ্চাৎ কুল আদান প্রদান মূল
দু অঙ্গেতে সেবকের জয়॥
রামকান্ত নাগে রস দোজগ্রহণ নাহি যশঃ
বলরাম ঘোষে রবি খুসি।
তিনপুরুষে একভাব শ্রীমুখ বসুর রব
বিরচিত ঘটক বসু কাশী॥

তৎসুত ২৩প কো°মু রামদুলাল

রামদুলাল বসুর কুল বড়ই আশ্চর্য্য।
সাম্যদান কৃপারাম ঘোষ সহজ শৌর্য্য॥
দোছেই কন্যা বিনোদরাম ঘোষ বাড়ি কুল।
তেছেই ভঙ্গে রামদুলাল ঘোষের প্রফুল॥
তৎপশ্চাৎ দুই কন্যা বড়ই মধুর।
কিঙ্কর ঘোষ রামরাম দাসকন্দপুর॥
গ্রহণে সীতারাম ঘোষ শঙ্করতনয়।
পৈতৃক উখড়িয়া কুল রক্ষা কৈল তায়॥
রসেতে কিঙ্কর দেব নেউগী সরকার।
দোজবরে নিমানন্দ ঘোষ ভুবনেশ্বর॥
রামশরণ রামকৃষ্ণ নরু মজুমদার।
সৎসম্বন্ধ নিন্দা নহে ভণে কাশীশ্বর॥

তথাচ—

দুলাল বসু ভাগ্যবান্ সহজ মুখ্য দিল দান
আগছেইতে কৃপারাম ঘোষ।
দোছেইতে বিনোদরাম বাড়িকুলে বিশ্রাম
দুলালে তেছেই ভঙ্গ দোষ॥
গ্রহণ অংশে সীতারাম না পূরিল মনস্কাম
শঙ্করতনয়ে নিন্দা অংশ।
কিঙ্কর নেউগী আশ্বরস তাহাতে পাইলে যশ
ধান্য পীতাম্বরী দেববংশ॥
ভবানীর পুণ্যফলে সহজেতে দান চলে
যদি পুরুষের মধ্যা নাই।
ভণে মিত্র হরকালী ত্যাজ্য ঘর পূজ্য হলি
প্রশংসা করয় সর্ব্ব ঠাঁই॥

তৎসুত ২৪প কো°মু বৈদ্যনাথ

আছিল পৈতৃক ক্ষোভ দুলাল-নন্দনে।
সুন্দর শোভিত ঘোষ কোমল প্রদানে॥
বিনোদতনয় শিব লইল শরণ।
কোমল প্রধান কালীপ্রসাদে গ্রহণ॥
খলিসিনীবাসী রামকান্ত আশ্বরস।
দোজোদে কিঙ্করঘোষ রামলোচন দাস॥
দুঅঙ্গে হইল শৌর্য্য কুলে হইল দাপ।
কাশী বলে পুত্র দ্বারায় ঘুচিলেক তাপ॥

তৎসুত ২৫প কো°মু পীতাম্বর

জন্মকুলে পীতাম্বর প্রামাণিকে নমস্কার
পদ্মলোচন মিত্রজে বংশজে।

দানহীন গ্রহণ সার জগচ্চন্দ্র ঘোষজার
আগুছেই গ্রহণ সুসাজে ॥
কোমল কাশীনাথসুত তিরলেতে অবস্থিত
নিরাখিল মথুর ঘোষ বংশ।
রসভজে সফলরাম রুদ্র বিখ্যাত নাম
কাশীবসু করিলেক অংশ ॥

রামদুলালের ২য়পুত্র ২৪প বাংকোংমু জগন্নাথ

জগন্নাথ সুপবিত্র দানহীন ক্ষোভ চিত্ত
প্রামাণিকে হইল সন্তোষ।
জন্ম দেখি কৈল কুল মুখ্য মধু আশমুল
কণ্ঠহারসুত কুঞ্জঘোষ।
গঙ্গানারায়ণ আদ্যরস নাম লইলা উপবাস
প্রথম্বর শম্ভুনাথ কর।
দোজ কৃষ্ণমঙ্গলে বাড়ি মুখ্য পুণ্য ফলে
বিরচিত বসু কাশীশ্বর ॥

তদ্ভ্রাতা ২৪প বাংকোংমু ভরত

তৃতীয় ভরত বসু বংশে গুণকারী।
প্রামাণিকে শিবনারায়ণ রায় চৌধুরী ॥
গ্রহণে ঘোষ কালিদাস ব্রজরামসুত।
মুখ্যত হইল বসু কাশী বিরচিত ॥

নিধিরামের ২য় পুত্র ২৩প বাংকোংমু ব্রজরাম

ব্রজরাম বসুজার নাহি সাম্যদান।
অবিদ্যমান রঘুনাথ মিত্রেতে আদান ॥
রসেতে দুলাল দাস মজুপানু নিবাস।
রামজয় দত্ত পরে বংশে সুপ্রকাশ ॥
তার পাছে গোপী ঘোষ ঢুঙ্গীরামদাসী।
কাশীবসু বলে কুল কোমলেতে শশী ॥

তদ্ভ্রাতা ২৩প বাংকোংমু রামরাম

রামরাম বসুর কুল বড়ই মধুর।
প্রামাণিক রামকৃষ্ণ মিত্র খালিসপুর ॥
গঙ্গারাম দত্ত পরে নন্দদুলাল।
শিকদার বিখ্যাত নাম বোদোরেতে ভাল ॥
গ্রহণে মণিরাম ঘোষ বড়ই মধুর।
রসেতে গোবিন্দ রুদ্র স্থিতি সেরপুর ॥
গঙ্গা বীরনারায়ণ রামশঙ্কর দত্ত।
কাশী বলে তৃতীয় পুত্র হইল মুখ্যত ॥

রামদেবের ২য় পুত্র ২২প বাংকোংমু বলরাম

বাড়ি মুখ্য বলরাম দ্বিতীয় নন্দন।
দানহীন রামকানাই ঘোষেতে গ্রহণ ॥
শৌর্য্যকুলে গ্রহণ করি কুলে হইল ডাক।
কাশীরাম বসু বলে পুত্রজ্ঞান মাত্র পাক ॥

শ্রীমুখ বসুর ২য় পুত্র বাংকোংমু ২০প রূপরাম

বাড়িকুল-বসু রূপরাম।
রামকৃষ্ণ পাইয়া দান।
শ্রীরামজীবন কেনারাম।
সন্তোষের বাড়ে মান।
পাছে দেখি শ্যামদাস পরিপূর্ণ হইল আশ
রামকৃষ্ণ আদান প্রদান।
সার্ব্বভৌম বলেন শুন শ্রীমুখ বসুর পুণ্য
সন্তোষ রসের সিন্ধু পান ॥

তৎসুত ২১প রামশরণ

রামশরণ বসুর কুল কর অবধান।
অবিদ্যমানে বাড়াইলে মিত্র শ্যামরাম ॥
গ্রহণে পাইল মুখ্য নরসিংহ ঘোষ।
কেশরী বলেন বসুর দান অংশে দোষ ॥

মাহীনগর-সমাজ—গোবিন্দ গন্ধর্ব্ব খাঁর বংশ

মাহীনগর-সমাজ—গোবিন্দ গন্ধর্ব্ব খাঁর বংশ
২১ স'মু রামভদ্র
২২ স'মু দয়ারাম
বা'স'মু জগন্নাথ
বা'কো'মু নারায়ণ
বা'ম খগেন্দ্র
বা'ম বৃন্দাবন
২৩ বা'স'মু গঙ্গাপ্রসাদ (২য় পুত্র)
বা'ক কৃষ্ণচরণ (৪র্থ পুত্র)
২৪ গোপীনাথ
বা'ক রামচাঁদ
২৫ নৃসিংহ হীরালাল মতিলাল
(সাং কবিলপাড়া)
তিনকড়ি
২৪ স'মু শীতলাপ্রসাদ
বা'স'মু মধুসূদন
২৫ স'মু শ্যাম
বা'স'মু প্যারী
বিহারী
২৩ কো'মু আশারাম
নিম ক ভোলানাথ
কাশীনাথ
২৪ কো'মু হরিচরণ
২৪ ছ রামচাঁদ
২৫ কো'মু অক্ষয়কুমার (কলিকাতা)
২৫ বিপিন (শোভাবাজার)
২৩ ম যুগলকিশোর
২৪ ম রঙ্গলাল (ষক্‌পুর)
২৩ ম গৌরকিশোর
কৃষ্ণকিশোর
মথুরামোহন
২৪ ম নন্দকিশোর (ষক্‌পুর)
ভুবনমোহন
স্বরূপমোহন
রামমোহন
২৩ স'মু কৃষ্ণপ্রসাদ
বা'স'মু মোহনলাল
অর্জ্জুন
বিহারী
গোবিন্দ (পোষ্যপুত্র) (কুলংনাস্তি)
২৪ স'মু রাধামোহন (সাং রঙ্গপুর)

মাহীনগর-সমাজ—গোবিন্দ গন্ধর্ব্ব খাঁর বংশ

১৯ স·মু শ্রীরাম

২০ স·মু গোবিন্দ　　বা·কো·মু মধুসূদন

২১ বা·কো·মু ভগবানচন্দ্র　ম সাহেবরাম　　২১ কো·মু ব্রজমোহন　　ক বীরভদ্র

২২ কো·মু নিত্যানন্দ

২২ ছ বৈরাগীচরণ

২৩ কো·মু ইচ্ছারাম　ক লক্ষ্মীরাম　　২২ কো·মু আনন্দীরাম　ক মুকুন্দরাম

২৩ ম নন্দকিশোর　ম২ গৌর

২৪ কো·মু রামধন　মধুসূদন　রামচন্দ্র　২২ম অযোধ্যারাম
(ষক্‌পুর, মেদিনীপুর)

২৪ ম কাশীনাথ　ম২ বিশ্বনাথ
(সাং কাশীর মৃজাপুর)

০　২৩ ম মনঃবোধ　জয়নারায়ণ　কানুরাম　কেবলরাম　রামপ্রসাদ

২৩ যুগলকিশোর　ভবানীচরণ　গঙ্গানন্দ　নন্দরাম　শিরোমণি

২৪ রাধাকৃষ্ণ　ম হরেকৃষ্ণ　গৌর
(জাজপুর)

২৪ দামোদর

১৪ স·মু বিনোদ খাঁ

১৫ ক লক্ষ্মীদাস (২য় সুত)

১৬ ছ লোকনাথ শ্রীধর কাশীনাথ বা·তে অচ্যুত দৈবকী বাসুদেব

১৭ ম দুর্গাদাস চন্দ্রশেখর — ১৭ তে গোপাল

১৮ ম শিবরাম — ১৮ তে শ্রীহরি

১৯ ম রত্নেশ্বর রাঘবেন্দ্র — ১৯ তে রামভদ্র জয়কৃষ্ণ রামনারায়ণ

২০ তে রাধাকান্ত রামদেব রূপরাম প্রাণবল্লভ

২১ তে রামকৃষ্ণ শম্ভুচন্দ্র মুক্তারাম তেকু কিশোর নন্দরাম রামানন্দ শ্যামরাম

২২ তে রামরাম রামগোবিন্দ বলরাম ভোলানাথ নিধিরাম

২৩ তে দীপচন্দ্র কীর্ত্তিচন্দ্র

২৪ তে আশারাম কালীশঙ্কর পীতাম্বর রামধন ভবানীশঙ্কর
(সাং খলিবাখালী)

২৫ তে রামনারায়ণ ভবানীপ্রসাদ

মাহীনগর-সমাজ—গোবিন্দ গন্ধর্ব্ব খাঁর বংশ

* মুদ্রিত কায়স্থ-কারিকায় পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ স্থলে মধুসূদন, কৈলাশচন্দ্র, হলধর ও ব্রজহরি আছে।

† মুদ্রিত কায়স্থ-কারিকায় রামচাঁদের পুত্র—কো·মু নবীনচন্দ্র ও বা·কো·মু কৃষ্ণধন।

মাহীনগর-সমাজ—গোবিন্দ গন্ধর্ব্ব খাঁর বংশ

মাহীনগর-সমাজ – গোবিন্দ গন্ধর্ব্ব খাঁর বংশ

১৮ বা·কো·মু হরিদাস

১৯ বা·ক গঙ্গারাম (৩য় পুত্র)

২০ বা·ক রাজারাম　　বা·তে ঘনশ্যাম　　রতিরাম

২১ বা·ক সন্তোষ　　২১ তে শঙ্কর　　তুলারাম

২২ ছ রামবল্লভ　　২২ তে রাধাকৃষ্ণ মাণিক

২৩ ম রামনিধি রামকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ রামকিশোর ব্রজমোহন

রঘুনাথ• ২৪ ম গোকুলচন্দ্র শিবনারায়ণ
(হরিনাভি)

২৩ তে রামমোহন রামজয় জয়নারায়ণ রাজনারায়ণ গোপীনাথ বালকচন্দ্র

২৪ তে গোকুলচন্দ্র মহাদেব শিশুরাম

১৫ তে গদাধর (বালিয়া·পাইকপাড়া) শম্ভুনাথ

গোবিন্দ গন্ধর্ব্ব খাস্ ও তদ্বংশের অংশনির্ণয়

১৩প স˙মু গন্ধর্ব্বখানস্ত কুলং

কাকুস্থঘোষতনয়ে তনয়াম্প্রদায়
প্রামাণিকীং যদপি তত্র রুচিং নধাতু।
তস্যাত্মজা গ্রহণতো ন চ তোষমাপ
গন্ধর্ব্বখানবসুজঃ নতু দানহীনঃ ॥
শ্রীসর্ব্বঘোষতনয়াং তনয়েন নীত্বা
ভূয়ো বিভাতি সুতরাং স্বপদে প্রতিষ্ঠঃ।
পর্য্যাশ্চ তনয়াং স পরাশরস্য
জগ্রাহ মালাধরজাং খলু মুখ্যবর্য্যঃ ॥
দৈত্যারিঘোষং সংপ্রাপ্য চতুর্থগ্রহণেন চ।
গন্ধর্ব্বো বিপ্রভক্তোঽপি বিপর্য্যায়ে কুলস্থিতঃ ॥

তৎসুত ১৪প স˙মু বিনোদখানস্ত

বিনোদখানঃ সহজাগ্রগণ্যো
দানেন লব্ধা গুণরাজঘোষং।
বভৌ ততঃ শ্রীভবনাথঘোষং
সংপ্রাপ্য মুখ্যো ন চ তোষমাপ ॥
ররাজ বিশ্বেশ্বরঘোষকন্যাং
সংগৃহ্য খানঃ প্রণবঃ প্রতিষ্ঠঃ।
অবিদ্যমানো ভবনাথমিত্রং
সংপ্রাপ্য লেভে নচ সুপ্রতিষ্ঠাং ॥

তৎসুত ১৫প স˙মু গৌরীদাসস্ত

বসুশ্চৈব গৌরীদাসাখ্যশ্চ মুখ্যঃ
প্রদানাচ্চ লেভে মুদং কৃষ্ণমিত্রে।
ততো মাধবোঽসৌ ভৃশং দীপ্যমান-
স্ততো মিত্রলক্ষ্মীপতৌ কান্তঘোষে ॥
ততো বল্লভেঽসৌ গুণং নো বিধত্তে
ততো মুখ্যবর্য্যে জগন্নাথকে চ।
গৃহীত্বা চ লক্ষ্মীপতিং ঘোষবর্য্যং
মুদং নো বিলেভে ততঃ কোমলঞ্চ ॥
ততো বাসুদেবে ভৃশং রূপরাজে
বিরেজে চ খানকুলেঽসৌ বরিষ্ঠঃ।
জগদ্ঘোষকন্যাং গৃহীত্বা নরেন্দ্রে
নবাঙ্গেন ভঙ্গো যতো ভৈরবী চ ॥

তৎসুত ১৬প স˙মু যদুনন্দনস্ত

মুখ্যঃ শ্রীযদুনন্দনো বিজয়তে ধন্যো ধরামণ্ডলে
দানেনৈব মহাযশাঃ কৃতিবরঃ সৎকীর্ত্তিমান্যো
মহান্।
ঘোষং যদ্বলভদ্রকং কৃতিবরং সংপ্রাপ্য মোহং গতো
দানাদানবিধানতো বসুবরো তুষ্টিঞ্চ নাপৎভৃশং ॥

তৎসুত ১৭প স˙মু কামদেবস্ত

মুখ্যঃ শ্রীকামদেবঃ সকলগুণযুতো ধার্ম্মিকঃ
সত্যবাদী।
দত্বা কন্যাং নরেন্দ্রে সহজকুলভবো ঘোষযজ্ঞেশ্বরায়
আদানাৎ কৃষ্ণঘোষং বসুকুলতিলকঃ প্রাপ্য
মোহং গতোঽসৌ।
গৃহ্নন্ ঘোষাগ্রগণ্যং স কিল রঘুপতিং লব্ধকীর্ত্তি-
বিভাতি ॥
উৎখাতঃ কৃষ্ণঘোষোঽপি মুখ্যতাং প্রজহৌ তদা।
অনন্তঘোষং সংপ্রাপ্য নরেন্দ্রে বসুপুঙ্গবঃ ॥

তৎসুত ১৮প স˙মু গোপালস্ত

গোপালো ব[illegible]মুখ্যকঃ কুলভৃতাং
মান্যো ধরামণ্ডলে।
দানেনৈব চ দীনহীনমহিমা স বিপ্রভক্ত স্বয়ং ॥
আদাৎ কিল চণ্ডিদাসতনয়াং সংপ্রাপ্য
রেজে ভৃশং।
চণ্ডিদাসসুতাং ততোঽপি সহসা গৃহ্নঞ্চ মোহংগতঃ ॥

তৎসুত ১৯প স'মু শ্রীরামস্য

বসুশ্রীলরাম ক্ষিতৌ লব্ধকীর্ত্তিঃ
প্রদানাদ্বিরেজে স গোপীশঘোষে।
ততোঽসৌ নরেজে ভৃশং রাঘবেন্দ্রে
গৃহীত্বাচ বিষ্ণুং যতঃ কোমলঞ্চ ॥
রাধাকান্তসুতাং প্রাপ্য দ্বিতীয়গ্রহণেন চ।
উভয়োর্ন গুণং লেভে সহজং সুপ্রতিষ্ঠিতঃ॥

তৎসুত ২০প স'মু গোবিন্দস্য

গোবিন্দঃ কুলভূষণঃ কুলকৃতী ধন্যোঽহি ভূমণ্ডলে
গোবিন্দং পরিগম্য যাদবমতো শ্রীরামভদ্রং ততঃ।
দানাৎ সোপি ন রাজতে বিধিবশাৎ মিত্রং জগন্নাথকং।
সংপ্রাপ্তো বসুপুঙ্গবো গ্রহণতো মগ্নোঽহি মজ্জাম্বুধৌ॥

কামদেবসুত ১৮প বা'কো'মু হরিদাসস্য

ম্যশ্রীহরিদাসকো বিজয়তে সংবর্দ্ধমানঃ স্বয়ং
চণ্ডীদাসগুণোদ্ভবং সুকৃতিনং সংপ্রাপ্য দানাদ্ভবৌ।
বংশীঘোষবরং শিবং কৃতিবরং গোপালঘোষং ততো
রাজেন্দ্রং প্রকৃতাধিপং বসুবরো লব্ধাচ ভাগ্যেন বা॥
সোত্যর্থং সুশুভে প্রদানঃ বিধিনা শ্রীচণ্ডিদাসস্ততো
গোপালং খলু কোমলগ্রহণতঃ শ্রীরামচন্দ্রে মহান্।
তস্মাদ্যঃ কিল কোমলত্বমগমৎ মুখ্যো হি চন্দ্রোপমঃ
তৎপশ্চাৎ জয়ঘোষকং কৃতিবরং রূপঞ্চ মিত্রং ততঃ॥
লব্ধা সোপি বিরাজতে গ্রহণতঃ শ্রীচন্দ্রঘোষং মুদা
দত্বা যো নবরঙ্গিতাং কুলকৃতী ধন্যোঽহি পুণ্যেন বা॥

তৎসুত ১৯প কো'মু রামেশ্বরস্য

বসুঃ সোপি রামেশ্বরো ভূরিতেজাঃ
প্রদানেন লব্ধা ক্ষিতৌ পার্ব্বতীঞ্চ।
নরেজে সুমুখ্যঃ সদাবিপ্রভক্ত-
সুতোঽসৌ বিরেজে মুদা রাঘবে চ॥
ততশ্চৈব রাধাপতৌ সোপি লজ্জাং
প্রপেদে মুদং শ্রীরামবল্লভে চ।
ততো রামচন্দ্রং গৃহীত্বা চ মিত্রং
প্রপেদে মুদং রুক্মিণীনাথকেন॥

তৎসুত ২০প কো'মু রত্নেশ্বরস্য

বসুশ্চৈব রত্নেশ্বর পুণ্যকর্ম্মা
যশো নোপলেভে মধৌ ঘোষকে চ।
নতুষ্টিং প্রপেদে মণৌ ঘোষবর্য্যে
ততোঽসৌ ন তোষং রমেশে চ ঘোষে।
ততঃ সাধুশীলে মহাদেবঘোষে
গৃহীত্বা গুণী শ্রীযুতরামকৃষ্ণম্॥

তৎসুত ২১প কো'মু রামভদ্রস্য

বভৌ গোকুলে শ্রীযুতো রামভদ্রঃ
প্রদদান্নতোষং যশৌ নন্দরামে।
ততো রামদেবং গৃহীত্বা ন তুষ্টিং
গতঃ সোপি মুখ্যো বসুঃ সাধুশীলঃ॥

১৮প হরিদাসসুত ১৯প বা'কো'মু রামনারায়ণস্য

শ্রীরামনারায়ণ ইন্দুকীর্ত্তি-
র্যশঃ সুরাশীং গ্রহণাৎ প্রপেদে।
গোস্বামিঘোষে প্রকৃতপ্রধানে
বিরাজিতো বর্দ্ধিতকোমলাগ্রগণ্যঃ॥

তৎসুত ২০প কো'মু রাঘবস্য

তুলালে পরিবর্ত্তেন রাঘবো নো যশো যযৌ।
রত্নেশ্বরে কনিষ্ঠে চ যাদবে মুখ্যকে যশঃ॥

সংমু গন্ধর্ব্ব খাঁ-সুত ১৪প ক বনমালিবসোঃ কুলং

বনমালিসুতাদানাদ্দেবরাজবসূত্তমঃ।
ঘোষে চাপ্রত্যয়ে পশ্চাদত্যর্থং গুণমাদদে॥
গ্রহণাদ্দেবরাজোঽপি মুখ্যে চৈব মুদং লভেৎ।
দানাদানেন সংপ্রীতো যথা ভাতি দিবাকরঃ॥
শ্রীপতিস্তস্য পুত্রোঽভূন্মুকুন্দশ্চ ততঃ পরং।
খ্যাতঃ কংশারিনামা চ শ্রীকান্তো রামনাথকঃ॥

তৎসুত ১৫প ছ শ্রীপতিবসোঃ কুলং

শ্রীপতিদানহীনোঽপি গ্রহণাৎ কিরণে বভৌ।
বিষ্ণুদাসস্ততো জাতো সত্যবান্ তৎপরে জগৎ॥

তৎসুত ১৬প ম বিষ্ণুদাসস্য

বিষ্ণুদাসো যশো লেভে হৃদয়েঽপি প্রদানতঃ।
রামভদ্রসুতাং গৃহ্নন্ মুমুদে বসুসম্ভবঃ॥

তৎসুত ১৭প ম জনার্দ্দনস্য

জনার্দ্দনোঽপি তৎপুত্রো দানহীনোঽভবৎ পুরা।
গ্রহণাজ্জানকীং প্রাপ্য বংশহীনো বসূত্তমঃ॥

১৪প ক বনমালীসুত ১৫প তে মুকুন্দস্য

মুকুন্দঃ ভবনাথশ্চ রূপরাজেন সদ্গুণী।
মুকুন্দো বামনং লব্ধা যস্তে চ কুলবামনঃ॥

তৎসুত ১৬প তে ভবনাথস্য

দত্বা নারায়ণো ধন্যো ভবনাথবসুর্মহান্।
গোপালমিত্রযোগেন জগাম কুলকুণ্ঠতাং॥

১৪প সংমু বিনোদসুত ১৫প ক লক্ষ্মীদাসস্য

দানেন হীনঃ খলু লক্ষ্মীদাসঃ
পুত্রোঽপি জাতঃ কিল লোকনাথঃ।
আদায় লক্ষ্মীপতিদাসঘোষং
পুনর্মুকুন্দে দ্বিতীয়ঞ্চকারঃ॥

তৎসুত ১৬প ছ লোকনাথস্য

শ্রীলোকনাথে বসুরেব দানাৎ
সঙ্কেতঘোষমুদমাপ হৃষ্টঃ।
প্রতিপ্রদানাৎ জগদাদিনন্দে
গ্রহাচ্চকাশে বলভদ্রঘোষে॥

তৎসুত ১৭প ম দুর্গাদাসস্য

দুর্গাদিদাসঃ খলু দানহীনঃ
পুত্রোঽপি জজ্ঞে শিবরামনামা।
শ্রীবিষ্ণুদাসে গ্রহণঞ্চ কৃত্বা
ন রাজতেঽসৌ বসুবংশজন্মা॥

তৎসুত ১৮প ম শিবরামস্য

দানেন লব্ধা সতু রূপমিত্রং
গুণং প্রপেদে শিবরামকোঽপি।
পুত্রোঽপি যজ্ঞেশ্বর(*)বংশহীনো
জগ্রাহ ঘোষং কিল কালিদাসং॥ (বংশাভাবঃ)

সংমু গৌরীদাসসুত ১৬প ক সত্যবাণস্য

সত্যবাণিকপুঙ্গবঃ স্বয়ং দানতঃ খলু রূপরাজকে।
রাজতে চ বসুসম্ভব ক্ষিতাবাদদে সতু ঘোষমাধবং॥
(বংশাভাবঃ)

বাংকোমু হরিদাসসুত ১৯প বাংক গঙ্গারামস্য

গঙ্গারামোতিহৃষ্টঃ সকলগুণযুতঃ পার্ব্বতীদাসবোষো
দত্বা তুষ্টিং প্রদানাৎ কুলকৃতিনিপুণঃ শ্রীলবৃন্দাবনে চ।
আদানাৎ বিষ্ণুদাসে গুণমপি জগৃহে ঘোষবর্য্যো সুমুখ্যে
পুত্রো রাজাদিরাম সমজনি ভুবনে বিপ্রসেবানুরক্তঃ॥

তৎসুত ২০প বাংক রাজারামস্য

সুমুখ্যে যথৌ ঘোষকে দানতোঽসৌ
ততো নন্দনাখ্যে গুণী লব্ধকামঃ।

(*) কুলপঞ্জিকায় পাঠান্তর রত্নেশ্বর।

গ্রহাত্তেকুমিত্রে সমাদায় হর্ষং
গতঃ শ্রীলরাজাদিরামঃ কনিষ্ঠং ॥

তৎসুত ২১প বা'ক সন্তোষস্য

সুতস্তস্য সন্তোষকো দানহীনো
গ্রহাৎ কৃষ্ণমিত্রে মুদঞ্চাপমুখ্যে ।
ক্ষিতাবেব ধন্যঃ সুতস্তস্য জাতো
বসুর্বল্লভো রামপূর্ব্বঃ সুধীরঃ ॥

বা'ক গঙ্গারামস্য ২য় সুত ২০প বা'তে ঘনশ্যামস্য

রাধাকান্তেন গোবিন্দাৎ ঘনশ্যামো বিরাজতে ॥

কোমু রামেশ্বরসুত ২০প ক যদুবসোঃ কুলং

শ্রীযাদবেন্দ্রো মথুরেশমাপত
দানেন মিত্রং বসুকঃ সুধীরঃ।
আদানতঃ শ্রীযুতরামকৃষ্ণে
গুণং বিধত্তে ন চ দানতোঽপি ॥
প্রাণবল্লভনামাচ নন্দরামস্ততঃ পরং।
রুদ্রোঽপি কৃষ্ণরামশ্চ ভুবনস্তস্য দেহজাঃ ॥

তৎসুত ২১প বা'ক প্রাণবল্লভস্য

জাতঃ শ্রীযুতপ্রাণবল্লভ ইহ খ্যাতোহি ভূমণ্ডলে।
ঘোষে শ্রীজগদীশকে গুণযুতো দানেন তোষং গতঃ ॥
আদানাচ্চ বিরাজতে সচ গুণী রাজাদিরামে ভৃশং।
পুত্রাঃ শ্রীযুতশ্যামরামপ্রমুখাঃ রেজুঃ পৃথিব্যাং গুণৈঃ ॥

স'মু গন্ধর্ব্ব খাঁ-সুত ১৪প ম সনাতনবসোঃ কুলং

সনাতনে পুরন্দরে প্রদানতো মুদং যযৌ।
গণেশকে প্রতি প্রদাৎ ততোঽপি গৌরীদাসকে ॥
আদানতো গণেশকং বিলভ্য ঘোষসম্ভবং।
সুশোভতে সমুদ্ভবঃ সদাহি বিপ্রভক্তকঃ ॥

তৎসুত ১৫প ম অনিরুদ্ধস্য

অনিরুদ্ধপ্রদানেন ঘোষপঞ্চাননে ততঃ।
ছকুঘোষে তথা সূর্য্যে মিত্রে কাশীপতৌ মহান্ ॥
রামভদ্র সমালেভে গ্রহণাদ্বসুপুঙ্গবঃ।
বসুর্বিশ্বনাথশ্চ বসুশ্চিত্রাঙ্গদঃ সুতৌ ॥

তৎসুত ১৬প ম বিশ্বনাথস্য

তস্যাত্মজঃ শ্রীবসুবিশ্বনাথো
দানাৎ শিবানন্দ পরাপঘোষং।
গোপীপতৌ সংপ্রতিসারিণীঞ্চ
শ্রীরামভদ্রে গ্রহণঞ্চকারঃ ॥ (বংশাভাবঃ)

১৫প স'মু গৌরীদাসসুত ১৬প ম ধ্রুবরাজস্য

সমুদ্ভবশ্রীধ্রুবরাজ এষো দানাজ্জগন্নাথমবাপমিত্রং।
আদায় গোপীজনমিত্রকন্যাং নরাজতেঽসৌ সহি মুখ্যসূনুঃ ॥

তৎসুত ১৭প ম চৈতন্যবসোঃ

চৈতন্যোঽপি গুণং লেভে ত্রৈলোক্যে ঘোষসম্ভবে।
চণ্ডিদাসসুতাং লব্ধা রাজতে ঘোষসম্ভবে ॥

তৎসুত ১৮প ম নিধিরামস্য

তস্যাত্মজঃ শ্রীনিধিরেব ধন্যো
মুরারিঘোষে বিততার দানে।
শ্রীবাসুদেবস্য সুতাং গৃহীত্বা
নিন্দাং প্রপেদে সচ বংশহীনঃ ॥

১৩প স'মু গন্ধর্ব্বখাঁ-সুত ১৪প তে বামনখানস্য

রঘুত্রিপুরঘোষজা পুনর্দামোদরেণ চ।
নিন্দিতো বামনঃ খানো গন্ধর্ব্বস্য তনূদ্ভবঃ ॥

তৎসুত ১৫প তে জগন্নাথস্য

কিরণেন সমাযোগাৎ জগন্নাথঃ কুলাগ্রণী।

ক লক্ষ্মীদাসসুত ১৬প বা'তে অচ্যুতস্য ॥

চন্দ্রেন বাসুদেবেন অচ্যুতঃ পরিনিন্দিতঃ ॥

তৎসুত ১৭প তে গোপালস্য

বল্লভেন লোচনেন গৌরীঘোষেন তৎপরং।

তুর্য্যতাং করয়ামাস গোপালো গুণসংযুতঃ ॥

তৎসুত ১৮প তে শ্রীহরিবসোঃ

নিন্দিতো রামমিত্রেন কালিদাসাৎ হরির্মহান্ ॥

তৎসুত ১৯প তে রামভদ্রস্য

পরশুরামসমাযোগাৎ রামভদ্রো বিরাজতে।

শ্রীরামে চ পুনর্দানাৎ রামেশ্বরাৎ বিনিন্দিতঃ ॥

ঘটক সার্ব্বভৌম প্রভৃতির ঢাকুর বা বাঙ্গালা কারিকায় এই বংশের এরূপ অংশ পরিচয় বর্ণিত হইয়াছে—

১৩প গোবিন্দ গন্ধর্ব্বখান্

প্রামাণিকে কাকুৎস্থ ঘোষে দান দিলা গন্ধর্ব্বখান্।
তার কন্যা গ্রহণ করি কুলে অপমান ॥
ক্ষেম্য দোষে দোষী ছিল সর্ব্বানন্দ ঘোষ।
তার কন্যা গ্রহণ করি কুলে পরিতোষ ॥
ভ্রমোদ্ধারে কুলরক্ষা সর্ব্বলোকে কয়।
ভাগ্যক্রমে মটী পরাশর তার দোজ যায় ॥
তৃতীয় গ্রহণ মালাধর কুলে বড় দাপ।
চৌঠ গ্রহণ দৈত্যারি ঘোষ ঘুচায় কুলের তাপ ॥
সার্ব্বভৌম ঢাকুরী এই শুন দিয়া মন।
সর্ব্বানন্দ ঘোষ তার রক্ষার কারণ ॥

তৎসুত ১৪প স'মু বিনোদখান্

গণপতি ঘোষে দান দিয়া পরিতোষ।
তৎপশ্চাৎ অবিদ্যমানে ভবনাথ ঘোষ ॥
বিশ্বেশ্বর ঘোষের কন্যা গ্রহণ কুলে বড় দাপ।
অবিদ্যমানে ভবনাথ মিত্রের হইল লাভ ॥
সার্ব্বভৌম ঢাকুরী এই কর অবধান।
এ পর্য্যায়ে বিনোদখান্ সহজ-প্রধান ॥

তৎসুত ১৫শ স'মু গৌরীদাস

কৃষ্ণমিত্রে দান দিয়া প্রথম কুলের সাজ।
মাধব মিত্রে দোছেই দান বড়িষা সমাজ ॥
তৎপশ্চাৎ আর কার্য্য বড় চমৎকার।
লক্ষ্মীনাথ মিত্র শ্রীকান্ত ঘোষ সহর মজুমদার ॥
পাঁচছেই বলভদ্রঘোষ দস্তিদারসুত
অষ্টম গ্রহণ তারপর কাশীনাথ মিত্র ॥

গ্রহণে লক্ষ্মীনাথ ঘোষের বাড়াএ পরিতোষ।
দোজ গ্রহণ কনিষ্ঠকুল বাসুদেব ঘোষ ॥
মধ্যাংশ রূপরাজ ঘোষ দিলা তৃতীয় দান।
চৌঠ গ্রহণ গুণ দিলা জগদানন্দ খান্ ॥
পঞ্চম নরসিং মিত্র বড় মনোনীত।
অষ্টম গ্রহণ তারপর কাশীনাথ মিত্র ॥
সার্ব্বভৌম ঢাকুরী এই শুন দিয়া মন।
দানাংশে শৌর্য্য তার নিশ্চিত গ্রহণ ॥

তৎসুত ১৬প স'মু যদুনন্দন

উত্থান মাত্র যদুবসু কুলে হৈলা তোষ।
আদান প্রদান তার বলভদ্র ঘোষ ॥
সার্ব্বভৌম ঢাকুরী এই কর অবধান।
নিন্দাংশে কুল তার দুই অবিদ্যমান।

তৎসুত ১৭প স'মু কামদেব

যজ্ঞেশ্বর ঘোষে দান দিয়া ঘোষের পরাক্রম।
গ্রহণাংশে কৃষ্ণ ঘোষ এই মাত্র ভ্রম ॥
দোজ গ্রহণ রঘুনাথ ঘোষ প্রকৃত কুলের সার।
ব্যতিক্রম কৃষ্ণঘোষ পাছে গেল তার ॥
তৃতীয় গ্রহণ অনন্তঘোষ অবিদ্যমানে জানি।
কামদেব বসুর দানগ্রহণ সার্ব্বভৌম ভণি ॥

তৎসুত ১৮প স'মু গোপাল

দানহীন গোপাল বসু সর্ব্বলোকে কয়।
গ্রহণে চণ্ডীদাস মিত্র অবিদ্যমানে তায় ॥
দোজগ্রহণ মধ্যাংশ কুল চণ্ডীদাস জানি।
নিন্দাংশে কুল তার সার্ব্বভৌম ভণি ॥

তৎসুত ১৯প স'মু শ্রীরাম

শ্রীরাম বসুর দান গোপীঘোষ গুণ পান
রাম বসু করে অহঙ্কার।
বিষ্ণুঘোষে গ্রহণ দেখি রাধাকান্ত হৈল সুখী
সার্ব্বভৌম করিলা উদ্ধার॥

তৎসুত ২০প স'মু গোবিন্দ

গোবিন্দ বসুর কুল কর অবধান।
গোবিন্দ ঘোষে দান দিয়ে বাড়াএ সম্মান॥
দোছেই দিয়ে যদুমিত্র করে অহঙ্কার।
তেছেই রামভদ্র মিত্র মধ্যাংশ সুন্দর॥
তেকু মিত্রে গ্রহণ করি উদ্ধারিল তারে।
দীপ্তমন্ত হৈল কর্ম্ম কোমলের ঘরে॥
দুই অঙ্গে কোমল কুল নাহি অভিমান।
নিন্দাংশে দানাদান কেশরী প্রমাণ॥

মতান্তরে—

গোবিন্দর গোবিন্দ দান ঘোষেতে সুসাজ।
তেকুমিত্র কৈল কুল গ্রহণাংশে লাজ॥
নন্দরাম মিত্র বলে শুন সভাজন।
দোজ দোছেই হীন বসুর কেবল গ্রহণ॥

কামদেবের ২য় সুত ১৮প বা'কো'মু হরিদাস

হরিদাস বসুর কুল অতি সুপ্রকাশ।
প্রামাণিকে প্রথম কন্যা রতিকান্তদাস॥
দান সাম্য মহৎগুণ হীরের গাঁথনী।
চণ্ডিদাসে আগুছেই অংশে সহজ গণি॥
দোছেই কন্যা বংশীঘোষ কনিষ্ঠ অবতার।
তেছেই শিবদাস ঘোষ ছভায়া সুন্দর॥
চৌছেই গোপালঘোষ গুণ অতিশয়।
তৃতীয় মুখ্যের হৈয়া চৌছেই কন্যা লয়॥
উত্তর উত্তর কুল বৃদ্ধিদানে অতিসাজ।
পাঁচছেই রাজেন্দ্রঘোষ প্রকৃত মুখ্যরাজ॥
ছছেই কন্যা গ্রহণ করে চণ্ডিদাস ঘোষ।
অবিহিত কার্য্যহেতু সবে বলে দোষ॥
গোপাল ঘোষ তেওজ পাছে ছেই লইয়া যায়।
মধ্যাংশ পাইলে গুণ নইলে অপনয়॥
না বুঝিএ কার্য্য করিলে দৈবদশা হয়।
ক্রমে কহিলাম কন্যা একাদশ এই॥
গ্রহণে রামচন্দ্র ঘোষ লৈল মনস্কাম।
না হৈল সহজার্থ কমলে বিশ্রাম॥
দোজ গ্রহণে জয়ঘোষ কনিষ্ঠ অবতার।
তৃতীয় গ্রহণ রূপমিত্র মধ্যম কুলবর॥
চৌঠ গ্রহণ চাঁদঘোষ পাছে গেলা তরি।
নবরঙ্গ হৈল বসু সর্ব্ব অধিকারী॥
দানগ্রহণ করি হরি সভায় সুন্দর।
রাশিচক্র মধ্যে যেন পূর্ণ শশধর॥
ঘটক মিত্র নন্দরাম জানেন কুলের ছবি।
বসুবংশে কমল কুল উদয় যেন রবি॥

তৎপৌত্র ২০প কো'মু রত্নেশ্বর

রত্নেশ্বর বসুর কুল শুন দিয়া মন।
দান দিয়ে বাড়াইলে শ্রীমধুসূদন॥
মণিরামে দোছেই দান পূর্ব্বদৃষ্টক্রমে।
তার পাছে রামেশ্বর ছেই ভঙ্গ ভ্রমে॥
ধনলোভে মহাদেব ঘোষের সাজন।
পঞ্চমুখে হরিনাম গায়েন অনুক্ষণ॥
তনয়া কমলা ঘনশ্যামে দিবে দান।
রামকৃষ্ণ গঙ্গাধরে করিলে আদান॥
সার্ব্বভৌম বলেন হরিদাস পুণ্যবান্।
উত্তর উত্তর কুল বৃদ্ধি বড়ই সন্ধান॥

হরিদাসের পৌত্র ২০প কো'মু রাঘব

রাঘব বসুর কুল বড়ই সুন্দর।
আগছেই দুলাল মিত্র দোছেই রত্নেশ্বর॥

মাহীনগর-সমাজ—পুরন্দর খান-বংশ

- ১৩ বা·স·মু গোপীনাথ পুরন্দর খান্ (নবরঙ্গী) [১১৭ পৃষ্ঠায় পূর্ব্ববংশ]
  - ১৪ স·মু কেশব খাঁ (ছত্রী)
    - ১৫ স·মু শ্রীকৃষ্ণ (বিশ্বাসখাস)
      - ১৬ স·মু অনন্তরায়
        - ১৭ স·মু রঘুনাথ মল্লিক
          - ১৮ স·মু গোবিন্দচন্দ্র
            - ১৯ স·মু রামভদ্র
              - ২০ স·মু রমাবল্লভ
                - ২১ স·মু রাজারাম
                  - ২২ স·মু দুর্গারাম
                    - ২৩ স·মু গঙ্গারাম
                  - বা·কো·মু সীতারাম
                  - বা·কো·মু রামরাম [২২০ পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী বংশ]
              - ক রত্নেশ্বর
              - বা·ক মধুসূদন
          - গোপীনাথ
          - কমলকৃষ্ণ
    - বা·স·মু চক্রপাণি (ছত্রনাজির) [২২৩ পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী বংশ]
    - বা·কো·মু কামদেব (বিশ্বাসখাস)
      - ১৬ কো·মু গোপাল মল্লিক
      - ক মুকুন্দ
        - ১৭ ছ শঙ্কর মল্লিক
          - ১৮ ম রামকৃষ্ণ
            - ১৯ ম জগদ্বল্লভ
              - ২০ ম কালীচরণ
              - রামজীবন
              - পঞ্চানন
              - রামশরণ
              - সুধারাম
              - জানকীরাম
            - ম২ প্রাণবল্লভ
            - সদাশিব
            - হরি
          - রামেশ্বর
          - রত্নেশ্বর
          - বিশ্বেশ্বর
          - বীরেশ্বর
    - বা·ক রতিনাথ (ছোট ঠাকুর)
  - বা·কো·মু নীলাম্বর খাঁ
  - বা·ক শ্রীনিবাস খাঁ
  - বা·ক নরহরি খাঁ
  - বা·ক হরিহর খাঁ

মাহীনগর-সমাজ—পুরন্দর খান্-বংশ

মাহীনগর-সমাজ—পুরন্দর খান্‌-বংশ
১৯ স'মু রামভদ্র মল্লিক
২০ স'মু রমাবল্লভ
ক রত্নেশ্বর
বা'ক মধুসূদন
২১ স'মু রাজারাম
২১ বা'ক ঘনশ্যাম কৃষ্ণরাম রাজবল্লভ
২১ বা'ক ছকু
২২ ছ হৃদয়রাম
২২ বা'কো'মু সীতারাম মল্লিক বা'কো'মু রামরাম
২২ বা'ক হটু বিঃ রামচন্দ্র কানুরাম কৃপারাম আত্মারাম টীকারাম ২৩ ম রামপ্রসাদ
২৩ কো'মু ব্রজকিশোর (*) বা'কো'মু যুগল০
২৩ ছ নন্দদুলাল নীলাম্বর রামদুলাল রাধাপ্রসাদ কালীরাম ভাগবত০ ২৪ ম রামজীবন চৈতন্যকৃষ্ণ
২৩ কো'মু কৃষ্ণচরণ রামশঙ্কর বিষ্ণুরাম বা'ক শ্যামসুন্দর
বা'কো'মু বা'ক
২৪ ম রামমোহন রাধামোহন লালমোহন ২৫ ম কৃষ্ণমোহন হরমোহন রাধামোহন
(সাং খালকুলা, পঃ মামুদশাহী)
২৪ কো'মু রামগোপাল ক গৌর
২৫ বা'ক রামজয়
২৪ বা'ক শিব হর মদন
২৫ ম জয়গোবিন্দ (সাং অম্বিকা) জয়গোপাল
২৫ যাদব নব কুশাই শ্রীধর ২৪ বা'ক ধর্ম্মদাস ভৈরবচন্দ্র রামনৃসিংহ বৈকুণ্ঠ
২৪ কো'মু রামগোবিন্দ রামনারায়ণ রামপ্রসাদ বা'ক রামকুমার
বা'কো'মু বা'কো'মু
২৫ বিপ্রদাস০ শিবনারায়ণ
(*) ২৩ কো'মু ব্রজকিশোর
২৫ বা'ক রাধানাথ মহেশচন্দ্র
২৫কো'মু হারাধন রাম বা'ক মাধব
২৪ কো'মু নিমাই০ ক কমল বা'ক গৌর কুলভঙ্গতে নিত্যানন্দ ম২ চৈতন্য বৃন্দাবন
বিঃ ঠাকুরদাস
২৫ কো'মু রামসুন্দর বা'কো'মু কাশীনাথ বা'কো'মু রামচন্দ্র বা'ক রঘুনাথ ২৫ ধর্ম্মদাস
২৫ গুরুপ্রসাদ কাশীনাথ ২৫ কাশীনাথ রাধানাথ
(তিরল) (কাঁটাগড়িয়া)
২৫ কো'মু দাশরথি বিঃ কৃত্তিবাস বা'কো'মু ভোলানাথ বা'কো'মু বেচারাম রামজয় রামরত্ন

মাহীনগর-সমাজ—পুরন্দর খান্ বংশ

মাহীনগর-সমাজ—পুরন্দর খান্‌-বংশ

(*) ইনি হোসেনশাহের পুত্র সুলতান নসরতশাহের সার্ব্বভৌম প্রতিনিধি Viceroy ছিলেন। সংস্কৃত অংশকারিকা দ্রষ্টব্য।

মাহীনগর-সমাজ—পুরন্দর খান্-বংশ
২০ ব সমু শিরোমণি
২১ সমু ঘনশ্যাম
২২ সমু পঞ্চানন
বাসমু অযোধ্যারাম
বাকোমু মহাদেব
২৩ সমু শিবচরণ
বাকোমু জয়কৃষ্ণ
কোমু আঁটু বা গোবিন্দ
(গোপীনগর)
(উৎখাত)
২৩ সমু রামপ্রসাদ
বাসমু রাধাকৃষ্ণ
বাক কৃষ্ণপ্রসাদ
২৩ কোমু গদাধর
বাকোমু রামকৃষ্ণ
বাক জীবন
২৪ সমু জগন্নাথ
(গোপীনগর)
২৪ কোমু নন্দ
বাকোমু কৃষ্ণ
২৪ বাক রামশঙ্কর কালা
২৫ রাধানাথ
২৫ হরিশ্চন্দ্র
(গোপীনগর)
২৪ সমু গুরুপ্রসাদ
বাকোমু নকুড়
বাকোমু রাম
বাক দুর্গা
২৫ সমু রামসেবক
রামবল্লভ
(শালিখা)
২৫ কোমু হরিহর
২৫ কোমু বিশ্বম্ভর
হরিশ
২৫ সমু কাশী
অভয়াচরণ
২৫ চন্দ্রমোহন
রাজমোহন
(গোপীনগর)
২৪ কোমু রামেশ্বর
রামকেশব
বাকোমু যশোধর
(সাং গোপীনগর,
হাং গোধা)
২৫ সমু শ্রীনাথ
রামনাথ
দামোদর
২৫ কোমু রামগোপাল
২৪ সমু উমাকান্ত
বাকোমু গোপীকান্ত
২৪ বাক গঙ্গানারায়ণ
মথুরামোহন
প্রতাপ
রূপ
হরি
২৫ সমু রাজবল্লভ
ক শ্রীবল্লভ
নবীনবল্লভ
২৫ বাক রামরত্ন
রামচন্দ্র
যদুনাথ
২৫ হরচন্দ্র
কোমু ঈশ্বরচন্দ্র
গিরিশচন্দ্র

(*) সংস্কৃত কারিকায় পাঠান্তর শ্রী

মা‍হীনগর-সমাজ—পুরন্দর খান্‌-বংশ

গোপীনাথ পুরন্দর খান্ ও তদ্বংশের অংশনির্ণয়

১৩প বা'স'মু পুরন্দরখানস্য কুলং

আসীৎ শ্রীলপুরন্দরঃ ক্ষিতিতলে ভূদেবসেবারতো
যশ্চক্রে কুলশৃঙ্খলাং গুণযুতাং লোকৈরানন্দাং মুদা।
আদৌ ঘোষযুধিষ্ঠিরং বিতরণাৎ সংপ্রাপ্য শ্রীমন্তকং
তৎপশ্চাৎ শিবঘোষকং কৃতিবরং মুখ্যঞ্চ
মোহং গতঃ॥
লব্ধা সোপি পরাশরাৎ সহজতাং শ্রেণীঞ্চ
চক্রে ততস্-
তস্মাদেবাষভিণ্ডী-পরাশরং কৃতিবরং ঈশান-
ঘোষং মুদা।
দেবেশং ক্রমশঃ প্রদানবিধিনা লেভে চ মালাধরং
ভাগ্যাৎসোপি গুণাকরং সহজকং জগ্রাহ মালাধরং॥
পশ্চাদেবোষপরাশরদ্বয়মহো লব্ধা চ মালাধরং
সোত্যর্থং শুশুভে সুচারুমহিমা গৌড়াধিকারী
যতঃ।
ত্যক্ত্বা কোমলতাং ততঃ সহজতাং জগ্রাহ
ভাগ্যেন বা
চক্রেঽসৌ নবরঙ্গতাং কৃতিবরো মান্যো হি
গোষ্ঠীপতিঃ॥

তৎসুত ১৪প স'মু কেশবখানস্য

খানঃ কেশবসংজ্ঞকঃ ক্ষিতিতলে দানেন
হীনো মহা-
নাদানাদনিরুদ্ধমিত্রতনয়াং সংপ্রাপ্য তুষ্টিং যযৌ।
যঃ পশ্চাৎ কিল কংশমিত্রতনয়াঞ্চাদায় মুখ্যাগ্রণী
ঘোষে ভাস্করসংজ্ঞকে বিজয়তে গৌরীশমিত্রে
গ্রহাৎ॥

তৎসুত ১৫ স'মু শ্রীকৃষ্ণবসোঃ

শ্রীকৃষ্ণঃ কুলভূষণো গুণযুতো বিশ্বাসখাসো মহান্
দানাদানবিধানতঃ কুলকৃতী কৃষ্ণাদিনন্দং যযৌ।
কিংক্রমো মহিমানমস্য বিদিতো গৌড়াধিকারী
যতো
ভাগ্যাৎ সোপি বিরাজতে বসুবরো মুখ্যাগ্রগণ্যঃ
ক্ষিতৌ॥

তৎসুত ১৬প স'মু অনন্তরায়স্য

শ্রীপতেস্তনয়াং পাপ্য নি.ন্দোঽনন্তরায়কঃ
সেনমৃত্যুঞ্জয়ং প্রাপ্য ভাগ্যেনাপি বিরাজতে॥

তৎসুত ১৭প স'মু রঘুনাথস্য

মুখ্যোঽসৌ রঘুমল্লিকঃ ক্ষিতিতলে দৃষ্ট্বা কুলং
পৈত্রকং
সোত্যর্থং শুশুভে প্রদায় তনয়াং রত্যাদি-
কান্তাত্মজে।
তৎপশ্চাৎ কমলাকরং বসুবরঃ ঘোষস্তথা রাঘবং
সংপ্রাপ্তঃ কিল কন্যকাং বিধিবশাৎ ঘোষস্য
লজ্জাম্বুধৌ
মগ্নোঽসৌ বসুপুঙ্গবো বিজয়তে প্যাদানদানাদপি॥

তৎসুত ১৮প স'মু গোবিন্দস্য

প্রদ্যুম্নস্য সুতাং লব্ধা রসেন জয়রামকং।
কোমলং মুখ্যমাসাদ্য গোবিন্দঃ শুশুভে মুদা॥

তৎসুত ১৯প স'মু রামভদ্রবসোঃ

মুখ্যশ্রীযুতরামভদ্র উদিতঃ সৎকীর্ত্তিভাজাম্বরঃ
দত্ত্বা শ্রীজয়রামজে দুহিতরং গোবিন্দমিত্রাত্মজে।
তুষ্টিনৈব যযৌ যতঃ সহজকঃ প্যাদায় গোপীসুতাং
তৎপশ্চাৎ মথুরাত্মজাং গ্রহণতঃ সংপ্রাপ্য
মোহং গতঃ॥

তৎসুত ২০প স'মু রমাবল্লভস্য

খ্যাতঃ শ্রীলরমাপতিঃ ক্ষিতিতলে ধন্যোঽহি
ভূমণ্ডলে
দানেনৈব কুলোদ্ভবং বসুবরঃ সংপ্রাপ্য ঘোষং
শিবং।
নোরেজে সতু কোমলং গ্রহণতো গোপাল-
ঘোষং মুদা
কাশীনাথসুতাং রসেন সহজঃ সংপ্রাপ্য
মুখ্যো বভৌ॥

তৎসুত ২১প স'মু রাজারামমল্লিকস্য

সরাজাদিরামঃ ক্ষিতৌ পুণ্যশালী
নবাঢ্যং বিভেজে গুণং রামভদ্রে।

ততো ঘোষশক্রঘ্নকং সোপি লব্ধা
ন তোষং বাণেশ্বরং ঘোষকঞ্চ ॥
গৃহীত্বা চ ঘোষাধিপো রামদেবং
প্রপেদে গুণং যো ভৃশং দীপ্যমানঃ।
রসেনাপি বাণেশ্বরং সোপি লব্ধা
বিরেজে চ সিংহং সদা কীর্ত্তিমন্তং ॥

সংমু কেশবস্য ২য় সুত ১৫প বাংসংমু

ছত্রনাজীর-চক্রপাণি-বসোঃ

মুখ্যঃ শ্রীচক্রপাণির্বসুমুকুটমণিশ্ছত্রনাজীরনামা
গৌড়ানাং সার্ব্বভৌমপ্রতিনিধিরভবৎ
সর্ব্বকার্য্যাধিকারী।
কিং কার্য্যং তস্য শৌর্য্যং সকলগুণযুতো ঘোষবর্য্যে মুরারৌ
গৃহ্নন্নোজ্জ্বলমিত্রং সহজকৃতিবরং মাধবং বাসুদেবং ॥

তৎসুত ১৬প সংমু জনানন্দবসোঃ

জনানন্দমুখ্যঃ সদাশান্তমূর্ত্তি-
র্বরেজে চ দানাৎ ক্ষতৌ বিশ্বনাথে।
গৃহীত্বা চ গোবিন্দকং ঘোষবর্য্যং
মুদং সোপি লেভে ততো গৌরঘোষং ॥

তৎসুত ১৭প সংমু নারায়ণস্য

বসুঃ সোপি নারায়ণাখ্যশ্চ মুখ্যঃ
প্রদানেন হীনঃ সদাবিপ্রভক্তঃ।
গৃহীত্বা চ নারায়ণঞ্চাপি মিত্রং
গুণং সোপি লেভে যতঃ সহজঞ্চ ॥

তৎসুত ১৮প সংমু প্রদ্যুম্নমল্লিকস্য

বসুশ্চৈব প্রদ্যুম্নো দানহীনো
গৃহীত্বা ন তোষং সরামাদিনন্দং।
গতশ্চাপি লজ্জাম্বুধৌ সোপি মগ্ন-
স্ততো রামভদ্রাত্মজাঞ্চাপি লব্ধাঃ ॥

তৎসুত ১৯প সংমু রাঘবেন্দ্রমল্লিকস্য

বভৌ রাঘবেন্দ্রঃ সদাদানশীলঃ
প্রদানেন গোপীপতিঞ্চাপি লব্ধা।
ততঃ সোপি রামেশ্বরং ঘোষবর্য্যং
ততো জানকীনাথকং ঘোষকঞ্চ ॥
সুমুখ্যঞ্চ রামেশ্বরং বিষ্ণুদাসঃ
বিলভ্য প্রপেদে ন তোষং সমুখ্যঃ।
গৃহীত্বা চ বিশ্বেশ্বরং বর্দ্ধমানং
ন তোষং বিলেভে যতো মুখ্যবর্য্যঃ ॥

তৎসুত ২০প সংমু সুদামমল্লিকস্য

সুদামো দানহীনোঽপি গ্রহণাৎ যাদবেন্দ্রকং।
মিত্রঞ্চাপি সমাসাদ্য নিনিন্দ ক্ষিতিমণ্ডলে ॥

সংমু রাঘবেন্দ্রসুত ২০প বাংসংমু শিরোমণিমল্লিকস্য

খ্যাতঃ শ্রীলশিরোমণিঃ পৃথুযশা ধন্যো ধরামণ্ডলে
সংপ্রাপ্তোঽহি জনার্দ্দনং সহজকং যত্নেন সংবর্দ্ধিতে
মিত্রে নন্দকিশোরকে নচ গুণং ধত্তে চ দানাত্ততঃ
পশ্চাৎ সোপি ন রাজতে বসুবরো রাজাদি-
রামে মহান্ ॥

চক্রপাণি ছত্রনাজীরসুত ১৬প ক যদুবসোঃ

যদুবসুরিহদানাৎ কামদেবে সুমুখ্যে
নচ গুণমপি ধত্তে সোপি লব্ধোপহাসঃ।
প্রতিসারণমদাসীদ্রাঘবে ঘোষকে যো
ভবতি সচ কনিষ্ঠঃ কামদেবে গ্রহাচ্চ ॥
মল্লিকশিবদাসশ্চ শঙ্করঃ কুলবর্দ্ধকঃ।
রমাকান্তঃ পরে জাতো যদুবংশসমুদ্ভবঃ ॥

তৎসুত ১৭প ছ শিবদাসস্য

শিবদাসবসুর্ধীমান্ পুত্রোঽয়ং কিল দৈবকী।
গোপালমিত্রমাসাদ্য গ্রহণান্নিন্দিতোঽভবৎ ॥
মতান্তরে—
গোপালমালোক যতঃ শিবস্য
দেবীক্রমে মজ্জনতা বভূব।

ত্রিলোকমাতুঃ সুরনিম্নগায়া
যথা জলং চাম্লসরোজলেষু ॥

তৎসুত ১৮প ম দৈবকীবসোঃ

দানাৎ শ্রীযুক্তদৈবকীবসুবরঃ শ্রীরামভদ্রস্ততো
মিত্রং শ্রীযুতরাজবল্লভমগাৎ ভাগ্যেন যো
মল্লিকঃ।
চৈতন্যে গ্রহণং বিধায় সুকৃতী ধন্যো ধরামণ্ডলে
সৎকীর্ত্তিঃ সুজনো গুণং বিতনুতে
প্যাদানাদাদপি ॥

তৎসুত ১৯প ম রামচন্দ্রস্য

বসুরামচন্দ্রঃ ক্ষিতৌ লব্ধকীর্ত্তিঃ
প্রদানেন রাজেন্দ্রকং যাদবঞ্চ।
সমাদায় গর্হ্যাং গতো দুর্নিবারং
গ্রহাৎ সোপি বৃন্দাবনে লব্ধকামঃ ॥

তৎসুত ২০প ম কাশীবসোঃ

সুতস্তস্য কাশীপতিঃ সাধুশীলঃ
প্রদানেন নিন্দাং গতো রামনাথে।
বসুশ্চৈব রত্নেশ্বরেঽসৌ কনিষ্ঠে
গুণঞ্চাপি লেভে গ্রহাৎ সাধুশীলঃ ॥

স'মু প্রদ্যুম্নসুত ১৯প ক রাজেন্দ্রস্য

রাজেন্দ্রঃ কুলকুর্পরো ন চ গুণং ধত্তে মধোঘোষকে
শ্রীরামেশ্বরমিত্রকোঽপি সুতরাং
দানাদ্দ্বিতীয়া তথা।
আদানেন যশো লভেন্নচ বসুঃ সীতাদিরামে মহান্
বংশে কোঽপি ন বিদ্যতে তদধুনা ভাগ্যেন
হীনো যতঃ ॥

১৭প বা'কো'মু চাঁদসুত ১৮প ক শ্রীরামস্য

বসুশ্রীবলরামঃ ক্ষিতৌ শুদ্ধচেতাঃ
প্রদানেন শম্ভৌ যশঃ সোপি লেভে।
প্রতিং জয়কৃষ্ণাত্মজে চাপি দত্ত্বা
গ্রহাৎ শম্ভুদাসং লভেৎ পুণ্যকর্ম্মা ॥

তৎসুত ১৯প ছ মধুমল্লিকস্য

সুতস্তস্য জাতো মধুর্দ্দাননিন্দঃ
প্রদানেন মিত্রে মধৌ নাপি তোষং।
ঘনশ্যামঘোষে প্রতিঞ্চাপি দত্ত্বা
পুরৌ ঘোষমধ্যে প্রদানান্নরেন্দ্রে ॥
রাজারামো মুকুন্দশ্চ বলরামস্তদাত্মজাঃ।
গ্রহণাদ্রামচন্দ্রে চ মুখ্যে চ মুমুদে ভৃশং ॥

তৎসুত ২০প ম রাজারামমল্লিকস্য

রাজারামোঽতিহৃষ্ট সকলগুণযুতো
দানতঃ শুদ্ধচেতা
গোপালে ঘোষমধ্যে বিতরতি তনয়াং সিংহ-
গোপালকে চ।
পশ্চাৎ সন্তোষঘোষে গুণমপি
ন লভেজ্জানকীবল্লভে স
চাদানান্মল্লিকোঽসৌ নচ গুণমগমন্দ-
পূর্ব্বে কিশোরে ॥

১৭প স'মু নারায়ণসুত ১৮প বা'ম কন্দর্পবসোঃ

বসুঃ কন্দর্পনামা চ দানহীনঃ সুদুঃখিতঃ।
ভগ্নাঙ্গং মিত্রমাসাদ্য গোবিন্দং ন চ শোভতে ॥

তৎসুত ১৯প ম মধু মীরবহরস্য

তৎপুত্রো মধুসূদনোঽতিগুণবান্ দানেন রামেশ্বরং
প্রাপ্যা তস্য ক্বচিং গতঃ কিল রমাকান্তে চ মিত্রে
ভৃশং।
রাধাকান্ত কনীয়সিত্ব মহো মুখ্যেচ বিশ্বেশ্বরে
গোবিন্দে প্রতিসারিণী সচ দদৌ সহস্রাদিরামে
পুনঃ।
তৎপশ্চাৎ শ্রীলক্ষ্মণবল্লভসুতে কন্যাং দদৌ সারিণীং
রাধাকান্তসুতা প্রগৃহ্য বসুকো
প্যাদানদানাদ্বভৌ ॥
পুত্রাস্তস্য প্রজজ্ঞিরে প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণপ্রাণেশ্বরৌ
রত্নেশঃ কিল রুক্মিণী বসুবরো গোপালনামা সুধী।
রাজারাম ইতি বিরাজিতো বসুঃ শ্রীরামকৃষ্ণো রঘু-

তৎপশ্চাৎ শরণঃ ক্ষিতৌ সুবিদিতো ভূদেব-
সেবাপরঃ ॥

তৎসুত ২০প ম শ্রীশচন্দ্রস্য

শ্রীশচন্দ্রো দানহীনোপ পুত্রশ্চ শ্যামসুন্দরঃ।
রাজতে জীবনস্তাপি দুহিতুশ্চ পরিগ্রহাৎ ॥

পুরন্দরসুত ১৪প বা‘কো‘মু নীলাম্বর-খানস্য

বসুঃ সোপি নীলাম্বরঃ খানবর্য্যঃ
প্রদানাদ্বিদ্বরেজে ভৃশং দেবরাজে।
ততঃ কংশঘোষগুণঞ্চাপি লব্ধা
মুদং নাভিলেভে ক্ষিতৌ নাড়িকাখ্যে ॥
গৃহীত্বা চ দেবেশকস্যাপি কন্যাং
নরেজে চ খানঃ সদাবিপ্রভক্তঃ।
পুনর্গোপীঘোষং গৃহীত্বা চ মুখ্যং
যশঃ সোপি লেভে যতোঽসৌ দ্বিতীয়ঃ ॥
দানেনোৎখাদিতঃ খানো গ্রহণাৎ···করোৎ পুনঃ।
পরমানন্দমালেভে তৃতীয়গ্রহণেন চ ॥

তৎসুত ১৫প কো‘মু শ্রীবৎসস্য

বসুঃ শ্রীলবৎসঃ সদাবিপ্রভক্তঃ
সুশীলঃ সুধীরঃ সুমুখ্যঃ প্রবীণঃ।
দদৌ সোপি দানং মধৌ মিত্রকে চ
ততঃ সত্যমিত্রাত্মজে সোপি কন্যাং ॥
প্রদদ্যাচ্চ মৃত্যুঞ্জয়াখ্যে চ ঘোষে
সরামাদিনন্দে দদৌ চান্যকন্যাং।
গৃহীত্বা চ মোহং গতো বাসুদেবং
মুদং সোপি লেভে বলামত্রমুখ্যে ॥

তৎসুত ১৬প কো‘মু রামানন্দস্য

স রামাদিনন্দঃ ক্ষিতৌ বিপ্রভক্তঃ
প্রদানাদ্বরেজে শিবে চাপি ঘোষে।
ততো মাধবেঽসৌ গুণঞ্চাপি লব্ধা
গৃহীত্বা ন তোষং শিবং ঘোষকঞ্চ ॥

তৎসুত ১৭প কো‘মু কমলস্য

মুখ্যঃ শ্রীকমলাপতিঃ ক্ষিতিতলে ভূদেবসেবারতঃ
শ্রীলশ্রীযুতবল্লভং বিতরণাৎ সংপ্রাপ্য তুষ্টিং গতঃ।
পশ্চাদ্‌শ্রীমধুঘোষকং কৃতিবরঃ শ্রীরাঘবেন্দ্রং মুদা
দানেনৈব বসুস্তমো বিজয়তে তস্যৈব নাস্তি গ্রহঃ॥
(বংশাভাবঃ)

স‘মু নীলাম্বরসুত ১৫প ক সুদর্শনবসোঃ

দানাৎ শ্রীলসুদর্শনো বিজয়তে কৃষ্ণাদিনন্দে মহান্
আদানাচ্চ শিবাদিনন্দমগমৎ মিত্রঞ্চ মিত্রোপমং।
আদৌ শ্রীযুতলোকনাথ উদিতো জাতো
রমানাথকঃ
শ্রীসঙ্কর্ষণচন্দ্রকো বিজয়িনৌ খ্যাতাশ্চ তস্যাত্মজাঃ॥

তৎসুত ১৬প ছ লোকনাথস্য

বসুর্লোকনাথঃ সদা পুণ্যকর্ম্মা
স নিত্যাদিনন্দে মুদঞ্চাপদানাৎ।
ততশ্চাপি যজ্ঞেশ্বরে দত্তকন্যো
সুমধ্যেচ পদ্মাখ্যকে ঘোষকেঽপি ॥
পরে জানকীনাথকে ঘোষকেঽসৌ
প্রদানেন তুষ্টোঽভবৎ বিপ্রভক্তঃ।
গ্রহান্নন্দনাখ্যে গুণঞ্চাপমিত্রে
কনিষ্ঠে স্বধর্ম্মান্বিতো বংশহীনঃ ॥

১৪প বা‘কো‘মু নীলাম্বর খান্‌-পৌত্র
কো‘মু রামানন্দসুত ১৭প ক দেবীদাসস্য

চণ্ডীগোপালনামানৌ বলরামস্ততঃ পরং।
শিবদাস শিবশ্চৈব শ্রীরামো মিত্রসম্ভবঃ ॥
জগ্রাহ কুলমেতেষাং নারায়ণবিলোকনাৎ ॥

অন্যত্র—

দেবিদাসঃ প্রদানাদ্বসুকুলবিদশ্চণ্ডিদাসে
প্রপেদে
পশ্চাদ্গোপালমিত্রে গুণমপি চ বলে ঘোষ
মিত্রে শিবে চ।

তৎপশ্চাৎশ্রীলরামে গুণহীনো কুলজেষ্ঠ্যঙ্গরাজেন্দ্র-
মিত্রে।
সংগৃহ্নন্ মিত্রনারায়ণমিহ বসুজে স্তৎ-
কুলাৎ সোপি ত্যক্তঃ॥
দেবিদাসবসোঃ কন্যাং জগৃহার্য্য চ সৎকুলাঃ।
তে কুলাঃ নিতরাং যান্তি যথা দর্শে বিধোঃ কলাঃ॥

পুরন্দরখান্-সুত ১৪প বা'ক শ্রীনিবাসবসোঃ

খ্যাতশ্রীলনিবাসমল্লিকবসু র্ধন্যো ধরামণ্ডলে
দানাৎ শ্রীলকলাধরো গুণযুতো সংবর্দ্ধমানো বভৌ।
তৎপশ্চাৎ কিরণে প্রতিং সমদদৎ শ্রীকান্ত-
ঘোষে ততো
মিত্রে শ্রীজগদাদিনাথতনয়ে দত্বাৎ সুতাং তৎপরাং॥
মিত্রে শ্রীলকলাধরে যদপরাং দত্বা মুদঞ্চাদদে
পাদানাদনিরুদ্ধমিত্রতনুজাং লব্ধা চ পুত্রেন বৈ।
পশ্চাদ্ শ্রীভবনাথমিত্রতনয়াং সংগৃহ্যমানঃ স্বয়ং
দানাদানবিধানতো নিজকুলে দেদীপ্যমানোঽভবৎ॥

তৎসুত ১৫প বা'ক যজ্ঞেশ্বরবসোঃ

যজ্ঞেশ্বরঃ কৃত্তিবরঃ খলু বর্দ্ধমানো
দানাম্মুদং সমদধৎ কিল মাধবে চ।
প্রীত্যা প্রতিং সমদদৎ সতু চামুমিত্রে
কৃষ্ণাদিনন্দতনুজাং জগৃহে সুতেন॥

তৎসুত ১৬প বা'ক শ্রীপতিবসোঃ

শ্রীপতিবসুঃ কনিষ্ঠঃ খ্যাতিভাজাং গরিষ্ঠো
বিতরতি জগদাদৌ নাথঘোষে চ দানাৎ।
তদনু প্রতিমদাসীদেঘোষকেঽসৌ যদৌ চেৎ
পুনরপি প্রতিযোগে গৌরগোবিন্দঘোষে॥
মুখ্যং সমাসাদ্য গোবিন্দঘোষং
গ্রহাদ্বিরেজে কিল যাদবঞ্চ।
আদানতঃ শ্রীপতিরেব ধন্যো
বিরাজমানঃ খলু পুত্রহীনঃ॥

তৎপৌত্র ১৮প ম মাধবস্য

মাধবে মৌলিকস্পর্শাৎ জঘান কুলমূলকং॥

ক শ্রীনিবাসসুত ১৫প বাত্তে পরমানন্দস্য

মধুনা কৃষ্ণমিত্রেণ পরমানন্দে সাধুতা॥

পুরন্দরখানসুত ১৪প বা'ক নরহরিবসোঃ

নরহরিবসুরেষ জ্ঞানবান্ শঙ্করেঽসৌ
বিতরতি খলু দানং বর্দ্ধমানোতিহৃষ্টঃ।
তদনু বিমলকীর্ত্তি মিত্রবিশ্বেশ্বরে যঃ
স ভবতি খলু দানাৎ সত্যবদেঘোষকে চ॥
গুণং সোপি লেভে বনাখ্যেচ ঘোষে
ততশ্চাপি বিদ্যাধরে সাধুশীলে।
গ্রহাদ্রামমিত্রে ততঃ কৃষ্ণঘোষং
প্রপেদে চ ধন্যস্ততো লোচনাখ্যং॥

তৎসুত ১৫প বা'ক গুণানন্দবসোঃ

দানাদ্গুণানন্দবসুঃ প্রদানাৎ
ন শোভতেঽসৌ কিল বাসুমিত্রে।
প্রতিপ্রদানাৎ কিল গোপঘোষে
বিলভ্য তোষং গতবন্ বভূবঃ॥
নরহরৌ তথাদানাৎ শ্রীনাথে চ ততঃ পরং।
বলভদ্রসুতাং লব্ধা কনিষ্ঠত্বং গতো মুদা॥

তৎসুত ১৬প ছ যাদবস্য

দানেন হীনো বসুর্যাদবো
গ্রহাল্লভেদ্বল্লভমিত্রকঞ্চ॥

তৎসুত ১৭প ম রামানন্দস্য

রামাদিনন্দঃ কিল তস্য সূনুঃ
শ্রীচণ্ডিদাসে গ্রহণঞ্চকার॥

তৎসুত ১৮প ম গৌরীবসোঃ

গৌরীদাসবসুর্দানাৎ জয়ঘোষং বিলভ্য চ।
রামানন্দসুতাং লব্ধা মুখ্যজাং গ্রহণাদ্বতৌ॥

তৎসুত ১৯প ম মোহনস্য

শ্রীমোহনো গুণমগাৎ শিবরামমিত্রে
দানেন ভূরি যশসা বসুবংশজন্মা।

আদানতো বহুগুণং বিদধে চ তস্মিন্
ঘোষে রমাপতিবরে ন চ শোভমানঃ ॥

তৎসুত ২০প ম কৃষ্ণবল্লভস্য

শ্রীকৃষ্ণবল্লভবসুঃ সতু দানহীনো
রাজেন্দ্রমিত্রতনুজাং গ্রহণং বিধায় ॥

তৎসুত ২১প ম বৃন্দাবনস্য

বৃন্দাবনো বিজয়তে সতু তস্য পুত্রো
প্যাদানতো গুণমগাৎ বলরামঘোষে।

পুরন্দরসুত ১৪প বা'ক মল্লিকহরিহরস্য

হরিহরবসুরেষ জ্ঞানবান্ শুদ্ধবেশো
বিতরণমথ চক্রে ঘোষগৌরীবরোঽপি।
তদনু প্রতিমদাসীদ্দেবাষদামোদরেঽসৌ
কুলপতিরতিতেজাশ্চানিরুদ্ধে দ্বিতীয়ং ॥
গ্রহাৎ সত্যবস্তং ত্রিলোকেশমিত্রং
ততশ্চাপি গৌরীবরং মিত্রমাপ।
গণেশস্য কন্যাং গতো ভূরি ভাগ্যাং
ক্রমেণাপি হৃষ্টঃ কনিষ্ঠত্বমাপ ॥

তৎসুত ১৫প বা'ক বাসুদেবস্য

বাসুদেবরিহ গৌরঘোষকং
শ্রীনিবাসমুপগম্য দানতঃ।
বাসুদেববসু যাতি ঘোষকং
প্রদদে সহিবানন্তঘোষকং ॥

তৎসুত ১৬প ছ রমানাথস্য

রমানাথবসুর্ধীমান্ গৌরীদাসে দ্বিতীয়কং।
কেশবে গুণমালেভে দানান্মিত্রে সুমধ্যকে ॥
বিশ্বনাথসুতাং প্রাপ্য সত্যবদ্দেবাষজাং ততঃ।
দ্বয়োরেব গুণং লেভে প্রভুভক্তিপরায়ণঃ ॥

তৎসুত ১৭প ম নয়নস্য

দানাদ্বিহীনো নয়নো বসুবংশসমুদ্ভবঃ।
জনার্দ্দনসুতাং লব্ধা মোদতে সহি ভাগ্যতঃ ॥

তৎসুত ১৮প ম গোবিন্দমল্লিকস্য

প্রদানহীনো বসুবংশজন্মা
গোবিন্দমাসাদ্য অভিমানযুক্তঃ।
মোহং গতে মোহনমিত্রকন্যাং
লব্ধা যথা চন্দ্রকলাপি দর্শে ॥

তৎসুত ১৯প ম শ্রীরামমল্লিকস্য

শ্রীরামো বসুমল্লিকো বিতরণাৎ গোবিন্দঘোষে মুদা
লব্ধাসৌ প্রতিসারণেন গুণবান্ ঘোষে মধৌ তৎপরে।
সংপ্রাপ্তঃ খলু বিষ্ণুদাসতনয়াং ভাগ্যেন দেদীপ্যতে
পুত্রো জীবনরুক্মিণীক্ষিতিতলে প্রাণশ্চ জাতোঽনুজঃ ॥

তৎসুত ২০প ম রামজীবনমল্লিকস্য

দানহীনো যশোলেভে জীবনো বসুরেব চ।
গঙ্গাধরসুতাং প্রাপ্য ঘোষজাং কুলদীপিকাং ॥

হরিহরসুত ১৫প বা'তে জগন্নাথস্য

তুর্য্যেণ হরিণা ধন্যো যুবরাজেন তৎপরং।
শুভরাজে পুনর্দানং জগদানন্দযোগতঃ।
জগন্নাথবসুর্লেভে কুলকর্ম্মবিশালতাং ॥

তৎসুত ১৬প তে লক্ষ্মীনাথস্য

দত্বা শ্রীপতিঘোষে চ লক্ষ্মীনাথো বিরাজতে।
পঞ্চাননসমাযোগাৎ জঘান কুলভগ্নতাং।
প্রতীকারপরা তস্য বৈদ্যনাথস্য কন্যকা ॥

তৎসুত ১৭প তে শঙ্করস্য

চণ্ডিদাসেন ঘোষেণ শঙ্করো গুণসংযুতঃ ॥

তৎসুত ১৮প তে গঙ্গারামস্য

জয়কৃষ্ণেন ঘোষেণ গঙ্গারামঃ কুলাধমঃ॥

কেশবখান্-সুত ১৫ বা'ক রতিনাথস্য

রতিনাথঃ প্রদানেন জগদানন্দমিত্রকে
শ্রীনাথে প্রতিসারেণ মল্লিকো বর্দ্ধতে স্বয়ং।

শিবানন্দসুতাং গৃহন্ কনিষ্ঠোভূম্মহীতলে।
শচীকান্তোঽপি তৎপুত্রো জাতঃ সর্ব্বগুণান্বিতঃ॥

তৎসুত ১৬প ছ শচীকান্তস্য

শচীকান্তঃ যড় ভ্রাতৃকো ভাতি দানাৎ
সুমধ্যে চ মৃত্যুঞ্জয়মিত্রকে চ।
ততশ্চৈব মিত্রে বন্দৌ মুখ্যবর্য্যো
বন্তৌ সোঽপি মিত্রে গ্রহাৎ শ্রীপতৌ চ॥

তৎসুত ১৭প ম ভবানীবসোঃ

মধ্যো ভবানীবসুরেব দানাৎ
রামাদিকান্তে গুণমাপ ঘোষে।
কৃষ্ণাদিনন্দে বিততার কার্ত্তিং
যজ্ঞেশ্বরং মুখ্যবরং গৃহীত্বা॥
কমলস্তৎসুতো পশ্চাৎ শ্রীলপঞ্চাননঃ সুধীঃ।
ভবানীতনয়ো জাতৌ বিখ্যাতৌ ধরণীতলে॥

তৎসুত ১৮প ম কমলস্য

কমলবসুবরিষ্ঠঃ খ্যাতিভাজাং গরিষ্ঠো
জয়তি ভুবি সুদানাং ঘোষচৈতন্যকে চ।
তৃতীয় অনুজ কৃষ্ণে দত্তকন্যেঽতিহৃষ্টো
তদনু মথুরমিত্রে বংশহীনো বিভাতি॥

কামদেবসুত ১৬প ক মল্লিকমুকুন্দস্য

মুকুন্দোঽপি মিত্রে বন্তৌ বল্লভেঽসৌ
প্রদানাদ্বসুর্নন্দনাখ্যোঽতিহৃষ্টঃ।
ততো বো প্রতিসারণেনাপি
নীলাম্বরং বর্দ্ধয়ঞ্চ গ্রহাৎ শ্রীপতৌ চ॥

তৎসুত ১৭প ছ মল্লিকশঙ্করস্য

বিখ্যাতো বসুশঙ্করো বিজয়তে গোপালমিত্রে সুধীঃ
পশ্চাৎ শ্রীলজনার্দ্দনে প্রতিমগাৎ ঘোষে জগদ্বল্লভঃ।
পশ্চাৎ শ্রীযুতবিষ্ণুদাসমগমৎ সংবর্দ্ধমানং কুলে
সংপ্রাপ্তো হরিমিত্রকং গ্রহণতো জাজ্বল্যমানোঽভবৎ॥

সুতো রামকৃষ্ণোঽভবৎ সাধুশীল-
স্ততশ্চাপি রামেশ্বরঃ পুণ্যকর্ম্মা।
ততঃ শ্রীলরত্নেশ্বরো বিশ্বনাথ- (*)
স্ততশ্চাপি বীরেশ্বর শুদ্ধচেতাঃ॥

তৎসুত ১৮প ম রামকৃষ্ণস্য

বসুঃ রামকৃষ্ণঃ সদাবিপ্রভক্তঃ
প্রদানেন গৌরীবরে তোষমাপ।
ততো মোহনেঽসৌ গুণী ভূম্রদানাৎ
প্রতিষ্ঠাপি রামেশ্বরে মিত্রকে চ॥
জগদ্বল্লভস্তৎকুলে ধর্ম্মশীলো-
ঽজনি প্রাণনাথঃ সদাশান্তমূর্ত্তিঃ।
সমাদায় শ্রীরামভদ্রস্য কন্যাং
তস্মা…নিন্দ্যাং ততো ভূতলে চ॥

তৎসুত ১৯প ম জগদ্বল্লভস্য

সতোষং জগদ্বল্লভ শুদ্ধচেতা
প্রদানেন রাজেন্দ্রকেনাপঘোষে।
গৃহীত্বা চ তস্যাত্মজাঃ প্রাপ তুষ্টিং
সলজ্জোপি দানাদ্বসুর্ল্লব্ধকীর্ত্তিঃ॥
কালীচরণনামা চ রামজীবন এব চ।
শ্রীরামশরণো ধন্যো সুধারামশ্চ জানকী।
জগদ্বল্লভপুত্রাশ্চ কুলশৌর্য্যসমন্বিতাঃ॥

তৎসুত ২০প ম কালীচরণস্য

দানেন কালীচরণোঽপি হীনো
গঙ্গাধরে ঘোষবরে কনিষ্ঠে।
আদানতঃ সংজগৃহে চ তুষ্টিং
ব্রবীমি কিং তস্য কুলস্য শোভাং॥

রামভদ্রসুত ২০প ক রত্নেশ্বরমল্লিকস্য

সুধীঃ সোপি রত্নেশ্বরো মল্লিকোঽপি
নরেন্দ্রে কিশোরাত্মজে দত্তকন্যঃ।

(*) পাঠান্তর বিশ্বেশ্বর।

গ্রহায়াপি হর্ষং ততো জীবনাখ্যো
স্বয়ং জন্মনা তং কনিষ্ঠে চকার ॥
রত্নেশ্বরো মল্লিকনামধেয়ঃ
কিশোরমিত্রে বিততার দানং।
আদানতো জীবনমিত্রমাপ্তা
সংবর্দ্ধয়ন্তং ন জগাম তোষং ॥

তৎসুত ২১প বা'ক ঘনশ্যামমল্লিকস্য

নজানকীসুতে সুতা প্রদানতো ন রাজতে।
ঘনাদিশ্যামমল্লিকঃ সদা হি বিপ্রভক্তকঃ ॥
গ্রহাৎ প্রবর্দ্ধিতঃ স্বয়ং সুকোমলে চ লক্ষণে।
সুশোভতে কনিষ্ঠজঃ স্ববংশকীর্ত্তিবর্দ্ধকঃ ॥

সার্ব্বভৌম, নন্দরাম মিত্র, ঘটকশেখর প্রভৃতির বাঙ্গলা কারিকায় পুরন্দর খান্ ও তদ্বংশের অংশ সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

১৩প বা'স'মু পুরন্দর খান্

গৌড়দেশে অধিপতি পাত্র ছিলা মহামতি
পুরন্দর খান্ মহাশয়।
লোকে বলে ধন্য ধন্য কুলে শীলে অতিমান্য
রাজকর্ম্মে বড় সদাশয় ॥
প্রথম কুলের সৃষ্টি পরাপর নাহি দৃষ্টি
পুরস্কার করিলা বিস্তর।
দানাংশেতে যুধিষ্ঠির রূপে গুণে অতিধীর
শ্রীমান্ মিত্র কুলবর ॥
তার পাছু শত্রুঘ্ন ঘোষ তাহাতে না পাইল্যা তোষ
কোমল কুলেতে অভিমান।
সহজ কুলেতে স্থিতি করিলা যে মহামতি
পরাশর মিত্রের মিলন।
ছেইর পত্তন দেখি ভিঙ্গী পরাশর সুখী
ঈশান করিলা দরশন ॥
দানাংশে অতীব লাজ দেখি আইলা দেবরাজ
তাহার পাছু ঘোষ মালাধর।
দানাংশে হইল সার গ্রহণের নতিজার
সহজ কুলেতে মনোহর ॥
গোবিন্দ-পদারবিন্দ মধুপানে মহানন্দ
গ্রহণেতে ঘোষ মালাধর।
আদান প্রদানে ধন্য সহজেতে হইলা মান্য
দ্বিতীয়তে ঘোষ পরাশর ॥

মধ্যাংশ কুলের সার ঘোষকুলে অবতার
পরাশরে তৃতীয় গ্রহণ।
তেওজ কুলে মালাধর সেও বটে সুন্দর
ভাগ্যক্রমে হইল মিলন ॥
নবরঙ্গ গুণ বড় মুখ্যকুলে হয় দড়
ভাগ্যক্রমে খান্ মহাশয়।
কেশরী বলেন জান পুরন্দর পুণ্যমান
অদৃষ্ট-সহজ সদাশয় ॥

অন্যত্র—

তিন কন্যা প্রামাণিকে দিয়া যথোচিত।
মদনঘোষ গদাধর ঘোষ আর কুবের মিত্র ॥
শ্রীমান্ মিত্রে কন্যা দিয়া কুলে মহাদোষ।
পুনঃ সাম্য পরাশরমিত্র যোগে শিবঘোষ ॥
ছেই মিল করিয়া দোছেই কন্যা ভিঙ্গী পরাশর।
তেছেই ঈশান ঘোষ কুলেতে কুর্পর ॥
চৌছেই দেবরাজ মিত্র গতি করে রক্ষা।
পাঁচছেই মালাধর ঘোষে পিতৃকুল দেখা ॥
ছছেই কন্যা গ্রহণ করে ঘোষ বর্দ্ধমান।
নিবাসমিত্র শ্রীনাথঘোষ জঘন্য কন্যাদান ॥
দান যেন ডাল পল্লব গ্রহণ কুলমূল।
মুখ্য মালাধর পাইয়া বাড়ায় সহজকুল ॥
ভিঙ্গী পরাশর পাইয়া দোজো আটুনি।
তৃতীয় গ্রহণ পরাশর অভ্র অভ্র শুনি ॥

চৌঠ গ্রহণ সনাতন সকল গ্রহণ পুরে।
নবরঙ্গ গঠিত কুল বসু পুরন্দরে ॥

তৎসুত ১৪প স'মু কেশব-খান্

সনাতন মিত্রে প্রথম কন্যা প্রামাণিকে দান।
অনিরুদ্ধ মিত্রে গ্রহণ কুলে গুণ পান ॥
প্রকৃত মুখ্যের সাম্য পাইয়া ঈশান তুল্য গণি।
বলাৎকারে কংসারি মিত্র দোজ গ্রহণ জানি ॥
তৃতীয় গ্রহণ ছভায়া কুল ঘোষ ভাস্কর।
চৌঠ গ্রহণ গৌরীমিত্র দুহে অকুপর ॥
ইহার পর আর কার্য্য সাম্য নহে দেখি।
ভরতঘোষ নারায়ণঘোষ দুই পৌত্রী লিখি ॥
ঘটকশেখর বলেন ইহার কুলে হইল ডাক।
বাপেতে করিল কুল পুত্রদ্বারে পাক ॥

অন্যত্র—

অনিরুদ্ধ পাইয়া কেশব খানের উত্থান।
তার পাছে কংসারি মিত্র বড় অপমান ॥
তৎপশ্চাৎ ভাস্কর ঘোষ কুলে বড় দাপ।
চৌঠ গ্রহণ দৈত্যারি ঘোষ ঘুচায় কুলের তাপ ॥
সার্ব্বভৌম ঢাকুরী এই কুলে হইল ডাক।
বাপে কৈল ছেই পত্তন পুত্রে কৈল পাক ॥

তৎসুত ১৫প স'মু শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বাসখাস

শ্রীকৃষ্ণ বসুর কুল　প্রকৃতের সমতুল
মহাগুণ কি বলিব তার।
প্রামাণিকে পরিতোষ　গোপাল শঙ্করঘোষ
দুই কুলীনে লইলা নমস্কার ॥
সাম্য কার্য্য মনোনীত, আদান প্রদান কৃষ্ণমিত্র
প্রকৃত সঙ্গে কৈলা গলাগলি।
পৌত্রীগ্রহণ পরিতোষ,　জনননন্দন হৃদয় ঘোষ
মহিমা শেখর বলেন সার।
সর্ব্বশেষে চক্রপাণি করেন নমস্কার

অন্যত্র—
বিশ্বাসখাসের কুল কর অবধান।
প্রকৃত কৃষ্ণানন্দ মিত্রে আদান প্রদান ॥
সার্ব্বভৌম ঢাকুরী এই কুলে হৈল যশ।
শৌর্য্য দেখি কমলাকর দিলা আঙ্গরস ॥

তৎসুত ১৬প স'মু অনন্তরায়

দানহীন অনন্তরায় কুলেতে অকৃতি।
গ্রহণে কমল মুখ্য মিত্র শ্রীপতি ॥
নন্দরাম মিত্র বলেন শুনহে সভায়।
রস ভঙ্গে দিগঙ্গের সেন মৃত্যুঞ্জয় ॥

অন্যত্র—

শ্রীপতিমিত্রে কন্যাগ্রহণ কুলে অপযশ।
পুণ্যফলে মৃত্যুঞ্জয় সেনে আঙ্গরস ॥
সার্ব্বভৌম ঢাকুরী এই কুলে লইল সাজ।
কুল করি অনন্তরায় বড় পাইলা লাজ ॥

তৎসুত ১৭প স'মু রঘু মল্লিক

উত্থানেতে কন্যাদান　প্রামাণিকে যাদবসেন
প্রথমেতে করিলা নমস্কার।
রতিকান্ত দান-সাম্য　ঈশানাদি বসুর কাম্য
গ্রহণাংশে কুলভ্রংশ সার।
গ্রহণে রতিকান্ত ঘোষ সমান পশ্চাৎ এই দোষ
দান বলে রাখা যায় কুল।
রঘু ধন অবিদ্যমানে　রাঘবঘোষ তেওজ জানে
দুই কার্য্য কনিষ্ঠের তুল ॥
উত্থরিয়া সেই দোষ　কন্যা দিল কমল ঘোষ
দৃষ্টি শ্রীপতি বিনে হয় নাহি কভু।
ঘটকশেখর　রেন চিত　গ্রহণ নহে সমুচিত
দানেতে ভূষিত মল্লিক রঘু ॥

তৎসুত ১৮প স'মু গোবিন্দ মল্লিক

শ্রীদুর্লভ ঘোষের কন্যা কুলে লৈল সাজ।
আঙ্গরস জয়রাম মিত্র দাঁড়িয়া সমাজ ॥

সার্ব্বভৌম ঢাকুরী এই ঘোষের আনন্দ।
দৈবক্রমে কুল করেন মল্লিক গোবিন্দ ॥

তৎসুত ১৯প স'মু রামভদ্র মল্লিক

রামভদ্র বসুর দান জয়রাম গুণ পান
দৈবক্রমে মিত্র গোবিন্দ ।
গোপীঘোষে গ্রহণ করি মথুরা আইল তরি
সার্ব্বভৌম হইল আনন্দ ॥

অন্যত্র—

* * * *

গোপীঘোষে কৈল কুল গ্রহণ নিন্দিত।
রসভঙ্গে অম্বিকাতে করুণ পালিত ॥
অভিরাম ঘোষে দোজ পরে বলি আর ।
মধ্যাংশ মথুরা ঘোষে কৈলা ভ্রমোদ্ধার ॥
দুই অঙ্গে নহিল যশঃ নিন্দা অংশে কুল।
নন্দরাম কহেন তবু সহজের মূল ॥

তৎসুত ২০ প স'মু রমাবল্লভ

রমাবল্লভ বসুর দান শিবদাস গুণ পান
গ্রহণাংশে ঘোষজে গোপাল।
কাশীপুত্রে দিলা রস এই পাকে পাইলা যশ
সার্ব্বভৌম জানেন তৎকাল ॥

অন্যত্র—

রমাই মল্লিকের দান প্রামাণিকে অপমান
মুরারি অচ্যুতে নৈল তোষ।
সাম্যদানে শিবদাস ঘোষের পুরিল আশ
গ্রহণাংশে রামগোপাল ঘোষ ॥
রস ভঙ্গে কাশীশ্বর দত্তজে মৌলিক বর
ইসফপুর চৌধুরী রায় নাম।
নন্দরাম মিত্র ভণে শুন বলি সভাজনে
দুই অঙ্গে কোমলে বিশ্রাম ॥

তৎসুত ২১প স'মু রাজারাম মল্লিক

পুরন্দরবংশে জন্ম বসু রাজারাম।
প্রামাণিকে দিলা কন্যা কহি শুন নাম ॥
রামজীবন সরকার আর কল্যাণ দত্ত।
কন্যা দিল তার পাছে যশে উপযুক্ত ॥
সাম্য-দান রামভদ্র ঘোষ কোমল প্রধান।
পিতৃ দৃষ্টে দিলা দান নাহি অভিমান ॥
দোছেই কন্যা শত্রুঘ্ন ঘোষ ভাবি কুল।
তেছেই বাণেশ্বর ঘোষ মধ্যাংশে প্রফুল্ল ॥
গ্রহণে রামদেব ঘোষ প্রকৃতের সার।
বহুকাল পরে কার্য্য করিল উদ্ধার ॥
বলে বাণেশ্বর ঘোষ কৃষ্ণনগরবাসী।
প্রফুল্ল হইল কুল ভণে বসু কাশী ॥

অন্যত্র—

রাজারাম মল্লিকের কুল শুন দিয়া মন।
প্রামাণিকে প্রথম কন্যা শ্রীমধুসূদন ॥
পালিত পদ্ধতি সেই গোলাগড়িবাস ।
রামদেব ঘোষে কুল পুরিল মনে আশ ॥
নন্দরাম মিত্র বলেন কি আর ভাবনা।
প্রকৃত কুলেতে তার দোষের মার্জ্জনা ॥

তৎসুত ২২প স'মু দুর্গারাম মল্লিক

দুর্গারাম বসুর কুল কি দিব উপমা তুল
প্রামাণিকে কৈল কন্যাদান।
রামচরণ সরকার চুচুড়া সহরে ঘর
সাম্য দান নাহি মুখ্য স্থান ॥
মাণিকচন্দ্র ঘোষ কুল কুটিল কোমল কুল
পিয়া মধু তিরলেতে ধাম।
মাধব দত্ত আস্তরস নাহি দোষ গুণ যশ
বিরচিত বসু কাশীরাম ॥

তৎসুত ২৩প স'মু গঙ্গারাম মল্লিক

গঙ্গারাম মল্লিক বসু জন্ম শুভক্ষণে।
চারি কন্যা প্রামাণিকে দিলা আগে দানে ॥
জয়কৃষ্ণ সরকার কৃপারাম রায়।
কিশোর দত্ত কামদেব ব্রহ্মবংশে যায় ॥

সাম্যদানে নিধিরাম ঘোষ সহজ অংশ।
তার পাছে রামঘোষ জানিনু মধ্যাংশ॥
চৌছেই ভঙ্গে কুল করে রামকানাই ঘোষ।
আদান প্রদানে শ্যামসুন্দর সন্তোষ॥
রসে হৃদয়রাম সিংহ মন্তাইতে বাস।
কাশীরাম বসু বলে কুলে সুপ্রকাশ॥

তৎসুত ২৪প স'মু রামকান্ত মল্লিক

বসুকুলে রামকান্ত প্রধান সন্তান।
সহজ অক্ষয় রামলোচন মিত্রে নিলা দান॥
গ্রহণে ঘোষ দেবীপ্রসাদ সহজ সুপ্রকাশ।
কাশী বলে দুই অঙ্গেতে পাইলেন যশ॥

তদ্ভ্রাতা ২৪প বা'স'মু হরিপ্রসাদ

দ্বিতীয় পুত্র হরিপ্রসাদ বসু শুভক্ষণে।
সহজ কর্ম্ম নীলমণি মিত্র পাইলা দানে॥
গ্রহণে লোচন মিত্র সহজ গুণধাম।
কাশী বসু বলে মুখ্য প্রকৃত বিশ্রাম॥

কেশবসুত ১৫প বা'স'মু চক্রপাণি ছত্রনাজির

চক্রপাণি বসুর কুল উপমা নাহিক তুল
অনিরুদ্ধ করে নমস্কার।
তার পাছে বিশ্বেশ্বর সাম্যদানে নাই বর
মুরারি ঘোষ পাইয়া উদ্ধার॥
মাধব মিত্র দোজদান বাড়কুলে সনমান
তৃতীয় গ্রহণ বাসুদেব ঘোষ।
মুকুন্দ দত্ত আস্তরস এই পাকে পাইলা যশ
সার্ব্বভৌম করিলা নির্দ্দোষ॥

তৎসুত ১৬প স'মু জনানন্দ

জনানন্দ বসুর দান বিশ্বনাথ গুণ পান
গ্রহণাংশে ঘোষ গোবিন্দ।
দোজ গ্রহণ গৌরীদাস পরিপূর্ণ হইলা আশ
সার্ব্বভৌম করিলা প্রবন্ধ॥

তৎসুত ১৭প স'মু নারায়ণ

দানহীন নারায়ণ বসু শুন সভাজন।
গ্রহণাংশে সহজরাজ মিত্র নারায়ণ॥
দোজ দোছেই নাই সবে মাত্র কুল।
সার্ব্বভৌম বলেন তবু সহজের মূল॥

তৎসুত ১৮প স'মু প্রদ্যুম্ন

প্রদ্যুম্ন চলিল দেখ হাতে ধনুর্ব্বাণ।
নারায়ণসুত হৈয়া না হইলা প্রধান॥
জন্মিয়া প্রধান কুলে করে অহঙ্কার।
রামানন্দ পাইয়া তারে করিলা উদ্ধার॥
দৈবের কারণে সবে হইলা হরষিত।
শম্ভু দরশনে কুল বড়ই মূর্চ্ছিত॥
অবিদ্যমান দেখিয়া আইল রামভদ্র ঘোষ।
সার্ব্বভৌম ঢাকুরী করেন কুলে দেখি দোষ॥

তৎসুত ১৯প স'মু রাঘব মল্লিক

রাঘব বসুর দান গোপী ঘোষের অভিমান
দৈবক্রমে বাড়ে রামেশ্বর।
জানকী দেখিয়া মজে রামেশ্বর গলায় লাজে
গ্রহণাংশে ঘোষ বিশ্বেশ্বর॥
বাপের কুলে পোয়ে দাব তিন পুরুষে বড় তাপ
রাঘব ঘোষ পাছেতে ভাবনা।
সার্ব্বভৌম বলেন শুন আকনা মুখ্য-মান
বসুবংশের পূরিল কামনা॥

অন্যত্র—

প্রদ্যুম্নসুত মুখ্য বসু রাঘবেন্দ্র।
প্রামাণিকে প্রথম কন্যা দত্তজে রাজেন্দ্র॥
তার পাছে বিষ্ণু মিত্র বংশজ বাণীভরা।
দত্ত ছিল জানাবাজ মিত্র দশধরা॥
সাম্যদান গোপাল ঘোষ মুখ্য আগুছেই।
দোছেই রামেশ্বর ঘোষে বাড়ি অংশ সেই॥
তেছেই ভঙ্গে চৌছেই কন্যা মধ্যাংশ জানকী।
পরছেইতে রামেশ্বর ঘোষে গুণে দেখি॥

কৃষ্ণবল্লভ পাল পাছে অতি গুণ পান।
দশঘরা নিবাসিত মৌলিক প্রধান॥
গ্রহণাংশে বাড়াইলা ঘোষ বিশ্বেশ্বর।
গৌরাঙ্গ সিংহ জানাবাজ রসেতে সুন্দর॥
দোজগ্রহণ রাঘবেন্দ্র কনিষ্ঠ সুসাজ।
রত্নেশ্বর পাছে দেখি কুলে কিছু লাজ॥
নন্দরাম মিত্র বলেন শুনহ সভাজন।
বাপ হইতে হইল ডাক পুত্র সুভাজন॥

তৎসুত ২০প স'মু সুদাম মল্লিক

দানহীন সুদাম বসু গুণ তার কাম।
গ্রহণাংশে বাড়াইলা মিত্র যাদুরাম॥
সার্ব্বভৌম ঠাকুরী এই শুন দিয়া মন।
দানহীন হইল বলি নিন্দিত গ্রহণ॥

রাঘবের ২য় সুত ২০প বা'স'মু শিরোমণি মল্লিক

শিরোমণি বাড়ে দেখ অপূর্ব্ব কাহিনী।
জনার্দ্দনে দিয়া দান নকুলের আটুনী॥
অদৃষ্ট কনিষ্ঠ দোছেই নন্দকিশোর।
রাজারাম মিত্র বলে কি হইল মোর॥
তেছেই গ্রহণ কৈলা মিত্র জনার্দ্দন।
আদান প্রদান করি এই ছিল মন॥
কেশরী বলেন বসুর কুলে হইল ডাক।
আছিল পৈত্রিক দোষ সেও হইল পাক॥

অন্যত্র—

রাঘবনন্দন বাড়িমুখ্য-শিরোমণি।
আগুছেই জনার্দ্দন মিত্র অংশে সহজ গণি॥
দোছেই নন্দকিশোর মিত্র কনিষ্ঠ বিশ্রাম।
তেছেই ভঙ্গে গরছেই কন্যা মিত্র রাজারাম॥
জনার্দ্দন মিত্র পাইয়ে করিলা গ্রহণ।
তেছেই ভঙ্গে গরছেই হইল অপূর্ব্ব কথন॥
নন্দরাম মিত্র বলেন শুন সভাজন।
আদান প্রদান কুলরক্ষার কারণ॥

চক্রপাণি-পৌত্র ১৭প বা'কো'মু চাঁদ

দ্বিতীয়ার চন্দ্র যেন বাড়য়ে গগনে।
পদ্ম মুদিত হইল যাহা দরশনে॥
আহ্লাদে আকুল কাম ধরে ত কামান।
রামচন্দ্র দেখি সবে পাইলা সম্মান॥
পরিপূর্ণ হইল তবে পাইয়া যজ্ঞেশ্বর।
প্রভাতে ভবানী ঘোষ আইল সত্বর॥
সার্ব্বভৌম ঠাকুরী এই শুন কুলবর।
কোমলে কোমল চাঁদ অতি মনোহর॥

অন্যত্র—

প্রামাণিকে প্রথম কন্যা চিরঞ্জীব দাস।
তৎপশ্চাৎ মহৎ সাম্য করিলা প্রকাশ॥
লোচনঘোষে কন্যা দিয়া পরিপূর্ণ চন্দ্র।
দোছেই কামদেবমিত্র অতি সুপ্রবন্ধ॥
পৈঠাপিঠি কুলবৃদ্ধি অতি পরিতোষ।
মুক্তার গাঁথনি ছেই রামচন্দ্র ঘোষ॥
মুখ্যত্ব করিল পাক দুই অঙ্গে সোসর।
গ্রহণাংশে আসিয়া মেলে ঘোষ যজ্ঞেশ্বর॥
অবিদ্যমানে ভবনাথ মিত্র দিলা দোজদান।
চৌঠ দান দুর্গাদাসদত্ত বালীর প্রধান।
ঘটকশেখর ঠাকুরী করেন সভা বিদ্যমান।
মল্লিক চাঁদের দানগ্রহণ দুই অঙ্গে সমান॥

পুরন্দরের ২য় সুত ১৪প বা'কো'মু নীলাম্বরখান্

নীলাম্বর খানের দান দেবরাজ ঘোষ অপমান
কংসারি মিত্র দোছেই বলাৎকার।
নাড়িক মিত্র তেছেই দান তৃতীয় পুত্র সন্মান
দেবরাজ ঘোষে গ্রহণ সার॥
গরছেই পাইয়া কুল বনমালী মিত্র সমতুল
দানাংশে হৈলা উৎখাত।
কুলে হৈল অপযশ পুনর্গ্রহণে পাইলা রস
গোপাল ঘোষ হৈলা মাত্র সাত॥

পরমানন্দ দোজ দান　　বসু দেখি অবিদ্যমান
কাশীনাথ করে অহঙ্কার।
সার্ব্বভৌম বলেন শুন কংসারি মিত্রে তেজ মান
গোপাল ঘোষ করিলা উদ্ধার॥

তৎসুত ১৫প কোঁমু শ্রীবৎস

শ্রীবৎস বসুর কুল কর অবধান।
মধু মিত্রে প্রথম কন্যা তবে সত্যবান্॥
তৃতীয় পুত্র মৃত্যুঞ্জয় আর পরমানন্দ।
বাসুদেব মিত্রে কুল করি হৈলা ধন্দ॥
বলভদ্র মিত্রে গয়ছেই কুলে হৈলা দাপ।
সার্ব্বভৌম বলেন তার উত্থান মাত্র তাপ॥

তৎসুত ১৬প কোঁমু রামানন্দ

রামানন্দ বসুর কুল কর অবধান।
শিবভদ্র ঘোষে দান বড় অসন্মান॥
তার পাছে মাধব ঘোষে দিলা দোছেই দান।
গ্রহণাংশে শিবভদ্র ঘোষে আদান প্রদান॥
সার্ব্বভৌম চাকুরী এই কর অবধান।
তিন পুরুষে নিন্দিত কুল কি কব বাখান॥

তৎসুত ১৭প কোঁমু কমল

কমল বসুর কুল কর অবধান।
বল্লভ মিত্র মধু ঘোষ দুহে অবিদ্যমান॥
তার পাছে রাঘব ঘোষ বড় চমৎকার।
সার্ব্বভৌম বলেন শুন পুত্র নাহি তার॥

মাহীনগর-সমাজ—সুন্দরবর খান্ বংশ।

মাহীনগর-সমাজ—সুন্দরবর খান্-বংশ

মাহীনগর-সমাজ—সুন্দরবর খান্-বংশ

১৪ কো'মু ত্রিলোচন (বুড়া মল্লিক)

১৫ ক কানাই (২য় পুত্র) ম সঙ্কেত (৩য় পুত্র) তে শ্রীকর (৪র্থ পুত্র)

১৬ ছ ভিণ্ডিরমানাথ বা'তে গোপাল শ্রীমন্ত রামচন্দ্র ১৬ তে গৌরীকান্ত বিশ্বনাথ

১৭ ম চাঁদ লক্ষ্মীনাথ ১৭ তে দেবীদাস নারায়ণ দুর্গাদাস যাদব ১৭ তে ভবানীচরণ রাজেন্দ্রনারায়ণ

১৮ ছিঃম মহেশ

১৮ তে জগচ্চন্দ্র নারায়ণ গোপীনাথ ১৮ তে রঘুনাথ রূপরাম হরিমোহন মহেশ মোহন বল্লভ (সাং ছারুহাট)

১৯ ম রঘুনাথ পরমানন্দ

১৯ তে রামেশ্বর বিশ্বেশ্বর বিষ্ণু ১৯ ছিঃতে জগন্নাথ গোপীরমণ নরোত্তম সাতু মহাদেব

২০ ম রত্নেশ্বর

২০ তে হরেকৃষ্ণ (মুড়াগাছা নেতড়া)

২১ মহাদেব (কাঁইগাঁ)

২০ তে পরশুরাম অভিরাম মণিরাম

২১ ছিঃতে ভৃগুরাম

২২ ছিঃতে শ্যামাচরণ নিতাই

২৩ ছিঃতে মথুরামোহন (কলমে-গোবিন্দপুর) মদনমোহন কৃষ্ণমোহন দেবনাথ

২৪ ছিঃতে বংশীধর

মাহীনগর-সমাজ—সুন্দরবর খান্-বংশ

• কুলকারিকায় পাঠান্তর কিঙ্কর।

মাহীনগর-সমাজ—সুন্দরবর খান্‌-বংশ।

১৫ কোং মু মাধব বসু

১৬ কোং মু লোকনাথ — ১৬ ক শিবানন্দ

১৭ ক গোকুল — ১৭ ছ রঘুনাথ

১৮ ছ শ্যামদাস ক২ শম্ভুদাস — ১৮ ম রাজীব বাদ্বিধা ম রাজেন্দ্র ম২ জগবল্লভ মহেশ
(দেউলপুর)

১৯ ম মণিরাম কিশোর নন্দরাম — ১৯ ম নৃসিংহ ম২ রামজীবন মদন পরশুরাম রাধাবল্লভ কামদেব যাদু

২০ ম সীতারাম হৃদয়রাম ভৃগুরাম — ২০ ম রমাবল্লভ বৃন্দাবন তিলকরাম

২১ ম রামচন্দ্র কৃষ্ণরাম গজেন্দ্র অনন্তরাম

২২ ম গোবিন্দরাম রামেশ্বর — ২১ ম নিমাইচন্দ্র বারাণসী গোবিন্দ ভবানী ভুবন গঙ্গারাম

২৩ ম হরিচরণ খোশালরাম — ২২ ম শান্তিরাম গোরাচাঁদ গৌরীচরণ শুকদেব
(দেউলপুর)

২৪ ম ভিখারীচরণ কালীচরণ — ২৩ ম রামসুন্দর বিশ্বনাথ• রামজয় বলরাম

২৫ ম গদাধর
(সাং পিঙ্গলা)

মাহীনগর-সমাজ—সুন্দরবর খান্-বংশ

২১ কো'মু রূপরাম

২২ কো'মু মনোহর　২২ ক হরিনারায়ণ (২য় পুত্র)　ম রামরাম (৩য়)　বা'ম উদয়রাম (৪র্থ)

২৩ বা'ক রামনিধি　কেবল০　শম্ভুচন্দ্র　গিরিধর০　২৩ ম গোপীনাথ　জগন্নাথ

২৪ বা'ক দুর্গাপ্রসাদ　মহেশ　ঈশান　আনন্দ　গৌর

২৫ বা'ক গোপীমোহন

২৪ ম পীতাম্বর (খলিষাখালী)　ফটিকচন্দ্র　মৃত্যুঞ্জয়

২৫ ম দিগম্বর　বদনচন্দ্র

২৩ ক তিলকরাম　ম গোলোক (৩য় পুত্র)　বা'ম কাশীনাথ　২৩ ম রাজচন্দ্র　শিবচন্দ্র　গোবিন্দ　কৃষ্ণচন্দ্র

২৪ ম গৌরীকান্ত (খলিষাখালী)

২৪ ম প্রাণনাথ　ব্রজনাথ　বিঃ ধর্ম্মনারায়ণ

২৪ ম শ্রীহরি　হরমোহন　নিমাইচাঁদ

২৫ ম মোহনচন্দ্র (গাঁতীগ্রাম)　স্বরূপচন্দ্র　পীতাম্বর　জনার্দ্দিন　চণ্ডাচরণ

২৫ মহিমাচন্দ্র　দ্বারকানাথ　সারদাচরণ　অমৃতচরণ

২৪ মোহন০　বংশীবদন　ক রামরত্ন　রসিক　কৃষ্ণমোহন

২৫ মাধব (খলিষাখালী)
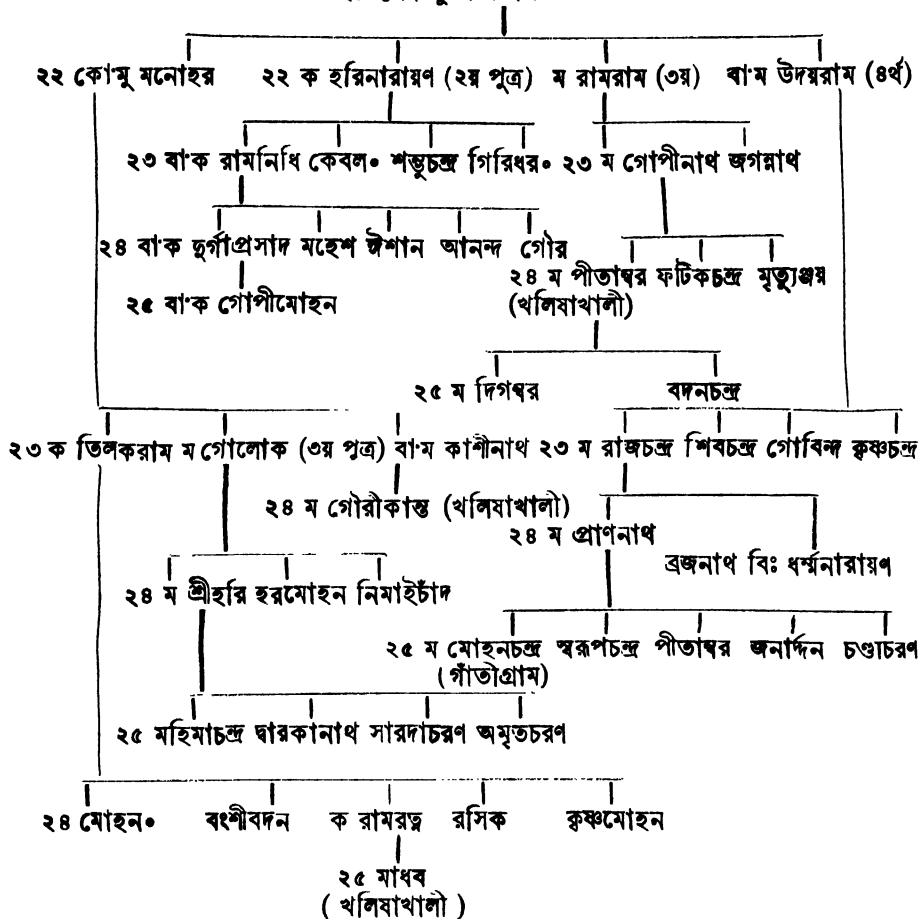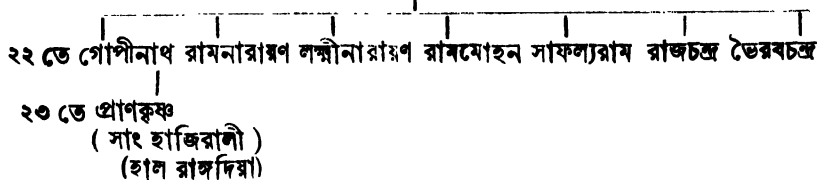
সুন্দরবর খান্ ও তদ্বংশের অংশ-নির্ণয়।

১৩প বাকোমু সুন্দরবরখানস্য কুলং

খানঃ শ্রীযুত সুন্দরো বিজয়তে ধন্যো ধরামণ্ডলে
দানেনৈব চ কোমলং কৃতিবরং লক্ষ্মীপতিং
প্রাপ্তবান্।
পশ্চাদ্দেবাষকনকেশ্বরং বিতরণাৎ দেবেশ-
মিত্রং ততো
গৌরীদাসসুতে প্রদায় তনয়াং মিত্রেণ
তুষ্টিং দদৌ।
বিশ্বেশস্য সুতে ততোঽপি তনয়াং শ্রেণীবিভঙ্গাৎ
পুনঃ
দুর্গাদাসসুতে ততো দুহিতরং দত্বা বিরেজে ভৃশং॥
মিত্রেঽসৌ নরসিংহকে গ্রহণতো দেদীপ্যমানো
মুদং
প্রাপ্য সোপি ন রাজতে বসুবরো দামোদরে
ঘোষজে।
পশ্চাৎ শ্রীকরশ্রীবরৌ কৃতিবরঃ সংবর্দ্ধ মোহং গতঃ
খ্যাতোঽয়ং বসুপুঙ্গবো বিজয়তে সংবর্দ্ধ মুখ্যং
কুলে॥

তৎসুত ১৪প কোমু বুড়ামল্লিক ত্রিলোচনবসোঃ

ক্ষিতৌ লোচনাখ্যো বভৌ রামমিত্রে
প্রাদানাদ্বিলেভে কলানাথমিত্রং।
ততঃ কৃষ্ণমিত্রং প্রতিলব্ধা চ মুখ্যং
বিরেজে চ কৃষ্ণং ততো গৌরমিত্রং॥
গৃহীত্বা চ কংসং গুণং নাপি লব্ধা
বিরেজে চ মুখ্যে পুনর্দেবরাজে।
ত্রিপৌ সোপি মিত্রে গ্রহাৎ কৈরণাখ্যে
নবাঙ্গেন হীনো বভৌ পুণ্যকর্ম্মা॥

তৎসুত ১৫প কোমু মাধবস্য

প্রদানতঃ সমাধবো বভৌ চ লক্ষ্মীনাথজে।
নতোষকং যযৌ বসু বলাইমিত্রসংজ্ঞকে॥
সকৈরণাত্মজে মুদং রঘৌ চ ঘোষমুখ্যকে।
প্রদায় গর্হিতাত্মজাং স বাসুদেবমিত্রজে॥
বলাদিভদ্রমিত্রজাং সুতেন মোদমগ্রণী-
মনন্তঘোষদেহজাং তৃতীয়কেন সন্মদং

*   *   *

ধরে সুপাদপদ্মরেণুপূতসর্ব্ববিগ্রহঃ॥

তৎসুত ১৬প কোমু লোকনাথবসোঃ

খ্যাতোঽসৌ কিল লোকনাথ উদিতো ভূদেব-
সেবারতো
দানাদেযা ষষ্ঠমিত্রকং গুণবরং লব্ধা চ সংবর্দ্ধয়ন্।
পশ্চাৎ শ্রীপতিমিত্রমুখ্যমবরং সংপ্রাপ্য
তুষ্টিং যযৌ
নরেন্দ্রে কিল বিষ্ণুদাসমভিত সংপ্রাপ্য
মিত্রং নিধিং॥
দত্বাঽসৌ হৃদয়াত্মজায় তনুজাং শ্রেণীবিভঙ্গো ভবদ্-
যস্মাৎ সোপি ন রাজতে গ্রহণতো
ঘোষে চিরঞ্জীবকে।
দানাদানাবিধানতঃ কুলকৃতি নিন্দাং সমালব্ধবানন্দ
খ্যাতিমুপৈতি মুখ্যপ্রবরো লোকৈরনুজ্ঞায়তে॥

তৎসুত ১৭প কোমু কুমুদবসোঃ

মুখ্যঃ শ্রীকুমুদ প্রদায় তনয়াং মুখ্যো রঘো সুনবে
কাশীনাথসুতে ততোঽপি তনয়াং
দত্বা নরেন্দ্রে ভৃশং।
চৈতন্যস্য সুতে ততো দুহিতরং দত্বা ন সম্ভাবতে
প্যাদানান্নিধিঘোষকং সংপ্রাপ্য মুখ্যাগ্রণীঃ॥
চৈতন্যস্য সুতাং প্রাপ্য দ্বিতীয় গ্রহণেন চ।
পরিবর্ত্তং প্রকুর্ব্বীতো ঘোষে নৈব গুণং যযৌ॥

তৎসুত ১৮প কোমু জগৎবসোঃ

রামানন্দসুতে প্রদায় তনয়াং খ্যাতো জগদ্বল্লভ-
স্তৎপশ্চাজ্জয়ঘোষজে দুহিতরং চান্যাস্তুতুষ্টোঽ-
ভবৎ।
দানাদানবিধানতোঽপি কমলাকান্তেন তুষ্টিং যযৌ

দৃষ্টিনৈব পরম্পরাকুলভুবাং মিত্রোহি মুখ্যো-
হভবৎ ॥

তৎসুত ১৯প কো°মু রঘুবসোঃ

মুখ্যোঽসৌ রঘুনাথকো নবিজয়ী রামঞ্চ সংবর্দ্ধয়ন্
সংপ্রাপ্তঃ কিল পার্ব্বতীং গ্রহণতো ঘোষান্ন-
তোষং যযৌ।
দ্ব্যঙ্গেনৈব গুণং লভেদ্বসুবরো মুখ্যোঽহি জন্মায়তে
ধন্যোঽসৌ কিল রাজবল্লভসুতাং গৃহ্ন্ ন হর্ষং
যযৌ ॥

তৎসুত ২০প কো°মু রামেশ্বরবসোঃ

ক্ষিতৌ সোপি রামেশ্বর শৌর্য্যহীনঃ
প্রদানান্নরেজে জয়ে চাপি ঘোষে।
ততঃ কালিদাসে গুণং নাভিলেভে
সলজ্জোহি মুখ্যো নরৌ যাদবেন্দ্রে ॥
গৃহীত্বা ন তোষং যযৌ যাদবেন্দ্রং
ততোঽসৌ বিলেভে মহাদেবমিত্রং।
দ্বয়ো রঙ্গয়ো যো গুণঞ্চাপি লব্ধা
বসুশ্চাপি লজ্জাম্বুধৌ চাপি মগ্নঃ ॥

তৎসুত ২১প কো°মু রূপরামবসোঃ

যশো যযৌ নো বসুরূপরামো
মনোহরং প্রাপ্য হি মুখ্যকল্পং।
প্রদায় পুত্রীং খলু বাসুদেবে
মিত্রে তথা শ্রীবলরামজে চ ॥

মাধবসুত ১৬প ক শিবানন্দবসোঃ

শিবানন্দপ্রদানেন যাদবে গুণমাদদে।
যদুমিত্রং সমাসাদ্য গ্রহণাচ্চ বিরাজতে ॥

তৎসুত ১৭প ছ মল্লিকরঘুবসোঃ

বিখ্যাতো কিল মল্লিকো রঘুবসুর্দানেন সন্তাষতে
চণ্ডিদাসসুতে সুতা সমদদদ্রামাদিনন্দে ততঃ।
গোবিন্দে খলু মিত্রকে গুণমগাৎ রাজীব
তস্যাত্মজো
রাজেন্দ্রশ্চ মহেশ্বরস্তদনুজৌ রত্যাদিকান্তে গ্রহাৎ।

তৎসুত ১৮প ম রাজেন্দ্রমল্লিকস্য

রাজেন্দ্রো বসুসজ্জনো বিজয়তে শ্রীরামভদ্রে মহান
দানাৎ শ্রীযুতপার্ব্বতী বরকুলে মুখ্যেচ তোষং
গতঃ।
তৎপশ্চাৎ প্রতিসারিণীং সমদদৎ শ্রীরামকৃষ্ণে মুদ
তস্মাদ্রাঘবমিত্রকে গুণমগাদ্দানিশ্চ তেষামভূৎ ॥
হরিচরণসুতাং লব্ধা গৌরীমিত্রসুতাং পুনঃ।
তত্রৈব শোভতে নাপি বসুবংশসমুদ্ভবঃ ॥
সুতাস্তস্য জাতা নৃসিংহোপি ধন্য-
স্ততো জীবনাখ্যঃ পরে মদনোপি।
পরশুরামনামা সদা পুণ্যকর্ম্মা
পরে কিল রাধা বসুকামদেবে ॥

তৎসুত ১৯প ম নৃসিংহমল্লিকস্য

নৃসিংহমল্লিক সুধীর্বিরাজতে··· (?)
সমাধুরে গুণস্ততঃ সুমিত্ররামচন্দ্রকে।
পরে চ রামঘোষকে সুমুখ্য বিপ্রভক্তকে
গ্রহাচ্চ গোপীঘোষকে ননন্দ সাধুশীলকঃ ॥
রমাবল্লভনামা চ বৃন্দাবনবসূত্তমঃ।
নৃসিংহস্য সুতৌ জাতৌ কুশলৌ কুলকর্ম্মণি ॥

তৎসুত ২০প ম রমাবল্লভস্য

রমাবল্লভোঽসৌ সদা কৃষ্ণভক্তঃ
প্রদানেন হীনো বসুঃ পুণ্যকর্ম্মা।
গ্রহাৎ যাদুমিত্রে বভৌ মুখ্যবর্য্যে
ক্ষিতাবেব ধন্যো নিমুস্তস্য পুত্রঃ ॥

বুড়া মল্লিকসুত ১৫প ক কানাই-বসোঃ

কানাই-বসুনা লব্ধো মধুঘোষপ্রদানতঃ।
প্রতিপ্রদানাৎ সংতুষ্টিস্তস্যতে হরিঘোষকে ॥
গ্রহণান্মাধবং প্রাপ্য কিরণে চ দ্বিতীয়কং।
উভয়োর্গুণমালেভে কানাই-বসুরিত্যপি ॥

রমানাথো গোপালশ্চ শ্রীমন্তো রামচন্দ্রকঃ।
এতে তস্য সুতাঃ জাতাঃ বিখ্যাতাঃ ধরণীতলে॥

তৎসুত ১৬প ছ রমানাথস্য

রমানাথঃ প্রদানেন রাঘবে রাঘবেঽপি চ।
সএব গুণমালেভে গৌরীদাসসুতা গ্রহাৎ॥

তৎসুত ১৭প ম চাঁদবসোঃ

তৎপুত্রো চন্দ্রচূড়োঽপি দানহীনো বসূত্তমঃ।
গোপালমিত্রমাসাদ্য গ্রহণাৎ ন চ ভাষতে॥

তৎসুত ১৮প ম মহেশ্বরস্য

দানান্মহেশ্বরবসুঃ কিল বামদেবং
সংপ্রাপ্য তোষমগমৎ সতু নিন্দিতোঽপি।
চৈতন্যঘোষতনয়াং তনয়েন নীত্বা
নিন্দামবাপ মহতীং ক্ষিতিমণ্ডলে চ॥

তৎসুত ১৯প ম রঘুবসোঃ

দানাদ্বিহীনো রঘুনাথনামা
রত্নেশ্বরস্তস্য সুতঃ প্রসিদ্ধঃ।
গোবিন্দঘোষে গ্রহণম্বিধায়
নরাজতেঽসৌ বসুসম্ভবশ্চ॥

তৎসুত ২০প ম রত্নেশ্বরস্য

রত্নেশ্বরোঽভূৎ খলু ভাগ্যহীনো
শ্রীকৃষ্ণঘোষ গ্রহণম্বিধায়।
নরাজতেঽসৌ ভূবি পুত্রহীনো
দানেন হীনঃ সতু পাণিযুক্তঃ॥ (বংশাভাবঃ)

লোকনাথসুত ১৭প ক গোকুলবসোঃ

শ্রীগর্ভতনয়ে কন্যাং দত্বাঽসৌ গোকুলাহ্বয়ঃ।
রমানাথসুতাং প্রাপ্য মুমুদে মুখ্যসম্ভবাং॥
শ্যামদাসোঽস্য পুত্রোঽভূচ্চণ্ডীদাসস্ততঃ পরং।
সুখ্যাতৌ ক্ষিতিমধ্যেঽপি বিপ্রভক্তিসমন্বিতৌ॥

তৎসুত ১৮প ছ শ্যামদাসবসোঃ

বসুশ্যামদাসঃ ক্ষিতাবেব ধন্যঃ
স গোবিন্দরামাত্মজে দত্তকন্যঃ।
গ্রহাচ্চণ্ডিদাসে গুণং চাপি লব্ধা
সুমুখ্যেচ মিত্রে বভৌ কৃষ্ণভক্তঃ॥
মণিরামঃ কিশোরশ্চ তৎপরে নন্দরামকঃ।
শ্যামদাসবসোঃ পুত্রাঃ বভূবুঃ কুলভূষণাঃ॥

তৎসুত ১৯প ম মণিরামবসোঃ

বিখ্যাতো মণিরামকো বিজয়তে শ্রীরামভদ্রে ততো
ঘোষে শ্রীমদনে প্রদানবিধিনা কৃষ্ণপ্রসাদে পুনঃ।
ঘোষে শ্রীযুত রূপকে চ গুণবান্ রাজাদিরামে ততঃ
তৎপশ্চাৎ খলু কৃষ্ণবল্লভমগাং দানেন ঘোষং বসুঃ॥
ঘোষবিশ্বেশ্বরং প্রাপ্য গ্রহণান্মুখ্যপুঙ্গবং।
দানাদানেন সন্তুষ্টঃ শুশুভে বসুপুঙ্গবঃ॥

তৎসুত ২০প ম সীতারামবসোঃ

সুতস্তস্য সীতারাম দানতোঽসৌ
প্রসাদে চ নিন্দাং গতঃ কৃষ্ণপূর্ব্বৈঃ।
বভৌ মিত্রধনঞ্জয়ে সোপি ভূয়ো
গ্রহাদ্দেবো মধ্যে ঘোষকে তোষমাপঃ॥

কোমু জগৎরামসুত ১৯প ক জয়রামবসোঃ

সুখ্যাতো জয়রামকো বসুবরো মিত্রে চ রত্নেশ্বরে
তৃপ্তিং নাপ মহাদ্যুতিবিতরণাৎ শ্রীরাম-
ঘোষে ততঃ।
তৎপশ্চাৎ কিল রামনাথতনয়ে দত্বা তনুজাং
পরাং
সংগৃহ্নন্ জয়কৃষ্ণমিত্রমভিতস্তস্মিন্ গুণং নাপ্তবান্॥

তৎসুত ২০প ছ নকুড় বসোঃ

ছকুমিত্রপ্রদানেন ন চ তৃপ্তিং জগাম স।
কালিদাসসুতাং প্রাপ্য নকুড়বসুজেন চ॥

সুন্দরবরখান্সুত ১৪প ক উমাপতিবসোঃ

উমাপতিঃ প্রদানতো বিলভ্য কৃষ্ণমিত্রকং।
প্রতিঞ্চ ঘোষকে দদৌ মকরন্দাদি নামকে॥
দ্বিতীয়েন প্রদানেন কবিরাজেন শোভতে।
কংসারিমিত্রমাসাদ্য গ্রহনান্নিন্দিতোঽভবৎ॥

তৎসুত ১৫প ছ নিধিবসোঃ

দানবিধৌ নিধিবসুরেষ রাঘবঘোষে বহুসন্তোষঃ
সত্যবিশ্বেশ্বরকোঽমুগ্রহাৎ কাশ্যাং বহু সম্মান-
মপি চ।
ঘোষে শ্রীযুতো রাঘবে নিধিবসুর্দানেন সম্ভাষতে
তৎপশ্চাৎ প্রতিসারিণীং সমদদৎ সত্যেচ মিত্রে
মুদা॥
শ্রীবিশ্বেশ্বরঘোষকে তদপরা দত্বা চ মধ্যে বভৌ।
কাশীনাথসুতাং সুতেন জগৃহে ধন্যোহি ভূমণ্ডলে॥

তৎসুত ১৬প ম যাদববসোঃ

যাদবোপি প্রদানেন ঘোষে চিত্রাঙ্গদে বভৌ।
মহেশং দত্তমাদায় দৈবাৎ সোপি কুলং জহৌ॥

তৎসুত ১৭প ম দুকড়ি রমাকান্তবসোঃ

রমাকান্তোঽপি তৎপুত্রো দানহীনঃ সকুণ্ঠিতঃ।
গোবিন্দতনয়াং লেভে দৃষ্ট্বা পৈতৃকদূষণং॥

তৎসুত ১৮প ম রামকৃষ্ণবসোঃ

বসুরামকৃষ্ণো গুণী শম্ভুমিত্রে
প্রদানেন তোষং গতঃ সাধুশীলঃ।
গ্রহাৎ সোপি গৌরীসুতা লব্ধকামা
দিদীপে চ ধন্যঃ সদাবিষ্ণুভক্তঃ॥ (বংশাভাবঃ)

সুন্দরবরখান-সুত ১৪প ম ত্রিপুরারিবসোঃ

ত্রিপুরারিমগাৎ সতু মিত্রবরং
প্রতিদানবসাদমুতুর্য্যকুলং
স কলাধরমিত্রকমাপবরং।
রাঘবঘোষে পুরাপদানং
সতু কুলমাপৎ কিল কবিরাজং।
তস্য তনুভব জগদানন্দ-
স্তস্য পরেঽজনি কামখ্যাতঃ॥

তৎসুত ১৫প ম জগদানন্দবসোঃ

সমুদ্ভবশ্রীজগদাদিনন্দো
দানাচ্চিরানন্দমবাপ ঘোষং।
আদায় মিত্রং জগদাদিনন্দং
গুণং বিধত্তে সতু সাধুশীলঃ

তৎসুত ১৬প ম চণ্ডিদাসবসোঃ

তস্যাত্মজো শ্রীযুতচণ্ডিদাসো
দানেন হীনো জগতি প্রসিদ্ধঃ।
আদানতোষং কিল কৃষ্ণদাসং
ঘোষং সমগম্য কুলং জহৌ সঃ॥ (বংশাভাবঃ)

বুড়া মল্লিকসুত ১৫প ম সঙ্কেতবসোঃ

বসুকুলসম্ভব সঙ্কেত নামা
শশীসুধাকরদিনকরধামা।
মধ্যে রঘুপতিঘোষে দানং
স বলভদ্রমিত্রে গ্রহণং॥

তৎসুত ১৬প ম বিজয়বসোঃ

বিজয়বসু বরেণ্যো দানশীলো বদান্যো
বিতরতি সতু দানং চক্রপাণৌ চ ঘোষে।
তদনু বিমলকীর্ত্ত্যা মিত্ররাজীবমাপৎ
গ্রহণমথ প্রচক্রে ঘোষবংশে যদৌ চ॥
তস্যাত্মজো রাঘবরূপকোঽসৌ॥
বিরাজিতৌ তৌ বিজয়স্য সূনৌ॥

তৎসুত ১৭প ম রাঘবেন্দ্রস্য

দানাদ্রাঘবমল্লিকো বসুবরো শ্রীমাধবে ঘোষকে
তৎপশ্চাৎ কুমুদে...ভবেৎ মিত্রং ততো শ্রীধরং।
সংপ্রাপ্তঃ কিল পাঁচুমিত্রমপরং গঙ্গাদিরামং ততো
জজ্জাল প্রকৃতাধিপে গ্রহণতো রত্যাদিকান্তে
মহান্।
সমজনি ভুবনোঽসৌ শুভ্রকীর্ত্তিবিনোদ-
স্তদনু বিমলতেজাঃ শ্রীলরামো কুলজ্ঞঃ।
বিধানতঃ যশোভাজো শ্রীলগঙ্গাদিরামঃ
পরহিতবসুগোপীচান্দিরামো বসুশ্চ॥

কৃতিবরঃ খণিরামো রামকৃষ্ণস্ততোঽভূৎ
কুলজনহিতকারী যো ঘনশ্যামনামা।
সকলগুণবিযুক্তো সর্ব্বকার্য্যসুদক্ষাঃ
ক্ষিতিতলবিদিতাস্তে রাঘবেন্দ্রাত্মজাশ্চ॥

তৎসুত ১৮প ম বিনোদবসোঃ

অসৌ বিনোদো বসুবংশজন্মা
দানেন চানন্তমগাৎযদীয়কং।
ক্ষিতৌ ভবানীতনয়াং গ্রহস্তু
নিনিন্দ মধ্যাংশকুলোদ্ভবোঽপি॥

তৎসুত ১৯প ম মুরারিবসোঃ

তস্যাত্মজশ্রীলমুরারিনামা
প্রদানতো রূপমবাপ ঘোষং।
আদানতো দানত এব ঘোষে
শ্রীরাঘবেঽসৌ বিততার কীর্ত্তিং॥
মদনো বসুমূর্দ্ধন্যো গোপালশ্চ ততঃ পরং।
গোবিন্দঃ কুলবিখ্যাতো মুরারেস্তনয়া ইমে॥

তৎসুত ২০প ম মদনবসোঃ

মদনবসুবরেণ্যো দানশীলো বদান্যঃ
ক্ষিতিতলবিদিতোঽয়ং ধর্ম্মশীলোতিমান্যঃ।
গ্রহণমথ প্রচক্রে শ্যামদাসে চ ঘোষে
সমজনি ভুবনেঽসৌ জীবনস্তৎসুতোঽপি॥

সুন্দরবর খান্-সুত ১৪প তে শ্রীকণ্ঠবসোঃ

ভবনাথং বিক্রমঞ্চ পীতাম্বরসুতাং গতঃ॥

তৎসুত ১৫প তে হিরণ্যস্য

যদুনা রাহুণা গ্রস্তং নিধিং প্রাপ্য চ মূর্চ্ছিতঃ।
হিরণ্যবসু বিখ্যাতঃ শ্রীকণ্ঠবসুসম্ভবঃ॥

তৎসুত ১৬প তে চণ্ডিদাসস্য

পার্ব্বতীমিত্রযোগেন জগাম কুলহানিতাং॥

তৎসুত ১৭প তে গঙ্গারামস্য

হরিণা গোপালমিত্রেণ গঙ্গারামো বিরাজতে॥

তৎসুত ১৮প তে বিনোদস্য

কুশলাৎ কুশলং লেভে বিনোদ বসুসম্ভবঃ॥

তৎসুত ১৯প কিঙ্করস্য (*)

রমানাথেন ঘোষেণ কিঙ্করঃ পরিরাজতে॥

ত্রিলোচনসুত ১৫প তে শ্রীধরস্য (†) কুলং
নিন্দিতঃ প্রাপ্য কানাইং জগন্নাথেন বন্দিতঃ।
মুরারিতনয়ালাভাৎ শ্রীধরঃ পরিনিন্দিতঃ॥

তৎসুত ১৬প তে গৌরীকান্তস্য

হৃদয়েন সমাযোগাৎ গৌরীকান্তো বিরাজতে।
গোপালমিত্রযোগেন তৎক্ষণাৎ পরিমূর্চ্ছিতঃ।
মৃত্যুঞ্জয়স্য ঘোষস্য গ্রহণং জীবনপ্রদং॥

তৎসুত ১৭প তে ভবানীবসোঃ

ভবানীং দৈবকীঞ্চৈব মূর্চ্ছয়ামাস সুন্দরং।
বল্লভস্য সমাযোগাৎ ভবানী পরিরাজতে॥

তৎসুত ১৮প তে রঘুবসোঃ

দুর্গাদাসে চ গোবিন্দে জয়কৃষ্ণে দদৌ বসুঃ।
রঘুর্ভবানীমিত্রেণ কুলকর্ম্মবিশারদঃ॥

তৎসুত ১৯প তে জগন্নাথস্য

বিষ্ণুদাসঞ্চ গোবিন্দং ঘোষং বৃন্দাবনস্তথা।
জগন্নাথবসুর্লেভে দানগ্রহণকর্ম্মণা॥

মল্লিককানাইসুত ১৬প বা তে গোপালস্য

চণ্ডিদাসেন ঘোষেণ গোপাল সুকৃতী বভৌ॥

তৎসুত ১৭প তে দেবিদাসস্য

দেবিদাসবসুর্ধন্যঃ সংগৃহ্য কৃষ্ণদাসকং॥

তৎসুত ১৮প তে জগদ্বসোঃ

দানঞ্চ মাধবে ধন্যং জগদ্বসুবরো দদৌ।
যজ্ঞেশ্বরসুতাং লব্ধা নিন্দিতং কুলকর্ম্মণি॥

তৎসুত ১৯প তে রামেশ্বরস্য

মধুঞ্চ মধুমিত্রঞ্চ গণেশং রাঘবং তথা।

(*) কুলপঞ্জিকায় পাঠান্তর রুদ্রেশ্বর।

(†)

কৃষ্ণরামঞ্চ রামঞ্চ লেভে রামেশ্বরো বসুঃ।
রত্নেশ্বরো সুতাঃ তস্য গ্রহণেনাপি হর্ষদাঃ॥

ঘটক সার্ব্বভৌম ও নন্দরামের ঢাকুরী বা এইরূপ অংশ-নির্ণয় পাওয়া যায়—

১৩প বা'কো'মু সুন্দরবর খানের কুল

সুন্দরবর খানের দান লক্ষ্মীনাথের অপমান
ভাগ্যক্রমে কনিষ্ঠ কনকেশ্বর।
তেছেই কন্যা দেবরাজ এই পাকে কিছু লাজ
চৌছেই নিন্দিত গৌরীবর॥
পাঁচছেই বিশ্বেশ্বর অপাত্রীকরণে ডর
তার পাছে ঘোষ দুর্গাবর।
ব্যতিক্রম হইলা ছেই রক্ষার কারণ এই
গোপীনাথ পাছে মিত্রবর॥
প্রকৃত কুলের সার নৃসিংহ রূপে অবতার
দৈবক্রমে হইল মিলন।
দামোদর শ্রীকর শ্রীধর পীতাম্বর
সার্ব্বভৌম করেন স্মরণ॥

তৎসুত ১৪প কো'মু বুড়ামল্লিক ত্রিলোচনবসু

বুড়া মল্লিকের কুল শুনিতে চমৎকার।
রামমিত্র কলাধর কনিষ্ঠ অবতার॥
ছভায়া কুলীন কৃষ্ণমিত্র আর কৃষ্ণঘোষ।
গৌরীনাথ মিত্র আসিয়া বাড়ায় পরিতোষ॥
কংসারি পাইয়া পাছে হইল স্মরণ।
দেবরাজ ঘোষের গরছেই কন্যা পুনর্গ্রহণ॥
মধ্যাংশ ত্রিপুরারি মিত্র দিলা দোজ দান।
কিরণঘোষ তেওজ কুল বড়ই সনমান॥
সার্ব্বভৌমের ঢাকুরী এই শুনিতে সন্তোষ।
দানাংশে ত্রিলোচন বসুর বড় পরিতোষ॥

তৎসুত ১৫প কো'মু মাধব

মাধব বসুর দান লক্ষ্মীনাথে শুণ পান
কোমল কুলের এই লও জায়।

তৎসুত ২০প তে হরেকৃষ্ণস্য
হরেকৃষ্ণবসুর্লেভে দুর্গারামঞ্চ ঘোষকং॥

বাঙ্গলা কারিকায় সুন্দরবর খান্ ও তদ্বংশের

কনিষ্ঠ বলাই দেখি শঙ্কিত করিল আঁখি
কি হৈল আমার উপায়॥
ছভায়া কিরণ দেখি বারেক মেলিল আঁখি
রঘুনাথ করিয়া স্মরণ।
বাসুদেব পাছে যায় দাঁড়িয়া কহিল তায়
করযোড়ে করেন স্তবন॥
বলভদ্র মিত্র পাইয়া অনন্ত আইল ধাইয়া
রামানন্দ নিন্দিত অপার।
সার্ব্বভৌম বলেন শুন কমলাকর পাছে গুণ
কাশীনাথ করে অহঙ্কার॥

তৎসুত ১৬প কো'মু লোকনাথ

লোকনাথ বসুর কুল দুই অঙ্গে সমতুল
যদুনাথের বাড়ায় অহঙ্কার।
শ্রীপতি মিত্র দোছেই দান মিত্র হৈল অপমান
বিষ্ণুদাসের হইল উদ্ধার॥
চৌঠ পোর পাছে নিধি বিড়ম্বিল তারে বিধি
মধ্যাংশ দানেতে প্রতিকার।
জন্মিয়া কনিষ্ঠ কুলে হৃদয় ঘোষ ডাকি বলে
গরছেই করিব আমি সার॥
মুখ্যেতে না দিয়া দান পাছে পায় অপমান
দর্প চুর হইল তখন।
চিরঞ্জীব পাইয়া কুল আলাইল মাথার চুল
জন্ম দেখি করিল গ্রহণ॥
বিষ্ণু দত্ত দোজোদান দুই অঙ্গে অবিদ্যমান
সার্ব্বভৌম করেন পূরণ॥

জগৎমল্লিকসুত ১৯প কো'মু রঘুনাথ

রামপ্রসাদ দত্ত জগন্নাথ রায়।
বলদবাদ বসন্দরী যাহার আলয়॥

পুরুষোত্তম সিংহ পাছে বন্দীপুরে বাস।
তিনকন্যা প্রামাণিকে অতি সুপ্রকাশ ॥
সাম্যদানে বাড়াইলা মুখ্য রামঘোষ।
পার্ব্বতী ঘোষেতে গ্রহণ নহিল সন্তোষ ॥
দুই অঙ্গে বাড়াইয়া বসু না পায় যশ।
রাজবল্লভ চৌধুরী বালিয়ার দেন আন্তরস ॥
রঘু বসু কল্পতরু কমলের সার।
ঘটক মিত্র নন্দরাম কি বলিবেন আর ॥

তৎসুত ২০প কো°মু রামেশ্বর

রামেশ্বর বসুর কুল শুন সবে এই।
তৃতীয় পুত্র জয়কৃষ্ণ ঘোষে আগছেই ॥
দোছেই কন্যা কালীচরণ ঘোষেতে সুসাজ।
তেছেই নরোত্তম মিত্র সাম্য নহে কাজ ॥
উদয়নারায়ণ মিত্র আসি ছেই করিল ভঙ্গ।
রাধাকৃষ্ণ মিত্র পাছে যদুঘোষ সঙ্গ ॥
ব্যতিক্রম হইল ছেই তেওজ গুণকারী।
পরছেইতে গঙ্গারামসিংহ রায়চৌধুরী ॥
গ্রহণ করি জয়ঘোষ উদ্ধারিলা তারে।
তৃতীয় পুত্র বাড়িল মুখ্য কমলের ঘরে ॥
নন্দরাম মিত্র বলে শুনহে সভায়।
আদানপ্রদান হতে কুল রক্ষা পায় ॥

তৎসুত ২১প কো°মু রূপরাম

রূপরাম বসুর কুল কর অবধান।
রামেশ্বরসুত মুখ্য কোমলে প্রধান ॥
প্রামাণিকে গোপাল দত্ত বামদেব দাস।
বৈরামপুর খেসরায় যাহার নিবাস ॥
সাম্যদানে বিভা কন্যা ঘোষ মনোহর।
দোছেই বাসুদেব মিত্রে নিন্দিত অপার ॥
তেছেই পাইয়া বলরাম ঘোষের হইল ভয়।
করযোড়ে স্তুতি করে প্রণতি বিনয় ॥
আদানপ্রদান করি রক্ষা কৈলা তারে।
তৎপশ্চাৎ বিনোদরাম মিত্র অহঙ্কারে ॥
জন্মকুলে দান তেঁই রক্ষার কারণ।
তার পাছে রামঘোষ সুন্দর শোভন ॥
রসেতে পাইলা জন্ম মিত্র গোবিন্দ।
ঘটক মিত্র নন্দরাম রচিলা সুছন্দ ॥

মাহীনগর-সমাজ—উগ্রকণ্ঠ বসুর বংশ

১৩ স°মু উগ্রকণ্ঠ [পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

১৪ ক রামনাথ (২য় পুত্র) — বা°তে সত্যবান্ (৫ম পুত্র)

(রামনাথ) ১৫ ছ মৃত্যুঞ্জয় বা°তে গণপতি সুধাকর কেশব বাণীনাথ

(সুধাকর / বাণীনাথ) জগৎরাম কাশীরাম

(গণপতি) ১৬ তে চক্রপাণি

১৭ তে রাজীব

১৮ ছিঃ ভাব তে পরশুরাম অভিরাম ভৃগুরাম গোবিন্দরাম

(পরশুরাম) ১৯ তে সদাশিব০ (সাং জোগী, হাং ধুলুক)

(মৃত্যুঞ্জয়) ১৬ ম অর্জুন০ শ্রীধর রাঘনাথ রতিনাথ রঘুনাথ লোকনাথ শ্রীগর্ভ

(সত্যবান্) ১৫ তে জগদানন্দ কৃষ্ণানন্দ হরি বাসুদেব

(জগদানন্দ) ১৬ তে দৈবকী জানকী শিবদাস গোপাল০

(দৈবকী) ১৭ তে দেবীদাস সুত ১৮ তে রামচন্দ্র রাঘব

(রামচন্দ্র) ১৯তে গোপীরমণ রতিকান্ত রাম

(গোপীরমণ) ২০ তে নুকড়ি মাণিক

(নুকড়ি) ২১ তে মাণিকচন্দ্র০ (সাং হরিপাল

মাহীনগর-সমাজ—উগ্রকণ্ঠ বসুর বংশ

(* কুলপঞ্জিকায় গুণানন্দের পুত্র "রঘু চাঁদ খাঁর দৌহিত্রের মুখ্যত্বং হানিঃ" এইরূপ লিখিত হইয়াছে।

(*) কুলকারিকায় পাঠান্তর পদ্ম।

(†) কুলকারিকায় পাঠান্তর জানকী।

উগ্রকণ্ঠ বসু ও তদ্বংশের অংশ-নির্ণয়।

১৩প স°মু উগ্রকণ্ঠবসোঃ কুলং

খ্যাতশ্চৈবোগ্রকণ্ঠঃ ক্ষিতিতলবিদিতো
লব্ধমালাধরেঽসৌ
দানাদ্গোবিন্দমিত্রং সহজ ইহ বভৌ
প্রাপ্য দামোদরঞ্চ।
নোরেজে সোপি ঘোষং ভব ইহ পরানন্দকে
দীপ্যমানো-
প্যাদানাদ্রাজমানঃ সহজকুল-পারাশর্য্য-
মিত্রং বিলেভে॥
ততঃ সোপি লক্ষ্মীপতিং মিত্রবর্য্যং
দ্বিতীয়েন লব্ধা বভৌ মুখ্যবর্য্যঃ।
ততশ্চৈব গৌরীবরশ্চাপি মিত্রং
গৃহীত্বা চ মালাধরং সোপি রেজে॥

তৎসুত ১৪প স°মু শ্রীনাথবসোঃ

শ্রীনাথো বসুপুঙ্গবো ন বিজয়ী কংসারিমিত্রেঽভবৎ
পশ্চাৎ সোপি বিরাজতে বসুবরঃ শ্রীদেব-
রাজে পুনঃ।
তৎপশ্চাৎ কিল শঙ্করে নচ সুখী ঘোষে জগন্নাথকে
মিত্রে সোপি চ দানতো নচ মুদং
প্রাপ্তো হি দামোদরঃ॥
অত্যর্থং শুশুভে প্রদায় তনয়াং
মিত্রানিরুদ্ধে মহান্
ঘোষে কেশবসংজ্ঞকে নচ সুখীশ্রেণিঞ্চ
দত্বা ততঃ।
তৎপশ্চাৎ বনমালিনে দুহিতরং দত্বা চ
তোষং গতো
প্যাদানাৎ কিল রামমিত্রকৃতিনং বিদ্যাধরঞ্চাপ্তবান্॥
গদাধরসুতাং প্রাপ্য কলাধরতনূদ্ভবাং।
গৌরীবরসুতাং পৌত্রীং বিরেজে ক্ষিতিমণ্ডলে॥

তৎসুত ১৫প স°মু গরুড়বসোঃ

বিলেভে শ্রীগরুড়ো প্রদায়তনয়াং নানন্তঘোষে মুদং
কাশীনাথসুতে ততোঽপি তনয়াং দত্বা নরেন্দ্রে
ভৃশং।
তৎপশ্চান্মধুসূদনে দুহিতরং দত্বা ন তুষ্টোঽভব-
ল্লক্ষ্মীনাথসুতাং সুতেন সহসা গৃহ্নন্ নহর্ষং যযৌ॥

তৎসুত ১৬প স°মু গুণানন্দবসোঃ

গুণানন্দমুখ্যঃ ক্ষিতৌ বিপ্রভক্তঃ
প্রদানেন নারায়ণে ঘোষবর্য্যে।
বভৌ সোপি পশ্চাৎ ততো যাদবেন্দ্রে
গৃহীত্বাচ বিশ্বেশ্বরস্যাপি কন্যাং॥
পুনঃ সোপি মুখ্যঃ শিবানন্দঘোষং
গৃহীত্বাচ রেজে ভৃশং দীপ্যমানঃ।
গুণঞ্চাপি লেভে দ্বয়োরেব মুখ্যো
যতঃ পুণ্যকর্ম্মা শতামগ্রগণ্যঃ॥ (বংশাভাবঃ)

স°মু উগ্রকণ্ঠসুত ১৪প ক রামবসোঃ

শ্রীরামো বসুপুঙ্গবো বিতরণাৎ ত্রৈলোক্যনাথে পুনঃ
পশ্চাৎ শ্রীলনিবাসকে গুণমগাৎ দত্বা প্রতিসারণীং।
শ্রীরামচন্দ্রতো মুদং সতু দদৌ দামোদরে ঘোষকে
গোপালস্য সুতাং যযৌ গ্রহণতো দুর্গাদিদাসাত্মজাং॥

তৎসুত ১৫প ছ মৃত্যুঞ্জয়বসোঃ

ক্ষিতৌ সোপি মৃত্যুঞ্জয়ো নামধেয়ো
নৃসিংহেচ দানাৎ গুণং নাপ তত্র।
প্রতিঞ্চাপি দত্বাজ্জয়ঘোষকেসা-
বনস্তেচ মুখ্যো গ্রহাৎ তোষমাপ॥
বসোশ্চাপি পুত্রার্জ্জুনঃ শ্রীধরোঽসৌ
রমানাথনামা রতিনাথ এব।
ততো লোকনাথো রঘুশ্চাপি ধন্যো
গ্রহাৎ সোপি ঘোষে বভৌ কেশবে চ॥

তৎসুত ১৬প ম অর্জ্জুনবসোঃ

অর্জ্জুন বসুবর ইহকুলে জাতো
মধ্যকুলোদ্ভব ইতি সুখ্যাতঃ।

মাধবঘোষে সম্প্রতিদানং
তদ্ধি কনিষ্ঠে কৃতসম্মানঃ ॥
প্রতীঞ্চ পার্ব্বতীমিত্রে দত্বা সোঽপি যশোধরঃ।
পুত্রহীনোঽভবত্তত্র বংশে কোপি ন জাতবান্ ॥

সংমু শ্রীনাথসুত ১৫প ক রূপরাজস্য

লেভেৎ রূপরাজো বসুঃ পুণ্যকর্ম্মা
মুদং সোঽপি মৃত্যুঞ্জয়ে চাপি ঘোষে।
সুতশ্চক্রপাণিস্ততঃ কামগোপী
গ্রহাৎ সত্যবন্তং হরিঞ্চাপি লেভে ॥

তৎসুত ১৬প ছ চক্রপাণিবসোঃ

ঘোষে শ্রীযুতচক্রপাণিতনয়ে দত্বা তনুজাস্ততো
মিত্রে যাদবসূনবে তদনুজাং শ্রীচক্রপাণির্ব্বভৌ।
পুত্রশ্রীযুতচন্দ্রশেখরবসুর্ধীরো ধরামণ্ডলে-
প্যাদানাচ্চ বিরাজতে সতু মহান্
শ্রীকামদেবে সুধীঃ ॥

তৎসুত ১৭প ম চাঁদবসোঃ

দানেন হীনো বসুচন্দ্রচূড়-
স্তদীয় পুত্রঃ কিল দেবিদাসঃ।
বিধায় পঞ্চাননঘোষবর্য্যে
ন শোভতেঽসৌ গ্রহণং প্রসিদ্ধঃ ॥

তৎসুত ১৮প ম দেবিদাসবসোঃ

দেবিদাসঃ সুধন্যো বসুকুলতিলকো লব্ধকীর্ত্তিঃ
পৃথিব্যাং
চণ্ডিদাসে প্রদানাৎ গুণমপি বিদধে
রুক্মিণীকান্তঘোষে।
পশ্চাৎ সোপি ঘোষে কুমুদকুলবরে প্রগ্রহাৎ
সংদিদীপে
চত্বারস্তস্য পুত্রাঃ সকলগুণযুতাঃ খ্যাতিভাজাং
বরেণ্যাঃ ॥
ভগবতীবলরামৌ পশ্চাদ্বারাণসী তপা।
রাধাবল্লভ ইত্যেতে বভূবুঃ কুলভূষণাঃ ॥

তৎসুত ১৯প ম ভগবতীবসোঃ

ভগবতীবসুর্ধীমান্ দেবিদাসে প্রদানতঃ।
মুখ্যে শ্রীজয়রামে চ গ্রহাদ্রামেশ্বরে বভৌ ॥
তৎপুত্র শম্ভুদাসশ্চ চামুশ্চ হৃদয়স্তথা।
মাধবস্তৎপরে জাত এতে সর্ব্বগুণান্বিতাঃ ॥

তৎসুত ২০প ম শম্ভুবসোঃ

শ্রীরামচন্দ্রস্য সুতায় কন্যাং
প্রদায় শম্ভুর্বিররাজ ধন্যঃ।
শ্রীশ্যামদাসস্য সুতাং গৃহীত্বা
ষড়্ভ্রাতৃকস্যাপি কুলে বরিষ্ঠঃ ॥

সংমু উগ্রকণ্ঠসুত ১৪প ম নীলকণ্ঠবসোঃ

নীলকণ্ঠো বসুরেব দানাৎ
সংপ্রাপ্য দামোদরমিত্রবর্য্যং।
জঘন্যতঃ শ্রীবনমালিনং ততঃ
জগ্রাহ মিত্রং খলু দাড়িকঞ্চ।
পুনর্গ্রহাৎ শ্রীভবনাথঘোষং
ভৃশং দিদীপে খলু পুণ্যকর্ম্মা ॥
পুত্রো বভূবুর্বিজয়ো রঘুশ্চ
শ্রীকৃষ্ণবিষ্ণুকিল মাধবশ্চ।
গোপী চ পদ্মাকররাঘবেন্দ্রৌ
জগদ্বসুঃ শ্রীহরিসত্যবন্তৌ ॥

তৎসুত ১৫প ম বিজয়বসোঃ

বিজয়বসুবরেণ্যো মিত্রযজ্ঞেশ্বরেঽসৌ
বিতরতি খলু দানং কীর্ত্তিমানাখ্যে পদেচ (?)।
গ্রহণমথ প্রচক্রে ঘোষবংশাবতংসে
গুণবতি রঘুনাথে বিপ্রসেবানুরক্তে ॥
গোবিন্দনামা পদ্মকামদেবৌ
রঘুরতী শ্রীযুতজানকী চ।
এতে বিরেজুর্বিজয়স্য পুত্রাঃ
ক্ষিতৌ সুশীলাঃ সকলানুরক্তাঃ ॥

তৎসুত ১৬প গোবিন্দবসোঃ

গোবিন্দ কিল রাঘবে বিজয়সুতে ঘোষে প্রদানাত্ততঃ
সঙ্কেতে প্রতিদানতো গুণমগাদ্ ঘোষঞ্চিরঞ্জীবকে।
সংপ্রাপ্তঃ খলু পদ্মলোচনসুতাং রেজে ভৃশং ঘোষজং
পুত্রাস্তস্য প্রজজ্ঞিরে গুণযুতা গোপ্যাদিকান্তাদয়ঃ॥

তৎসুত ১৭প ম গোপীকান্তবসোঃ

গোপীকান্তঃ প্রদানেন হীনোঽয়ং বসুসম্ভবঃ।
গঙ্গাদাসসুতাং লব্ধা নিন্দাযুক্তোঽভবৎ কুলে॥

তৎসুত ১৮প ম বংশীবসোঃ

তস্যাত্মজঃ শ্রীযুতবংশীদাসোঃ
দ্বয়ঞ্চ দত্বা নয়নাখ্যঘোষে।
সংগৃহ্য রেজে সহি রূপমিত্রং
পুত্রোঽভবৎ তস্য হরিঃ প্রসিদ্ধঃ॥

তৎসুত ১৯প ম হরিবসোঃ

হরিবসুরিহ দানাৎ পার্ব্বতী ঘোষবর্য্যং
তদনু সুজনঘোষং রুদ্রমাপৎ সুধীশ্চ।
গ্রহণমথ প্রচক্রে রুক্মিণীকান্তঘোষে
সকলগুণবিযুক্তঃ জীবনস্তস্য পুত্রঃ॥

তৎসুত ২০প ম রামজীবনবসোঃ

জীবনো দানহীনোঽপি রাজতে খেলকর্ম্মণা।
মহাদেবসুতাং লব্ধা ঘোষজাং কুলদীপিকাং॥

স'মু শ্রীনাথসুত ১৫প ম ত্রিপুরারিবসোঃ

দানাদ্বসুঃ শ্রীত্রিপুরারিনামা
লক্ষ্মীপতিং ঘোষমবাপ যত্নাৎ।
মধ্যানুজে রাঘবমিত্রবর্য্যে
প্রতিপ্রদানেন যশোধরোঽভবৎ॥
আদায় মুখ্যং খলু কৃষ্ণমিত্রং
বিরাজমানো নহি সৎকুলেঽপি।
পুত্রো বিরেজুঃ কিল লক্ষ্মীদাসঃ
সবাসুদেবানুজ কামগোপী॥

তৎসুত ১৬প ম লক্ষ্মীদাসবসোঃ

লক্ষ্মীদাসো বসুরেব দানাৎ
গোবিন্দঘোষে কিল মুখ্যবর্য্যে।
শ্রীচণ্ডিদাসস্য সুতাং গৃহীত্বা
বিরাজতেঽসৌ খলু বংশহীনঃ॥

উগ্রকণ্ঠসুত ১৪প তে সত্যবান্‌বসোঃ

সত্যবান্‌গুণং লেভে দন্তিদুর্গাবরেঽপিচ।
ত্রৈলোক্যাদ্বিতীয়ঞ্চ জগ্রাহ ত্রিপুরারিকং॥

তৎসুত ১৫প তে জগদানন্দস্য

মুকুন্দে প্রতিসারেণ দত্বা তুষ্টোঽভবৎ পুনঃ
রামানন্দসুতাং প্রাপ্য সুতেন জগৃহে কুলং॥

তৎসুত ১৬প তে দৈবকীনন্দনস্য

শ্রীমৃত্যুঞ্জয়চক্রপাণিকৌ পরিগতঃ শ্রীদৈবকী-
নন্দনঃ॥

তৎসুত ১৭প তে দেবিদাসস্য

লেভে ঘোষমহেশমেব সুতরাং শ্রীকালিদাসং কৃতী।
দেবিদাসঃ সুমহান্ বিজয়তে শ্রীরামচন্দ্রেণ চ॥

তৎসুত ১৮প তে রামচন্দ্রস্য

গৌরাঙ্গং কিল রামচন্দ্রতনয়াং শ্রীরামচন্দ্রো যযৌ॥

তৎসুত ১৯প তে গোপীরমণস্য

শ্রীবল্লভং মাধবরামভদ্রৌ
জগাম গোপীরমণো মহীয়ান্।
সংগৃহ্য রামেশ্বরমিত্রকন্যাং
নিন্দাস্পদং তত্র দধার দৈবাৎ॥

তৎসুত ২০প তে নকড়িবসোঃ

নারায়ণঃ শ্রীজগদীশবাসান্
সমেত্য দানাৎ নকড়িঃ সুধন্যঃ।
জহান তাপং কিল পৈতৃকঞ্চ
শ্রীচন্দ্রঘোষং গুণদং জহার॥

উগ্রকণ্ঠসুত ক রামসুত ১৫প তে গণপতিবসোঃ

লেভে গণপতির্নাম বাসুঞ্চ বলভদ্রকং॥

তৎসুত ১৬প তে চক্রপাণিবসোঃ
মূর্চ্ছয়ামাস গোপালং প্রসাদাৎ স্বয়মেব চ ॥

তৎসুত ১৭প তে রাজীববসোঃ
শ্রীরামং ঘোষবংশীঞ্চ রাজীবো দানতো যযৌ ॥

সার্ব্বভৌমের বাঙ্গালা কারিকায় উগ্রকণ্ঠ বসু ও তদ্বংশের অংশসম্বন্ধে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

১৩প স·মু উগ্রকণ্ঠ বসুর কুল

গ্রকণ্ঠ বসুর দান, পুণ্যফলে সম্মান,
দানাংশে ঘোষ মালাধর।
দোছেই গোবিন্দ মিত্র, দামোদরে অনুচিত,
তেছেই ভরত নিন্দাবর ॥
পরমানন্দ পাঁচছেই, * * *
দানাংশে মিত্র পরাশর।
লক্ষ্মীপতি দোজদান, কাটা হইতে সম্মান,
দোজগ্রহণ মিত্রে গৌরীবর ॥
তেজ কুলীনবর, চৌঠ দানে মালাধর,
পীতাম্বর করে নমস্কার।
ইহ অঙ্গে সহজকুল, উপমাতে নাহি তুল,
সার্ব্বভৌম কাহিলা সত্বর ॥

তৎসুত ১৪প স·মু শ্রীনাথ

শ্রীনাথ বসুর কুলকাজ, কংসারি মিত্র পায় লাজ
জঘন্যবরে মুখ্য দেবরাজ।
শঙ্কর ঘোষে তেছেই দান, জগন্নাথ অপমান,
দামোদর মিত্র সলাজ ॥
অনিরুদ্ধ গরছেই দান, কেশব ঘোষ গুণ পান,
তার পাছে ঘোষ বনমালী।
রামামিত্রে কন্যাগ্রহণ, বিদ্যাধর করেন স্মরণ,
গদাধর পাছে করে কেলি ॥

কনিষ্ঠকুল মালাধর, নিন্দাংশে চৌঠ বর,
গৌরীনাথ বাড়ায় মনোনীত।
সার্ব্বভৌম বলেন শুন, ব্যতিক্রম ছেই মান,
পুরস্কার এইত উচিত ॥

তৎসুত ১৫প স·মু গরুড়

গরুড় বসুর দান, অনন্ত ঘোষ গুণ পান,
কাশীনাথ করে অহঙ্কার।
দেখিয়া দানের সাজ, মধুঘোষ পায় লাজ,
কলাধর চৌছেই ভঙ্গসার ॥
গ্রহণাংশে লক্ষ্মীনাথ, বাড়ি কুল অবদাত,
রস ভজে সেন বনমালী।
সার্ব্বভৌম বলেন শুন, ইহা দেখি মনে গণ
মুখ্য মাঝে যদি কর কেলি ॥

তৎসুত ১৬প স·মু গুণানন্দ

গুণানন্দ বসুর কুল, উপমা নাহিক তুল,
দানাংশে ঘোষ নারায়ণ।
যাদব ঘোষ দোছেই দান, পুণ্যফলে সন্মান,
বিশ্বনাথ করিলা গ্রহণ ॥
না পাইয়া প্রকৃতরাজ, মনে পাইলা বড় লাজ,
দৈবক্রমে ঘোষ শিবানন্দ।
সহজ কুলে সাজ, পাইয়া প্রকৃতরাজ
সার্ব্বভৌম কারলা প্রবন্ধ ॥
(অতএব মুখ্যত্ব-ভঙ্গ।)

মাহীনগর-সমাজ—ছভায়া পুরন্দর-বসুবংশ

১৩ ছ পুরন্দর [১১৭ পৃষ্ঠায় পূর্ব্ববংশ]

১৪ ম বিশ্বেশ্বর কেশব মহেশ্বর কাশীনাথ ত্রিপুরারি শ্রীনাথ তিমিরারি

১৫ ম সুরেশ্বর ম২ কৃষ্ণ কাএন্ত (?) শ্রীকান্ত নারায়ণ মুকুন্দ করুণাময়
(বংশাভাব)

অংশ-নির্ণয় ।

১২প বা'ক দাসোবসুসুত
১৩প ছ পুরন্দরবসোঃ কুলং

পুরন্দরো ভৈরবং চ দানাদানঃ পরাশরং।
পুনর্লক্ষ্মীপতিং প্রাপ্য মুমুদে মুখ্যপুঙ্গবং ॥

তৎসুত ১৪প ম বিশ্বেশ্বরবসোঃ

বিশ্বেশ্বরোপি তৎপুত্রো মুখ্যে গণপতৌ সুত াং।
শ্রীনাথে প্রতিসারঞ্চ দত্বা তৃপ্তিং যযৌ মুদা ॥
ত্রিপুরারিসুতাং লব্ধা সানন্দং মুদমাদদে।
ভূয়ো গোপালজাং প্রাপ্য বংশাভাবস্ততঃ পরং ॥

মাহীনগর-সমাজ— বা'ক ভরত-বসুবংশ

অংশ-নির্ণয় ।

বা'ক সর্ব্বেশ্বরসুত ১৩প বা'ক ভরতবসোঃ

ভরত ইহ কনিষ্ঠঃ খ্যাতিভাজাং গরিষ্ঠো
বিতরণমপি কৃত্বা চাচ্যুতে ঘোষবর্য্যে।
প্রতিসারণ দুহিতরমস্মিন্ শ্রীকরে ঘোষকেঽসৌ
তদনু বিমলতেজা মিত্রসনাতনে চ ॥
গৃহীত্বাচ পরাশরস্যাপি কন্যাং
দ্বিতীয়ঞ্চ শ্রেণীং ভৃশং দীপ্যমানঃ।
দ্বিতীয়েন দামোদরস্যাপি কন্যাং
তৃতীয়েন দৈত্যারিজাং ভাগ্যতশ্চ ॥

তৎসুত ১৪প ছ অর্জ্জুনবসোঃ

তৎপুত্রশ্চার্জ্জুনো দানমুগ্রকণ্ঠে প্রদত্তবান্।
কলাধরসুতাং লেভে পুনর্গোপালঘোষজাং ॥

তৎসুত ১৫প ম শ্রীধরবসোঃ

তৎসুতো শ্রীধরো ধন্যো বিশ্বনাথে সনিন্দকঃ।
বাসুদেবসুতাং লব্ধা মুমুদে ঘোষসম্ভবাং ॥

তৎসুত ১৬প ম গৌরীকান্তস্য

সুধাকরেন মিত্রেণ গৌরীকান্তো গুণং দধৌ ॥

মাহীনগর-সমাজ—প্র·মু সুরেশ্বরসুত ক লোকনাথ-বসুবংশ

মাহীনগর-সমাজ—ছ মার্কণ্ডেয়-বসুবংশ

অংশ-নির্ণয়।

১২প ক রত্নাকরসুত ১৩প ছ মার্কণ্ডেয়বসোঃ

মার্কণ্ডেয়বসুর্ধীমান্ দানতো ভৈরবং লভেৎ।
সুতাং মালাধরস্যাপি গৃহ্নন্নানন্দমাপ্নুয়াৎ॥

তৎসুত ১৪প ম যুধিষ্ঠিরবসোঃ

যুধিষ্ঠিরোঽভূৎ খলু তস্য পুত্রো
গৌরীপতৌ মিত্রকুলে প্রদানাৎ।
ততোঽহি পৃথ্বীধররামঘোষে
প্রতিপ্রদানাৎ শুশুভে সুধন্যঃ॥
কৃত্বাবিরেজে গ্রহণং গণাধিপে
ত্রিবিক্রমে মিত্রকুলে তথৈব
* *
যতঃ প্রপেদে প্রকৃতাধিপঞ্চ॥

তৎসুত ১৫প ম বনমালিবসোঃ

লক্ষ্মীনাথপ্রদানেন দ্বিতীয়েন মুদং লভেৎ।
প্রতিং নারায়ণে দত্ত্বা বনমালিবসূত্তমঃ॥
মুকুন্দেন লভেত্তুষ্টিং দ্বিতীয়েন প্রদানতঃ।
গ্রহণাদ্ধরিঘোষঞ্চ লব্ধা তোষং গতো হি সঃ॥

তৎসুত ১৬প ম শিবানন্দবসোঃ

শিবানন্দঃ প্রদানেন রামভদ্রে দ্বিতীয়কং।
যদুঘোষং সুতাং গৃহ্নন্ নিন্দাযুক্তো ভবত্ততঃ॥
(বংশাভাবঃ)

মাহীনগর-সমাজ—ছ পৃথ্বীধর-বসুবংশ

১৩ ছ পৃথ্বীধর [১১৬ পৃষ্ঠায় পূর্ব্ববংশ]

১৪ ম ত্রিলোচন মুরারি কলাধর নারায়ণ

(ত্রিলোচন) ১৫ ম সৃষ্টিধর (বংশাভাব)

অংশ-নির্ণয়।

১১প বাসমু নারায়ণসুত ১২প ক বিভাকরসুত
১৩প ছ পৃথ্বীধরবসোঃ কুলং

পৃথ্বীধরবসুর্ধীমান্ কপিলেশ্বরদানতঃ।
ভুবনে প্রতিসারেণ গ্রহাণ্ডোধিষ্ঠিরে বভৌ ॥
ঈশানস্থ সুতাং পশ্চাৎ দ্বিতীয়েন লভেৎ সুধীঃ।
রত্নাকরঞ্চ নযোগাৎ শোভতে চ যথা মহী ॥

তৎসুত ১৪প ম ত্রিলোচনবসোঃ

ত্রিলোচনোহি তৎপুত্রশ্চক্রপাণৌ প্রদানতঃ।
মুখ্যবিদ্যাধরং প্রাপ্য গ্রহণাৎ শুশুভে ভৃশং ॥

তৎসুত ১৫প ম সৃষ্টিধরবসোঃ

বসুস্‌ষ্টিধরো ধীমান্ পুত্রহীনোপি সজ্জনঃ
দানাৎ শ্রীবসুদেবস্য মিত্রং প্রাপ্য নশোভতে ॥
(পুত্রাভাবঃ)

মাহীনগর-সমাজ—ক কোণার্ক-বসুবংশ

১৩ ক কোণার্ক [১১৬ পৃষ্ঠায় পূর্ব্ববংশ]

১৪ ছ পরমানন্দ শীতলসিংহ নরসিংহ গোরীবর মুরারি হরি গোপাল ত্রিপুরারি চতুর্ভুজ নীলাম্বর

(পরমানন্দ) ১৫ ম বাসুদেব অনন্তরাম গরুড় হেড়ম্ব চণ্ডীবর মধুসূদন তিমিরারি মুকুন্দ মহেশ্বর
(কুলভঙ্গ)

(বাসুদেব) ১৬ ম পীতাম্বর নিত্যানন্দ রঘু॰ জানকী যাদব লোকনাথ নিধি তেক্

(পীতাম্বর) ১৭ ম রাম বিদ্যানন্দ মুকুন্দরাম কৃষ্ণানন্দ ভরত রমানাথ রাজ্যধর

(রাম) ১৮ ম রঘুনাথ সুত ১৯ ম শ্রীবল্লভ

(শ্রীবল্লভ) ২০ ম রামকৃষ্ণ মাধব কন্দর্প শম্ভু মণিরাম

(রামকৃষ্ণ) ২১ ম রামজীবন রূপরাম রামশঙ্কর

(রামজীবন) ২২ ম বিষ্ণুরাম নন্দকিশোর

(বিষ্ণুরাম) ২৩ ম রামসুন্দর রামলোচন
(সাং তালামাগুরা)

কোণার্ক বসু ও তদ্বংশের অংশ-নির্ণয়।

১২প সমু স্থিরসুত ১৩প ক কোণার্কবসোঃ কুলং

কোণার্কো ভুবনে দদৌ দুহিতরং ঘোষে চ
শম্ভৌ প্রতিং
সর্ব্বানন্দ কুলোত্তমে তদনুজাং বিশ্বেশ-
ঘোষে ততঃ ·
শ্রীমালাধরঘোষকে তদপরা দত্বা ন সম্ভাষতে-
প্যাদানাচ্চ যুধিষ্ঠিরে গুণমগাৎ সর্ব্বাদিনন্দে পুনঃ॥
তৃতীয়েন চতুর্থেন ভৈরবং কপিলেশ্বরং।
মিত্রমালাধরং প্রাপ্য পঞ্চমে নাতিশোভিতঃ॥

তৎসুত ১৪প ছ পরমানন্দবসোঃ

খ্যাতঃ শ্রীপরমাদিনন্দ সুকৃতী ধন্যো ধরামণ্ডলে
দানাৎ কিরণে বিধায় গুণবান্ রেজে অয়ঞ্চাগ্রতঃ।
মুখ্যে শ্রীত্রিপুরারিকে সচ গুণং ধত্তে
সুমিত্রে ততো
প্যাদানাৎ কবিরাজকে গুণযুতো দেবাদিরাজে
পুনঃ॥

তৎসুত ১৫প ম বাসুদেববসোঃ

াঙ্কতো বাসুদেবো লভেৎ কেশবাখ্যাং
প্রদানাচ্চ কাশীপতিং ঘোষকঞ্চ।
সুতাস্তস্য পীতাম্বর শুদ্ধচেতাঃ
সনিত্যাদিনন্দস্ততো জানকী চ॥
পরে যাদবাখ্যেস্তস্য লোকনাথো
নিধিশ্চৈব তেকুঃ প্রসিদ্ধঃ বভুবুঃ।
গ্রহাদ্বিশ্বনাথে গুণঞ্চাপি দত্বা
হ্যনন্তেব তোষং কুতো মুখ্যবর্য্যে॥

তৎসুত ১৬প ম পীতাম্বরবসোঃ

দানেনৈব জনার্দ্দিনং সমভবৎ পীতাম্বরঃ কীর্ত্তিমান্
শ্রীরামশ্চ তদাত্মজস্তদপরে বিষ্ণাদিনন্দঃ কৃতী।
তৎপশ্চাৎ কুমুদঃ প্রকীর্ত্তি মহিমা কৃষ্ণাদিনন্দঃ সুধীঃ
পশ্চাৎ শ্রীভরতো বিরাজিত রমানাথোপি
তস্যানুজঃ॥
অচ্যুতস্য সুতাং লব্ধা ষড়্ভ্রাতুর্গুণমাদদে।
দানাদানেন তুষ্টোঽভুৎ সোপি পীতাম্বরো মহান॥

তৎসুত ১৭প ম রামবসোঃ

দানেন হীনো বসুরামদাস-
স্তস্যৈব পুত্রো রঘুনাথকোঽপি।
আদানতো মধ্যকুলাবতংশে
রমাদিকান্তে স জগাম তোষং॥

তৎসুত ১৮প ম রঘুনাথবসোঃ

রঘুনাথবসুঃ খ্যাতো রামানন্দে প্রদানতঃ।
পুত্রঃ শ্রীবল্লভো জাতো প্যাদানাৎ কমলে বভৌ॥

তৎসুত ১৯প ম শ্রীবল্লভবসোঃ

বল্লভো বসুস্তবো রমাদিকান্তকং যযৌ
রমাদিকান্তকং ততঃ সুতোঽহি তস্য কৃষ্ণকঃ।
স রাধিকাপতৌ গ্রহাৎ যথৈব পদ্মচন্দ্রক-
স্তথাহি দীপ্যতে কৃতী সদাদিবিপ্রভক্তকঃ॥

মাহীনগর-সমাজ—ক দৈত্যারি-বসুবংশ

১৩ক দৈত্যারি [১১৭ পৃষ্ঠায় পূর্ব্ববংশ]
১৪ ছ ত্রিবিক্রম

অংশ-নির্ণয়।

বাং'স'মু বিষ্ণুসুত ১৩প ক দৈত্যারিবসোঃ কুলং
মালাধরেণ ঘোষেণ দৈত্যারিঃ কুলভূধরঃ ॥

তৎসুত ১৪প ছ ত্রিবিক্রমবসোঃ
ত্রিবিক্রমবসুর্লেভে রামমিত্রতনূদ্ভবাং ॥

মাহীনগর-সমাজ—ম গোবিন্দ-বসুবংশ

ম গোবিন্দ বসু ও তদ্বংশের অংশ-নির্ণয়।

১১প ক ধোয়ুত ১২প ছ কৃষ্ণসুত

১৩প ম গোবিন্দ বসোঃ কুলং

গোবিন্দঃ কুলভূষণো বিতনুতে সর্ব্বাদিনন্দে ত্রয়ং
শ্রীমালাধরহূনবে দুহিতরং দত্ত্বা পুনর্দীপ্যতে।
ঘোষে শ্রীভবনাথকে নচ গুণং ধত্তে তথাগ্রহণত-
স্তস্মিন্নেব গুণপ্রদঃ সমভবৎ শ্রীকৃত্তিবাসাৎভৌ স॥
তৎসুত কুলমূর্দ্ধন্যঃ শঙ্করো বসুনামকঃ।
নারায়ণবসুশ্চৈব শ্রীধর কুলভাজনঃ॥
কংসারিবসুনামাচ কলাধরবসূত্তমঃ।
হরিনাথো বসুশ্চৈতে গোবিন্দতনয়াঃ বভূঃ॥

তৎসুত ১৪প ম শঙ্করবসোঃ

শঙ্করো বসুনামাচ ঘোষে বিশ্বেশ্বরে দ্বয়ং।
দামোদরে প্রতিং দত্ত্বা ততঃ শুক্লাম্বরেদ্বয়ং॥
কৃষ্ণমিত্রগ্রহাৎ প্রাপ্য জগন্নাথমগাৎ পুনঃ।
তৎপুত্রো বসুরামশ্চ জগন্নাথস্ততঃ পরং।
মুকুন্দো ভাস্করশ্চৈতে বসুবংশবিচক্ষণাঃ।
সর্ব্বলক্ষণসংযুক্তাঃ কুলকীর্ত্তিবিবর্দ্ধকাঃ॥

তৎসুত ১৫প ম রাঘবসোঃ

বিখ্যাতো বসুরামকো বিতরণাৎ শ্রীবাসুদেবং ব্রজন্
শ্রীনাথে গ্রহণান্নতোষমগমৎ ঘোষে চ সম্বর্দ্ধিতে।
ঘোষেঽসৌ কিল রাঘবে পুনরহো সংপ্রাপ্য তোষং মুদা
প্রোৎখ্যাতং কৃতবান্ তমেব সুকৃতী মধ্যস্বয়ং জন্মনা॥

সুতাস্তস্য কানায়িকো নামধেয়ো
বসুর্যাদবাখ্যঃ সদা পুণ্যশালী।
গুণী চন্দ্রচূড়ো বসুঃ পুণ্ডরীকঃ
ক্ষিতাবেব চৈতে বভূঃ সত্য ধর্ম্মা॥

তৎসুত ১৬প ম কানুরামবসোঃ

সদ্গুণশালী বসুকানুরামঃ
সতু বলভদ্রে কৃতসম্মানঃ।
ষড় ভ্রাতরি কিল জগতাং নাথে
চক্রে গ্রহণং বহুগুণযুক্তে॥

তৎসুত ১৭প ম রুক্মিণীকান্তবসোঃ

ক্ষিতৌ রুক্মিণীকান্তকো নামধেয়ো
প্রদানেন হীনো বসুঃ পুণ্যকর্ম্মা।
গ্রহাৎ জগদীশাত্মজাং সোপি লব্ধা
বিরেজেচ ঘোষে কুলে সুপ্রতিষ্ঠঃ॥

তৎসুত ১৮প ম সীতাদাসবসোঃ

সীতাদিদাসস্তনয়োঽপি তস্য
প্রদানহীনঃ খলু পুণ্যকর্ম্মা।
আদানতোঽসৌ কিল বাসুদেবে
নিনিন্দ ঘোষে কিল পাণিযুক্তে॥

তৎসুত ১৯প ম হরিবসোঃ

হরিবসুরিহ দানং শ্রীলরামে সুমুখ্যে
তদনু বিমলকীর্ত্তি র্ঘোষে রামেশ্বরে চ।
দ্বয়মপি সচ দত্ত্বা ঘোষপঞ্চাননেঽসৌ
কৃতিবর শিবরামে দত্তদানঃ কনিষ্ঠে॥
গ্রহণমপি প্রচক্রে রূপমিত্রে সুমধ্যে।
রসমপি সতু গৃহ্নন্ রুক্মিণীকান্তদেবে।
সুতরিহ খলু জাতো রাঘবঃ সদ্গুণী চ॥

তৎসুত ২০প ম রাঘববসোঃ

রাঘবস্তৎসুতো জাতো দানহীনো বসূত্তমঃ।
রাজেন্দ্রং গ্রহণাল্লেভে পুত্রোঽযোধ্যাদিরামকঃ।

মাহীনগর-সমাজ — ম বল্লাল-বসুবংশ
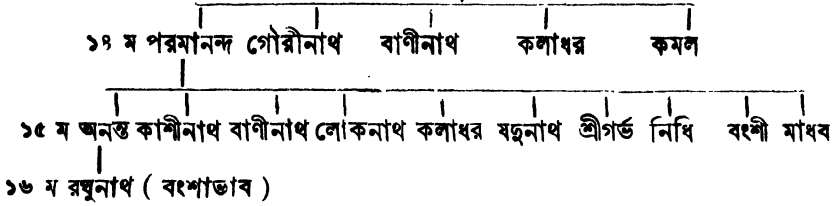
অংশ-নির্ণয়।

১২প ছ রুদ্রসুত ১৩প ম বল্লালবসোঃ কুলং

বল্লালো বসুসম্ভবো বিতরণাৎ খ্যাতো হি ভূমণ্ডলে
লব্ধা ঘোষসনাতনং বিজয়তে ভূদেবসেবাপরঃ।
চক্রেহসৌ গ্রহণং বিলভ্য সুতরাং পৃথ্বীধরস্যাত্মজাং
তৎপশ্চাৎ গ্রহণঞ্চকার সুকৃতী লক্ষ্মীপতৌ ভাগ্যতঃ॥
বল্লালস্য সুতাঃ এতেহনন্তো বাণী ততঃ পরং।
কাশী চ লোকনাথশ্চ কলাধরঃ বসূত্তমঃ॥
যদুশ্রীগর্ভনামাচ নিধির্বংশী চ মাধবঃ।
সর্ব্বে সদ্‌গুণভাজশ্চ বসুবংশপ্রদীপকাঃ॥ (*)

তৎসুত ১৪প ম অনন্তবসোঃ

আদৌ ঘোষমৌলিকভাস্করে বিতরণং সাম্যেচ
কৃত্বা বসুঃ
শ্রীশানন্ত ইহাক্ষিতৌ নচ গুণং ধত্তে চ ঘোষে ভৃশং।
শ্রীনাথে গ্রহণং বিধায় সহসা রামাদিনন্দে পুনঃ
প্রোৎখাতঃ প্রতিকৃত্য তোষমগমৎ
যস্যৈব পুত্রো রঘুঃ॥

তৎসুত ১৬প ম রঘুবসোঃ

মিত্রে জগতি দানাচ্চ গ্রহণাদ্দেবাযরাঘবে।
অত্যর্থং শুশুভে সোপি বংশহীনোহভবত্তত॥

মাহীনগর-সমাজ—ম শ্রীনিবাস-বসুবংশ
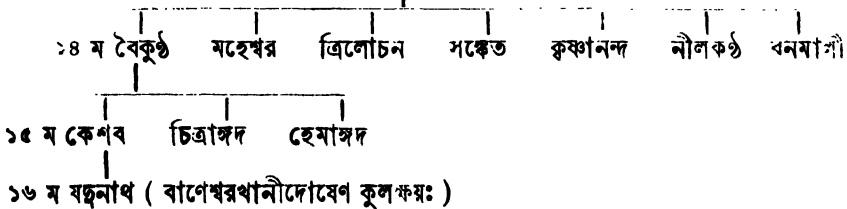
(*) অন্য সংস্কৃত-কারিকায় বল্লালসুত পরমানন্দ, তৎসুত অনন্ত। পরমানন্দের অংশ-পরিচয় এইরূপ আছে— তৎসুত ১৪প ম পরমানন্দস্য

পরমানন্দহিতকরৌ দেবরাজমহেশ্বরৌ।
তস্য হানিকরো জাতো ঘোষঃ শ্রীত্রিপুরারিকঃ॥

ম শ্রীনিবাসবসু ও তদ্বংশের অংশ-নির্ণয়।

স'মু প্রভাকরসুত ১৩প ম শ্রীনিবাসস্য কুলং
মধ্যে নিবাসো বসুরেব দানাৎ
দৈত্যারিঘোষে পুনর্দেবরাজে।
আদানতঃ শ্রীকনকেশমিত্রে
দুর্গাবরোঽস্মিন্ সগুণী-বভূব ॥
তৎসুত ১৪প ম বৈকুণ্ঠবসোঃ
বৈকুণ্ঠনামা বসুরেব ধন্যো
মুখ্যে চ রামে হরিঘোষকোঽপি।
সত্যে চ ঘোষে বিততার দানং
সংগৃহ্যমানো ভবনাথমিত্রং ॥
ভথোগ্রকণ্ঠস্য সুতাং গৃহীত্বা
চকার কাটীং তনয়েন মান্যঃ ॥
তৎসুত ১৫প ম কেশববসোঃ
তদাত্মজঃ কেশবনামধেয়ো
গ্রহাদ্বিরেজে মধুসূদনে চ ॥
(বংশাভাবঃ)

মাহীনগর-সমাজ—ম পুণ্ডরীকাক্ষ-বসুবংশ
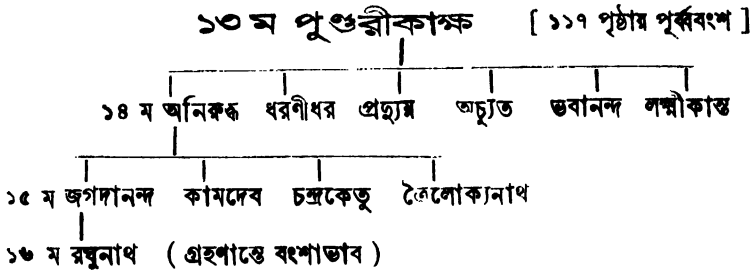
অংশ-নির্ণয়।

১২প বা'স'মু বিষ্ণুসুত
১৩প ম পুণ্ডরীকাক্ষবসোঃ কুলং
সপুণ্ডরীকাক্ষবসুঃ প্রদানাৎ দৈত্যারিঘোষে
ন জগাম তৃপ্তং।
চতুর্ভুজে হর্ষমবাপ মুখ্যে সর্ব্বাদিনন্দে
গ্রহণঞ্চকার ॥
তৎসুত ১৪প ম অনিরুদ্ধবসোঃ
খ্যাতোঽনিরুদ্ধঃ সতু দানহীনঃ
শুক্লাম্বরেঽস্মিন্ ন জগাম তোষং।
তৎসুত ১৫প ম জগদানন্দস্য
তস্যাত্মজঃ শ্রীজগদাদিনন্দে
ভগীরথং প্রাপ্য গুণী বভূব ॥　(বংশাভাবঃ)

মাহীনগর-সমাজ—ম জটাধর-বসুবংশ
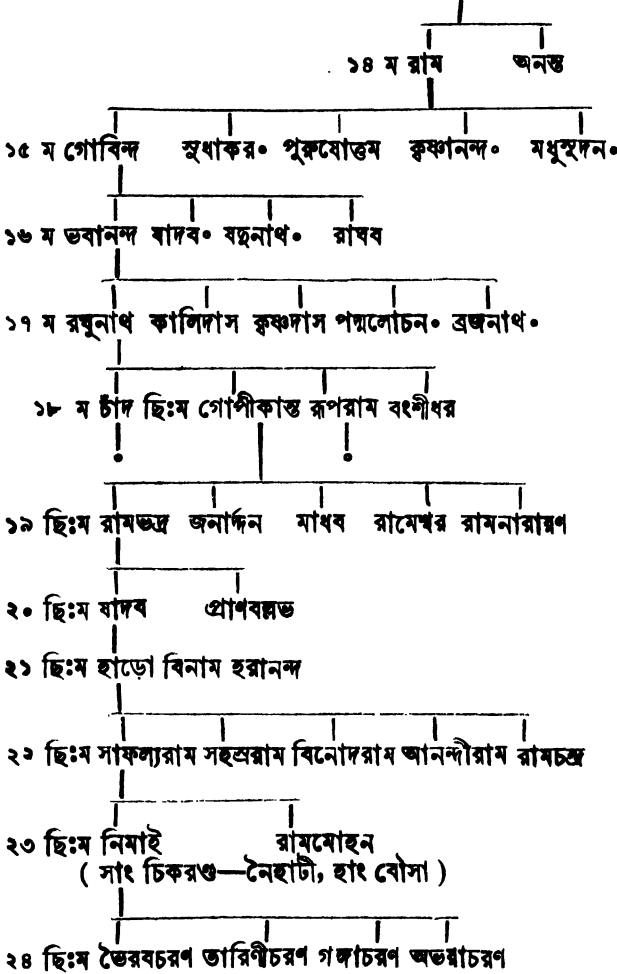
অংশ-নির্ণয়।

বা·স·মু নারায়ণসুত ১২প ম নিত্যানন্দসুত
১৩প ম জটাধরবসোঃ

খ্যাতঃ শ্রীজটাধরো বিজয়তে দানেন লক্ষ্মীপতৌ
মুখ্যে সোপি তৃতীয়কেন সুতবাহ্বীশানঘোষে তথা।
শ্রীমালাধরঘোষজাং গুণযুতাং সংপ্রাপ্য তুষ্টোঽভবৎ
পশ্চান্মধ্যকুলোদ্ভবাং পুনরহো গৌরীবরস্যাত্মজাং॥

তৎসুত ১৪প ম রামবসোঃ

গণপতিরপি ঘোষে নৈব তোষং প্রপেদে
বসুবর ইহ রামো দানতোঽসৌ দ্বিতীয়াৎ।
কুলপতিরপি তস্মিন্ দেবরাজে সঘোষে
সকলগুণবিযুক্তে সন্ত তোষং গ্রহাচ্চ॥

তৎসুত ১৫প ম গোবিন্দবসোঃ

গোবিন্দশ্চাঙ্গদে ঘোষে দানেনৈব যশোধরঃ।
মিত্রলক্ষ্মীপতিং প্রাপ্য মুমুদে বসুপুঙ্গবঃ ॥

তৎসুত ১৬প ম ভবানন্দবসোঃ

ভবাদিনন্দনামকো বিরাজতে প্রদানতঃ
সবাসুদেবঘোষকে।
জঘন্যতো বিলভ্যতে সলক্ষ্মীদাসমগ্রহীদ্বনঞ্চ
ঘোষসম্ভবং ॥

তৎসুত ১৭প ম রঘুনাথবসোঃ

রঘুনাথবসুরিহ ভাগ্যাৎ শ্রীলগর্ভে প্রদানাৎ
বিতরতি সতু কীর্ত্তিং রাজমান্যং পৃথিব্যাং।
নচ গুণময়ুখস্তে মিত্রগোপালকেহসৌ
বিধিকৃতহততেজাঃ স্বীয়বংশে গ্রহাচ্চ ॥

তৎসুত ১৮প ম গোপীনাথবসোঃ

কুলে সোপি গোপীপতির্হীনতেজাঃ
প্রদানেন ঘোষে জয়েহসৌ বভূব।
গুণঞ্চাপি লব্ধা শিবে ঘোষবর্য্যে
সুতস্তস্য জাতঃ সুধী রামভদ্রঃ ॥

তৎসুত ১৯প ম রামভদ্রবসোঃ

দানেন হীনো বসুরামভদ্রো
রমাদিকান্তে ন জগাম তোষং।
পুত্রোপি জাতঃ কিল যাদবেন্দ্রো
রামাদিনন্দে গ্রহণঞ্চকার।

মাহীনগর-সমাজ — ম মালাধর-বসুবংশ
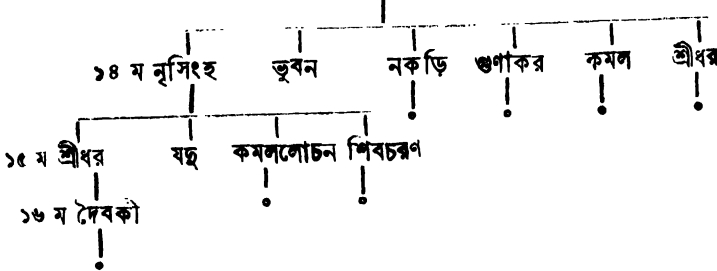
অংশ-নির্ণয়।

সংমু স্থিরসুত ১৩প ম মালাধরবসোঃ কুলং

মালাধরো বসুর্ভাতি গৃহ্লন্ পরাশরাত্মজাং।
তস্যাত্মজো নৃসিংহোহপি ভুবনো নকড়িস্তথা।
গুণাকরঃ কমলশ্চ শ্রীধরঃ কুলভূষণঃ ॥

তৎসুত ১৪প ম নৃসিংহস্য

দানাদানেন সংপ্রাপ্তো ঘোষবিদ্যাধরং যদি।
নলেভে নিবৃতিং তস্মিন্ নৃসিংহো বসুরেব চ ॥
তস্যাত্মজঃ শ্রীধরনামধেয়ো
শিবো যদুঃ শ্রীকমলঃ প্রধানঃ ॥

তৎসুত ১৫প ম শ্রীধরবসোঃ

শ্রীধরো দানহীনোপি বসুবংশসমুদ্ভবঃ।
রামানন্দসুতাং লেভে তৎপুত্রো দৈবকীবসুঃ ॥

তৎসুত ১৬প ম দৈবকীবসোঃ

দৈবকীবসুনামাচ পুত্রহীনো ভবেদ্ যদি।
দানাৎ পুরুষোত্তমং প্রাপ্য রাজতে ঘোষসম্ভবং ॥
(বংশাভাবঃ)

মাহীনগর-সমাজ—বিঘ্নেশ্বরসুত ১৩ তে বিশ্বম্ভর-বসুবংশ

অংশ-নির্ণয়।

১২প বাঁতে বিঘ্নেশ্বরসুত ১৩প তে বিশ্বম্ভরস্য
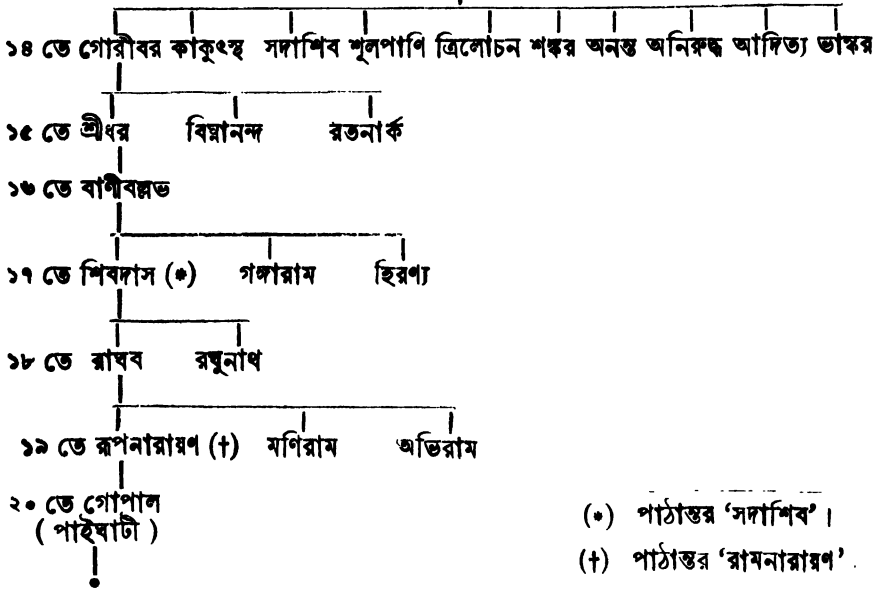
বিশ্বম্ভরঃ প্রদানেন পরাশরকনীয়সী।
সর্ব্বানন্দেঽপি ঘোষে চ প্রকৃতে চ যশোধরঃ॥
আদানতঃ লক্ষ্মীপতিঞ্চ প্রাপৎ
পরাদিনন্দং পুনরেব ধন্যঃ।
পুত্রো গৌরীবর এব জাতঃ
কাকুৎস্থনামা বসুরেব মান্যঃ॥

তৎসুত ১৪প তে গৌরীবসোঃ

দানেন হীনো বসুগৌরীদাসো
ভবাদিনাথে গ্রহণং বিধত্তে।
ভবাদিনন্দস্যনবে চ মিত্রে
তস্যাত্মজঃ শ্রীধর এব নাম্না॥

তৎসুত ১৫প তে শ্রীধরবসোঃ

তস্যাত্মজঃ শ্রীধর এব হৃষ্টো
মহেশ্বরং মিত্রবরং জগাম॥

তৎসুত ১৬প তে বাণীনাথবসোঃ

বাণী চ তস্যাত্মজ এব নাম্না
শ্রীকেশবে মিত্রবরে গ্রহাচ্চ।
পুত্রাঃ বিরেজুঃ শিবদাস আদৌ
গঙ্গাদিরামোঽপি হিরণ্যকশ্চ॥

তৎসুত ১৭প তে শিবদাসস্য

কুলে কৃতী শ্রীশিবদাসকোঽপি
দুর্গাদিদাসে প্রদদৌ চ পুত্রীং।
আদানতো বল্লভঘোষ লভ্যা
বিরাজতে রাঘব এষ পুত্রঃ॥

তৎসুত ১৮প তে রাঘববসোঃ

রাঘবো বসুবরঃ কিল চণ্ডিদাসে
নিন্দাং গতোঽপি সহসা খলু বংশজে চ।
শ্রীরামঘোষমুপগম্য পুনর্ন্নরেজে
নারায়ণে গ্রহণতঃ খলু মূর্চ্ছিতোঽভূৎ॥

শ্রীরামনারায়ণ এষ নাম্না
খ্যাতক্ষিতৌ শ্রীমণিরাম এব।
শ্রীলাভিরাম কিল তস্য পুত্রা-
শ্চৈতে বিরেজুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ ॥

তৎসুত ১৯প তে রামনারায়ণবসোঃ
দানেন হীনো বসুরামনারায়ণোঽপি
রত্নেশ্বরমিত্রমাপ।
রসেন লব্ধা জয়রামদত্তং গুণং প্রপেদে
বহুভাগ্যতশ্চ ॥

মাহীনগর-সমাজ—জন্ম ক কর্ম্ম তে অর্ক বসুর বংশ
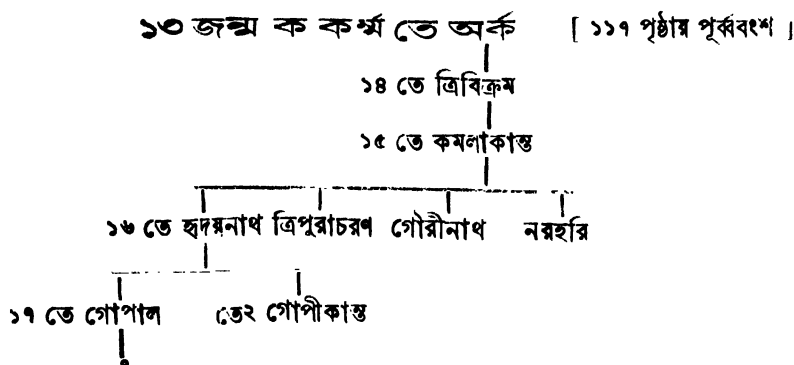
অংশ-নির্ণয়।

১২প স°মু প্রভাকরসুত
১৩প জন্ম ক কর্ম্ম তে অর্কবসোঃ
প্রভাকরাদর্কবসুঃ প্রবীণঃ
খ্যাতঃ কনিষ্ঠোঽজনি দানহীনঃ।
প্রগৃহ্য কৃত্তেস্তনয়াঞ্চ সারিণীং
তেওত্তমালধৃত এব কেবলং।

তৎসুত ১৪প তে ত্রিবিক্রমবসোঃ
ত্রিবিক্রমস্তস্য সুতঃ প্রকৃষ্টো
দৃষ্টা সুতং পৈতৃকমেব কর্ম্ম।
সংপ্রাপ্য তোষং গণনাথঘোষে
বিরাজমানং সত্ দানহীনঃ ॥

তৎসুত ১৫প তে কমলবসোঃ
কমলো দানহীনোঽপি গ্রহণান্মধুঘোষকং।
প্রাপ্য নোভাতি সোত্যর্থং যতশ্চ প্রতিসারিণী ॥
হৃদয়স্ত্রিপুরারিশ্চ গৌরী নরহরিস্তথা।
কমলস্য সুতাঃ এতে বসুবংশবিচক্ষণাঃ ॥

(বংশাভাবঃ)

মাহীনগর-সমাজ—তে কামেশ্বর-বসুবংশ

অংশ-নির্ণয়।

বা'স'মু নারায়ণসুত তে দুর্য্যোধনসুত
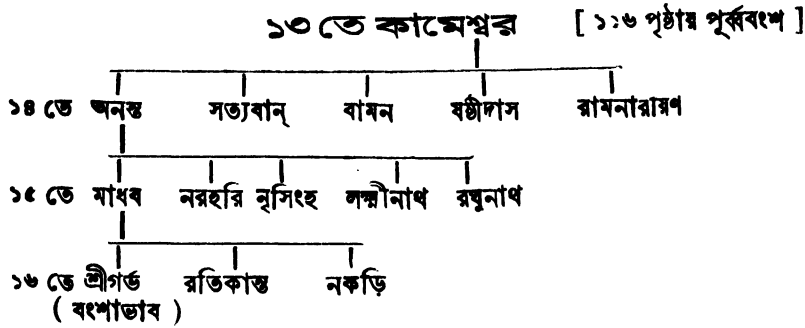
১৩প তে কামেশ্বরবসোঃ

দুর্য্যোধনসুতো জাতঃ কামেশ কুলসম্ভবঃ।
শিবঘোষে তৃতীয়ঞ্চ দানন্তীশানঘোষকে।
কনকেশ্বরমিত্রে চ লেভে ঘোষপরাশরং॥

তৎসুত ১৪প তে অনন্তবসোঃ

সুতোঽনন্তনামাচ মুখ্যে গণপতৌ মুদা।
প্রতিঞ্চ রামঘোষেঽপি মিত্রবিশ্বেশ্বরে যথা॥
পরমানন্দমিত্রে চ প্রতিং দেবীবরেঽপি চ।
পীতাম্বরসুতাং লব্ধা মুখ্যে রামে চ ভাষতে॥
(বংশাভাবঃ)

মাহীনগর-সমাজ—বা'কো'মু চক্রপাণিবংশজ তে পুরন্দর ও তে বিশ্বনাথের বংশ
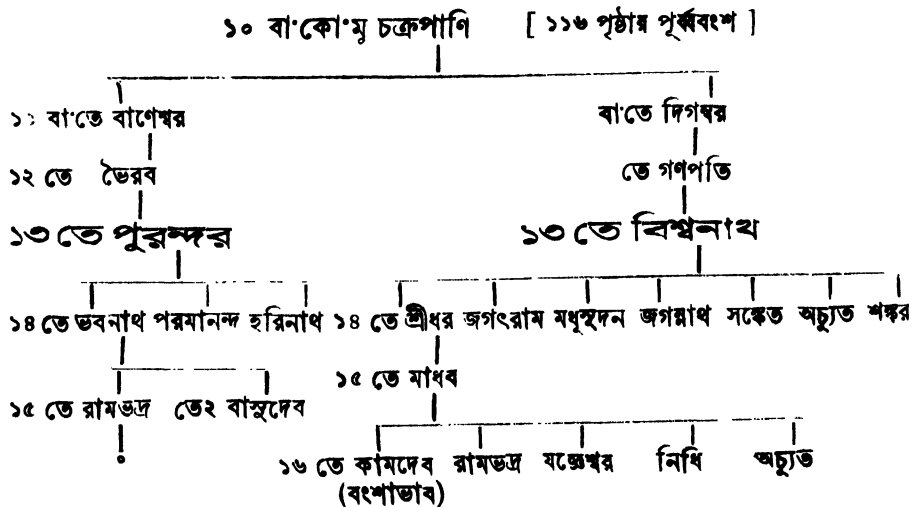
তে পুরন্দর ও তদ্বংশের অংশ-নির্ণয়।

১০প বা'কো'মু চক্রপাণিবংশজ
১৩প তে পুরন্দরবসোঃ
পুরন্দরো দ্বিতীপরাশরে চ
তৃতীয়-দানেন যশোধরাবুভৌ।
সংগৃহ্য পৃথ্বীধরঘোষকন্যাং
নিন্দাং গতোহসৌ প্রতিসারিণীঞ্চ ॥
পুনশ্চ গৌরীবরমিত্রলাভাৎ
বিরাজতেঽসৌ বহুপুণ্যকর্ম্মা।
পুত্রোঽভবৎ শ্রীভবনাথনামা
পরমাদিনন্দো হরিনাথ এব ॥

তৎসুত ১৪প তে ভবনাথবসোঃ

জাতঃ কুলে শ্রীভবনাথনামা
মিত্রং জগন্নাথমবাপ দানাৎ।
আদানতঃ শ্রীভবনাথমিত্রে
নিনিন্দ মধ্যে প্রতিসারণেন ॥ (বংশাভাবঃ)

তে বিশ্বনাথ ও তদ্বংশের অংশ-নির্ণয়।

চক্রপাণিবংশজ ১৩প তে বিশ্বনাথবসোঃ

মুখ্যঃ চক্রসুতো জাতো দিগম্বর উদারধী।
গণপতিস্তৎসুতঃ খ্যাতো বিশ্বনাথঃ তদাত্মজঃ ॥
তস্যাদানং প্রবক্ষ্যামি ঘোষসর্ব্বাদিনন্দকে।
তথা মালাধরে ঘোষে পরাশরসুতাং যযৌ ॥
তৎসুত শ্রীধরশ্চৈব জগন্মধুদিদারণঃ
জগন্নাথাচ্যুতশ্চৈব শঙ্করঃ ষট্ প্রপূজিতঃ ॥

তৎসুত ১৪প তে শ্রীধরবসোঃ

শ্রীধরো বসুবিখ্যাতো দানং নীলাম্বরে ততঃ।
শ্রীকান্তে প্রতিসারঞ্চ ঘোষপৌরন্দরেঽপি চ ॥
গোপালঘোষজাং প্রাপ্য মুমুদে হরিভাগাত্তঃ।
তৎসুতো মাধবোপ্যেক সর্ব্বত্রৈব সমাদরঃ।
মুকুন্দং মিত্রমাসাদ্য বংশাভাবেন দুঃখিতঃ ॥

তৎসুত ১৫প তে মাধবস্য

মুকুন্দে গ্রহণং কৃত্বা মাধবঃ কুলভূষণঃ।

মাহীনগর-সমাজ—তে পৃথ্বীধর বসুর বংশ

১৩ তে পৃথ্বীধর [১১৬ পৃষ্ঠায় পূর্ব্ববংশ]

১৪ তে রামনারায়ণ (বংশাভাব), ভবনাথ, দেবরাজ, শুক্লাম্বর

অংশ-নির্ণয়।

প্র'মু মাধবসুত ক নৌসুত বা'তে মহেশসুত
তে সর্ব্বেশ্বরসুত ১৩প তে পৃথ্বীধরবসোঃ
পৃথ্বীধরোপি কমলাকরঘোষমেত্য
শ্রীদেবরাজগ্রহণাৎ বিজয়ী বভূব।
নারায়ণোঽহি সুতরাং খলু কর্ম্মহীনঃ
তস্যাত্মজোপি জায়তে সতু বংশহীনঃ ॥

(বংশাভাবঃ)

বাগাণ্ডা-সমাজ—প্র°মু শ্রীবর বসুর বংশ
১৩ প্রমু শ্রীবর [১১৮ পৃষ্ঠায় পূর্ব্ববংশ]
১৪ প্র°মু দেবরাজ
ক কপিলেশ্বর
দুর্গাবর
ম সনাতন৹
তে গৌরীবর
১৫ প্র°মু পরমানন্দ কবিচন্দ্র
ক কমলাকর
ম লক্ষ্মীনাথ
তে জগন্নাথ
ম২ হরিহর
ম২ দামোদর
১৬ প্র°মু জনানন্দ
ক গুণানন্দ
১৭ প্র°মু গোপীকান্ত
ক শঙ্কর
বা°ক সত্যবান্
১৭ ছ শ্রীকান্ত
রামচৈতন্য
১৮ প্র°মু রাজীব
১৯ প্র°মু শ্রীবল্লভ (জঙ্গলবাদাল)
বা°স°মু মথুরা [২৭৭ পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী বংশ]
বা°ক হরি (*)
(*) ১৯ বা°ক হরি
২০ বা°ক রাজারাম
২১ বা°ক প্রাণকৃষ্ণ
২২ ছ গোবিন্দ
২৩ ম শিবচন্দ্র
২৪ ম কীর্ত্তিচন্দ্র (সাং দশঘরা)
২০ প্র°মু রামচন্দ্র
বা°কো°মু রামেশ্বর
[২৭৬ পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী বংশ]
বা°ক রঘুনাথ
বা°ম গোপাল
বা°তে শ্রীরাম
ম২ রামবিষ্ণু
ম২ রামদেব
ম২ কৃষ্ণদেব
ম২ গঙ্গারাম
২২ ম জয়রাম
রামজীবন
নন্দরাম
পরশুরাম
২১ বা°তে বাণেশ্বর
রাধারাম
২৩ ম রামকিশোর
শিব
২৪ ম ঘনশ্যাম (কুমরিয়া)
২: তে শ্যামরাম
শ্রীনাথ
২৩ তে যদুনাথ
২১ প্র°মু যাদব
[২৭৫পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী বংশ]
বা°কো°মু রাজারাম
বা°ক রঘুরাম
ম নারায়ণ
বা°ম কিঙ্কর
মধুসূদন
২৪ তে রঘুনাথ সুত ২৫ তে কৃষ্ণগোবিন্দ (কুমরিয়া)

বাগাণ্ডা-সমাজ—শ্রীবর বসুর বংশ
২১ প্র°মু যাদ
২২ প্র°মু রামপ্রসাদ
বা°স°মু কৃষ্ণজীবন
কৃষ্ণরাম (নির্বংশ)
বা°ক রামানন্দ
পরশুরাম
বা°ক রামসন্তোষ
ম২ রামচরণ
লক্ষ্মীনারায়ণ
২৩ বা°ক রাধামাধব
২৩ বা°ক কৃপারাম
কেবলকৃষ্ণ
২৪ জয়নারায়ণ
কৃষ্ণমোহন
চাঁদমোহন
২৪ বা°ক তিতু বিঃ প্রাণনাথ
রামকুমার
নবকুমার
অনন্তকুমার
২৫ দ্বারিকানাথ
২৫ বা°ক কমলাকান্ত
২৩ প্র°মু বৃন্দাবন
বা°স°মু শ্যামাচরণ
বা°স°মু গোপীকৃষ্ণ
বা°ক হরিরাম
২৪ স°মু রামনারায়ণ
গঙ্গানারায়ণ
রাজনারায়ণ
২৪ স°মু জগমোহন
বা°স°মু জগদীশ
২৪ বা°ক গোলোকচন্দ্র
লোকনাথ
২৫ স°মু হরানন্দ (সাং জঙ্গলবাদাল)
২৫ স°মু মদনমোহন
বা°স°মু মুরারিমোহন
২৫বা°ক গঙ্গাগোবিন্দ (সাং কুমারিয়া)
বিজয়গোবিন্দ
২৫ স°মু জনার্দ্দন (সাং জঙ্গলবাদাল)
বা°স°মু জয়দেব
বা°স°মু জয়হরি
বা°ক জয়গোবিন্দ
জগচ্চন্দ্র
জয়গোপাল
যজ্ঞেশ্বর
জন্মেজয়
২৩ প্র°মু জয়কৃষ্ণ
বা°স°মু বলরাম
বা°স°মু কৃষ্ণবল্লভ
বা°কো°মু মাণিকচন্দ্র
বা°ক রামরাম
বা°ক রাজকিশোর
বাঞ্ছারাম°
বা°ম নীলমণি
২৫ প্র°মু কৃষ্ণগোবিন্দ (সাং জঙ্গলবাদাল)
বা°স°মু রুক্মিণীকান্ত
কৃষ্ণমোহন
বংশীধর
বা°ক বৈদ্যনাথ
বা°ক নেহালচাঁদ
বা°ম ভগবান্
২৫ রামকান্ত
ম গৌরীকান্ত

মাহীনগর-সমাজ—শ্রীবর বসুর বংশ

(*) পাঠান্তর 'মাণিক'।

বাগাণ্ডা-সমাজ—শ্রীবর বসুর বংশ
২০ প্র'মু রামচন্দ্র
২১ বা'কো'মু রাজারাম (২য় পুত্র)
২১ বা'ক রঘুরাম
বা'ম কিঙ্কর
২২ কো'মু রাধাগোবিন্দ
বা'কো'মু শ্রীকৃষ্ণ
বা'ক হরেকৃষ্ণ
বা'ক হরিনারায়ণ
বা'ম রাধাকান্ত
গোকুল
২২ রাধাকান্ত॰
ম সদানন্দ
২২ ম সন্তোষ
২৩ বা'ক শ্যামচাঁদ
শিবনারায়ণ
কালীপ্রসাদ
২৩ ম জয়নারায়ণ॰
২৩ ম মনোহর
২৪ ম রামসুন্দর (সাং ভুয়াখালী, জঙ্গলবাদাল)
২৩ কো'মু কামদেব
বা'কো'মু রামনিধি
বা'ক গোকুলচন্দ্র
২৪ কো'মু রূপনারায়ণ
ক রামনারায়ণ
ম স্বরূপনারায়ণ
চণ্ডীচরণ॰
২৪ কো'মু খুদিরাম
ক কাশীনাথ
রামকানাই
জয়মোহন
রামজয়
চূড়ামণি
২৫ কো'মু জগচ্চন্দ্র॰
২৫ কো'মু হরিশ্চন্দ্র
গিরিশ্চন্দ্র
২৫ ছ দীননাথ (*)
প্রসন্নকুমার
২৩ কো'মু গোপীচরণ
ক নরোত্তম
বা'ক সদানন্দ
বা'ম নিত্যানন্দ সুত তিলকচন্দ্র
ম২ চৈতন্যচরণ
২৪ ছ রামচাঁদ
রামতিলক
২৪ সূর্য্যনারায়ণ
ভোলানাথ
রামতনু
রামকৃষ্ণ
তারাচাঁদ
জনার্দ্দন
২৫ গিরিধর (সাং জঙ্গলবাদাল)
আনন্দচন্দ্র
প্যারীমোহন
জগচ্চন্দ্র
পঞ্চানন
গৌরমোহন
বংশীবদন
২৫ চন্দ্রনারায়ণ
হরনারায়ণ
দর্পনারায়ণ
ভাগ্যনারায়ণ
লক্ষ্মীনারায়ণ
২৪ কো'মু প্রতাপনারায়ণ
বা'কো'মু দেবনারায়ণ
শ্রীকান্ত
নয়নচন্দ্র
মহেশচন্দ্র
২৫ ভৈরব॰
কো'মু বৈদ্যনাথ (সাং শিঙ্গে)
২৫ কো'মু শম্ভুচন্দ্র
মোহনচন্দ্র॰
বা'কো'মু মহেশচন্দ্র
মদনমোহন
ঈশ্বর

(*) পাঠান্তর 'হৃদয়'।

বাগাণ্ডা-সমাজ—শ্রীবর বসুর বংশ
১৯ প্র'মু শ্রীবল্লভ
২০ বা'কো'মু রামেশ্বর
২১ কো'মু মদনমোহন
বা'কো'মু যাদবরাম
বা'কো'মু রামকান্ত
তে অনন্তরাম
মুকুন্দরাম
দুর্গারাম
২২ কো'মু রামরাম
২২ তে পতিরাম
অযোধ্যা
দুলাল
রামনিধি
বদন(*)
২৩ তে রামধন
২২ কো'মু কৃষ্ণরাম
ক বলরাম
বা'ক রামশরণ
বা'ক হৃদয়রাম
২৩ বা'ক ফকির
দুলাল
কিঙ্কর
২৩ বা'ক রামহরি
নরহরি
জয়হরি
বৈদ্যনাথ
২৩ বা'ক রামনিধি
রামগোবিন্দ
রামকমল
২৪ বা'ক মাণিক
প্রতাপ
জগমোহন
২৪ বা'ক রামলোচন
রামচরণ
রামমোহন
রামধন
২৫ ছ রামদয়াল
২৫ রাসবিহারী (কাঁটাগোড়ে)
ভৈরব
২৩ কো'মু সদানন্দ
বা'কো'মু বিনোদরাম
বা'কো'মু কালীচরণ
গোপীচরণ
২৪ কো'মু পঞ্চানন
ক কাশীনাথ
২৪ কো'মু রামসুন্দর
ক শ্যামসুন্দর
ম হরসুন্দর
২৪ কো'মু কার্ত্তিক
বা'কো'মু জগমোহন
বা'ক শিব
বা'ম মুক্তারাম
বিঃ বেচারাম
বা'ক রাজনারায়ণ
২৫ রামরাম
কো'মু রামদাস
শ্রীরাম
২৫ বা'ক মধুসূদন
যাদব
গোপাল
২৫ কো'মু নবগোপাল
কো'মু মহেশচন্দ্র
ব্রজনাথ
২৫ তে কৃষ্ণপ্রসন্ন
২৫ কো'মু রামনারায়ণ (কাঁটাগোড়ে)
ক রূপনারায়ণ
রামদয়াল
(*) পাঠান্তর 'গোকুল'

বাগাণ্ডা-সমাজ—শ্রীবর বসুর বংশ
১৮ প্র°মু রাজীব
১৯ প্র°মু শ্রীবল্লভ
১৯ বা°স°মু মথুরামোহন
২০ বা°ক রঘুনাথ (৩য় পুত্র)
২০ স°মু ঘনশ্যাম
বা°স°মু কৃষ্ণপ্রসাদ
জন্ম ক কর্ম্ম ম রামভদ্র
বিঃ রামপ্রসাদ
ম জগন্নাথ
রামজীবন
দামোদর
রামেশ্বর
দুর্লভচাঁদ
যাদব
২১ বা°ক রত্নেশ্বর
২১ ম পরশুরাম
২২ বা°ক রামশঙ্কর (কুমারম্ন)
বা°তে রামদেব
২১ ম রাধাবল্লভ
মুক্তারাম
২৩ তে মাণিক
২২ ম গৌরী
দয়ারাম
মহাদেব
গোবিন্দ
মুকুন্দ
কামদেব
মনোহর
২৪ তে বেচারাম
ফকিরচন্দ্র
২৩ ম গদাধর (সাং দশঘরা)
২১ নন্দরাম
স°মু রামদেব (সাং দশঘরা)
সন্তোষ
বা°স°মু কুঞ্জবিহারী
বা°ক কন্দর্প
২২ ছ বাসুদেব
২২ স°মু শ্যামরাম
বা°স°মু দয়ারাম০
বা°ক বাবুরাম
পঞ্চানন
প্রভুরাম
কেবলরাম
২৩ ম নিত্যানন্দ
২৩ স°মু গঙ্গারাম
বা°স°মু বিনোদরাম
ম নিমাইচরণ
তে রামনারায়ণ
রামকৃষ্ণ
২৪ স°মু নিত্যানন্দ
বা°কো°মু চৈতন্যচরণ
২৪ স°মু রামমোহন
বা°কো°মু রাধামোহন
২৫ স°মু যদুনন্দন (দশঘরা)
২৫ বংশীবদন০
বিশ্বনাথ০
বিহারীলাল০
কো°মু গোপাল
২৫ কো°মু নৃসিংহপ্রসাদ (সাং ডাহাপাড়া)
২৫ স°মু রামকুমার
বা°কো°মু অনুপকুমার
বা°কো°মু হরিকুমার

বাগাণ্ডা-সমাজ — শ্রীবর বসুর বংশ
২০ স·মু ঘনশ্যাম
২১ স·মু রামদেব
২১ বা·স·মু কুঞ্জবিহারী
২২ বা·ক বাবুরাম (৩য়)
বা·ক পঞ্চানন (৪র্থ)
প্রভুরাম (৫ম)
২২ স·মু পঞ্চানন
বা·স·মু বাঞ্ছারাম (বৈরাগী)
২৩ ছ ফকির (দশঘরা)
রাধাচরণ
রামজয়
২৩ বা·ক রূপচাঁদ
২৩ স·মু নিমাইচরণ
২৩ স·মু বৈষ্ণবচরণ
বা·স·মু বৃন্দাবন
ম কিশোরীমোহন
লালমোহন
২৪ রামশঙ্কর
২৪ বা·ক নবকৃষ্ণ
গোপীনাথ
প্যারীমোহন
২৪ ম তিনকড়ি
রাধাগোবিন্দ
কৃষ্ণগোবিন্দ
২৫ বা·ক নীলকমল
২৪ স·মু রাধাচরণ
দ্বারিকাচরণ
২৩ বা·ক রামপ্রসাদ
রামলোচন
কিশোর
কৃষ্ণ
ব্রজমোহন
যশোদা
নন্দ
২৫ স·মু আনন্দচন্দ্র (দশঘরা)
বা·স·মু ব্রজমোহন
বা·কো·মু গোকুলচন্দ্র
২৪ বা·ক মদনমোহন (সাং দশঘরা)
২৪ স·মু রাধাচরণ (দশঘরা)
বা·স·মু প্রেমচাঁদ
বা·কো·মু রামচাঁদ
২৪ স·মু প্রাণকৃষ্ণ
বা·কো·মু গুরুদাস
ম হরিদাস
২৫ স·মু ফকির
২৫ স·মু গোবিন্দচন্দ্র (রায়েরকাটী)
২৫ স·মু মদনমোহন
২৫ কো·মু জগদ্দুর্লভ
বা·কো·মু বঙ্কবিহারী
২৫ কো·মু সখানাথ
বা·কো·মু উমানাথ (রায়েরকাটী)
বা·কো·মু দ্বারকানাথ (রায়েরকাটা)

বাগাণ্ডা-সমাজ—শ্রীবর বসুর বংশ

বাগাণ্ডা সমাজ—শ্রীবর বসুর বংশ

শ্রীবর বসু ও তদ্বংশের অংশ-নির্ণয়।

১৩প প্র°মু শ্রীবরবসোঃ কুলং

খ্যাতঃ শ্রীবরসংজ্ঞকে পৃথুযশা দানেন হীনঃ ক্ষিতা-
বাদানাচ্চ যুধিষ্ঠিরং বসুবরঃ সংপ্রাপ্য মোহং যযৌ।
পশ্চাৎ সোপি ন রাজতে বসুবরো লব্ধা চ শ্রীমন্তকং
দৈত্যারি কিল ঘোষকং গ্রহণতঃ সংপ্রাপ্য
তোষং গতঃ ॥

তৎসুত ১৪প প্র°মু দেবরাজবসোঃ

ক্ষিতৌ দেবরাজবসুঃ পুণ্যকর্ম্মা
বিরেজে চ মুখ্যো ভৃশং বিশ্বনাথে।
প্রদানাচ্চ লেভে মুদং কবিরাজে
ততঃ কংসঘোষে ততো রামরামে ॥
ভবেচ্চৈব মিত্রে যশঃ সোপি লেভে
ন লেভে বিদ্যাধরে দেবরাজে।
গৃহীত্বা গণেশং ভৃশং কবিরাজং
ততো গৌরঘোষং ততশ্চক্রপাণিং ॥

অন্যত্র—

দানে বিশ্বেশ্বরো ধন্যো দেবরাজবিরাজিতং।
কবিরাজায় তনয়ং দদৌ চারুরসপ্রদং ॥
কংসারিরামঘোষাভ্যাং ভবনাথায় তৎপরং।
বিদ্যাধরদেবরাজৌ লেভে নাতি রসাপপুঃ ॥
মথিতোঽপি পয়োরাশৌ কেন কিং সমুপাগতাং
প্রাপ্তা গণপতিকন্যামাদিরসং চকারহ ॥
দ্বিতীয়ে কবিরাজস্য ততো গৌরীবরো বরাং।
রেজে ভৃশং ললিতকীর্ত্তিধরাধরোঽয়ং ॥
মধ্যস্থিত প্রকৃতপুঙ্গবঃ গরীয়ান্
বাঞ্ছস্তু সৎকুলভবাং পদবীং তদিয়ং।
নাসৌ পুনঃ কুলযশো নয়তে পরেষাং
দেবরাজস্য পদমভিন্নং গণেশো
নৃসিংহসুনুঃ শ্রীবিশ্বনাথো ভবএব তাবৎ (?)
বিশ্বেশ্বরেনৈব পরেণ কিংবা ॥

তৎসুত ১৫প প্র°মু পরমানন্দকবিচন্দ্রবসোঃ

মুখ্য শ্রীকবিচন্দ্র এষ প্রকৃতোদানাজ্জগন্নাথকং
ঘোষং প্রাপ্য গুণং লভেদ্বসুবরঃ প্যাদানতঃ
কেশবং।
নোরেজে বসুপুঙ্গবোপি সহসাং সংপ্রাপ্য
কৃষ্ণাঙ্গদঃ
দ্ব্যঙ্গে নৈব গুণং লভেদ্বসুবরো প্রদানদানেন বা ॥

অন্যত্র—

দানে জগন্নাথমিহায় ধন্যং
স কেশবাখ্যং গ্রহণেন লেভে।
দ্বিতীয় কৃষ্ণাঙ্গদঘোষবর্য্যং
পিতুঃ সম অংশকুলে প্রবীণঃ ॥
পিতুর্যশোভাক্ নহি দেবরাজ-
সুকর্ম্মণা ভূরিযশাঃ বভূব।
অয়ং পুনঃ পৈতৃককীর্ত্তিধারী
ধরাতলে শ্রীলযশো বীরশ্রেষ্ঠঃ ॥

তৎসুত ১৬প প্র°মু জনানন্দবসোঃ

জনানন্দমুখ্যঃ সদা বিপ্রভক্তঃ
প্রদানাদ্বিরেজে শিবানন্দঘোষে।
সতোষং প্রপেদে বলে ঘোষকে চ
ততঃ সোপি ঘোষং যযৌ সত্যবন্তং ॥
বসুঃ গোপীপতিং মিত্রবর্য্যং
গৃহীত্বা নরেজে জগন্নাথকঞ্চ।
ততো বাসুদেবে মুদঞ্চাপি লব্ধা
বিরেজে চ মুখ্যঃ সদা পুণ্যকর্ম্মা ॥

অন্যত্র—

জনানন্দশিবে ধন্যো বলভদ্রে বভৌ ভৃশং।
সত্যবন্তং সমাসাদ্য গোপীনাথেন নিন্দিতঃ ॥
অবিদ্যমানে জগতং সলেভে
ঘোষস্ততঃ শ্রীযুতবাসুদেবং।

মৃগেন্দ্রস্য বিভবেন হীন-
স্তথাত্যসতোবরবারণানাং ॥

তৎসুত ১৭প প্র°মু গোপীকান্তবসোঃ

লোচনস্য সুতাং প্রাপ্য গোপীকান্তো ন রাজতে।
অবিদ্যমানো মুখ্যশ্চ দানহীনোঽভবৎ পুরা ॥

অন্যত্র—

লোচনস্য সুতাং প্রাপ্য গোপীকান্তঃ ননিন্দিতঃ।
রৌপ্যযোগেন কনকং ন জহাতি নিজদ্যুতিঃ ॥

তৎসুত ১৮প প্র°মু রাজীববসোঃ

রাজীবো বসুপুঙ্গবো বিজয়তে শ্রীরামচন্দ্রাত্মজে
দানাৎ সোপি ন রাজতে গ্রহণতো রামাদিনন্দো মহান্।
তৎপশ্চাৎ কিল শম্ভুদাসতনয়াৎ গৃহ্নস্তু হর্ষং গতঃ
পশ্চাৎ শ্রীজয়রামকে বসুবরঃ কিঞ্চিদ্ গুণং নাপ্তবান্ ॥

অন্যত্র—

রাজীবঃ কোমলে প্রাপ্য জন্মে জয়যশোধরঃ।
রামানন্দো দ্বিতীয়েন পশ্চাদ্দেবেন ভূষিতঃ ॥
লোকমনস্য নিলয়ে প্রকৃতের্তিনিন্দাং
লেভে মহাকুলযশোনিকরাবলম্বী।
বারান্নিধৌ কল্পিতদুর্ব্বহবাড়বাগ্নে
স্তন্নো নবং ন সহতে বসুধাপি কাচিৎ ॥

তৎসুত ১৯প প্র°মু শ্রীবল্লভবসোঃ

খ্যাতঃ শ্রীযুতবল্লভঃপ্রকৃতকো দানেন হীনঃ ক্ষিতা-
বাদানাচ্চ জয়রামকং সহজকং সংপ্রাপ্য-নাপন্মুদং।
পশ্চাৎ সোপি বিরাজতে গ্রহণতো রামেশ-গোবিন্দকৌ
সংপ্রাপ্তঃ কিল দর্পিতো বসুবরো মুখ্যোহি নিন্দ্যো যতঃ ॥

অন্যত্র—

জয়রামতনুজাঞ্চ প্রাপ্য শ্রীযুতবল্লভঃ।
চিন্তামণিসমাযোগাৎ দত্তরত্নং নচ ত্রুটী ॥

তৎসুত ২০প প্র°মু রামচন্দ্রবসোঃ

বসুঃ সোপি মুখ্যঃ ক্ষিতৌ রামচন্দ্রঃ
প্রদানাচ্চ কল্যাণকং ঘোষবর্য্যং।
বিলেভে চ মুখ্যে বভৌ ভরতাখ্যে
গ্রহাদ্ যোহি ধন্যো মণৌ মাথুরে চ ॥

তৎসুত ২১প প্র°মু যাদববসোঃ

বসুর্যাদবাখ্যঃ ক্ষিতৌ সুপ্রতিষ্ঠো
নরেজে চ দানাৎ রঘো ঘোষকে চ।
গৃহীত্বা ভৃশং ঘোষকং বর্দ্ধমানং
নিমগ্নোহি লজ্জাম্বুধৌ সাধুশীলঃ ॥

প্র°মু শ্রীবল্লভসুত ২০প বা°কো°মু রামেশ্বরবসোঃ

রামেশ্বরোঽয়ং বসুবংশজাতো
দানাৎ বভৌ যদ্ধরিঘোষজে চ।
গঙ্গাধরস্যাঙ্গজকে প্রদানাদ্
ভেষেন বৈ বর্দ্ধিতে বর্দ্ধিতস্য ॥
পশ্চাদ্‌যদো রঙ্গজকে প্রদায়
রত্নেশ্বরস্যাঙ্গজকেঽপি তদ্বৎ।
হরৌ পদার্থং পরিবর্ত্তনেন
লেভে বসু কোমলভাবমাত্রং ॥

তৎসুত ২১প কো°মু মদনবসোঃ

মুদং মদনমোহনঃ স ন যযৌ চ দত্তাত্মজাৎ।
নরোত্তমসুতে যতঃ কোমল বর্দ্ধিতে রাজিতে ॥
স বৈষ্ণবসুতে দদৌ ন চ গুণী স কনিষ্ঠকে।
ততোঽহি বলরামজে নহি বভৌ তু কৃষ্ণাঙ্গজে ॥
রাজারামাত্মজাং গৃহ্নন্ সুতেন কোমলাধিপঃ।
নন্দরামসুতাং প্রাপ্য রেজে নৈব ধরাতলে ॥

প্র'মু রাজীবসুত ১৯প বা'স'মু মথুরাবসোঃ

খ্যাতশ্রীমথুরাপতিকুলকৃতি ভূদেবসেবারতো
দানেনৈব মহাযশা বসুবরো গোস্বামি-
ঘোষং যযৌ।
শ্রীরামমিত্রং সহজং মুদা গ্রহণতঃ সংপ্রাপ্য
মুখ্যাং যতঃ
সোত্যর্থং সুশুভে স্বয়ং কৃতিবরো প্যাদানদানাদপি॥

অন্যত্র—

শ্রীরামমিত্রজাং প্রাপ্য ররাজ মথুরাবসুঃ।
চক্রপাণিপদং প্রাপ্য মতেনৈব পুরাবিদং॥
প্রকৃতঃ সহজাশ্চায়ং পৈতৃকেন পুরঃসরঃ॥

তৎসুত ২০প স'মু ঘনশ্যামবসোঃ

বসুর্ঘনশ্যাম উদারকীর্ত্তিঃ
রমাদিনন্দে বিতনোতি দানং।
গোপালঘোষে ন গুণং বিলেভে
রাজাদিরামে ত্বদনন্তরঞ্চ॥
শ্রেণীবিভঙ্গে নচ রামদেবং
সংপ্রাপ্য মোহং গতবান্ স ভূয়ঃ।
চিন্তামণিং প্রাপ্য বিবর্দ্ধমানং
শ্রীযাদবেন্দ্রং সহজং ততোঽপি॥
জনার্দ্দনং মিত্রবরং গৃহীত্বা
জাজ্বল্যমানো ধরণীতলে চ।
বভূব মুখ্যঃ সহজাধিপোঽসৌ
ব্রবীমি কিং তস্য কুলস্য শোভাং॥

প্র'মু দেবরাজসুত ১৫প ক কমলাকরস্য

কমলাকরবসুর্লেভে কেশবঞ্চ গুণপ্রদং।

তৎসুত ১৬প ছ হৃদয়ানন্দস্য

হৃদয়ে নিন্দিতং দানং রমানাথে ততঃ পরং।
পরশুরামে গুণদং জনানন্দে পুনর্মহৎ।
হৃদয়ানন্দ আনন্দং শিবানন্দেন সংদধৌ॥

তৎসুত ১৭প ম জানকীনাথস্য

গোপীনাথাদ্রামচন্দ্রাৎ গুণী চ জানকীবসুঃ॥

তৎসুত ১৮প ম বংশীবসোঃ

দেবী মুকুন্দং বংশীঞ্চ বংশীবসু রূপাগতঃ॥

তৎসুত ১৯প ম রামভদ্রস্য

ঘোষগোবিন্দমাসাদ্য রামভদ্রো বিরাজতে।
রামেশ্বরসমাঘোগাৎ কুলে কুণ্ঠতরোঽভবৎ॥

প্র'মু শ্রীবরসুত ১৪প ক কপিলেশ্বরস্য

নিন্দিতঃ পরমানন্দাৎ কপিলঃ কুশলী গণাৎ॥

তৎসুত ১৫প ছ কৃষ্ণানন্দস্য

দামোদরবামনাখ্যাং কৃষ্ণানন্দস্য তুল্যতা।
লক্ষ্যাচ ভবনাথাভ্যাং গুণজালমবাপ সঃ॥

তৎসুত ১৬প ম যাদবস্য

শিবভদ্রেন ধন্যোঽসৌ যাদবো বসুরেব চ।
নারায়ণসুতালাভাৎ জগাম কুলনাশতাং॥

১৫প প্র'মু পরমানন্দসুত ১৬প ক গুণানন্দস্য

গোপীনাথাচ্যুতেনৈব শিবানন্দেন তৎপরং।
গুণানন্দো গুণং লেভে পরমানন্দসম্ভবঃ॥

প্র'মু জনানন্দসুত ১৭প ক শঙ্করস্য

শঙ্করো লোচনাদ্ভাতি॥

তৎসুত ১৮প ছ চাঁদবসোঃ

জগতা হরিমিত্রেণ চন্দ্রেনো ভাতি ভূতলে॥

তৎসুত ১৯প ম শিবরামস্য

মথুরাগোবিন্দমিত্রাভ্যাং শিবরামো বিরাজতে।

তৎসুত ২০প ম কিশোরস্য

মধুরামাদিরামঞ্চ কিশোরবসুরাপচ॥

প্র'মু জনানন্দসুত ১৭প বা'ক সত্যবানস্য

ঘ্যঙ্কেন সত্যবান্ লব্ধা রামনারায়ণবন্তৌ ॥

তৎসুত ১৮প বা'ক কানুবসোঃ

কানুঃ প্রদ্যুম্নং বিলেভে ঘ্যঙ্কেন কুলভূষণঃ ॥

তৎসুত ১৯প বা'ক কমলনয়নস্য

কুমুদঞ্চ রমাকান্তং মুখ্যং শ্রীরামচন্দ্রকং।
লব্ধা চ কুশলং লেভে বসুঃ কমললোচনঃ ॥

তৎসুত ২০প ছ রামনাথস্য

নন্দনেন সমাযোগাদ্রামনাথো বিরাজতে ॥

দেবরাজসুত ১৫প ম লক্ষ্মীনাথস্য

লক্ষ্মীনাথবসুর্দানাৎ সত্যবন্তং সমাগতঃ ॥

তে গৌরীবরসুত ১৫প তে পুরন্দরস্য

কৃষ্ণে গুণেনাপি মহেশমিত্রে পুনস্তথা মাধব-
নামধেয়ে।
পুরন্দর সত্যবন্তস্তনুজাং জগাম সৎকীর্ত্তিবিবর্দ্ধিনী ॥

তৎসুত ১৬প তে যাদবস্য

শিবাদিনন্দে ন যশো জগাম শ্রীযাদবো রাঘব
নামধেয়াৎ ॥

তৎসুত ১৭প তে নয়নস্য

শ্রীবৎসঘোষান্নয়নঃ সুধন্যঃ
সংমূর্চ্ছিতোঽসৌ পরমাদিনন্দাৎ ॥

তৎসুত ১৮প তে গণেশস্য

শ্রীরামচন্দ্রাৎ গণেশনামা চৈতন্যঘোষাদ্ গুণ-
মাপ শুদ্ধং ॥

কৃৎসুত ১৯প তে গোবিন্দস্য

শ্রীরামমিত্রেণ গোবিন্দনামা
যশোবিলেভে বিমলাং পৃথিব্যাং ॥

১৭প বা'ক সত্যবান্সুত ১৮প বা'তে গোবিন্দস্য

গোবিন্দনামা বসুরেব জগাম দুর্গাং
গোপালঘোষতনয়াং নগুণং চকার ॥

তৎসুত ১৯প তে রঘুবসোঃ

রুদ্রেণ শুদ্ধকিরণঃ কিল রামকৃষ্ণাৎ
লেভে রঘুর্জন্মদোষবিধিং ক্ষমায়াং ॥

তৎসুত ২০প তে যাদুবসোঃ

সন্তোষঘোষতনয়ে তনয়াং প্রদায়
গোপালঘোষমগমৎ খলু মিত্রবর্য্যাৎ
যাদুর্ব্বভৌ কুলকলাবিধিরেব ভূমৌ ॥

তৎসুত ২১প তে বিষ্ণুরামস্য

ঘোষং সমেত্য বিজয়ীং খলু রামকৃষ্ণং
বিষ্ণুং মধুগুণযুতো গ্রহণাৎ সমেত্য ॥

তে দেবরাজসুত ১৫প তে জগন্নাথস্য

অনন্তেন জগন্নাথো বিরাজতিতরাং ভূবি ॥

১৫প ক কমলাকরসুত ১৬প বা'তে ভবানন্দস্য

রামভদ্রাদ্ভবানন্দঃ কুলে রাজতি সুন্দরং।
জগদীশসমাযোগাৎ কুলে ছিন্নতরোঽভবৎ ॥
রামভদ্রাদ্ভবানন্দো অচ্যুতেন কুলে মহান্ ॥

তৎসুত ১৭প তে রাজীবস্য

রাজীবশ্চ কুলে হীনো জগদীশসমাগমাৎ ॥

প্র'মু দেবরাজসুত ১৫প তে হরিবসোঃ

শ্রীনাথঘোষযোগেন হরির্ভাতি কুলাগ্রণীঃ ॥

নন্দরাম মিত্র, কাশীরাম বসু, প্রেমনারায়ণ মিত্র, রাধামোহন ঘটক সরস্বতী প্রভৃতির বাঙ্গালা-কারিকায় শ্রীবর বসু ও তদ্বংশের অংশপরিচয় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

১৩ প্র'মু শ্রীবর বসুর কুল

শ্রীবর বসুর কুল কর অবধান।
প্রামাণিকে কুবের মিত্র নাই সাম্যদান॥
যুধিষ্ঠিরে কৈলা কুল না পাইলা যশ।
মৌলিকপ্রধান গোপালদত্ত আঙ্গরস॥
অবিদ্যমানে দোজ গ্রহণ মিত্র শ্রীমান্।
তেওজ দৈত্যারি পাছে কুলে মহীয়ান্॥
রামদত্ত চতুর্ভুজ ঘোষ বিদ্যাধর।
বুদ্ধিমন্ত রায় আর দত্ত দুর্গাবর॥
নন্দরাম মিত্র ভণে শুন হে সভায়।
বিশ্বনাথ পরমেশ্বর সঙ্গে সমতায়॥

তৎসুত ১৪প প্র'মু দেবরাজ

দেবরাজ বসুর কার্য্য অতিশয় বড় শৌর্য্য
দান অংশে সুন্দর সুসাজ।
বিশ্বনাথে আগুছেই প্রকৃত মুখ্য ঘোষ এই
দোছেই কনিষ্ঠ কবিরাজ॥
তেছেই কংসারি ঘোষ নাই কিছু গুণদোষ
মুখ্যসুত মধ্যাংশের সার।
তার পাছে রামঘোষ সমান পশ্চাৎ দোষ
ভবনাথ মিত্র পাছে তার॥
মাধব দত্ত গরছেই অপরূপ দেখ এই
বিদ্যাধর দেবরাজ ঘোষ।
দোজ গমনে পাইলা লাজ নিন্দা নহে শৌর্য্যকাজ
চক্রপাণি দেখিয়া সন্তোষ॥
গণপতি ঘোষেতে কুল নাই যার সমতুল
মুখ্যরাজ প্রকৃতের সার।
দোজগ্রহণ কবিরাজ আদান প্রদান সাজ
পাছে গৌরী সহর-মজুমদার॥
তার পাছে চক্রপাণি বাড়-তেওজ কুলে জানি
দানগ্রহণ সুন্দর শোভিত।

* * *

যেন ইন্দ্র দেবরাজ জন্মিলা পৃথিবীর মাঝ
সঙ্গে করি লইয়া দেবগণ।
নন্দরাম কহেন সার হয় নাই হবেক আর
ইহা তুল্য মুখ্য সু-ভাজন॥

তৎসুত ১৫প প্র'মু কবিচন্দ্র

জগন্নাথে দিয়া দান অতিবড় মহীয়ান্
গ্রহণে কেশবে পাইলা যশঃ।
দুই অঙ্গে প্রকৃত কুল পিতার সমান তুল
কৃষ্ণানন্দ সেনে আঙ্গরস॥
পুরিল মনের সাধ অবিদ্যমানে কল্যাণ্ডদ
দোজগ্রহণ কংসারিঘোষ হরি।
নারায়ণ দত্তচূড়ামণি বালীসমাজ জানি
যশঃ কীর্ত্তি ভুবন উপরি॥
কহিলাম বিশেষিয়া কুলকার্য্য যত ইহা
ত্রিপদী ভাষাতে সুছন্দ।
নন্দরাম মিত্র ভণে শুনহে কুলজ্ঞগণে
শৌর্য্যান্বিত বসু কবিচন্দ্র॥

তৎসুত ১৬প প্র'মু জনানন্দ

জনানন্দ বসুর কুল শুনিতে সুসন্তোষ।
আগুছেই প্রকৃত মুখ্য শিবানন্দ ঘোষ।
দোছেই বলভদ্র ঘোষ তেছেই সত্যবান্।
হেরম্ব দত্ত পাছে বালির প্রধান॥
গ্রহণে গোপীনাথ মিত্র সহজাগ্রগণ্য।
জগন্নাথে দোজগ্রহণ মধ্যাংশ কুলমান্য॥
তৃতীয় গ্রহণ বাসুদাস ঘোষেতে সুসাজ।
নন্দরাম মিত্র বলেন অবিদ্যমানে লাজ॥

তৎসুত ১৭প প্র'মু গোপীকান্ত

গোপীকান্ত বসুর কুল শুনিতে সন্তোষ।
প্রামাণিকে প্রথম কন্যা রামভদ্রঘোষ॥
তৎপশ্চাৎ আর কন্যা নাগ শিবানন্দ।
লোচন কমল কুলে ঘোষের আনন্দ॥

নন্দরাম মিত্র বলে শুন সভাজন।
রজত কাঞ্চনে যেন হইল মেলন॥

তৎসুত ১৮প প্র°মু রাজীব

রাজীব বসু গুণযুক্ত প্রামাণিকে অচ্যুতদত্ত
সাম্যদান রামচন্দ্র ঘোষে।
গ্রহণাংশে রামানন্দ ঘোষজে পড়িল ধন্দ
শম্ভুঘোষে কুল করিলা শেষে॥
মথুরামিত্র আন্তরস পরে রাজীব দাস
জয়রাম পাল নহে নিন্দ।
দোজগ্রহণ অবিদ্যমানে জয়রাম তেওজ দানে
নন্দরাম রচিলা সুছন্দ॥

তৎসুত ১৯প প্র°মু শ্রীবল্লভ

জয়রাম বলরাম পাল দশঘরা গ্রাম
গন্ধর্ব্বদেব রায় চৌধুরী।
বোধখানা খলিসাখালী ভাগ্যমন্ত রায় বলি
গোষ্ঠীপতি যশোকীর্ত্তিধারী॥
যাদুদত্ত খেসরায় নাই কুল যার গায়
হরিমিত্র শিঙ্গায় বসতি।
প্রামাণিকে ছয় কন্যা সভে অতি মহামান্যা
সাম্যকুলে নাই দান কতি॥
গ্রহণে মিত্র জয়রাম বাড় কুলে বিশ্রাম
রাজীব মিত্রেতে আন্তরস।
দোজগ্রহণ রামেশ্বর কনিষ্ঠকুল চিহ্ন তার
গোবিন্দঘোষ পাছে সুপ্রকাশ॥
হ্রাসবৃদ্ধি নাই যার সিদ্ধকুলে অবতার
দেবতুল্য পূজ্য মহীয়ান্।
নন্দরাম মিত্র ভণে শুনহে কুলজ্ঞগণে
শ্রীবল্লভ শ্রীধর সমান॥

তৎসুত ২০প প্র°মু রামচন্দ্র

রামচন্দ্র বসুর কুল শুনহে সভায়।
প্রামাণিকে গৌরীদত্ত কংসনারায়ণ রায়॥
তৎপশ্চাৎ গোবিন্দসিংহ মৌলিক বাখানি।
ইসপুর বোধখানা উলা-নিবাসিনী॥
সাম্যদান কল্যাণঘোষ কমলপ্রধান।
ভরতঘোষে কৈল কুল উভয় সন্মান॥
রসেতে পাইলা যশঃ কাশীশ্বর রায়।
দোজগ্রহণ মুনিরাম ঘোষে শুভোদয়॥
তৃতীয় গ্রহণ মধ্যাংশকুল মিত্র মথুরেশ।
ঘটকমিত্র নন্দরাম জানিলা বিশেষ॥

তৎসুত ২১প প্র°মু যাদবেন্দ্র

যাদবেন্দ্র বসুর কুল অতি সুপ্রকাশ।
প্রামাণিকে প্রথম কন্যা রায় কালিদাস॥
সাম্যদানে বাড়াইলা রঘুদেব ঘোষ।
ভৃগুরাম ঘোষেতে কুল না হল সন্তোষ॥
রসভঙ্গে রমাবল্লভ দত্ত চৌধুরী।
একঘরে দুইকার্য্য কৈলা ইস-পুরী॥ } (*)
দোজগ্রহণ তুলারাম বসু অবিদ্যমান।
মধ্যাংশ কুল সেই জ্ঞানের সন্তান॥
নন্দরাম মিত্র বলে শুন সভাজন।
দুই অঙ্গে না পাইলা যশঃ শ্রীচন্দ্রের নন্দন॥

তৎসুত ২২প প্র°মু রামপ্রসাদ

প্রকৃত মুখ্য রামপ্রসাদ বসু বংশের সার।
প্রামাণিকে রামনাথ দত্ত মজুমদার॥
রামজীবন সরকার আর সন্তোষ রায়।
রামসিংহ চৌধুরী বর্দ্ধমান বসুয়ায়॥
সাম্যদান শোভারাম মিত্র আগছেই।
দোছেই বিনোদরাম ঘোষজে মলই॥
আনন্দীরাম মিত্রতে কুল সহজ মুখ্যসুত।
দোজগ্রহণ নিমচরণ ঘোষে গুণযুত॥

(*) পাঠান্তর—

তৎপশ্চাৎ জয়দেব সেন সিরিজদী বসতি।
আদ্যোপান্ত দিগম্বর সেন গোষ্ঠীপতি॥

তৃতীয়াতে রূপরাম সিরিজদীতে ধাম।
গোষ্ঠীপতি সেনবংশ পুরে মনস্কাম॥
রস ভজে রামরাম দত্ত ইসপুর।
নন্দরাম মিত্র বলেন বড়ই মধুর॥

তৎসুত ২৩প প্র.মু. বৃন্দাবন

বৃন্দাবন বসুর দান প্রামাণিক সম্মান
হরিপালে সাহেবরাম রায়।
পরে রাজারামদত্ত নিন্দা নহে উপযুক্ত
ছুটীপুর যাহার আলয়॥
কামদেব ঘোষ জানি সহজ মুখ্য কুলে গণি
গ্রহণ করিলা এইমাত্র।
কিঙ্কর রুদ্র আগুরস সেরপুরে যার বাস
জানিলা যে নন্দরাম মিত্র॥

তৎসুত ২৪প প্র'মু জয়কৃষ্ণ

বসুবংশে জয়কৃষ্ণ প্রকৃত কুলের শ্রেষ্ঠ
তস্য কার্য্য শুন দিয়া মন।
প্রামাণিকে চারি কন্যা সবে অতি মহামান্যা
অগ্রে রায় শিবনারায়ণ॥
রামসুন্দরদেবসুতে বাণেশ্বর গুণযুতে
কলিকাতানিবাসী মাণিকচন্দ্র।
সাম্যদান শুন বলি রাজকিশোর ঘোষ কেলি
প্রকৃত দ্বিতীয় নহে নিন্দ॥
জগমোহন দোছেই দান তেছেই ভঙ্গে অপমান
দয়ারাম পাল শ্রীপুরী।
ব্যতিক্রম তস্য পর প্রামাণিকে নমস্কার
শ্রীগৌরাঙ্গ নাগ চৌধুরী।
শিবচন্দ্র ঘোষে কুল রঘুদেব যার মূল
রস ভজে কীর্ত্তি মজুমদার।
প্রকৃত পরশ নিধি নাহি যার হ্রাসবৃদ্ধি
বিরচয়ে বসু কাশীশ্বর॥

তৎসুত ২৫প প্র'মু কৃষ্ণগোবিন্দ

বসুবংশে অনুপম শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ নাম
প্রকৃত মুখ্য গুণের সাগর।
দানেতে কিঙ্কর ধন্য পরশেতে অগ্রগণ্য
সহজরাজ তুলনা কি তার॥
গ্রহণে মিত্র রামচন্দ্র বাড়ি-মুখ্য নহে নিন্দ্য
রসে সেন ঈশ্বর সুমতি।

* * *

সুবুদ্ধি মৌলিকরাজ দিগঙ্গ সমাজ মাঝ
দোজ মোহনচন্দ্র মিত্র।
সুপবিত্র উল্লাসিত রামকিশোর প্রকাশিত
ঘটক বসু কাশী বিরচিত॥

প্র'মু বৃন্দাবনের ২য় সুত ২৪প বা'স'মু কৃষ্ণবল্লভ

বাড়িকুলে অবতরি কৃষ্ণবল্লভ নাম ধরি
সহজকুলে বড়ই পৌরুষ।
দানহীন গ্রহণ সার কীর্ত্তিচন্দ্র ঘোষজার
আগছেইতে হইল প্রকাশ॥
আগুরস প্রথমবর কৃষ্ণানন্দ সরকার
দুইকার্য্যে হইল চিন্তিত।
এক অঙ্গে হৈল ধন্য আছিল পৈতৃক পুণ্য
ঘটক বসু কাশী বিরচিত॥

প্র'মু রামপ্রসাদের ২য় সুত ২৩প বা'স'মু শ্যামরাম

বাড়িকুলে শ্যামরাম বসু মুখ্যকুলে নাম
প্রামাণিকে দুই কন্যাদান।
রামানন্দ মিত্র সুতে বাঘুটিয়া ঘরস্থিতে
চাঁদ দত্ত পাইলে সন্মান॥
কামদেব ঘোষে কুল আদান প্রদান মূল
বাবুরাম ঘোষেতে দোছেই।
রস ভজে রামমোহন দাস তালাস্থ শোভন
কাশী বসু বলে মাত্র এই॥

তৎসুত ২৪প স'মু রামনারায়ণ

রামনারায়ণ বসুর কুল বড়ই নির্দ্দোষ।
প্রামাণিকে বংশজেতে ভোলানাথ ঘোষ॥
প্রতাপনারায়ণ রায় পরে দুর্ল্লভ সুকৃতি।
দুইকার্য্য একঘরে শোভে গোষ্ঠীপতি॥
সর্ব্বশেষে দেওয়ান বৈদ্যনাথ মিত্র সুত।
দানে কাশীনাথ ঘোষ সহজ গুণযুত॥
দোছেই গঙ্গাধর ঘোষ কনিষ্ঠ তনয়।
ছেই ভঙ্গে বাবু রামনারায়ণ রায়॥
তৎপশ্চাৎ বিশ্বনাথ সিংহ সুপবিত্র।
গ্রহণে কমল মুখ্য প্রাণকান্ত মিত্র॥
দুই অঙ্গে হইল শৌর্য্য ভণে কাশীশ্বর।
রস ভঙ্গে আনন্দীরাম দেব হালদার॥

রামপ্রসাদের ৩য় সুত ২৩প বা'স'মু গোপীকৃষ্ণ

তৃতীয় পুত্র গোপীকৃষ্ণ বসু সুভাজন।
প্রামাণিকে পাঁচকন্যা ক্রমে সে গণন॥
গোপীনাথ মজুমদার আনন্দীরাম তথি।
কাউবাড়ে ফরাসডাঙ্গায় দুহার বসতি॥
রামচন্দ্র ঘোষ আর রামানন্দ নাগ।
ভুবনেশ্বর ঘোষ সুতে আছে অনুরাগ॥
সাম্যদান না হইল গ্রহণ মাত্র সার।
রামানন্দ মিত্রের ছেই সহজ সুন্দর॥
এক অঙ্গে বাড়িয়ে মুখ্যকুলে পাইলে যশঃ।
কৃপারাম মজুমদার দিলে আগুরস॥
দোজবরে শৌর্য্য উদয়নারায়ণ রায়।
তৃতীয় পুত্র মুখ্যত কাশী বিরচয়॥

তৎসুত ২৪প স'মু জগমোহন

গোপীর তনয় জগমোহন অবতার।
দোজ বৈদ্যনাথ মিত্র প্রামাণিকে সার॥
সাম্যদানে বাড়াইলে ঘোষ রঘুনাথ।
দোছেই তেছেই নাই গ্রহণে বিখ্যাত॥
প্রকৃত মুখ্য ব্রজকিশোর ঘোষেতে গ্রহণ।
রসে আনন্দিত হৈল সেন নারায়ণ॥
দোজ নরসিংহ ঘোষ গোপীপাল পরে।
হরগোবিন্দ ঘোষ গুণ পাইল প্রথমবরে॥
কাশীরাম বসু বলে শুন সভাজন।
এ বড় আশ্চর্য্য শোভা প্রকৃতে গ্রহণ॥

বা'স'মু গোপীকৃষ্ণের ২য় সুত ২৪প বা'স'মু জগদীশ

বাড়ি মুখ্য জগদীশ বসুকুলবর।
প্রামাণিকে রামকুমার দেব মজুমদার॥
রামনিধি দত্ত রায় নড়াইলে বাস।
দানহীন গ্রহণাংশে হইল উল্লাস॥
কাশীনাথ ঘোষে কুল সহজ সুপ্রকাশ।
রামসুন্দর মজুমদার দিলে আগুরস॥
প্রথমবর গয়ারাম মুন্সী খ্যাতি।
কাশীরাম বসু বলে চিন্তয়ে ভারতী॥

২০ প্র'মু রামচন্দ্রসুত ২১প বা'কো'মু রাজারাম

বাড়ি-মুখ্য রাজারাম পুরিল মনের কাম
লক্ষ্মণ ঘোষেতে দিয়া দান।
গ্রহণাংশে ঘনশ্যাম আগুছেইতে কেনা নাম
রামচন্দ্র দেব রস পান॥
দানেতে কমল ডাক মুখ্যত্ব হইল পাক
সবে বলে বড় ভাগ্যবান্।
বিরচিত কাশীবসু দোজ দোছেই নাহি কিছু
তথাপিহ কুলের বাখান॥

তৎসুত ২২প কো'মু রাধাগোবিন্দ

রাধাগোবিন্দ বসুর কুল শুন দিয়া মন।
দানাংশে বাড়াইলে মিত্র দর্পনারায়ণ॥
দোছেই রামানন্দ ঘোষ বাড়ি-কনিষ্ঠ কুল।
গ্রহণ অযোধ্যারাম ঘোষে নহিল প্রফুল॥

রস ভজে মধুসেন সিরাজদিয়া আলয়।
যশোরনিবাসী বসু কাশী বিরচয়॥

তৎসুত ২৩প কো'মু গোপীচরণ

গোপীচরণ বসু মুখ্য নাম মাত্র সার।
প্রামাণিকে কন্যাদান কিঙ্কর সরকার॥
জয়নারায়ণ মিত্রে কুল নহিলেক যশ।
রসে ঘনশ্যাম দত্ত ফলসি নিবাস॥
দোজবরে ভুবনেশ্বর ঘোষ নেহালপুর।
কাশীরাম বসু বলে বড়ই মধুর॥

রাজারামের ২য় সুত ২২প বা'কো'মু শ্রীকৃষ্ণ

বাড়িকুল শ্রীকৃষ্ণ বসু ভাগ্য শুভোদয়।
প্রামাণিকে শ্যামদত্তসুত কলিকাতায়॥
সাম্যদান না হইল গ্রহণ মাত্র সার।
বিজয়রাম ঘোষের ছেই কোমল বিহার॥
রসভজে নয়ান দত্ত দোজ নন্দরাম।
কাশীবসু বলে মুখ্যকুলে হৈল নাম॥

তৎসুত ২৩প কো'মু কামদেব

কামদেব বসুর কুল শুনিতে সুছন্দ।
দানাংশে তৃতীয় পুত্র ঘোষ রামানন্দ॥
গ্রহণে বাড়াইলা মিত্র দর্পনারায়ণে।
নিন্দাংশে দানাদানে কাশীবসু ভণে॥

শ্রীকৃষ্ণের ২য় সুত ২৩প বা'কো'মু রামনিধি

রামনিধি বসু মুখ্য কুলে সুপবিত্র।
প্রামাণিকে দুই কন্যা বড়ই বিচিত্র॥
সাফল্যরাম সরকার রামগোপাল দত্ত।
জন্মকুলে শৌর্য্যশোভা নিমচরণ মিত্র॥
দোছেই ঘোষ নীলকণ্ঠ কনিষ্ঠ শোভন।
গ্রহণে রসিক ঘোষের তেছেই ভঞ্জন॥
রসভজে দীপচন্দ্র শিকদার শোভিত।
প্রথমরে চন্দ্র দত্ত কাশী বিরচিত॥

তৎসুত ২৪প কো'মু খুদিরাম

জন্মকুলে বসু মুখ্য নিধিরামসুত।
প্রামাণিকে দুই কন্যা সুন্দর শোভিত॥
জয়নারায়ণ ভোলানাথ দুহে ঘোষবংশ।
সাম্যদান হরানন্দ মনোহর অংশ॥
গ্রহণে তিলক ঘোষ তৃতীয় নন্দন।
রসে রামকুমার রায় প্রধান গণন॥
দোজ প্রথম্বর দত্ত মদনমোহন।
সিদ্ধমৌলিক বংশ কাশী সুবচন॥

প্র'মু যাদবসুত ২২প বা'স'মু কৃষ্ণজীবন

কৃষ্ণজীবন বসু মুখ্য সহজ অবতার।
প্রামাণিকে তিন কন্যা কহি অতঃপর॥
রামেশ্বর দেবদাস আনুখালেতে ঘর।
পুনিয়া গোবিন্দদত্ত হরি মজুমদার॥
সাম্যদান না হইল পর্য্যায় অবশেষ।
কৃষ্ণরাম মিত্রে গ্রহণ সহজ বিশেষ॥
রস ভজে সুধারাম দেব সরকার।
দোজবরে হরি কেশবপ্রসাদ মজুমদার॥
চৌঠবরে অভিরাম কামটানা ঘর।
দানেতে রহিল ক্ষুব্ধ ভণে কাশীশ্বর॥

অন্যত্র—

বাড়িকুলে শৌর্য্য বসু শ্রীকৃষ্ণজীবন।
প্রামাণিকে রঘুনাথ দত্ত সুভাজন॥
হরি মজুমদার সুত ফতেপুর বাস।
কৃষ্ণ মিত্রে গ্রহণ করি কুলে হইল যশ॥
রসভজে সুধারাম দেব কোটাখোলে।
এক অঙ্গে হইল মুখ্য কাশীবসু বলে॥

তৎসুত ২৩প স'মু রাধাবিনোদ

রাধাবিনোদ বসু মুখ্য জন্ম সহজকুল।
প্রামাণিকে জয়নারায়ণ রায়েতে প্রফুল॥

দিগঙ্গ সমাজ সেনবংশে গোষ্ঠীপতি।
শিবপ্রসাদ নাগসুতে মধুদিয়া স্থিতি॥
সাম্যদানে বাড়াইলে রামদুলাল ঘোষ।
গ্রহণে রামসুন্দর ঘোষ কমল নির্দ্দোষ॥
রসে হৃদয়রাম সিংহ মল্লাইতে বাস।
কাশী বলে পুত্রদ্বারা পাইলেন যশ॥

তৎসুত ২৪ স'মু প্রেমনারায়ণ

প্রেমনারায়ণ পুণ্যবান্ দানে হইল তোষ।
আগছেইতে জন্মকুল কীর্ত্তিচন্দ্র ঘোষ॥
আদানে প্রতাপ ঘোষ সহজের ছেই।
দুই অঙ্গে হইল শোভা খেদ কিছু নাই॥
রস ভজে কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত শোভা পায়।
সহস্ররাম দত্ত পরে দীপচন্দ্র রায়॥
গঙ্গাপ্রসাদ রামজয়দত্ত কালনায়ে।
সৎসম্বন্ধ মুখ্য ভাল কাশী বিরচয়ে॥

অন্যত্র—

প্রেমনারায়ণ বসুর কুল শুনিতে সন্তোষ।
সাম্যদানে সহজকুল কীর্ত্তিচন্দ্র ঘোষ।
গ্রহণেতে প্রতাপনারায়ণ ঘোষের আগুছেই।
মাড়োর কৃষ্ণপ্রসাদ দত্ত রসময়ী॥
চাচড়িতে সহস্ররাম দত্ত প্রথমবর।
গঙ্গাপ্রসাদ গুহ লিখি বনগাঁতি ঘর॥
কিলকিলা দীপচন্দ্র রায় মনসারাম কৃতি।
সিঙ্গা নাগপাড়ায় লিখি ভূঁহাকার স্থিতি॥
ইতিনায় বংশজে রামকৃষ্ণ মিত্র।
ক্রিয়ান্বিত নিন্দা নাহি অংশেতে পবিত্র॥
হন্যাকুড়ায় কাশীনাথ দেবেতে সরকার।
বিরাটেতে সাফল্যরাম গুহ রায়বার॥
বসুজার অংশ ভাল সহজকুলে কৃতি।
বিরচিত রাধামোহন ঘটকসরস্বতী॥

প্রে'মু রাজীবসুত ১৯প বা'স'মু মথুরা

গোপাল জগৎ বিষ্ণুবল্লভ গোবিন্দ।
প্রামাণিকে চার কন্যা শৌর্য্য পরিবন্ধ॥
সাম্যদানে গোঁসাইদাস প্রকৃত শুদ্ধমতি।
ভাগ্যক্রমে দিলা দান দৈবের সঙ্গতি॥
শ্রীরাম মিত্রতে কুল সহজ গুণকারী।
রস ভজে রঘুনাথ দত্ত চৌধুরি॥
দোজগ্রহণ রাঘব ঘোষ কনিষ্ঠ অবতার।
তৃতীয় গ্রহণ পদ্মলোচন সুন্দর॥
এপর্য্যায় সহজ অগ্র বসু মথুরেশ।
ঘটক মিত্র নন্দরাম জানিলা বিশেষ॥

অন্যত্র—

বাড়িকুলে শৌর্য্য লিখি বসু মথুরেশ।
প্রামাণিকে চারিকন্যা কহি সবিশেষ।
গোপাল জগৎ বিষ্ণু দুর্ল্লভ গোবিন্দ।
সদ্বংশজাত সবে কেহ নহে নিন্দ॥
সাম্যদান প্রকৃতরাজ গোসাঞিদাস ঘোষ।
শ্রীরাম মিত্রেতে গ্রহণ মনের সন্তোষ॥
দোজগ্রহণ রাঘব ঘোষ কনিষ্ঠ উপরি।

* * *

তৎসুত ২০প স'মু ঘনশ্যাম

ঘনশ্যাম বসুর কাজ দানাংশে পাইলে লাজ
রামানন্দ মিত্র আগছেই।
দোছেই নিমিত্ত কাজ গোপাল পাইলে লাজ
চিন্তামণি ঘোষেতে সুসাজ॥
তেছেই ভঙ্গ গরছেই বাড়িমুখ্য কুল সেই
গ্রহণ অংশে মিত্র জনার্দ্দন।
প্রেমনারায়ণ মিত্র ভণে শুনহ কুলজ্ঞগণে
শৌর্য্যকুলে করিল গ্রহণ॥

অন্যত্র—

মথুরায় জন্ম যদি হইলেন ঘনশ্যাম।
দান ছলে রামানন্দের পুরাইলে কাম॥
গোপালের মনোবাঞ্ছা সিদ্ধির কারণ।
চিন্তামণি পাইয়া অঙ্গে করিলে ভূষণ॥
রাজারাম পাছে যাহ্ সুদাম শোভিত।
গরছেই গ্রহণে মিত্র লইল মনোনীত॥
আদানেতে হরষিত পাইয়া জনার্দ্দন।
উভয় নির্ম্মল জানি করিলে গ্রহণ॥
রসভজে চিন্তামণি মৌলিক সুচারু।
কাশীরাম বসু বলে মুখ্যকল্পতরু॥

সং মু ঘনশ্যামসুত ২১প সং মু রামদেব

রামদেব বসুর কুল শুন কুলধর।
প্রামাণিকে রাধাকৃষ্ণ সিংহ বংশধর॥
সহস্ররাম মজুমদার হরিপাল বাস।
আগছেই নৃসিংহ চিন্তামণির প্রকাশ॥
রঘুমিত্র দোছেই বাড়ি কনিষ্ঠ বাখানি।
মধ্যাংশ ষষ্ঠীদাস তেছেইতে গণি॥
ভগবতী করে স্তুতি শুন দেবদেবে।
আদান প্রদান করি রক্ষা কর এবে॥
কালীরসে মগন হইয়া সেনবংশ
কাশী কহে মথুরা বসুর পুণ্য অংশ॥

অন্যত্র—

রামদেব বসুর দান　　প্রামাণিকে গুণপান
রাধাকৃষ্ণ সিংহে নমস্কার।
পাছে অভিরাম দত্ত　　নিন্দা নাই ত উপস্থিত
পাছে সন্তোষ মজুমদার॥
নৃসিংহ ঘোষেতে সাম্য　　কমল বিহরে রম্য
রামরাম মিত্রেতে দোছেই।
তেছেই ষষ্ঠীদাস ঘোষ　　ছেইভঙ্গ এই দোষ
ভগবতী মিত্রেতে পাঁচছেই॥

আদান প্রদান কুল　　রক্ষা পাইল মূল
রস ভজে নীলকণ্ঠ সেন।
প্রেমনারায়ণ মিত্র বলে গ্রহণাংশে নিন্দি কুলে
গৌরীমিত্র পাছে কুল পান॥

তৎসুত ২২প সং মু শ্যামরাম

শ্যামরাম বসুর কুল শুন গোষ্ঠীপতি।
প্রামাণিকে ভুবনেশ্বর পাল শুদ্ধমতি॥
সন্তোষে আগছেই দিয়ে নহিল সন্তোষ।
দোছেই চতুর্থ রঘুসুত রামঘোষ॥
রামভদ্র ঘোষ পাছে তেওজ কৃপারাম।
কৃষ্ণ আগমন দেখি পূরে মনস্কাম॥
সুন্দর গরছেই দেব বিষ্ণুপুর বাস।
গ্রহণাংশ বসুরাজ করিব প্রকাশ॥
প্রকৃতরাজ রামেশ্বর ঘোষ অনুরাগে।
আগছেই গ্রহণ কৈল বিজয়রাম যোগে॥
গোবর্দ্ধনধারী রস বৈষ্ণবচরণ।
যশোরনিবাসী বসু কাশী সুবচন॥

অন্যত্র—

শ্যামরাম বসুর দান　　সন্তোষ ঘোষ গুণপান
দোছেইতে রাম ঘোষ।
তেছেই ভঙ্গ ঘৃণার কাজ　　রামভদ্র পাইলা লাজ
পাঁচছেই কৃপারাম পরিতোষ॥
গ্রহণে রামেশ্বর ঘোষ　　অগ্রছেই মাত্র দোষ
রস ভজে গোবর্দ্ধন রায়।
প্রেমনারায়ণ মিত্র ভণে　　শুনহ কুলজ্ঞগণে
প্রকৃত মুখ্য স্পর্শমাত্র হয়॥

তৎসুত ২৩প সং মু গঙ্গারাম

গঙ্গারাম বসুর কুল কর অবধান।
ভুবনঘোষে আগছেই কমলপ্রধান॥
পঞ্চানন জগন্নাথ কনিষ্ঠ মধ্যাংশ।
গঙ্গারাম মিত্র পাইয়া কৃষ্ণ অবতংশ॥

আদান প্রদান করি বাড়াইলে তায়।
রস ভজে গৌরীপাল কাশী বিরচয় ॥

অন্যত্র—

গঙ্গারাম বসুর দান ভুবনঘোষ গুণপান
দোছেইতে ঘোষ পঞ্চানন।
তেছেই গঙ্গারাম মিত্র বাড়িমুখ্য কুল পবিত্র
ভঙ্গছেই আদান প্রদান।
গৌরী পাল আঙ্গরস আলভিতে যার বাস
বাঞ্ছারামের পুরে মনস্কাম।
প্রেমনারায়ণ মিত্র ভণে শুনহে কুলজ্ঞগণে
নিন্দা অংশে কুলেতে বিশ্রাম।

তৎসুত ২৪প স'মু নিত্যানন্দ

নিত্যানন্দ অবতার দানে পঞ্চানন সার
কেবলরাম ঘোষের নন্দন।
গ্রহণাংশে গৌরীমোহন কামদেব সুনন্দন
রসে রায় গোপীনারায়ণ ॥
রায়কাটীতে বসতি সেনবংশে গোষ্ঠীপতি
কুলার্চ্চনা অংশে সবিশেষ।
কাশীবসু বলে ধন্য মথুরা বসুর পুণ্য
শৌর্য্যকুল কুলাচার্য্য ঘোষে।

অন্যত্র—

নিত্যানন্দ ভাগ্যবান্ সাম্যকুলে দিলা দান
আগুছেইতে ঘোষ পঞ্চানন।
গ্রহণে গৌরীকান্ত ঘোষ বাড়িমুখ্য এই দোষ
রসভজে গোপীকান্ত সেন ॥
সিদ্ধ মৌলিকরাজ দিগঙ্গ সমাজ মাঝ
রায়কাটী যাহার নিবাস।
প্রেমনারায়ণ মিত্র বলে দানবলে শৌর্য্যকুলে
মথুরার পুণ্য পরকাশ ॥

গঙ্গারামের ২য় পুত্র ২৪প বা'কো'মু চৈতন্য

বাড়িলা চৈতন্য বসু পাইয়া মৃত্যুঞ্জয়।
সহজের ঘরে জন্ম কোমল আশ্রয় ॥
রস ভজে বাগনান সেন গোবর্দ্ধন।
প্রেমনারায়ণ মিত্র বলে কেবল গ্রহণ ॥

শ্যামরামের ২য় সুত ২৩প বা'স'মু বিনোদরাম

এক অঙ্গেতে বিনোদরাম বসু গুণ পান।
সহজ মুখ্য বাঞ্ছারাম মিত্রেতে আদান ॥
রস ভজে রামানন্দ দত্ত মুন্সী।
বাড়িমুখ্য সজ্জকুলে ভণে বসু কাশী ॥

অন্যত্র—

বিনোদরাম বসুর কুল শুন সবে এই।
বাঞ্ছারাম মিত্রে কুল গ্রহণে আগুছেই।
রস ভজে দেবানন্দপুর মুন্সী রামানন্দ।
তার পাছে বল্লভ বসু অতিশয় মন্দ ॥
প্রেমনারায়ণ মিত্র বলে সহজমুখ্য ডাক।
চক্রপাণি দুষ্টক্রমে সহজাখ্য পাক ॥

তৎসুত ২৪প স'মু রামমোহন

জন্মকুলে রামমোহন বসুমুখ্য সুভাজন
গঙ্গারাম ঘোষে আগছেই।
দোছেই জয়চন্দ্র ঘোষ বাড়ি-কনিষ্ঠ পরিতোষ
লোচন মিত্রে গ্রহণমাত্র এই ॥
দুই অঙ্গে তৃতীয় পুত্র জন্ম কুল এইমাত্র
দোজ দোছেই নাহিক পৌরুষ।
কাশীরাম বসু বলে প্রকাশ সহজকুলে
পুত্র দ্বারায় রহিল আশ্বাস ॥

অন্যত্র—

রামমোহন বসুর কুল কর অবধান।
তৃতীয় পুত্র গঙ্গাপ্রসাদ দিলা দান ॥

তৎপশ্চাৎ দোছেই কন্যা জয়চন্দ্র ঘোষ।
কৃষ্ণঘোষে তেছেই দান ছেইভঙ্গ দোষ ॥
প্রেমনারায়ণ মিত্র বলে শুন সভাজন।
তৃতীয় পুত্র রামলোচন মিত্রের গ্রহণ ॥

বনোদরামের ২য় পুত্র ২৪প বাং কোং মু রাধামোহন

দুই অঙ্গে নিন্দিত বাড়ি বসু রাধামোহন।
দানে কুঞ্জ কণ্ঠহার ঘোষের নন্দন ॥
গ্রহণে বদন ঘোষ হরির তনয়।
নিন্দা অংশে দানাদান কাশী বিরচয় ॥

সং মু ঘনশ্যামসুত ২১প বাং সং মু কুঞ্জবিহারী

বাড়িকুলে কুঞ্জবসু দানে সুপবিত্র।
সাম্য দান সহজমুখ্য রামচরণ মিত্র ॥
গ্রহণ গরছেই মিত্রে আদান প্রদান।
কাশী বসু বলে মুখ্য কুলে মহীয়ান্ ॥

অন্যত্র—

কুঞ্জ বসু ভাগ্যবান্ সহজ মুখ্য দিলা দান
রামচরণ মিত্রে আগছেই।
বিষ্ণুমিত্রে দোছেই দান বাড়িকুলে অপমান
কিঙ্করমিত্রে করিলা তেছেই ॥
তেছেই গ্রহণ কুল পরিবর্ত্তে রসাকুল
রামচন্দ্র মিত্রে হৈলা কাজ।
প্রেমনারায়ণ মিত্রে বলে ছেই ভঙ্গে নিন্দাকুলে
সহজ কুলেতে হইল সাজ ॥

তৎসুত ২২প সং মু পঞ্চানন

পঞ্চানন বসু মুখ্য কুলে সুভাজন।
দানে আনন্দীরাম ঘোষ লক্ষ্মণনন্দন ॥
দোছেই কালীচরণ মিত্র বাড়ি-কনিষ্ঠকুল।
তেছেই কিঙ্কর ঘোষ মধ্যাংশ প্রফুল ॥
চৌছেই ভঙ্গে গরছেই রামশঙ্কর রায়।
গ্রহণে দয়ারাম মিত্র করিলে আশ্রয় ॥

কাশীরাম বসু বলে শুনহে সভায়।
মথুরা বসুর বংশে পুণ্য অতিশয় ॥

অন্যত্র—

পঞ্চানন বসুর দান আনন্দীরাম গুণ পান
দয়ারাম মিত্রে কুল কাজ।
প্রেমনারায়ণ মিত্র বলে দোজ দোছেই হৃষ্টকুলে
তৃতীয় পুত্রে গ্রহণে পাইলা লাজ ॥

তৎসুত ২৩প সং মু নিমাইচরণ

নিমাই বসুর কুল শুন মহাশয়।
দানে মুকুন্দরাম ঘোষ সন্তোষ-তনয় ॥
দোছেই কনিষ্ঠ রামচন্দ্র ঘোষ ধন্য।
গ্রহণে নীলমণি মিত্র কোমল অগ্রগণ্য ॥
রসেতে চিহ্নিত জয়নারায়ণ কর।
শিব লক্ষ্মীনারায়ণ দুহে কৈলে প্রথম্বর ॥
সুধন্য বংশেতে গোষ্ঠীপতি মান্যমান্।
কাশী বসু বলে মুখ্য সহজপ্রধান ॥

তৎসুত ২৪প সং মু রাধাচরণ

জন্মকুলে রাধাচরণ বসু মান্যমান্।
দানে মাণিকচন্দ্র মিত্র কমলপ্রধান ॥
দোছেই রামচন্দ্র মিত্র কৃষ্ণ অবতংস।
তেছেই ভঙ্গে রামজয় মিত্র সহজ অংশ ॥
গ্রহণে গোলকচন্দ্র মিত্র সুভাজন
কমল মিত্রের বংশে পুণ্য অগণন ॥
দুই অঙ্গে কমলকুল অতি পরিতোষ।
কাশীরাম বসু বলে সহজ নির্দ্দোষ ॥

শ্রীবল্লভসুত ২০প বাং কোং মু রামেশ্বর

শ্রীবল্লভ প্রকৃত মুখ্য কুলে সুভাজন।
রামেশ্বর বসু তার দ্বিতীয় নন্দন ॥
আগুছেই হরিচরণ ঘোষ কমলের সার।
দোছেইতে কনিষ্ঠ হইলা ঘোষ গঙ্গাধর ॥

তেছেই ভঙ্গে চৌছেই কন্যা মধ্যাংশ যাদুঘোষ।
নিরাবিল কুল সেই মনের সন্তোষ॥
তৎপশ্চাৎ রত্নেশ্বর ঘোষে পাঁচছেই।
ক্রমে ক্রমে কৈলা কন্যা ছেই বন্ধ এই॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া সার করিলা গ্রহণ।
আদান প্রদান হরিচরণে মিলন॥
রসেতে পাইল যশ রঘুনাথ রায়।
জানাবাদ বসতি মিত্র নন্দরাম কয়॥

অন্যত্র—

প্রকৃত দ্বিতীয় পুত্র বসু রামেশ্বর।
সাম্যদান হরিচরণ ঘোষ কমলবর॥
দোছেই রাঘবসুত ঘোষ গঙ্গাধর।
তেছেই যাদবেন্দ্র ঘোষ মধ্যাংশ সুন্দর॥
চৌছেই রামেশ্বর ঘোষ তেওজ প্রধান।
হরিচরণ ঘোষে কুল আদান প্রদান॥
রস ভজে জানাবাদ রঘুনাথ রায়।
বাড়ি কমল শৌর্য্য বসু কাশী বিরচয়॥

তৎসুত ২১প কো'মু মদনমোহন

রামেশ্বরসুত বসু মদনমোহন।
দানে নরোত্তম ঘোষ দ্বিতীয় নন্দন॥
দোছেই বৈষ্ণবচরণ ঘোষ কনিষ্ঠ তনয়।
চৌছেই তেওজ কৃষ্ণঘোষ গুণময়॥
শিবসুত রাজারাম ঘোষেতে গ্রহণ।
দুই অঙ্গে হইল শৌর্য্য কাশী সুবচন॥

তৎসুত ২২প কো'মু কৃষ্ণরাম

কৃষ্ণরাম বসুর দান উত্থানেতে সম্মান
রামপ্রসাদ ঘোষে গুণবান্।
গ্রহণে ঘোষ শ্যামরাম দুই অঙ্গে হইল নাম
ঘটক বসু কাশী সুবচন॥

তৎসুত ২৩প কো'মু সদানন্দ

জন্মকুলে সদানন্দ বসু পুণ্যবান্।
দ্বিতীয় পুত্র কেবলরাম ঘোষে দিলে দান॥
গ্রহণে রামকান্ত মিত্র সেও বাড়িকুল।
কাশী ভণে দুই অঙ্গেতে নহিল প্রফুল॥

তৎসুত ২৪প কো'মু পঞ্চানন

পঞ্চানন বসু মুখ্য কুলে মহীয়ান্।
পাঁচুসুত কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষে সাম্যদান॥
দোছেই গোকুল ঘোষ পঞ্চম নন্দন।
রামসুত কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষেতে গ্রহণ॥
দুই অঙ্গে বাড়াইয়ে বসু না পাইলে যশ।
ঘটক বসু কাশী ভণে যশোর নিবাস॥

২২প কো'মু কৃষ্ণরাম বসুর ২য় সুত
২৩প বা'কো'মু বিনোদরাম

এক অঙ্গে বাড়িলে মুখ্য বসু বিনোদরাম।
কৃষ্ণানন্দ মিত্রে কুল মুখ্য হইল নাম॥
কাশীরাম বসু বলে কুলে হইল যশ।
পুত্র দ্বারার তবে পাক রহিল আশ্বাস॥

তৎসুত ২৪প কো'মু রামসুন্দর

সুন্দর সুন্দর দানে নারায়ণ ঘোষ।
গণাংশে বাড়াইয়া না পাইলে তোষ॥
সহজ দ্বিতীয় কমল ঘোষেতে গ্রহণ।
শৌর্য্য অংশে দানাদান কাশী সুবচন॥

২২প কো'মু কৃষ্ণরাম বসুর ৩য় সুত
২৩প বা'কো'মু কালীচরণ

তৃতীয় পুত্র কালীচরণ বসু পুণ্যবান্।
শৌর্য্যকুলে রূপরাম ঘোষে দিল দান॥
গ্রহণে গরছেই কৈলে গদাধর ঘোষে।
দোজ দোছেই নাই ঘটক কাশী ভাষে॥

তৎসুত ২৪প কো'মু কার্ত্তিকচরণ

কার্ত্তিকচরণ বসুর কুলে নহিল সন্তোষ।
দানাংশে তৃতীয় পুত্র রাধাকান্ত ঘোষ॥
গ্রহণে তারিণীমিত্র রামকান্তসুত।
দুই অঙ্গে নিন্দিত বসু কাশী বিরচিত॥

বাগাণ্ডা-সমাজ—কুবেরসুত শম্ভু-বসুবংশ

৩ কো'মু শম্ভুচন্দ্র [১১৮ পৃষ্ঠায় পূর্ব্ববংশ]

১৪ কো'মু ত্রিলোচন ক নৃসিংহ হাম্বির খাঁ জন্ম ম কর্ম্ম তে চতুর্ভুজ০ গোপীকান্ত০ তে জটা ভবনাথ লক্ষ্মীনাথ মধু বা'তে দশরথ ভরত মাধব জনার্দ্দন

১৫ ছ বাণীনাথ লক্ষ্মীনাথ শিবানন্দ লোকনাথ হৃদয় যাদব

১৬ হরি (বংশাভাব) (চাঁদখানী)

তে কৃষ্ণানন্দ কবিরাজ শ্রীকান্ত কমল গুণানন্দ

১৫ কো'মু শ্রীকান্ত ক সত্যবান্ ম রঘু তে গোপাল

রামভদ্র ছ পাঁচু০ রঘুনন্দন০ বা'তে জগৎ চক্রপাণি

১৬ কো'মু কামদেব ক জনার্দ্দন ম গোপাল রামচন্দ্র তে মহেশ্বর

১৭ কো'মু গঙ্গারাম০ ০ (গ্রহণান্তে বংশাভাব)

১৭ তে গোবিন্দ দেবীদাস নারায়ণ

১৭ তে চৈতন্য

১৮ তে শিবরাম শ্রীকৃষ্ণ কালিদাস রামচন্দ্র তে২ রঘু রমাকান্ত

১৮ তে চামু বিঃ দুর্গাদাস অনন্তরাম

১৯ তে রামভদ্র রামনাথ জগদ্বল্লভ (*)

১৯ তে রামেশ্বর (সাং বালিয়া) জানকীবল্লভ পরশুরাম রঘুনন্দন নারায়ণ

সাং খেসড়া)

২০ তে পরশুরাম কাশীনাথ (+)

(বালাণ্ডা-শালিপুর)

২০ তে কৃষ্ণপ্রসাদ

২১ তে নন্দরাম (১) অনন্ত রামদেব রামদুলাল

১৫ তে অনন্ত গৌরী কাশী গোপী রাঘব

১৬ তে শ্রীপতি

১৭ তে গোপাল বল্লভ

১৮ তে নারায়ণ

১৯ তে বাসুদেব (মুড়াগাছা)

২০ লালু লক্ষ্মণ শিবচন্দ্র শ্রীরাম

(১) ২২ তে নন্দরাম

২২ তে রামকিশোর রামসন্তোষ কৃপারাম রামরাম অযোধ্যারাম

২৩ তে রামনাথ

(*) পাঠান্তর 'ঘনশ্যাম'

(+) পাঠান্তর 'গোপাল'

কুবের সুত শম্ভু বসু ও তদ্বংশের অংশ-নির্ণয় ।

কো'মু কুবেরসুত ১৩প কো'মু শম্ভুবসোঃ কুলং

বসুকুলভব এষঃ শ্রীলশম্ভুর্বিরেজে
প্রকৃতকপরমেশে দত্তপুত্রঃ সুধন্যঃ ।
তদনু বিমলকীর্ত্তিঃ কৃত্তিবাসাত্মজেঽয়ং
মুদমপি ন চ লেভে শ্রীলমালাধরে চ ॥
নচ গুণমপি গত্বা শ্রীলগোবিন্দঘোষে
তদপি গুরুণা শ্রেণ্যা শ্রীধরো মুখ্যবর্য্যঃ ।
গ্রহণমপি চকার শ্রীললক্ষ্মীশমিত্রে
কোমলকুলবরেণ্যঃ শ্রীলপরাশরে চ ॥
তৃতীয়গুণমথাপ শ্রীকরে মিত্রকেঽসৌ
সুখমুদমপি ভেজে শ্রীলসানাতনে চ ।
গোপালস্য সুতাং প্রাপ্য পৌত্রীকগ্রহণং যযৌ ।
দানাদানেন মুখ্যশ্চ কোমলে কোমলাশ্রয়ঃ ॥

তৎসুত ১৪প কো'মু ত্রিলোচনবসোঃ

ত্রিলোচনঃ প্রদানতো গণেশঘোষকুঞ্জরে ।
প্রমোদমত্রিণো যযৌ জগৎপতৌ চ ঘোষকে ॥
তৃতীয়দানতো গতো ততোহি পীতবাসসং ।
ত্রিলোচনং নতদ্গুণং জগাম মুখ্যরাজকঃ ॥
বনাদিমালিনে কুলং চকার মিত্রসম্ভবে ।
স কংশবৈরিঘোষকে সুখী বভূব নৈব সঃ ॥

তৎসুত ১৫প কো'মু শ্রীকান্তবসোঃ

শ্রীকান্তঃ কিল দানতো ন চ কৃতী লক্ষ্যাদিনাথাঙ্গজে
তস্মাদ্বামনঘোষজে মুররিপৌ পুত্রে মুদং প্রাপ্তবান্॥
পশ্চাৎ শ্রীযুতবিশ্বনাথতনুজে প্রহ্লাদিতঃ খ্যাতকে,
গৃহ্নন্ শ্রীজগদাদিনাথতনুজাং ভাগ্যাদ্বভৌ ভূতলে ॥
ভূয়োঽনন্তসুতাং ততঃ সুকৃতিবান্ কাঠিং চকার ক্ষিতৌ ।
মধ্যাংশং খলু রাঘবং গুণযুতো গোপালঘোষং ততঃ॥

তৎসুত ১৬প কো'মু কামদেববসোঃ

শ্রীকামদেবঃ শ্রীকামদেবে মিত্রে
প্রদানাসুপকামমাপ ।
সোঽয়ঞ্চ রামাদিভদ্রে চ মিত্রে
পশ্চাৎ শুভানন্দকে ঘোষজে চ ।
চণ্ডাদিদাসস্য সুতাং গৃহীত্বা
তোষং যযৌ নো বসুবংশজন্মা ॥

কো'মু শম্ভুসুত ১৪প ক নৃসিংহস্য কুলং

কৃষ্ণেন দুর্গাবরজো নৃসিংহ নিন্দা খলু দেবরাজাৎ ।

তৎসুত ১৫প ছ বাণীনাথস্য

বাসুনা যদুনা কৃষ্ণাৎ বাণীনাথো বিরাজতে ॥

লোচনসুত ১৫প ক সত্যবান্‌বসোঃ

লক্ষ্মীনাথো গুণং লেভে মাধবে পরিনিন্দনং ।
শ্রীকান্তে চ পুন নিন্দাং শিবানন্দে পুনস্তথা ।
সত্যবান্ গ্রহণে ধন্যঃ সমেত্য মধুকন্যকাং ।

তৎসুত ১৬প ছ পাঁচুবসোঃ

গোপীজনরামভদ্রাৎ পঞ্চাননঃ কুলে কৃতী ॥

শম্ভুসুত ১৪প অম্ম ম কর্ম্ম তে চতুর্ভুজস্য
চতুর্ভুজবসুর্দানাৎ ঘোষং লেভে মহেশ্বরং ॥

শম্ভুসুত ১৪প তে ভবনাথস্য

শুভরাজাদ্ গুণং লেভে গৌরীঘোষাদ্ গুণং নহি
ভবনাথো মুদা রেজে পুনস্ত্রৈলোক্যনাথতঃ ॥

তৎসুত ১৫প তে অনন্তস্য

অনন্তোঽপি মহেশেন ঘোষদামোদরেণ চ ।
রুচিরং গুণমাধত্তে বসুবংশসমুদ্ভবঃ ॥

তৎসুত ১৬প তে শ্রীপতিবসোঃ

যাদবে তুল্যতাং লেভে গুণং চণ্ডাদিদাসতঃ ॥

তৎসুত ১৭প তে গোপালস্য
গোপালো বল্লভাদন্যো বাণীনাথেন নিন্দিতঃ॥
তৎসুত ১৮প তে নারায়ণস্য
রাজবল্লভযোগেন নারায়ণস্য ভগ্নতা॥
তৎসুত ১৯প তে বাসুদেবস্য
শিবেন মধুনা চৈব বাসুদেবো বিরাজতে॥
শম্ভুসুত ১৪প বা'তে দশরথস্য
জগন্নাথঞ্চ কংসারিং সত্যবন্তং পুনর্গতঃ।
কলাধরেণ মিত্রেণ (?)............... ॥
তৎসুত ১৫প তে কৃষ্ণানন্দস্য
অনন্তেন সমাযোগাৎ কৃষ্ণানন্দো বিরাজতে॥
কো'মু ত্রিলোচনসুত ক সত্যবান্‌সুত
১৬প বা'তে জগদ্বসোঃ
জীবনেন যশোলেভে জগন্মৃত্যুঞ্জয়াদ্বভৌ॥
তৎসুত ১৭প তে চৈতন্যস্য
রামচন্দ্রং রাজীবং চ রাজেন্দ্রং চন্দ্রকন্যকাং।
লেভে চৈতন্যনামা চ কুলকীর্ত্তিবিবর্দ্ধনং॥

তৎসুত ১৮প তে চামু দুর্গাদাসস্য
লেভে রামেশ্বরাৎ শৌর্য্যং মিত্রঞ্চ রামচন্দ্রকং।
চামুচৈতন্যযোগেন গঙ্গাদাসী কুলান্বিতঃ।
পুনঃ কুশলযোগেন কুশলং নৈব জায়তে॥
তৎসুত ১৯প তে রামেশ্বরবসোঃ
রামেশ্বরবসুর্লেভে বল্লভং রামনাথকং॥
কো'মু শ্রীকান্তসুত ১৬প তে মহেশ্বরস্য
বিষ্ণুদাস সত্যবন্তং গঙ্গারামং মহেশ্বরঃ॥
তৎসুত ১৭প তে গোবিন্দস্য
গোপীকান্তেন নিন্দ্যো সো চণ্ডিদাসেন সাধুতা।
রাজীবেন সমাযোগাৎ গোবিন্দঃ কুলনিন্দিতঃ॥
তৎসুত ১৮প তে শিবরামস্য
রামকান্তেন মিত্রেণ মুরারিঘোষকন্যয়া।
নিন্দিতঃ শিবমাসাদ্য বসুবংশসমুদ্ভবঃ॥
তৎসুত ১৯প তে রামভদ্রস্য
রামভদ্রবসু র্ধন্যো রাজেন্দ্রঘোষকন্যয়া॥

বাগাণ্ডা-সমাজ—কুবেরসুত ক রুদ্রের বংশ

১২ কো'মু কুবের [১১৮ পৃষ্ঠার পূর্ব্ববংশ]
|
১৩ ক রুদ্র (২য় পুত্র)
|
১৪ ছ রূপরাজ
|

অংশ-নির্ণয়।

কো'মু কুবেরসুত ১৩প ক রুদ্রস্য কুলং
কপিলেশ্বরেণ ধন্যোঽসৌ মালাধরপরাশরাৎ।
দ্বিধা নৃসিংহযোগেন রাজতে বসুপুঙ্গবঃ॥

তৎসুত ১৪প ছ রূপরাজস্য
দামশ্রীধরঘোষাখ্যাং রূপরাজো বিরাজতে॥

বাগাণ্ডা-সমাজ—কুবেরসুত ম শঙ্কর বসু-বংশ

১২ কো'মু কুবের
|
১৩ ম শঙ্কর (৩য় পুত্র) [১১৮ পৃষ্ঠায় পূর্ব্ববংশ]
|
১৪ ম কলাধর
|
১৫ ম পরমানন্দ (বংশাভাব), কালীনাথ, বাণীনাথ, ভুবন, বনমালী
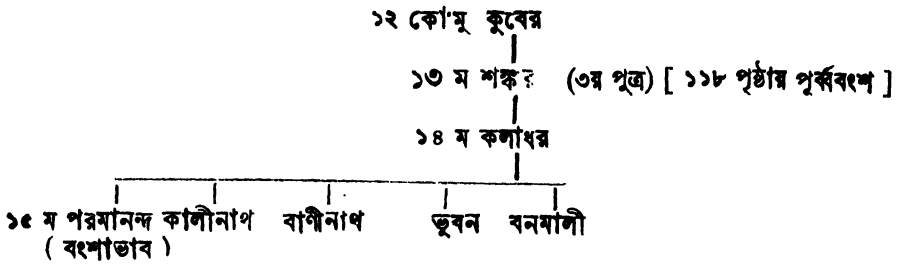
অংশ-নির্ণয়।

কুবেরসুত ১৩প ম শঙ্করস্য
শ্রীধরং বর্দ্ধয়ামাস শঙ্করো বসুসম্ভবং।
চকার গ্রহণং নিন্দাং মধ্যমে চ পরাশরে॥

তৎসুত ১৪প ম মালাধরস্য
শম্ভুকংসারিযোগেন মালাধরঃ কুলাগ্রণীঃ।

বাগাণ্ডা-সমাজ—সর্ব্বাশিষ্‌ বংশজ ম শ্রীমান্‌বসুর বংশ

১৩ ম শ্রীমান্‌ [১১৮ পৃষ্ঠায় পূর্ব্ববংশ]
|
১৪ ম দেবরাজ, হাম্বির খাঁ (সাং পাণিসেহালা), গৌরীকান্ত, সুরেশ্বর, হাড়ো হাজরা, ষষ্ঠী, পরমানন্দ
|
(দেবরাজ-পুত্র) ১৫ ম কেশব, গুণাকর, কাশীশ্বর, রাজ্যধর, শিবানন্দ, শ্রীনাথ
|
(কেশব-পুত্র) ১৬ ম লোকনাথ, মাধব, কানাই(*)
|
১৭ ম গঙ্গারাম
|
১৮ ম রমাকান্ত
|
১৯ ম রামগোবিন্দ, রামনারায়ণ, কৃষ্ণদেব, রামশরণ
|
২০ কামদেব, ২০ ম গোপীনাথ সুত ২১ ম প্রীতিরাম
|
২২ ম গুরুপ্রসাদ, দেবীপ্রসাদ
|
২৩ ম আনন্দ
|
২৪ ম শ্যামাচরণ (পাণিসেহালা)
|
২৫ ম বিপ্রচরণ

(*) পাঠান্তর 'নারায়ণ'।
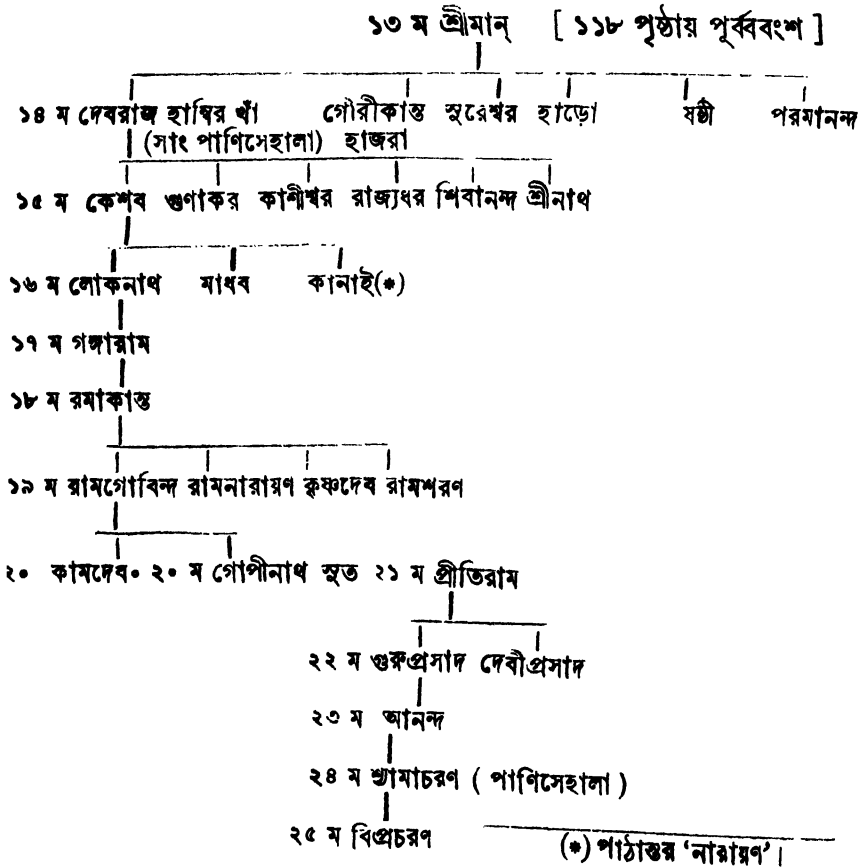
অংশ-নির্ণয়।

১৩প ম শ্রীমান বসোঃ কুলং

দত্ত্বা দৈত্যারিঘোষে চ ভৈরবগ্রহণে গতঃ।
যুধিষ্ঠিরং পুনর্লেভে শ্রীমান্ বসুকুলোদ্ভবঃ॥

তৎসুত ১৪প ম দেবরাজস্য

গোপালত্রিপুরাভ্যাঞ্চ দেবরাজো বিরাজতে।
জগন্নাথেন ঘোষেণ নিত্যানন্দাৎ পুনঃ কৃতী॥

তৎসুত ১৫প ম কেশবস্য

শ্রীপতিঞ্চ পুনর্গৌরীং কেশবো গুণদং যযৌ।
নৃসিংহঘোষযোগেন মূর্চ্ছিতঃ কুলকর্ম্মণি॥

তৎসুত ১৬প ম লোকনাথস্য

রাজীবমিত্রযোগেন লোকনাথো বিনিন্দিতঃ॥

তৎসুত ১৭প ম গঙ্গারামস্য

রমানাথেন কৃষ্ণেন গঙ্গারামো বিরাজতে।
দ্ব্যঙ্গেন চন্দ্রমাসাগু পুনর্নিন্দাধিকং যযৌ॥

তৎসুত ১৮প ম রমাকান্তস্য

মিত্রশ্রীমধুসূদনো বিজয়তে সদ্রত্নসিংহাসনং
ছত্রং যস্য বভূব রূপ সুকৃতী বংশী যশোগায়নী।
কন্যাভূষণমেব সুন্দরতরং রত্নেশগোবিন্দকৌ
খ্যাতঃ শ্রীলরমাদিকান্তকঃ সুধীর্ধ্যাংশভূমিপতিঃ॥

তৎসুত ১৯প ম রামগোবিন্দস্য

কৃষ্ণেনৈব জগাম সুন্দরযশোকীর্ণংগতো দুঃখিতঃ
শ্রীগঙ্গাধরমিত্রমেব চারুচরিতং কৃষ্ণং প্রিয়ং রাজকং
শ্রীনারায়ণদর্শনাদ্বিজয়তে শ্রীরামগোবিন্দকং
সন্তোষং পরিগম্য নাপি সুকৃতী গোপীবসুর্ভূতলে॥

বাগাণ্ডা-সমাজ—প্রভাকর সুত বাংক সুদর্শন বংশজ তে মালাধর বসুবংশ
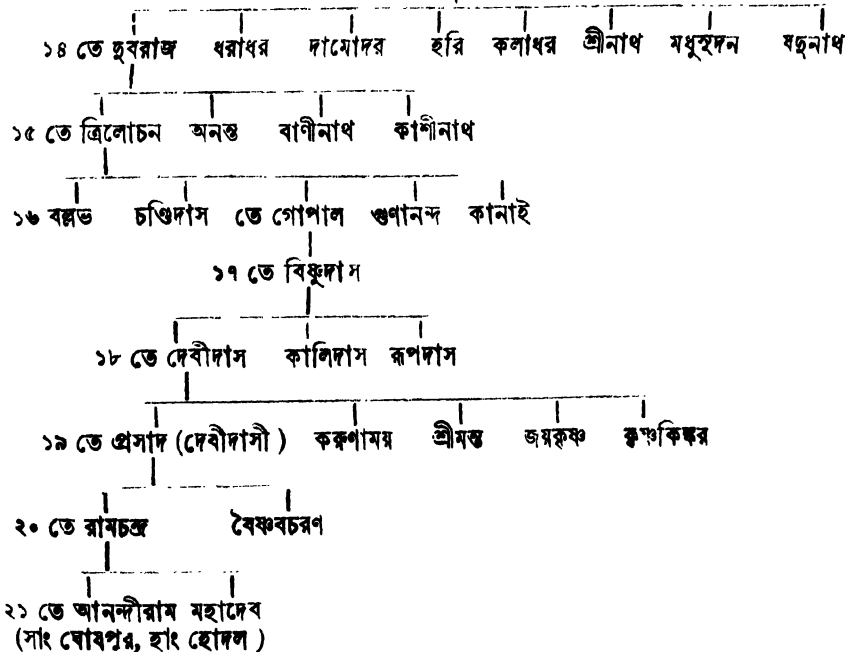
অংশ-নির্ণয়।

প্র'মু প্রভাকরবংশজ

সর্ব্বানন্দসুত ১৩প তে মালাধরস্য কুলং

যুধিষ্ঠিরদেবরাজাৎ মালাধরঃ কুলাগ্রণীঃ ॥

তৎসুত ১৪প তে দেবরাজস্য

নাড়িকেন সমাযোগাদ্ যুবরাজো বিরাজতে ॥

তৎসুত ১৫প তে ত্রিলোচনস্য

সঙ্কেতমিত্রযোগস্তু লেভে লোচনসংজ্ঞকঃ ॥

তৎসুত ১৬প তে গোপালস্য

নিধিবল্লভযোগেন গোপালঃ কুলভূষণঃ ॥

তৎসুত ১৭প তে বিষ্ণুদাসস্য

চন্দ্রেণ সুন্দরেনৈব বিষ্ণুদাসো বিনিন্দিতঃ ॥

তৎসুত ১৮প তে দেবীদাসস্য

চৈতন্যদৈবকীনাভাৎ দেবীদাসো বিরাজতে।

বাসুদেবেন ঘোষেণ পপাত পাণিসংজ্ঞকে ॥

তৎসুত ১৯প তে প্রসাদস্য

গোপীভিখারী মথুরা প্রসাদস্য প্রদায়কঃ ॥

বাগাণ্ডা-সমাজ—তে বিশ্বেশ্বরসুত তে চতুর্ভুজ বসু-বংশ

১৩ তে চতুর্ভুজ [১১৮ পৃষ্ঠায় পূর্ব্ববংশ]

১৪ তে রামানন্দ, শ্রীকান্ত, শিবচন্দ্র, রাঘব, যাদব, অচ্যুত

(রামানন্দ হইতে) ১৬ তে গঙ্গাদাস (রণ্ডাদোষ হেতু কুলক্ষয়)

অংশ-নির্ণয়।

বা'ক সুদর্শনসুত বা তে বশিষ্ঠসুত তে বিশ্বেশ্বরসুত

১৩প তে চতুর্ভুজস্য

লক্ষ্মীপতিঞ্চ দৈত্যারিং সর্ব্বানন্দাদিঘোষকং।

চতুর্ভুজবসুর্ল'ব্ধা দত্বার বিমলং যশঃ ॥

তৎসুত ১৪প তে কেশবস্য

গোপাল কৃষ্ণঘোষাভ্যাং কেশবো গুণসংযুতঃ ॥

তৎসুত ১৫প তে রামানন্দস্য

চণ্ডিদাসেন রঘুনা রামানন্দো বিরাজতে ॥

বাগাণ্ডা-সমাজ—বিকর্ত্তন সুত তে ভৈরব-বসুবংশ

১৩ তে ভৈরব [১১৮ পৃষ্ঠায় পূর্ব্ববংশ]

১৪ তে কংসারি

১৫ ক গৌরীনাথ, তে রূপরাম, রাঘব, শ্রীপতি

(গৌরীনাথ হইতে) ১৬ তে কমললোচন।

অংশ-নির্ণয়।

প্র'মু প্রভাকরবংশজ

তে বিকর্ত্তনসুত ১৩প তে ভৈরব (ভৈ) বসোঃ

পরাশরায় ঘোষায় দত্বা রেজে বসূত্তমঃ।

শ্রীনাথঘোষযোগেন কুলভ্রান্তশ্চ ভৈ বসুঃ ॥

যুধিষ্ঠিরেণ ঘোষেণ যযৌ তস্য কুলভ্রমঃ ॥

তৎসুত ১৪প তে কংসারিবসোঃ

দেবরাজহরিঞ্চৈব বর্দ্ধমান ধরস্তথা।

পরমানন্দমিত্রঞ্চ জগাম শ্রীলকংসকঃ ॥

তৎসুত ১৫প তে শ্রীপতিবসোঃ

শ্রীপতিশ্চ গুণং লেভে সত্যবৎ শিবমিত্রতঃ ॥

(২৭১ পৃষ্ঠার শেষে বসিবে)

মাহীনগর-সমাজ—বসু বংশ

ক বিভাকরসুত তে দেবরাজ বসুবংশ

১৩ তে দেবরাজ [১১৬ পৃষ্ঠায় পূর্ব্ব বংশ]

১৪ শুক্লাম্বর (সাং মলই) — দুর্গাম্বর — শ্রীকান্ত

১৫ বৃষভধ্বজ

১৬ যদুনন্দন

মাহীনগর-সমাজ — বসু বংশ

পরিশিষ্ট (খ)
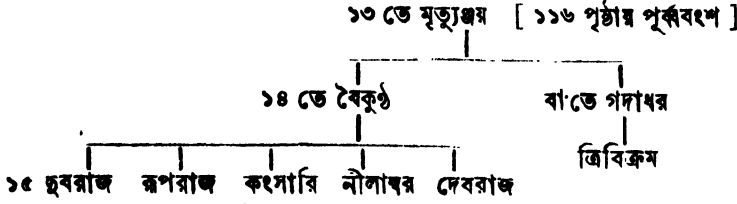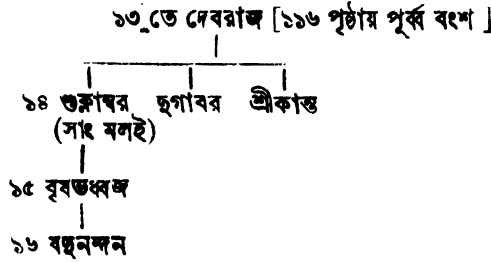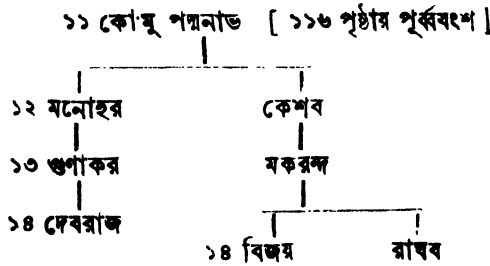
(২১৫ পৃষ্ঠায় গোবিন্দ গন্ধর্ব্ব খানের সংস্কৃত অংশ-কারিকার মধ্যে বসিবে)

১৯ কো'মু রামেশ্বরসুত ২০প মধুবসোঃ কুলং
কাশীং শ্রীকৃষ্ণঘোষঞ্চ তেকুং প্রাপ্য মধুঃ কৃতী ॥

১৯ কো'মু রামেশ্বরসুত ২০প তে মণিরামস্ত
কিশোরং যাদবাখ্যঞ্চ জগাম মণিরামকঃ ॥

বিশেষ-ভ্রমসংশোধন।

৬ পৃষ্ঠায়—"অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্রমগধেষু চ।
তীর্থযাত্রাং পুনর্গচ্ছন্ পুনঃ সংস্কারমর্হতি॥"
এই শ্লোকটী ভৃগুপ্রোক্ত মনুসংহিতার শ্লোক বলিয়া উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক প্রচলিত মনুসংহিতায় এই শ্লোক নাই। স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের স্মৃতিতত্ত্বে এই শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

১২ পৃষ্ঠায়—৭ম ও ৮ম পংক্তিতে 'রাঢ়বাসী ঘোষবংশ' স্থলে 'নাগান্বয় ঘোষবংশ' হইবে।

৩০ পৃষ্ঠায়—২৩ পংক্তির পর 'রুদ্র গৌতম গোত্র' বসিবে।

৪৯ পৃষ্ঠায়—শেষ ছত্রে 'বিরাট গুহ' স্থলে 'দশরথ গুহ' হইবে।

৮০ পৃষ্ঠায়—'পুরন্দর খৃঃ ১৬শ শতক' স্থানে '১৫শ শতক' হইবে।

৯০ পৃষ্ঠায়—২ পর্য্যায় গোবর্দ্ধনদত্তের পুত্র ৩ নীলাম্বরের 'কনকদণ্ডী' উপাধি হইবে।

১০০ পৃষ্ঠায়—১০ পংক্তির পর মহীপতির পিতামহ ও গুণাকরের পুত্র , 'মাধব' নাম বসিবে [১১৬ পৃষ্ঠায় পূর্ণবংশাবলী দ্রষ্টব্য]

১০৪ পৃষ্ঠায়—সর্ব্বাশিব' স্থানে 'সর্ব্বাশিষ্' হইবে।

১১৭ পৃষ্ঠায়—১৩ পর্য্যায় ছভায়া 'মার্কণ্ড' স্থানে 'মার্কণ্ডেয়' হইবে।

১২৯ পৃষ্ঠায়—'বাঙ্গালা কারিকায় 'যাদব বসুর' উপর ছত্রে (১৩ পংক্তি হইতে উঠিবা) '১৬শ পর্য্যায় একজাই' বসিবে।

১৭৬ পৃষ্ঠায়—১৬প ম জীবন শ্রীমন্তখাঁর অপর পুত্র 'রামচন্দ্র' এবং ১৭প প্র·মু কৃষ্ণ-দাসের পুত্র 'লক্ষ্মণ' নাম বসিবে।

১৮৪ পৃষ্ঠায় ১৭প স·মু চাঁদের প্রথম পুত্র 'কৃষ্ণ (বংশহীন)' নাম বসিবে এবং ১৯প স·মু শ্রীবল্লভের ১১শ পুত্র 'রত্নেশ্বরের' নাম বসিবে।

২০৫ পৃষ্ঠায়—১৩প স·মু গোবিন্দ গন্ধর্ব্ব খাঁর ১ম পুত্র 'পীতাম্বর (বংশহীন)' নাম এবং ১৭প স·মু কামদেবের প্রথম দুই পুত্র 'দেবকীনন্দন, কবিবল্লভ॰' এবং চতুর্থ পুত্র 'মাধব॰' নাম বসিবে।

২০৯ পৃষ্ঠায়—২১প বা·কো·মু মাধবরামের পাঠান্তর 'সদাশিব' পাদটীকায় বসিবে।

২১০ পৃষ্ঠায়—২১প ম রামবল্লভের সহিত 'অবধূত' পাঠ বসিবে।

২১৮ পৃষ্ঠায়—১৩প বা·স·মু গোপীনাথ পুরন্দর খানের প্রথম পুত্র 'পদ্মনাভ (মৃত)' নাম এবং ঐ পৃষ্ঠায় ১৪প স·মু কেশব খাঁর ৪র্থ পুত্র 'শ্রীগর্ভ (মৃত)' নাম বসিবে।

২২২ পৃষ্ঠায়—১৪প বা'ক শ্রীনিবাসের পুত্র রামনাথের পরে এই নামগুলি যথাক্রমে বসিবে—'বিপ্রদাস, সত্যবান্, শিবানন্দ ও চিত্রাঙ্গদ'।

২৫২ পৃষ্ঠায় - ১৩প স'মু উগ্রকণ্ঠের ৪র্থ পুত্র 'সঙ্কেতের' নাম বসিবে।

২৫৩ পৃষ্ঠায়—২১প ছিঃম প্রাণবল্লভের ৫ম পুত্র 'রূপরাম' এবং ২৩প ছিঃ ম সদাশিবের পর 'বিনাম পতিরাম' পাঠ বসিবে।

২৫৮ পৃষ্ঠায়—১৭প ম গোপীকান্তের পুত্র 'বংশী ও পরশুরাম (সাং বালেনী)' নাম বসিবে এবং তৎপরে বংশাভাব হইবে।

২৫৯ পৃষ্ঠায়—১৫প ম বনমালীর ৪র্থ পুত্র 'চন্দ্রশেখর (মৃত)' নাম বসিবে।

২৬০ পৃষ্ঠায়—১৪প ম ত্রিলোচনের অপর পুত্র 'শ্রীপতি' নাম বসিবে। ঐ পৃষ্ঠায় কোণাক-বংশীয় '১৪প নরসিংহ ১৫প গরুড়ের পরে বসিবে' এবং তৎপরে 'পরশুরাম চতুর্ভুজ ও জগন্নাথ' এই তিনটী নাম বসিবে। ঐ বংশীয় ২০প ম রামকৃষ্ণের ২য় পুত্র 'রামজীবন' নাম বসিবে।

২৬. পৃষ্ঠায়—১৪প ছ ত্রিবিক্রমের 'গোপাল, দেবানন্দ, মুরারি ও কংসারি' এই কয়টী ভ্রাতার নাম বসিবে।

২৬৬ পৃষ্ঠায়—১৩প ম জটাধরের ১ম পুত্র 'শ্রীধর (মৃত)' নাম বসিবে ঐ পৃষ্ঠায় ১৬প ম ভবানন্দের ২য় পুত্র কালিদাসের 'গন্ধর্ব খাঁ' উপাধি বসিবে।

২৬৮ পৃষ্ঠায়—১৩প তে বিশ্বম্ভরের পুত্র অনিরুদ্ধ স্থানে 'নন্দন ও অলঙ্কার' নাম হইবে। ঐ পৃষ্ঠায় ১৪ তে গৌরীবরের ১ম পুত্র 'মাধব০' ও ৩য় পুত্র 'কৃষ্ণ' এই দুই নাম বসিবে।

২৭৩ পৃষ্ঠায়— ১৪প প্র'মু দেবরাজের পুত্র ম২ হরিহর ও ম২ দামোদরের স্থানে কোন কোন কুলপঞ্জিকায় কেবল বাণেশ্বরের নাম লিখিত হইয়াছে। ঐ পৃষ্ঠায় ১৮প প্র'মু রাজীবের উপাধি 'সাদখি' বসিবে। ঐ পৃষ্ঠায় ২০প বা'ক রাজারামের অপর দুই পুত্র 'রঘুনাথ ও জানকীর' নাম বসিবে।

মুদ্রণের অশুদ্ধ-শোধন

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৪	১৪	ময়নমতীর	ময়নামতীর
২৯	১৩	(সেন) [ছাড়]	সৌকালিন
৩৫	১৭	শ্রিহরিষ	শ্রীহরিষ
৩৫	১৯	কামরূপতি	কামরূপপতি
৪৫	২৩	তূপ হইলে	তূপ হইতে
৬৩	২০	তাস্কর	ভাস্কর
৬৭	২০	পুত্রগণের	বংশধরগণের

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
[illegible]	২১	শৌর্য্যাদিভেদব	শৌর্য্যাদিবাচক
৮১	১১	বটগ্রোজ	বটগ্রাম
৮২	৯	ঘোষংছুরো	ঘোষোৎছুরো
[illegible]	১৬	গ্রামক	গ্রামক্ষ
[illegible]	১০	দাস	দাম
[illegible]	২২	৩	৪
[illegible]	২৮	(ছাড় হইয়াছে)	রাহা কর্ণবর্ণে
১০৪	১৬	কুলশৃঙ্খলং	কুলশৃঙ্খলাং
ঐ	১৭	সম্রদায়	সম্প্রদায়
ঐ	১৯	তস্যাত্মজা	তস্যাত্মজা
ঐ	২১	কুলববংশ্রীশানঘোষ	কুলবরশ্রীশানঘোষং
১০৬	৭	আইচ, ভঞ্জ,	আইচ, রাহা, ভঞ্জ,
১১৩	২০	ঠেকা ঠোক	ঠেকা ঠেকি
১১৬	পর্য্যায়	ধো	ধৌ
১২৩	১৮	জগ্রাহেবৈ	জগ্রাহ বৈ
১২০	৯	বসুর	বসুর
১২০	১২	সহ	শৌর্য্য
১২০	২৩	প্রসিদ্ধ	প্রসিদ্ধি
১৩০	১৮	১৭শ পর্য্যায়	১৬শ পর্য্যায়
১৩৪	১৪	ত্রিপর্য্যায়	এ পর্য্যায়
১৩৮	১১	কৃষ্ণপ্রসাদ	কৃষ্ণপ্রসাদ
ঐ	২৩	মধুদুলাল	মধুদুলালং ॥
১৩৯	১৩	পিণ্ডাভর	পিণ্ডভার
ঐ	১৫	বসুভবন্ সুজনং	বসুভবসুজনং
ঐ	২১	পিণ্ডভাক্	পিণ্ডভাক্
১৪৫	১১	জগন্নাথ	জগন্নাথ
১৯৮	১৫	দ নাৎ	দানাৎ
১৯৯	৫	প্দ্যদয়োহনমাঙঃ	প্দ্যদয়নো মাঙঃ
ঐ	৩০	গ্রহান	গ্রহান্
২০৫	২৭	রেন	কহেন
২২৫	১৭	সমালঙ্কবাল্দ	সমালঙ্কবান্